

ভাবিতাম্বা ২ মুনিগণের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সুধীশ্রেষ্ঠ কোবিদ ৭ শৌনক কৃতাজ্জলিপুটে বিনয়নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন,—“হে ‘নহর্বিগণ! পুণ্যময় সিদ্ধাশ্রমে পুবাণতত্ত্ববিৎ পরম পণ্ডিত সূত বহুবিধ যজ্ঞামুষ্ঠান দ্বারা বিশ্বরূপ জনার্দনেব পূজা করিতেছেন। বে ব্যাসদেব ভগবান্ নারায়ণের অংশস্বরূপ, পৌরাণিকোত্তম সূত তাঁহাবই শিষ্য; সুতরাং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহাব নন্দদর্পণে, প্রতিভাত হইতেছে। সেই লোমহর্ষণ সূত অতি শাস্ত্রহৃদয়; তিনি সকলকে পুবাণসংহিতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। হে মুনিবৃন্দ! পাপের প্রভাব প্রযুক্ত যুগে যুগে যখন মানবগণ ধর্ম্মামুষ্ঠান হইতে বিরত হয়, তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পুনরুদ্ধারিত করিবার জন্ত মনুস্মদন বেদব্যাসেব রূপ ধারণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। হে বিজ্ঞগণ! বেদব্যাস মুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। শুনিয়াছি, তাঁহারই নিকট সূতদেব সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিদ্ধাশ্রমস্থিত সেই সুধীষর পুবাণাবলি যেরূপ বিদিত আছেন, এমন আর কেহই নহে। হে মুনিগুণবশত, পুরাণ অতি পবিত্র রত্ন;—ইহা বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রের সারভূত। পুরাণের মহিমা ত্রিভুবনে বিখ্যাত। এ জগতে যিনি পুরাণতত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, শাস্ত্রচরিত ও মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ। কিসে কর্ম্ম সফল ও ভক্তি উজ্জ্বল হয়, তৎসমস্ত তাঁহানই সুবিদিত। পুণ্যচরিত মুনীশ্বর জগতের মঙ্গলসাধনার্থ তৎসমস্ত বিষয় পুরাণসমূহে বর্ণন করিয়াছেন। মহাত্মা সূত এ সকল বৃত্তান্তই সবিশেষ অবগত আছেন; তিনি ত্র্যেনেব অর্গবদ্বরূপ; অতএব চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া এই সমস্ত ছত্রহ বিঘয়ের শিক্ষা লাভ করি।”

সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ বাগ্বিশেষ্ট শৌনকের এই অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে “সাবু” “সাবু” বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

অথবা যাহাকে সৰ্বপাপ আশ্রয় করিয়াছে, সে যদি এই দিব্য আৰ্য্য  
(শ্রেষ্ঠ) পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ ও কুএহ  
বিনষ্ট হইয়া যায়। এ পুরাণপাঠে যে মহাপুণ্যলাভ হয়, তাহার কথা  
কি বলিব; যে ব্যক্তি ইহার এক অধ্যায় পাঠ করে, সে অশ্বমেধ-  
যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যে ইহার দুই অধ্যায় পাঠ  
করে, সে অগ্নিষ্টোম ফললাভ করিতে পারে। হে ঋষিভূদ ! জ্যৈষ্ঠ-  
মাসে মূলানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যতোয। যমুনাধ্বান পূর্বক  
মূলানগবে সংযমী ও উপবাসী হইয়া যথাবিধানে বিষ্ণুকে পূজা  
করিলে মানব অমৃত জন্মের পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং পরম-  
ব্রহ্মের পবিত্র গাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রহ্মেই মোক্ষলাভ করিতে  
সমর্থ হয়, কিন্তু এই পরম পবিত্র পুরাণের দশ অধ্যায় ভক্তিসহকারে  
শ্রবণ করিলে লোকে সেই যোগিবাঞ্ছিত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া  
ধাকে। দেখুন, ভগবান্ অচ্যুত যখন ইহাতে সম্বৃত, তখন সে বিষয়ে  
আব অণুনাত্র সন্দেহ নাই। হে বিভাগ্যায়্য মুনিগণ ! সেট ছাড়া এই  
শ্রাব্যের পরমশ্রাব্য, পবিত্রতাব আশ্রয়ীভূত, গুণবিশিষ্ট, পুণ্যময়  
পুরাণ অতীব যত্নসহকারে আপনাদের শ্রবণ করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি  
শ্রদ্ধাক্ত হইয়া ইহার শ্লোক অথবা শ্লোকার্জ পাঠ করে সে সত্ত  
কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। এই পুরাণকাহিনী অতি শুভ,  
উচ্চ পুণ্যময় বিষ্ণুনিকেতনে অথবা সভাঙ্গলে পাঠ করিবে, সত্য-  
পরায়ণ সারু ব্যক্তিদ্বিগেরই ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। লোভা,  
দাণ্ডিক, অহংজ্ঞানগর্ভিত, ব্রহ্মঘেণী, তুচ্ছদিগের নিকট ইহা বলিতে  
নাই। যাহারা কানাদি ত্রিগুণকে দমন করিতে পারেন, বিষ্ণুতে  
যাহাদের অচলা ভক্তি, যাহারা গুরুভক্ত, তাহাদের ইহা কীৰ্ত্তন  
করা কর্তব্য।

হে অশ্বিনিগণ ! ভগবান্ বিষ্ণু সৰ্বলোকের আশ্রয়, সংসার-  
যন্ত্রণার কাতর হইয়া যে ব্যক্তি ভক্তিগান্ ভিত্তিতে তাহাকে একবার  
শ্রবণ করে তুচ্ছবৎসল নারায়ণ অননি তাহার সত্বন হু হু দূর করেন।  
তিনি যে ভক্তিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা লোকের দ্বারা সন্দেহ কি।

মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি একবার তাঁহাকে ডাকিলে, একবার তাঁহার পবিত্র নাম কীর্তন করিলে, অমনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ কবে । অহো ! সেই মধুসূদন এই সংসাররূপ ঘোর বিশাল কান্দারেব \* দাবাগ্নিস্বরূপ । তাঁহার তেজ অধুষ্য, তাঁহার প্রতাপ অনভিভবনীয় । হে মুনিসত্তমগণ । যাহারা তাঁহাকে স্মরণ কবে, তিনি অচিরে তাহাদের সর্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন । এই নাবদীর্ঘ-পুৰাণ সেই সর্বদেবময় মধুসূদনের প্রতিকৃতিস্বরূপ । † ইহা পুণ্যময় ও অমূল্যম, স্মৃতরাং ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা কঠব্য । ইহা কীর্তন ও শ্রবণ করিলে 'সর্বপাপ বিনষ্ট হয় । এই পুরাণ-শ্রবণে যাহার ভক্তি উদ্ভিক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই বৃতকৃত্য ; সেই মানবই সর্বশাস্ত্রার্থ-বোবিদ । ‡ হে দ্বিজগণ । এই মোক্ষফলপ্রদ পুরাণ শ্রবণ কবিলে বুদ্ধি বিচলিত হয় না, মানব ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয় না ; সেই জগৎ ইহা হইতে যে তপ অর্জিত হয়, তাহাই পুণ্য ; যে সত্য লব্ধ হয়, তাহাই সফল । যাহাবা সংকথায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারাই সজ্জাত, তাহাবাই জগতেব হিতকর্তা । কিন্তু যে নবোধমগণ লোকেব নিন্দা করে, যাহাবা কলহতপস এবং পুৰাণ-সমূহের বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিয়া থাকে, তাহার পাণী ; তাহারা পুণ্যবর্জিত ; তাহাবা সকল কর্মের চ্যাবক । যে পাপিষ্ঠ পুৰাণাবলীৰ পবিত্র বাক্যে অবিশ্বাস অথবা নিন্দা করে, সে মরণান্তে নিবয়গামী † হয় । লোকপিতামহ ঐশ্বা যতদিন এই স্বাব'ও জন্ম সৃষ্টি করিবেন, ততদিন সেই নরোধম নিবন্তর দাক্ষ' নরকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকিবে ।

“অহো ! পাপপুণ্যেব নিদানোভূত ‘অর্থবাদ’ § ও ‘নারায়ণ’ চতুর্নকর-যুক্ত এই দুইটি বাক্যেব কি গভীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ! ইহাদের উচ্চারণে কি ভিন্ন ভিন্ন ফলোদয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, সর্বকর্মের প্রবর্তক পবিত্র

\* কান্দারেব—বনের ।

† প্রতিকৃতি—প্রতিবিম্ব ।

‡ সর্বশাস্ত্রার্থবোবিদ—সর্বশাস্ত্রের অর্থবিশারদ ।

§ নিবয়—নরক ।

§ অর্থবাদ—অর্থ লইয়া বিতর্ক করা ।

পুৰাণবচনে যাহারা বিতর্ক উপস্থিত করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই নবক-  
ভাজন । ইহ-জগতে যিনি অন্যায়সে পুণ্য অর্জন কবিত্তে ইচ্ছা করেন,  
অসংশয়িতচিত্তে ভক্তি সহকাৰে তাঁহার পুৰাণ শ্রবণ করা কর্তব্য ।  
অপরাপর এত্বেৰ অনাদর করিয়া পুৰাণশ্রবণে যাহান মতি অট্টশা  
থাকে, তাঁহার পূৰ্ব্বেদ্ব্যৰ্জিত পাপবাশি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় ।  
যে মানব সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিব সহবাসে কালান্তিপাত করে, দেবার্চন  
যাহার, প্রধান ব্রত, সংকথা ও সত্বপদেশে যে নিরন্তর বর্ত থাকে,  
সেই মানবই ধর্ম,—দেহাবসানে সে ব্যক্তি নারায়ণের তুল্য  
ভেদহী হইয়া যোগিবাদ্বিত পবন পদ প্রাপ্ত হয় । অতএব ২২  
দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃষগণ । হরিভক্তিপূর্ণ এই পবন পবিত্র উৎকৃষ্ট নারায়ণ-  
নামধেয় পুৰাণ শ্রবণ করুন । যিনি জগতের আদিকর্তৃ তত-  
বাহ্যাকল্পতরু, স্মীয় অশীম ৩৩ঃপ্রভাবে যিনি সর্বলোকে দেদীপ্য-  
মান হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রবণ কবিয়া যে ব্যক্তি এই  
পুৰাণপাঠে প্রবৃত্ত হয়, সে দোষমুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে আব  
কঠোর চর্চবয়স্রাশ নিপীড়িত হইতে হয় না ; সে অস্তিত্তে নমন  
মুদ্রিত করিবার সময় সেই তেজোময় ববদ মূর্তি দেখিতে/দেখি ও  
পরমানন্দ সহকাৰে মোক্ষপদ লাভ কবে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর  
এ তিনটি নাম কি ?—ইহা সেই ২২ঃ বজ্রঃ ও তনোণ্যাবিত  
অনন্তদেব নারায়ণের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র । এই ত্রিমূর্তিতে  
তিনি এই নিবিল জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহাব করিয়া থাকেন ।  
সেই পরমাবাধ্য পরমেশ্বর আদিদেবকে যে অস্ত্রবের সহিত ভজি  
ও পূজা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তিতে কবিত্তে সমর্থ হয় ।  
যে নাম পবিত্র ও বিস্তৃত, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের লোক  
যে নাম নিঃসন্দেহে ধ্যান করিতে পারে, যাহা শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ,  
যাহা পরমেরও পরম, যাহা বেদান্তেরও বেত্ত, সর্বপুণ্যবিৎ  
পণ্ডিতগণ পরম ভক্তিসহকাৰে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন,  
তাঁহা ভজনা করা মুহুমাত্রাবই কর্তব্য । মুন্সারি নরকাস্ত্রকাবী  
৭৪ সেই সমস্ত মাহাত্ম্য এই পবিত্র পুৰাণে বর্ণিত আছে ।

“হে পণ্ডিতগণ ! এই পবন পবিত্র হরিকথা ধার্মিক, শ্রদ্ধা-  
বান্, মুমূর্ষু, ধীমান্ অথবা বীতরাগ ব্যক্তিগণের নিকট বক্তব্য ।  
দেবালয়ে, পুণ্যভার্থে, পুণ্যক্ষেত্রে, অথবা পবিত্র সভাগৃহে ইহা  
কীর্তন করিবে ; সম্মুখকালে ইহা পাঠ করিতে নাই । যাহাবা  
উচ্ছিষ্টদেশে অথবা অপবিত্র স্থলে এই পবিত্র পুরাণ পাঠ করে,  
তাহারা চিবকাল ঘোব নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে ; যতদিন  
চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন  
সেই নরাধমগণ নরকের দুঃসহ যাতনা ভোগ কবিত্তে থাকিবে ।  
ভক্তিবর্জিত, দম্ভান্বিত, কিংবা বৃথা আনন্দের বশবর্তী হইয়া যে মুঢ়  
ইহা পাঠ করে, সেও সেই মহাঘোর নরকে অনন্ত কালের জন্য  
নিপীড়িত হইয়া থাকে । এই মোক্ষপ্রদ হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্তন  
অথবা শ্রবণ করিয়া কবিত্তে যে ব্যক্তি অস্ত্র কথার অবতারণা করে,  
সে মহাপাতকী ; অতএব শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অবহিতচিত্ত  
হওয়া কর্তব্য । যাহাব মন সর্বদা চঞ্চল, সে ইহ-জগতে কোন  
বিষয়েই জ্ঞান লাভ কবিত্তে সমর্থ হয় না ; তাহাব পক্ষে শ্রুতভোগ  
বিভবনামাত্র । বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি কোন বিষয়েরই স্বাদ গ্রহণ  
কবিত্তে সমর্থ হয় না । যাহার মনই স্থির নয়, তাহার শ্রুত কোথায় ?  
সেই জন্য বলিতেছি যে, একমন হইয়া হরিকথামৃত পান করিবে ।  
ভাবিয়া দেখুন, হে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ ! যাহার মন নিরন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ  
করিয়া বেড়ায়, সে ব্যক্তি যোগাসিদ্ধি যে কি অপূর্ণ অপার্থিব  
সামগ্রী, তাহা কি জানিতে পারে ? সেই জন্য আবার বলিতেছি যে,  
সমাধিতমনা হইয়া হৃৎপ্রদ সর্বকামপরিভ্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে  
অচ্যুত-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে । যে কোন উপায়ে হউক, নারায়ণকে  
শ্রবণ কবিত্তে পারিলে, পাতকীও নিশ্চয় ভগবানের প্রসাদ লাভ  
কবিত্তে সমর্থ হয় । অব্যয়, অক্ষয়, অনন্তদেব নাবায্যে যাহার অটলা  
ভক্তি, তাহাদই জগৎ সার্থক ; মুক্তি তাহার করস্থিত । হরিতত্ত্বপরায়ণ  
ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই চতুর্দন্দবল ও পরমপূর্ণস্বার্থ লাভ করিয়া থাকেন ।”

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুমেরুপর্বতে সনৎকুমাৰাদি মুনিগণেৰ আগমন

এবং নাবদেব হরিস্তব।

পুরাণতববিৎ সূত্ৰেৰ অমৃতায়মান বচনপৰম্পৰা শ্রবণ কৰিয়া মুনিগণ পরমুন্নন্দে পুলকিত হইলেন এবং কৌতুহল ও আগ্ৰহ সহকাৰে জিজ্ঞাসা কৰিলেন,—“হে দূৰ্ঘাৰ্ঘব! দেবৰ্ষি নারদ সনৎকুমাৰকে কেন সকল ধৰ্ম্মেৰ বিবৰণ বলিয়াছিলেন? কি প্রকাৰে এবং কোন পুণ্যক্ষেত্রে সেই ব্রহ্মজ্ঞ তপোধনদ্বয়\* মিলিত হইয়াছিলেন? তাঁহাদের মধ্যে কি কি কথোপকথন হইয়াছিল এবং নারদই বা ধৰ্ম্মসম্বন্ধে কি কি সারগৰ্ভ কথা বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ কৰিয়া তৎসমুদায় আমাদিগেৰ নিকট কীৰ্ত্তন কৰুন।”

অনন্তর মহৰ্ষি সূত পুনৰ্ভাৱ বলিতে আৰম্ভ কৰিলেন,—“হে দ্বিজশ্ৰেষ্ঠগণ! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্ৰহ্মাৰ সনকাদি যে পরম-ধাৰ্ম্মিক চাৰি পুত্ৰ আছেন, তাহাৰা সকলেই নিৰ্ম্মল, নিরহঙ্কাৰ ও তিৰ্ক্বেতা। সেই পবনযোগী পুত্ৰচতুষ্টয়ের নাম সনক, সনন্দ, সনৎকুমাৰ ও সনাতন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তেজ অপ্রমেয়, জ্যোতিঃ সহস্ৰ সূৰ্য্যেৰ স্থায়। তাঁহাৰা সকলেই বিষ্ণুভক্ত, ব্ৰহ্মধ্যানপৰ ও সত্যসক, সকলেই মোক্ষলাভে সমুৎসুক। একদা সেই মহাতেজস্বী মহাব্ৰহ্মগণ ব্ৰহ্মাৰ সভা পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিবাব মানসে পরম পবিত্ৰ সুমেরুশৃঙ্গে সনাগত হইলেন। তথায় বিষ্ণু-পদোন্তবা পুণ্যসলিলা সীতাখ্যা \* স্মরনদীকে অবলোকন কৰিয়া সকলে তাঁহাব পবিত্ৰজলে স্নান কৰিবাব উত্তোগ কৰিতেছেন, এমন সময়ে দেবৰ্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণেৰ পবিত্ৰ নামমালা গান

\* গঙ্গাবৰ্দ্ধক নাম সীতাখ্যা।

করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তিনি  
 পুণ্যময় স্বরে ভক্তি-গদগদভাবে বলিতেছেন,—“হে অচ্যুত, অনন্ত,  
 বাসুদেব, নারায়ণ ! হে জনার্দন, যজ্ঞেশ, ষষ্ঠপুরুষ ! হে কৃষ্ণ,  
 হে বিষ্ণু ! আপনাকে প্রণাম করি। হে পদ্মান্ব, কমলাকান্ত,  
 গঙ্গাজনক, কেশব। হে ক্ষীবোদশায়িন, দেবদেব, দামোদর।  
 আপনাব চরণে নমস্কাব। হে নৃহকে। হে মুরারে। হে প্রহ্লাদ,  
 সর্ষপ, অজ, অনিরুদ্ধ ! হে বিশ্বকপ। আমাদিগকে নিবন্তর  
 ‘সকল ভয় হইতে রক্ষা করুন।’ এইরূপে হবিনামমালা উচ্চারণ  
 পূর্বক অখিল জগৎ পবিত্র করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ পতিতপাবনী  
 শ্রবণী-তীরে আগমন করিলেন। তাঁহাকে উপস্থিত হইতে  
 দেখিয়া সনকাদি মহাতেজস্বী মুনিগণ তাঁহার যথাযোগ্য অর্চনা  
 করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞশ্রুত নারদও তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন  
 করিলেন।

অনন্তর স্তানাঙ্কাদি সমাপন করিয়া সকলে মনোরম গদা-  
 ভাবে উপবেশন করিলে নারদ নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন।  
 তাঁহার স্তবপাঠ সমাপ্ত হইলে সনৎকুমার সবিনয়ে তাঁহাকে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মুনিগৌরব মহাপ্রাজ্ঞ নারদ। তুমি  
 সর্ব্বজ্ঞ, জগতে তোমাব অপেক্ষা অধিকতর হবিভক্তিপবায়ণ কেহই  
 নাই। যাঁহা হইতে এই স্থারব-ছন্দসম্বুল অখিল জগৎ সজাত  
 হইল, যাঁহার চরণে পতিতপাবনী গঙ্গা জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই  
 সর্ব্বদেবময় হবিকে কি প্রকারে জানা যাইবে ? হে মহামুনে !  
 কি প্রকারেই বা ত্রিবিধ কৰ্ম্ম সফল হয় ? কি প্রকারে অজ্ঞানাত্ম  
 মানবের জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলিত হইবে ? তপস্ত্যাব লক্ষণ কি ?  
 কিরূপে যতিধি-পূজা করিতে হয় ? ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসন্নতা কি  
 উপায়ে লাভ করা যায় ? হবিভক্তিদায়ক এই সুকল নিষ্ঠ তব  
 অমুপ্রহ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিউন।”

সত্যসঙ্গ সনৎকুমারের এই সকল পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া  
 সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নারদ পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন ; তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয়

শান্তিরসে পরিপ্লুত হইল । হরিনামামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিগদগদভাবে তিনি ভগবানের শুব আবস্ত করিলেন ;—

“পর্যাপরতর পরব্রহ্ম নাবাষণকে নমস্কাব । যিনি জ্ঞানাজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যাব স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি স্ব-স্বরূপ, যিনি নির্ম্মম হইয়াও মায়াময়, যিনি যোগরূপ, সেই যোগেশ্বর, যোগমূর্ত্তি ও যোগগম্য নারায়ণকে নমস্কাব । যিনি জ্ঞানগম্য, যিনি সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র হেতুভূত, সেই জ্ঞানেশ্বর যোগেশ্বরকে নমস্কার । যিনি ধ্যানস্বরূপ, যিনি সকলেব ধ্যানগম্য, যাহাকে ধ্যান কবিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সেই ধ্যানেশ্বর, ধ্যেয়স্বরূপ, পরমেশ্বর ভগবান্কে নমস্কার । স্বর্ণে অাদিত্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি ও বিধাতা প্রভৃতি দেবগণ, অন্তরীক্ষে, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি দেবযোনি-সমূহ ; মর্ত্ত্যে মানবগণ এবং বসাতলে নাগগণ যাহার অনন্ত শক্তির কার্য্যস্বরূপ, সেই অনাদি অজ, জ্ঞাত্য ও জ্ঞাতীশ পরমেশ্বরকে, নমস্কার । যাহার পবিত্র নাম দিবাবাত্রি স্মরণ করাতে পুণ্যাশীল ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্বপ্নেও যমকে দেখিতে পান না, যাহাকে বিরিক্টিপ্রমুখ লোকপালগণ আজিও জানিতে পারেন নাই, সেই দেবাদিদেব পরমেশ্বরকে নমস্কার । ব্রহ্মরূপে সকল জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে সকলকে পালেন এবং মহেশ্বর-মূর্ত্তিতে সমস্ত বিনাশ করেন, কল্পাবসানে চতুর্দশ ভুবন কারণ-সলিলে বিলীন হইলে যিনি তত্ক্ষণাৎ শয়ান থাকেন, সেই অজ ও অনন্ত মহাদেবকে নমস্কার । যিনি শিবভাবিত \* ব্যক্তিদিগেব পক্ষে শিবস্বরূপ, হরিভক্তদিগের পক্ষে হরিস্বরূপ, অর্থাৎ যে যেভাবে তাঁহাকে পূজা করে, যিনি সেই মূর্ত্তিতেই তাহার মনোরণ পূর্ণ করেন, সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বিদ্যেশ্বরকে নমস্কার । যিনি কেশিহস্তা, যিনি অন্তকেরও অন্তক, যাহাকে স্মরণ কবিলে জীব মরকয়দ্বাং হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, ভূজাশ্রমাত্রে যিনি

\* শিব কর্তৃক অহুগৃহীত অর্থাৎ শিবভক্ত ।



অবলীলাক্রমে গিরিশঙ্কর ধারণ করিয়াছিলেন, ভূতাব-হরণের নিমিত্ত যিনি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্নরূপে ক্ষুতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই বসুদেব-পুত্র দেবানিদেব নারায়ণকে নমস্কার । উগ্র নৃসিংহ-মূর্তিতে স্তম্ভে অবতীর্ণ হইয়া পাশাণবৎ কঠিন হিরণ্যবক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক যিনি স্বীয় পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ, মরুৎ, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিভেদে যিনি সৰ্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, সেই আত্মস্বরূপ পরমাত্মা, পরমেশ্বরকে নমস্কার । যাঁহা হইতে চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত, অস্ত্রে যাঁহাতে সমস্তই লীন হইবে, সেই অনন্ত দেবকে নমস্কার । জগতের হিতার্থ হ্যাখ্য অশুবকে জয় কবিতা যিনি মংস্তরূপে বেদগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন, দেবতাদিগের অমৃতমহন-ক্ষীরোদসাগরে যিনি কূর্ম্মরূপে মন্দবগিরি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ববাহরূপে স্বীয় দশন-সাহায্যে, অনন্ত সমুদ্র হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জগদেকদেবকে নমস্কার । বলিরাজাকে ছলনা করিয়া যিনি যুগল পদে স্বর্গ-মর্ত্য আবরণ করিয়াছিলেন, দর্পহাবী সেই ঝামনদেবকে নমস্কার । হৈহয় কার্তবীৰ্য্যার্জুনের ধোরতব অপরাধের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবার জন্ত যিনি এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়বুল সংহার করিয়াছিলেন, সেই জমদগ্নিস্মৃত জগৎপিতাকে নমস্কার । বলদণ্ডিত দশাননের দর্পসংহারার্থ যিনি চারি মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, দশরথ-তনয় লোকাভিবাম সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার । হুই মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া যিনি মুঘল ও হলের সাহায্যে বসুন্ধবার হর্ব্বহ ভার লাঘব করিয়াছিলেন, সেই ব্রলকপ বলদেবকে নমস্কার । কৃতযুগেব আদিকালে এবং কলিব অস্ত্রে অধর্মাচারী ভীষণগণকে তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা সংহাব করিয়া যিনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার । এইরূপে অনন্ত মূর্তিতে যিনি জগতে বিরাজ করেন, স্থাবর-জঙ্গমাди 'সর্ব্ব-ভূতে যিনি সর্ব্বদা অবস্থিত, যাঁহার' নাম-স্মরণে, প্রচণ্ড পাতকী

অজামিল ভবযজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ কবিল, সেই পরমপুরুষকে নমস্কাব । মহাত্মাদিগেব কৰ্ম ও তপ যাঁহার রূপস্বরূপ, যিনি জ্ঞানীদিগেব জ্ঞানস্বরূপ, সেই সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বব্যাপী, সহস্রশিরা, শাস্ত্রমূৰ্ত্তি সৰ্ব্বেশ্বৰকে নমস্কাব । যাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, যিনি পরমাধুৰও অণীয়ান্ \*, মহতেরও মহত্তর, গুহ্যেরও গুহ্যতম, সেই লোককর্তা জগদীশ্বৰকে নমস্কাব ।”

৫

—————

## তৃতীয় অধ্যায়



### সৃষ্টি-বর্ণন।

বৈষ্ণবশিরোমণি নারদের এই পরমার্থপূর্ণ হবিস্তব উচ্চাসময় সুধাসিক্ত স্বরে উচ্চারিত হইয়া উপস্থিত সকলের মনোহরণ করিল। তাঁহাদের নয়ন দিয়া অজস্র ভক্তিবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পুনরানন্দে পুলকিত হইয়া কৃতান্তলিপুটে নারদের বহুল প্রশংসাবাদ কীর্তন পূর্বক সেই মুনীশ্ববগণ বলিলেন, “এই স্তোত্র অত্র হইতে ‘নাবদস্তোত্র’ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঘোর পাপীও যদি প্রাতঃকালে উক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে সকল পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া, অনন্ত সুখের নিকেতন বিম্বলোদ প্রাপ্ত হইবে।”

অনন্তর নাবদ সুধীশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের সেই পরমার্থপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরদানার্থ দীর্ঘ ও গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হে ব্রহ্মর্ষে! ভগবান্ নাগাযণ অক্ষয়, অনন্ত, সর্বব্যাপী, নিত্য ও নিশ্চয়ন। তাঁহা কর্তৃকই এই স্বাববদ্রমায়ক অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই চণ্ডাচর ভগতের সৃষ্টির আনিকালে যত্রতত্র মহাবিশু ত্রিগুণভেদে তিনটি নৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। ভগতের সৃষ্টির চণ্ড তিনি দীর্ঘ দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রস্রাবতিকে, ভগতের সংহারার্থ মধ্য-অঙ্গ হইতে ব্রহ্মাণ্ড টানানকে এবং ইহার পালনার্থ বাম-অঙ্গ হইতে অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনিপুত্র! আনিসর্গে ভগবান্ মহাবিশু ভগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ার্থ ৩ নৃতিস্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেবানিদেবকে লোকে ত্রি-নৃতিস্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম, কেহ বিষ্ণু, কেহ বাহ্য এবং কেহ বা ব্রহ্মরূপে চক্ষুর দ্বারা দেখেন। সেই

পরাম্পর বিষ্ণুব শক্তি-জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । তাহা ভাব ও অভাব এবং বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার স্বরূপিনী । \*

“হে দ্বিজোত্তম ! এই শক্তি দ্বিবিধ ;—অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ; যাহা অন্তরঙ্গা, তাহাই চিৎ-শক্তি, তাহাই মহামায়া, এবং যাহা বহিরঙ্গা, তাহাই মায়া । এই মায়াই সকল দুঃখ, সমস্ত কষ্ট, অনর্থ এবং জনন-মরণের মূলীভূত কারণ । এই মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মানব অব্যয় অভিন্নাত্মা ঈশ্বরে ভিন্নতা আরোপ করিয়া থাকে । কিন্তু, হে মুনিসত্তম ! যখন লোকের জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন তাহাদের কিছুই জানিবার থাকে না, যখন তাহাদের জ্ঞান পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞেয় সত্য সনাতন দেব আনন্দপূর্ণ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে অহোরাত্রি তাহাদের সম্মুখে বিবাক্ত করিতে থাকেন ; যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কবে, সেই দিকেই নিত্য ও নিরঞ্জন পবমানন্দ অদ্বৈত শুভ্রকেই দেখিতে পায় । সকলই আনন্দ,—সমস্তই ব্রহ্মময়,—সর্বত্রই হ্লাদিনী শক্তি বিরাজমান । †  
আব কিছুই নাই ;—সব—সবই ব্রহ্মময় । অহো ! কি সুখ !—  
কি স্বর্গ ! তখন সমস্ত জগৎই স্বর্গময় । হে মহাশয় ! যখন মান-বেব উল্লসক উপেক্ষিত অবস্থা হয়, তখনই তাহারা মুক্ত ; সেই মুহূর্ত হইতে আব তাহাদিগকে জন্মমৃত্যু-ক্লেশ ভোগ কবিতে হয় না ।  
যাহা হইতে মানব একপ শ্রেষ্ঠ সংস্কার লাভ করে, তাহাই বিজ্ঞা । যোগিগণ বিজ্ঞাকে সর্বৈকভাবনা বৃত্তি বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণন কবিয়া থাকেন । মানব এই বিজ্ঞা যতদিন লাভ করিতে না পাবে, ততদিন অবিজ্ঞার বশবর্তী হইয়া থাকে, ততদিন মায়াব কুহকে মুগ্ধ হইয়া,—  
জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া এ সংসারে কেবল যাতায়াত করিয়া থাকে ।  
হায় ! তাহাদের গমনাগমনই সাব !

হে যোগীন্দ্র সনৎকুমার ! এই বিশ্ব-চরাচর বিষ্ণুশক্তি হইতে সমূহীভূত । সুতরাং ইহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ অভিন্ন ; বলিতে কি,

\* ভাব—সত্তা । — অভাব—অসত্তা । — আবিজ্ঞা—মাদ্য ।

† হ্লাদিনী-শক্তি—আনন্দবিধাদিনী শক্তি

হুই তিনি ; তাঁহা হইতেই ইহার চেষ্টা-চৈতন্য । আকাশ এক—  
 নিত্য—অনন্ত—অসীম—সর্বব্যাপী । ইহার নাম নাই—স্বাকৃতি  
 নাই—ক্ষয় নাই । কিন্তু ঘটাকাশ, পটাকাশ, বিলাকাশ প্রভৃতি  
 উপাধিভেদে ইহা যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে,  
 সেইরূপ অবিকারকে উপাধিভেদে জগদ্ব্যাপী, নিত্য, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম  
 এবং তাঁহার পরা শক্তি ও এই নিখিল জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে  
 প্রতীত ; এবং অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন নিজ আশ্রয়স্বরূপ  
 বৃক্ষকে ব্যাপিয়া বিরাজ করে, ভগবান্ মহাবিশ্ব এবং তাঁহার  
 শক্তিও সেইরূপ জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন । হে মূর্খ ! সেই  
 শক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া  
 থাকেন । কেহ তাঁহাকে অম্বিকা, কেহ কেহ লক্ষ্মী, কেহ  
 ভারতী, কেহ গিবিজা, কেহ বা উমা, আবার কেহ কেহ বা  
 দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী বা ঐন্দ্রী নামে  
 আখ্যাত করিয়া থাকেন । পবনতরঙ্গ পরমর্ষিগণ সেই মাছা-  
 শক্তিকে প্রকৃতি ও পৰা অভিধা দান করিয়াছেন । হে মহাপ্রাজ্ঞ  
 মুনীন্দ্র ! বিধুর সেই পরমা শক্তি হইতেই জগৎসংসার সৃষ্ট হইয়াছে ।  
 সেই শক্তির মহিমা কে বুঝিবে ? কে তাহার নিগূঢ় মাহাত্ম্য সম্যক  
 কীর্তন করিতে সমর্থ হইবে ? এই অনন্ত নিখিল জগতের সর্বস্থলে  
 তাহা কোথায় ব্যক্ত, কোথায় বা অব্যক্তভাবে পরিব্যাপ্ত রহি-  
 য়াছে । কিন্তু, তাহা বলিয়া তিনি ভিন্ন নহেন । মোহাদ্ধ মানব-  
 গাই তাঁহাকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে । হে মহাত্মন ! এরূপ  
 ভেদজ্ঞান অবিজ্ঞা হইতে উদ্ভূত থাকে । পরমতরবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ এই  
 অবিজ্ঞাকে ভগবানের মায়া বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । তাঁহার  
 পরমা বিজ্ঞার প্রভাবে মোহকরী মায়ার গভীর ইল্লজান হইতে মুক্তি  
 লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী ; তাঁহার যত্নানন্দের ত্রিতাপ  
 হইতে মুক্ত হইয়া অস্টে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত  
 হইতে সক্ষম হইবেন । হে মহাপ্রাজ্ঞ ! সেই মায়ার ছলনায় বিভ্রান্ত

• বিংশ লোকে তাহার বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কেহ বলেন, মায়া

হইয়া মোহাদ্ৰ মানব অহংজ্ঞানে গৰ্ব্বিত ও জ্ঞানহীন হইয়া থাকে ।  
 ‘ইনি আত্মীয়, উনি পব, ইহা নিজেব, উহা পরেব, এই বিপুল বিষয়,  
 বিভব আমার নিজের, আমি সৰ্ব্বময় কর্তা, আমি সকলের অধী-  
 শ্বর, বিশাল রাজ্যের অধিপতি,’ বিমূঢ় মনুষ্যাগণ সৰ্ব্বদা এইরূপ  
 অহঙ্কৃত চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দান করে, কিন্তু তাহাবা একবার  
 ভাবিয়া দেখে না যে, সকলই মায়া—ভোজ্যবাদী,—প্রহেলিকা ।  
 তাহারা একবার বুঝিয়া দেখে না যে, আত্মা ভিন্ন এ জগতে আর  
 কিছুই নিজের নাই । মায়াজনিত এই সকল ভেদাত্মিকা চিন্তা ও  
 ভাবনা সকল ছুঃখের, সকল কষ্টের, সমস্ত অনর্থের মূলীভূত কারণ ।

হে মহর্ষে ! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মহীয়সী শক্তি প্রকৃতি, পুরুষ  
 ও কালরূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্যে ব্যাপ্ত । তাহা  
 সব, রজঃ ও তমোগুণেব আধার । প্রকৃতির প্রতিকৃতিবন্ধন ব্রহ্মরূপ  
 ধারণ করিয়া যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহা হই-  
 তেও যিনি প্রধানতর দেব, তিনি নিত্য নামে অভিহিত, যিনি পরম-  
 পুরুষরূপে জগতের রক্ষা করিতেছেন, তাহা হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠতর,  
 তিনি অব্যয় পবনপদ নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি কালরূপে ইহাব  
 সংহার করিয়া থাকেন, তাহা হইতেও যিনি পরতর, তিনি অকব ।

সিদ্ধপ্রভীতিসাধিনী, কেহ বলেন, তাহা অষ্টটন ষটন পটীয়াসী, অব্যয় কেহ বা  
 বর্ণন করেন,—

“বিচিত্রকার্য্যাকাংক্ষা অচিন্তিতকলপ্রদী ।

স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ॥”

পণ্ডিতগণ মায়ায় বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,— দেবীপুৰাণ, ৪২ অধ্যায় ।

‘মাস্ক মোহাৰ্ঘবচনো মাস্ক প্রাপণবাচনঃ ।

তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীৰ্ত্তিতা ॥”

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত, ২৭ অধ্যায় ।

ইহাতে প্রভীত হইতেছে যে, মায়া স্বার্থই একটি অনির্দেয় শক্তি । এ  
 শক্তির প্রভাবেই জগৎসংসার চলিতেছে, ইহাই সকলের অদৃষ্টদেবতা, বলিহ  
 কি, ইহাই জগৎ । তুমি আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি?—কোথা  
 যাইব? বুঝিয়া নেব, সবাই মায়া,—অজ্ঞানাক্রান্ত—বিচিত্রতা । যতদিন এই  
 মায়ায় আবদ্ধ উন্মুক্ত না হইতেছে, ততদিন পরমার্থজ্ঞানেব সাহায্যে অবস্থা  
 বিচারে পরিণত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জনন মরণ কষ্ট কে ক্ষয় করিবে?

কিন্তু হে মহামুনে ! যিনি মদ, রজঃ ও তমোগুণের একমাত্র আধার, যিনি স্বয়ং নিত্য, অব্যয় ও অক্ষয়, তিনি কত উচ্চ, কত মহান ! হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ভাবিয়া দেখুন, মানব সকল শিক্ষা লাভ করিয়াও কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না । হায়, এই রিপূর্ণরত্ন পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহই অপূর্ণ ! মোহান্বিত মানবগণ অহংজ্ঞানে উন্নত হইয়া যে দেহের স্লামা কবিয়া থাকে, তাহা যে ক্ষণভঙ্গ, তাহা যে পতনশীল, সে রূপেব গৌরব যে ক্ষণিক, স্বল্পকাল পবেই সেই কমনীয় কাস্ত কলেবর যে বিকল ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা তাহারা একবার ভাবিয়া দেখে না । হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিপুঙ্গব ! এ জগতে সকলই অপূর্ণ ;—কেবল সেই সত্যস্বরূপ, শুদ্ধ, সনাতন পরমব্রহ্মই পবিপূর্ণ । সেই পরমাত্মা ত্রি-মহাকায়ুক্ত \* ; সৃষ্টিগণই ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে দেহী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে ।

হে মহামুনি ! জগতের সৃষ্টিকর্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মা গাঁহান নাভিকমল হইতে উদ্ভূত, সেই আনন্দরূপ পরমাত্মাই জগতেব শ্রেষ্ঠ দেব, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই । সেই অন্তর্ধানী, জগৎ-স্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন, পরমেশ্বর ভিন্ন ও অভিন্নরূপে সর্বত্র বিরাজ কবিতেছেন । তাঁহানই শক্তি বিশ্বোৎপত্তির নিদান বলিয়া বৃষ্ণগণ কর্তৃক মহামায়া প্রকৃতি নামে অভিহিতা । প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল \* তাঁহানই ত্রিমূর্তি নাত্র । তাঁহার নাম নাই,—উপাধি নাই ; ভাবি-  
তায়া † মোগিগণ তাঁহার অনন্ত মাহাত্ম্য অজ্ঞানবের হৃদয়স্থ কবাটবার নিমিত্ত উপচার দ্বারা পরব্রহ্ম নারায়ণাদি উপাধি অর্পণ করিয়াছিলেন । সেই পরম শুদ্ধ, অক্ষয়, অনন্ত, কালরূপী মহেশ্বর ঐক্যপী ও ঐশ্বর্য্যধার ; তিনিই জগতের আদিকর্তা ।

হে ব্রহ্মর্ষে ! অতঃপর নিবিস জগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হইল, তাহা আশুপূর্ব্বিক বর্ণি করিতেছি, শ্রবণ করুন । পুরুষরূপী ভগবন্ত

\* সার্বিক, কালক ও স্থানক । সার্বিক অংকার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধীনাৎ বেদাঙ্গণ ; স্থানক অংকার হইতে পৃথিবী-ইন্দ্রিয় এবং কালক অংকার হইতে পঞ্চ মাহাত্ম্য ও তাহাদিগের গুণ উৎপন্ন হইয়াছে । † ভবিষ্যট্টা—পবিত্রাত্মা ।

আদিশ্রষ্টার্থ দ্বোভপ্রাপ্ত হইলে, মহামায়া প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠিলেন ; তখন মহৎ চৈতন্য প্রাদুর্ভূত হইল ; তাহা হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও দশৈল্লিয় জনিত হইল । হে মহামুনে ! সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র-সমূহ হইতে জগতের জন্ম ভূত সকল উৎপন্ন হইল । এইরূপে ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল । কিন্তু ইহা তানসী সৃষ্টি ; সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মা পর্বত ও বৃক্ষলতাগুণাদি সৃষ্টি করিলেন , কিন্তু ইহা দেব বুদ্ধি নাই, ইহাবা সাধনাহীন , সুতবাং তাহাতে সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়াতে পশু, পক্ষী ও মৃগাদি সৃষ্টি কবিলেন , কিন্তু ইহাবাও অসাধক ; সুতবাং ইহাতেও সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়াতে দেব-সর্গ এবং তাহার পব মাছুষ-সর্গ করুনা করিলেন । অনন্তর পদ্মজন্মা ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষাদি স্বীয় মানসপুঞ্জগণকে সৃষ্টি কবিলেন । এইরূপে দেব, দানব, যক্ষ, বৃক্ষ ও মানবপরিব্যাপ্ত জগৎ সৃষ্ট হইল । সেই জগৎ সপ্তলোক ও সপ্তপাতালে বিভক্ত । হে মুনিগুহ্মর । সেই সপ্তলোক পবম পবিত্র ; তৎসমুদায়ের নাম কীর্তন কবিতোহি, শ্রবণ ককন । ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য,—এই সপ্তলোক সপ্তপাতালের উপরিভাগে স্থিত । সেই সপ্ত পাতাল,—অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, তরিন্বে বসাতল এবং সর্বাধঃ পাতাল অধিষ্ঠিত । এই সপ্ত পাতাল ক্রমান্বয়ে নিম্ন হইতে নিম্নতর এবং পরিশেষে নিম্নতম প্রদেশে স্থিত । ইহাদের নিম্নতলের অধিকতর নিম্নতলে আর কোন জীবের বসতি নাই । লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক এই সমস্ত লোকে লোকপাল এবং প্রত্যেক লোকে কুলাচল, নদী ও যথাযোগ্য হ্রদাদি স্থাপিত হইল । হে মহাভাগ । ভূতলস্থ সমস্ত ভূধরের মধ্যে সূমেকই \* শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম । ইহা পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে

\* রাব্রহ্মানের প্রথমখণ্ডে এই সূমেক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি , সুতরাং তত বিস্তৃত অহুশীলন এ স্থলে নিম্নয়োজন-বোধে ইহার স্থিতিভূমি সম্বন্ধে কয়েকটি কথাবলা গেল । মৎস্তপুৰাণে এই দেবগিরির সীমাবর্ণনস্থলে লিখিত



স্থাপিত । এই পুততম পরম রমণীয় পর্বতে দেবতাগণ বাস করেন ।  
এতদ্বিন্ন লোকালোক প্রভৃতি আবও অনেক শৈলমালা পরিদৃশ্যমান  
হইয়া থাকে । হে বিপ্রেন্দ্র ! এই ভূতলে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র ।  
প্রত্যেকটিতেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল এবং বহু নদনদী বিরাজিত । অমর-  
সম্মিত মানবগণ সেই সেই সমস্ত দ্বীপে বাস করিয়া থাকে । সেই  
সপ্তদ্বীপ জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, \* পুষ্কর এই  
সপ্ত নামে প্রসিদ্ধ । এই সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, জ্বা  
ও ঙ্গল এই সপ্ত সমুদ্রে সনার্ভত । কীরোদধিব উত্তর এবং হিমা-  
চলের দক্ষিণভাগে যে সুবিশাল ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা ভারতবর্ষ  
নামে প্রসিদ্ধ । এই ভারতভূমি অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ । অত্যাতি  
দেবতাগণও এই ভারতক্ষেত্রে জন্মলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন  
'হায় ! কবে আমরা অক্ষয় ও বিমল পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এই পবিত্র-  
তম ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিব ? কবে মহান পুণ্যেব সাহায্যে  
আমরা পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইব ? কবে বিবিধ দান, যজ্ঞ ও

আছে যে, স্রমেকর উত্তর উত্তরকুরু প্রদেশ, পশ্চিমে কেতুমাল, দক্ষিণে ভারত  
এবং পূর্বে ভ্রাতৃবর্ষ । অগিচ, পদ্মপুরাণ ১২৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—

“তত্র শৈলস্তা শিখরাং কীরধারা মগমতে ।

বিখরুণা পরিমিতা ভৌমনির্ধাতনিখনা ।

পুণ্যা পুণ্যতমৈর্জুতা গঙ্গা ভাগীরথী শুভা ।

মেরোস্তা শিখরাদেবী তিস্তমান্য চতুর্বিধা ।

হিমাশয়ং বিনির্ভত্ব ভারতং বর্ষমেভ্য চ ।

লবণাধুধিমভ্যোতি দক্ষিণস্তাং দিশি দ্বিম ।”

ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, বাস্তবিক যের একটি-কাল্পনিক পর্বতও নহে ।  
গঙ্গা গঙ্গা ইহার শিখরদেশে সমুদ্র হইয়া হিমালয় ভেদ পূর্বক ভারতবর্ষ দিয়া  
বঙ্গসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত উত্তরকুরু ও ভারতবর্ষই আধুনিক ভূগোল-  
বিদগণের নির্মিত । উত্তরমেরু প্রদেশ গ্রীসীয় ভৌগোলিকগণ কর্তৃক উত্তরা  
ফারা (Ottara Cora) নামে অভিহিত । উত্তর কোরা আর্মিও আসিয়ার অনেক  
নিচিন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় । এক্ষণে অসম্ভব কল্পনা হইতে পারে যে, স্রমেকর  
মেরু ও বুলবটগ পর্বতের মধ্যে স্থাপিত ।

\* ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যে স্থাপিত । শাকদ্বীপ গ্রীসীয় ভৌগোলিকগণ  
কর্তৃক সিথিয়া (Seythia) নামে অভিহিত । পণ্ডিতবর ট্রাবো বলেন, ইন্ডো-চীনা  
দেশ পূর্বস্থিত প্রদেশ সিথিয়া নামে অভিহিত ।

তপোমুঠান দ্বারা অনন্তশায়ী ভগবানকে পূজা করিয়া আমরা যোগি-  
বাহিত রত্ন লাভ কবিব ? কবে ভক্তি, কর্ম্মমুঠান অথবা জ্ঞান দ্বারা  
নিত্যানন্দময় প্রভু ভগদীশকে সমুপেক্ষ করিয়া পরমানন্দপূর্ণ পবিত্র  
নিকেতনে স্থান পাইব ? আশা সকল হইবে না ?—ভক্তবাহ্যকল্পতরু  
ভক্তের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না ।’

বলিতে বলিতে হরিতরুশ্রেষ্ঠ মহর্ষি নারদের নয়ন-যুগল ভক্তি-  
সঙ্গিলেপরিপ্লুত হইল । তিনি সুমধুর বাক্যে আবার বলিতে লাগি-  
লেন, “হে মুনীন্দ্র ! পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যিনি নিবস্তব  
বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন, তিনিই ধর্ম্ম ; তাঁহার সদৃশ পুণ্যাত্মা ভগতে  
অতি বিবল । অস্ত্রে সহস্র সূর্যের ত্যায় তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া সেই  
মহাপুরুষ দেবাদিদেব নাবায়ণেব পবিত্র পদে স্থান পাইতে সমর্থ  
হয়েন । যে ব্যক্তি হবিনামমাহাত্ম্য কীর্তন কবিত্তে ভালবাসেন,  
অথবা যিনি বিষ্ণুভক্তদিগের মঙ্গল-কামনা করেন, কিংবা পরম পবিত্র  
হরিতরু শ্রবণ কবিত্তে সমুৎসুক, তিনি পুণ্যবান,—তিনি আমাদের  
সকলের পূজনীয় । যিনি গুরুভক্ত, যিনি শিবধ্যানী, যিনি স্বীয়  
আশ্রমেব আচার ব্যবহার যথাবিধানে পালন করিয়া থাকেন,  
যাঁহার চবিত্র নির্মল, শান্তিময় ও অনুযাহীন, \* তিনি আমাদের  
সকলেব পূজনীয় । বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্মে যাঁহার আস্থা আছে,  
যিনি অহুদিন বেদের প্রশংসায় বত, তিনি আমাদের সকলেব  
পূজনীয় । যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে অভেদজ্ঞানে ভক্তি সহ-  
কারে পূজা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ আমাদের সকলের পূজ-  
নীয় । যিনি পরনিন্দা, পবগ্রানি, পবহিংসাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা  
করেন, গো-ভ্রাক্ষণে যাঁহার দৃঢ় ভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার পরম ব্রত,  
যিনি কাহাবও নিকট দান গ্রহণ করেন না, তিনিই শুদ্ধ, তিনি  
আমাদের সকলের পূজনীয় । পরের দ্ব্যে যাঁহার লোভ নাই,  
যিনি চৌর্যাদিদোষরহিত, শুচি, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী, পরোপকা  
যাঁহার একটি প্রধান ব্রত, তিনি আমাদের সকলের পূজনীয়

ভারতবর্ষে এইরূপ বিবিধ ধর্ম্মামুষ্ঠান ও সংপ্রবৃত্তিনিচয়ে যাহার প্রগাঢ় ভক্তি, তিনি আমাদিগের সকলের পুজনীয় ।

হে মহামুনে ! কতই সাধনাবলে জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে । কিন্তু সেই পরম সাধনার ফল মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, দেববাহিত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে মূঢ় ঐ সকল সংকর্ষের মধ্যে অহতঃ একটিবও অমুষ্ঠান না করে, সে মোক্ষলাভ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না,—তাহার অপেক্ষা মূর্খ এ জগতে আর কেহই নাই । পরম পবিত্র ভারতভূমে জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মোদ্ধারের উপায় অমুসন্ধান না কবে, যে মূঢ় সংকর্ষের অমুষ্ঠানে বিরত হইয়া অমুদিন বেবল পাপকার্য্যে রত থাকে, সে নিতান্ত অজ্ঞান । পীযুষকলসঃ পরিত্যাগ করিয়া সেই পাপী বিষভাণ্ডের অমুসন্ধান কবে ?

হে মহাপ্রাজ্ঞ ! দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া, দেববাহিত ভারতভূমে আসিয়াও যে মূঢ় ধর্ম্মামুষ্ঠান ছাড়া সৃষ্টিব আদিকারণ হান্ধার উদ্ধারে যত্ন না করে, সে মহাপাতকী ; সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী । বর্ষভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মকর্মে মন না দেয়, সে বোর পাপী, চিরজীবন তাহাকে অসৌম দুঃখেই অতিবাহিত করিতে হয় । সনৎকর্ম্মযলপ্রদ মহাপুণ্যময় দেশে থাকিয়া যে ব্যক্তি দুষ্কর্মে অমুষ্ঠান করে, সে কানধেয় অতিক্রম করিয়া ব্যাত্রীহৃৎকের অঘেষণে ধাবিত হয় । হে মুনীন্দ্র সনৎকুমাৰ ! অন্ধাদি দেবগণ ভারতভূমির উত্তরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন । স্মরণ্য বৃক্ষিয়া দেখুন, ভারতভূমির তুল্য পবিত্রতম পুণ্যক্ষেত্র জগতে আর কৈ ? এই মহাপুণ্যময় দেবভূত্যাগে যিনি সংকর্ষের অমুষ্ঠানে উদ্বৃত্ত, তিনিই ধ্বংস,—তাহার মানব-দশাই মার্কক । তাহার তুল্য পুণ্যবান্ ব্যক্তি জিলোকে আর কেহই নাই । অতএব এই পবিত্রতম ভারতক্ষেত্রে জন্মিয়া বিজ্ঞান সাহায্যে অবিজ্ঞানপীড়ী নাগর বোহিপাশ ছিন্ন করিয়া যিনি স্বীয় কৰ্ম্মক্ষেত্রে উত্তম করেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ । পরলোকে

পরম সুখলাভের কামনায যিনি অত্যন্ত-চিন্তে \* স্বীয় সমস্ত অমুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করেন, তিনি পরম পুণ্যাত্মা,—তাঁহার প্রাপ্য ফল নিশ্চয়ই অক্ষয় । যিনি কর্মফলের অতিকামুক নহেন, যাগযজ্ঞাদি যিনি ভালবাসেন না, যাঁহার দৃঢ় ধাবণা যে, একমাত্র ভক্তিতেই মোক্ষলাভ কবা যাইতে পারে, এ জগতে তাঁহার নারায়ণের প্রীতি-ন্যূনত্ব কিছুর না কিছু সেই পবনব্রহ্মে অর্পণ কবা উচিত, কেননা, কেবল তব হইতে মানবের আত্মোন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় । সেই জন্ম বলিতেছি, অগ্নি, বায়ু ও নিকাম, হইয়াও যিনি আবার পবনধাম প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেও পরমেশ-বিষ্ণুর তুষ্টির নিমিত্ত দেববিহিত কর্মাদির অমুষ্ঠান করিতে হয় । হে মহাপ্রাজ্ঞ । ইহ-জগতে কর্মই ভুক্তিমুক্তির † নিদানীভূত কারণ । সেই জন্ম নিকামো হউক আর সকামী হউক, সকলেবই যথাবিধি সাধনা কর্তব্য । সাধনা না করিলে কেহই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না । এ জগতে যে ব্যক্তি আশ্রমাচারহীন, পরমতত্ত্বের বুদ্ধিগেব মতে সে ব্যক্তি পতিত । কঠোর সাধনাব সাহায্যে যিনি আত্মোদ্ধাব, লাভে যত্ন করেন, তিনি ব্রহ্মতেজের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন ;—জগদেকদেব বিষ্ণু তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । সেই কৃতার্থ ব্যক্তিই ইহ ও পরলোকে প্রবৃত্ত পুণ্য-ভাগী । তিনিই ধন্য, তিনিই পরম সুখী, তিনিই চবিতার্থ ; তাঁহার মানরজস্বই সার্থক ।”

বলিতে বলিতে বৈষ্ণবশিরোমণি নারদের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর হইয়া উঠিল । বিষ্ণুপ্রেমে যেন উন্মত্ত হইয়া বিস্মৃষ্টতরে তিনি আশ্রিত বলিতে লাগিলেন :—“অহো । বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ ধর্ম,— বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ তপ,—বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ; তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই নাই । এই স্বাবরজস্বাত্মক জগতের সর্বত্রই বাসুদেব

\* অত্যন্ত—নিরলস ।

† অঃ—নির্লোভ । ‡ ভুক্তি—ভোগ । মুক্তি—মুক্তি ।

আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন,—তাঁহা ব্যতীত আর কেহই নাই । তিনিই ধাতা, তিনিই ত্রিপুরাসুন্দর, তিনিই বিষ্ণু । তিনিই দেবতা, তিনিই অমর, তিনিই যক্ষ-রক্ষ-সিদ্ধ,—এই ব্রহ্মাণ্ডই তিনি । তাঁহার রূপ ব্যতিরেকে এ জগতে আর—কিছুই নাই । চন্দ্র অথবা সূর্য্যতম পবমানু হইতে গগনভেদী বিরাট্ পর্ব্বত এবং শত-যোজন বিস্তীর্ণ গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত যাঁহা কিছু সূর্য্য অথবা চন্দ্র, তৎসমস্তই সেই জগন্ময় বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত ।”

---

## চতুর্থ অধ্যায় ।



ভক্তি ও আশ্রমধর্ম কি ?—স্বকণ্ঠমুনির উপাখ্যান ।

সর্বধর্মবিৎ নারদের মুখে জগৎসংসারের সৃষ্টিবর্ণনা শ্রবণ করিয়া সনৎকুমারাদি মুনিগণ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন । অনন্তর ত্রিকা-লজ্জ ব্রহ্মর্ষি সর্বার্থসাধিনী ভক্তিব বিষয় বলিতে আবৃত্ত কবিলেন,—  
“হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ । ভক্তিই সকল সিদ্ধির প্রধান কাবণ, ইহা সাধনাব-  
অগ্রদেবী । ভক্তিপূর্বক যে কর্ম কবিবে, তাহা সফল হইবেই হইবে ।  
ইহাতে সকলের মনোরথ সিদ্ধ হয় । এমন কি, ভক্তিব সাহায্যে  
অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে । ভক্তিতে ভগবান্ সন্তুষ্ট । ভক্তদিগের  
ভক্তিই প্রধান উপাদান । ভক্তিহীন কার্য কখনই সুসিদ্ধ হয়  
না । যেমন সূর্য্যের আলোক জীবজন্তুদিগেব চেষ্টাব প্রধান কাবণ,  
সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ । যেমন সলিল  
সমস্ত লোকের জীবন, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবন ।  
হে মুনিপুঙ্গবগণ । ভূমিকে আশ্রয় না করিলে জন্তুগণ ইতস্ততঃ  
বিচরণ করিতে পারে না, আকাশকে আশ্রয় না করিলে বিহঙ্গমগণ  
শূণ্ডে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয়  
না করিলে কোন বর্ষেবই অমুষ্ঠান হইতে পারে না । ব্রহ্মাবান্  
ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ করিতে সমর্থ হয় ।  
ভক্তিহীন ব্যক্তি অসীম দান, দান্টিণ্য, কঠোর তপশ্চরণ অথবা বহুবিধ  
যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিলেও নারাঘণের প্রসাদলাভ কবিতে পারে  
না । বাহার হৃদয়ে ভক্তি নাই, সে যত কোটি কোটি মেরুপ্রমাণ  
সুবর্ণরাশি কোটি কোটি লোককে দান করুক না, অনাহারে—  
অনিদ্রায়—উৎকণ্ঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্তা করুক না ও লক্ষ  
অশ্বমেধ-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করুক না,—তাহার সমস্ত দান, সমস্ত

তপস্কা, সকল যজ্ঞ নিষ্ফল ; তাহাব সে দান কেবল অর্থনাশ, সে তপশ্চরণ কেবল শরীবশোষণ, সে যজ্ঞ বেবন ভাঙ্গে ঘৃতসিঞ্চন । বস্তুতঃ তাহার কিছুই সার্থক হয় না ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক যদি অণুপরিমাণ কার্য্যও কবে, তাহা সার্থক হয় এবং তাহাতে সে ব্যক্তি ভগবানের প্রীতিলাভ কবিতে পারে । পণ্ডিতগণ হরিভক্তিকে কামধেনুর সহিত উগমা দিয়া থাকেন । হায় ! সেই স্বর্গীয় কামতৃষা সকলের অধিগম্য হইলেও অল্প মানব সংসারগবল কেন পান্ কবে ? হে, অজ্ঞান । এ জগৎ-সংসার সম্পূর্ণই অসাব, ইহাতে অণুমাত্রও সাবই নাই, সকলই মায়া,—সমস্তই ইন্দ্রজাল । কিন্তু এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, হৃবিভক্তি ও তিতিক্ষা—এই তিনটি বিযয়ই সাব । পরহিংসা, পরদ্বানি ও অসূয়া প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, যাহাব পরের উন্নতি দেখিতে পাবে না, তাহাবা ভক্তিমান্ হইলেও পরব্রহ্মকে লাভ কবিতে পাবে না ; তাহাদের তপ ও যাগযজ্ঞাদি সমস্তই নিষ্ফল, হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর । যাহারা পবশ্রীকাতর, দাত্তিক ও অহংগর্ভিত, যাহারা ধর্ম্মেব অহুরোধে কোন কার্য্যের অমুষ্ঠান করে না, তাহাবা নিশ্চয়ই পাপী ; হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর । বুধা কৌতুক ও পরিহাসের নিমিত্ত যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করে, সেই অধার্ম্মিক, ভক্তিহীন লোকের পক্ষে হরি দূরতর । যাহারা নারায়ণস্বরূপ পরমপবিত্র বেদে অশ্রদ্ধা করে, সেই পায়ণ-দিগেব পক্ষে হরি দূরতর ।

হে মহানুনে ! ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র জীবন ; ইহলোকে ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু ;—ধর্ম্মই পরকালের সহাব । ধর্ম্মহীন হইয়া যে ব্যক্তি দিনযাপন করে, সে ব্যক্তি জীবনহীন ; নৌহকারের ভদ্রা যেমন স্বাসত্যাগ করিলেও সজীব হইতে পারে না, সেইরূপ সেই ধর্ম্মবর্জিত মানব নিঃস্বাস-প্রস্বাস ত্যাগাদান করিলেও সজীব নহে । ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি বে কয়েকটি পরম-পুরুষার্থ আছে, তৎসমুদায়-শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিবাই লাভ কবিতে সমর্থ হইবেন । স্বীয়

বর্ণাশ্রমের উপযোগী বেদবিহিত আচার-ব্যবহার পালন করিয়া যিনি নারায়ণের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, তিনি যোগিবাঞ্ছিত বিয়ুঃলোক প্রাপ্ত হইবেন ।

হে মুনীন্দ্র ! আচার হইতে ধর্ম এবং ধর্ম হইতে অচ্যুত, আচাৰভ্রষ্ট লোক কখনই ভগবান্ হরিকে লাভ করিতে পারে না । আশ্রমাচারে নারায়ণ পূজিত হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । নতুবা সাদ্ৰ বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিও যদি আচারভ্রষ্ট হয়, শাস্ত্রমতে সে পতিত । এমন কি, যে ব্যক্তি হরিভক্তিপরায়ণ অথবা হবিষ্যানুপন্ন, সেও যত্নপূর্ব্বক আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাকেও পতিত বলিতে হইবে । হে দ্বিজোত্তম ! আচারপতিত লোককে কি বেদ, কি হবিভক্তি, কি শিবভক্তি কিছুই পবিত্র করিতে পারেন না । তাক্ষাচাৰ ব্যক্তি সমস্ত পুণ্যক্রেত্রে—সহস্র পুণ্যার্থীর্থ্য ভ্রমণ করুক না, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক না কেন, সে যে পতিত, সেই পতিতই থাকে, কিছুতেই পবিত্রতা ও উদ্ধারলাভ কবিত্তে সমর্থ হয় না । হে মুনিসত্তম ! আচার স্বর্গীয় সুখলাভের প্রধান সাধন । আচারশীল ব্যক্তিই প্রকৃত পুণ্যবান্, তিনি স্বেপার্জিত তপের সাহায্যে স্বর্গ, পরম সুখ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ; তাঁহাব পক্ষে ছলভ এ জগতে কিছুই নাই । কিন্তু আচার যদি আবাব ভক্তিহীন হয়, সে আচার কদাচার মাত্র,— তাহাতে সুখলাভ হইতে পারে না । 'অতএব হে মুনে ! ভক্তিই সমস্ত আচার, সকল যোগ, এমন কি, হরিভক্তিরও নিদান । ভগবান্ নারায়ণের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি, সে যদি তাঁহাকে পূজা না করে, তাহা হইলেও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন । এই জন্ত পণ্ডিতগণ ভক্তিকে সমস্ত লোকের মাতা ধনিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মাতাব ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব যেমন জীবনধাবণ করিয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র ভক্তির পবিত্র আশ্রয়ে থাকিয়া ধার্মিকগণ জীবিত থাকেন । স্বীয় অবলম্বিত আশ্রমের বিহিত আচার-সমূহেব অনুষ্ঠান করিতে



করিতে যে দিন মানবের হৃদয় ঈরিতন্ত্রির স্বর্গীয় রসে অভিসিক্ত হয়, সেদিন তাহারা লোককর্তা হরিকে অভেদদৃষ্টিতে দেখিতে পায়, সেই দিন তাহাদের সকল দুঃখ দূর হয়, সেই দিন মোক্ষ তাহাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে । ত্রিভুগতে সেরূপ পুণ্যাত্মা ও শুদ্ধচিত্ত লোকের সমকক্ষ কেহই হইতে পারে না । হে ব্রহ্মন্ ! ভক্তি হইতে সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়, কার্য্যসাকল্যে নারায়ণ তুষ্ট হইয়া থাকেন ; নারায়ণের তুষ্টিতে পরা বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায় এবং বিদ্যা হইতেই মোক্ষ । বাস্তবিক, হরিত্ত্বি এই ঘোর সংসার-সাগরের একমাত্র তরণী । পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য না থাকিলে হরিত্ত্বি লাভ করা যাইতে পারে না । ভক্তি ভগবন্তক লোকের সহিত জন্মিয়া থাকে ।

হে অজ্ঞানন্দন ! বর্ণাশ্রমে আচারবত, জিতেন্দ্রিয়, ভগন্তক ব্যক্তিগণই প্রকৃত পুণ্যবান,—তাহারাই লোক-শিক্ষক,—তাহারাই মহাপুরুষ । তাহাদের প্রদর্শিত পদবী অমুসরণ করিলে মৃত্যুগণে সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয় । পূর্ব্বজন্মের পুণ্যসঞ্চার না থাকিলে কেহই সেই দেবচরিত্র সাধুপুরুষদিগের সঙ্গলাভ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের পাপভার লইয়া ভ্রমতে অবতীর্ণ হয়, যতদিন না তাহার সমস্ত পাপক্ষয় হইয়া যায়, ততদিন মহাপুণ্যগণের সহিত স্বর্গীয় সহবাস কিছুতেই তাহার ঘটিয়া উঠে না । স্বর্গাদেব কেবল দিবাভাগেই ভগতের বহিঃস্থিত অন্ধকাররাশি নাশ করিতে পারেন;—বিজ্ঞান গিরিগুহার অথবা ভূগর্ভসমূহের গভীর তিমির তাহাতে কিছুমাত্রই নিরাস্ত হয় না; কিন্তু ভগবন্তক তেজঃপুঞ্জ পণ্ডিতগণ আপনাদের তপোলক স্বর্গীয় আলোকের সাহায্যে লোকের অন্তঃকরণের তমোরাশি নাশ করিতে সমর্থ হইবেন । হায় ! এ ভ্রমতে ভগবন্তকিপরায়াণ মহাপুরুষ অতি দূর । অতঃ, তাহাদের সহবাস তাহারা লাভ করিতে পারে, তাহাদ্বাই কৃতার্থ ; তাহারা অচিরে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ।”

“ভগবন্তক নারদের সুধাসিক্ত মহাপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া

সাধুচরিত সনৎকুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে তপোধন ! আপনি হরিভক্ত, আপনি শিবভক্ত । ভক্তিতত্ত্ব আপনার যেকপ বিদিত, একপ আব কাহারও নহে । এক্ষণে নিবেদন—ভগবন্তত্ব ব্যক্তিদিগেব লক্ষণ কি ? তাঁহাবা কিরূপ কর্ম কবেন এবং সাধনাবলে কোন্ লোক প্রাপ্ত হযেন ?—অনুগ্রহ করিয়া এই সকল গুট তত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দিউন ।”

অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নাবদ পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হে ব্রহ্মন্ ! এ সকল কাহিনী পরম গুহ্য ; যোগনিজ্ঞা হইতে উদ্ধিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ পবিত্রহৃদয় পবন পুণ্যাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন । হে মহর্ষে ! জগদ্ধঙ্গী দেবদেব সনাতন যুগান্তে বৌদ্ধরূপে ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাসমাৎ করিয়াছিলেন । অনন্তর জগৎ একাধীভূত হইলে স্বাবরজ্জন্ম বিনষ্ট হইয়া গেল ; আব কিছুই বহিল না । কেবল সলিলবাশি,—স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল গ্রাস করিয়া অসীম—অনন্ত—একীভূত সলিলবাশি ! তখন পবনশ্বের সমস্ত শক্তি তাহাতে পুনর্বার লীন হইল । এইরূপে সর্বশক্তিসময়িত হইয়া সৃষ্টিদীপি সূক্ষ্মতবেদেহে সেই অনন্ত জলরাশির উপর বটচ্ছদে তিনি শয়ন করিলেন । নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ও তাহার একভাগে থাকিয়া ভগবানের লীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন ।”

এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া নৈমিষাবণ্যবাসী মুনিগণ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহামতে ! এ বি কথা শুনিলাম । আমবা পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, সেই ভীষণ প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ একাধীভূত হইয়া এবং স্বাবরজ্জন্ম বিনষ্ট হইয়া গেলে একমাত্র হরি অবশিষ্ট ছিলেন ; তবে মার্কণ্ডেয় আবার কি প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? হে নূত ! আমাদের দাঁড়ন কোত্‌হল ঘনিষ্ঠাছে, শীঘ্র আমাদিগের এই ঘোর বুদ্ধৎসা ! নিবারণ করিয়া কৃতার্থ কব । আহা ! হরিনীলরূপ অমৃতপানে কাহার না অভিলাষ হয় ?”

অনন্তর পুরাণতত্ত্ববিৎ সূত পুনর্বার বলিতে আবহু করিলেন,—  
 “হে ব্রহ্মর্ষিগণ ! পূর্ব্বে যুক্‌ছু নামে এক পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন ।  
 মহাপুণ্যময় পরমপবিত্র শালগ্রামক্ষেত্রে সেই মহাত্মা মুনি অনাহারে,  
 অনিদ্রায়, কঠোর ব্রহ্মসঙ্কল্প করিয়া পরমব্রহ্ম সনাতনের পূজায় অযুত  
 বৎসব নিবৃত্ত হয়েন । মহার্ভাগ যুক্‌ছু, ক্রমাশীল, সত্যমন্ধ ও  
 ছিত্তেন্দ্রিয় ; সর্ব্বভূতে তাঁহার আত্মবৎ সমবেদনা ছিল ; তিনি শাস্ত্র,  
 দাশু ও বিষয়নিপুণ । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! ব্রহ্মর্ষি যুক্‌ছু এইরূপে  
 অযুত বৎসর কঠোর তপস্যার অমুষ্ঠান কবিত্তে লাগিলেন । তদীয়  
 স্মৃষ্টি তপশ্চরণে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবন শব্দিত হইয়া পবনেশ  
 নারায়ণের শরণাগত হইলেন । অতঃপর সশঙ্ক অমরগণ স্বীক-  
 সাগরের উত্তরতীরে উপস্থিত হইয়া জগদ্বৎসক পদ্মনাভের স্তবে প্রবৃত্ত  
 হইলেন । তাঁহারা সকলেই একযোগে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন,  
 —“হে অক্ষয়, অনন্ত, দেবদেব নারায়ণ ! হে শরণাগতপালক !  
 যুক্‌ছুমুনিব কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমরা আপনার শরণ  
 লইয়াছি । এখনে আমাদের রক্ষা করুন । জয় দেবাধিদেবেশ,  
 জয় শঙ্খগদাধর ! জয় জয় জগৎস্বরূপ নারায়ণ ! হে লোকপাবন !  
 লোকনাথ ! লোকসামিন্ ! আপনাকে নমস্কার । হে ধ্যানগম্য,  
 ধ্যানরূপ, ধ্যানহেতু, ধ্যানসামিন্, আপনাকে নমস্কার । হে বেশি-  
 দস্তা নারায়ণ ! হে মনুষ্যদন ! হে চৈতন্যরূপী পবনাত্মন ! আপনাকে  
 নমস্কার । হে নিত্যানন্দ প্রভো ! আপনি নিগুণ হইয়াও  
 গুণাঢ্য, অরূপ হইয়াও সৰূপ । হে শরণাগত-দুঃখনাশক ! আপনার  
 চরণে বাব বার প্রণত হইতেছি ; আনাদের কষ্ট নিবারণ করুন ।”

দেবতানিগের এই স্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমলাপতি  
 শঙ্খচক্রগদাধর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সকলের সম্মুখে  
 আবিভূত হইলেন । তাঁহার নয়নযুগল বিদূচ-কমলপদ্মশব্দে বিস্তৃত,  
 তাঁহার চোখাতিঃ কোটি সূর্য্যের ছায়া ভাষক ; সর্বাঙ্গ নান্দিশ  
 অগাধ সুষোভিত ; বস্ত্র-হলে ক্রীৎসুচিহ্ন সমন্বিত ; পরিধানে  
 চন্দ্রমণ্ডল, গলদেশে সর্পদ্বয়োপবীত । ভক্তবাহাদরীন্দ্র ভগবান্

নারায়ণকে বরদ-মূর্তিতে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া দেবগণ পরম-ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন ।

অনন্তর দমার্বি হরি শরণাগত শ্রুতবুদ্ধকে সহোদন পূর্বক মেঘগন্তীর-নিনাদে সাগরকল্লোল অতিক্রম করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হে অমরগণ ! মৃক-মুনিব বঠোর তপস্তা হইতে তোমরা যে বিষম পবিত্রাপ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি । কিন্তু ইহা তোমাদের ভ্রম । মৃক-মুনি তোমাদের কোন স্থখে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে তপস্তা আবস্ত করেন নাই ; অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক । হে দেববৃন্দ ! যিনি প্রকৃত সজ্জন, তিনি কি সম্পদ, কি বিপদ, যেকপ অবস্থা প্রাপ্ত হউন না কেন, স্বপ্নেও কখন অপবের সুখবাচ্ছন্দ্যে পথে অন্তরায় ইয়েন না । মহামুনি মৃক-মুনি সজ্জন, সুতবাং তাহা হইতে তোমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই । যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাস, যে নিরন্তর বিষয়-বিষয়ানে উন্মত্ত, স্বার্থসাধনের জন্ত যে নিজের রক্ষার বিষয় না ভাবিয়াই সতত অপরের অনিষ্ট কবে, তাহার নিকটে বিপদের আশঙ্কা কবা যাইতে পারে । যে মূঢ় বাক্য, মন অথবা কার্য দ্বারা অপবের স্থখে বাধা দেয়, সে প্রবলপ্রতাপশালী হইলেও, সে নিঃস্বপ্নে ভুলবলে অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাস্ত করিলেও, কখন নিঃশঙ্ক ও নিবাপদ হইতে পারে না । সেই পবাক্রিত ব্যক্তিগণই সুবিধা পাইলে তাহার অনিষ্টসাধন করিতে পারে । হে অমরগণ ! নিরন্তর পরের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া জগতে কি সুখ ? বাহাকে সর্বদা সশঙ্কমনে কালযাপন করিতে হয়, যে নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত ও নিকষেগ হইয়া মুহূর্তকাল থাকিতে পারে না, তাহার জগতে কি সুখ ?—সে মহাপাগী, চিবজীবন তাহার দুঃখেই অতিবাহিত হয় । কিন্তু যিনি স্বপ্নেও কখন পরের অনঙ্গলকামনা করেন না, সর্বভূতেব হিতসাধনে যিনি সদা ব্যাপ্ত, যিনি দাস, অস্বাধীন ও নিরহঙ্কার, তিনি প্রকৃত সজ্জন.—তিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক, সুতবাং

এ জগতে তিনিই যথার্থ সুখী । হে অমববৃন্দ ! আপনারা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তমনে অমরলোকে প্রতিগমন করুন, যুকণ্ড যুনি আপনাদের কোন সুখে বাধা দিবেন না ; আমি আপনাদিগকে সদা রক্ষা করিব ; অতএব দেবনিকেতনে প্রতিগমন হইয়া সুখে বিরাম করুন ।”

এইকপে দেবগণকে অভয়বর প্রদানপূর্বক অতসীকুসুমপ্রভ ভগবান্ হরি তাঁহাদের সম্মুখেই অন্তর্ধান হইলেন ; অমরগণও নির্ভয় হইয়া আনন্দসহকারে ত্রিদিবধামে প্রতিগত হইলেন ।

এ দিকে ভগবান্ নারায়ণ মহামুনি যুকণ্ডর তপে সন্তুষ্ট হইয়া স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন । \* যুকণ্ড তখন যোগাসনে উপবেশনপূর্বক নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া অন্তশুদ্ধি নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মকে দেখিতেছিলেন, — সেই অতসীকুসুমবৎ \* মনোহর বর্ণ, সেই পীতবাসা, সেই শঙ্খচক্রগদাপাশোভিত তুঁহুঁ যেন আনন্দে তাঁহাকে বরদানে উদ্যত । সমাধিবলে সপ্রকাশ ভগবৎস্বরূপ সেই আনন্দময়ী মূর্তি অবলোকন করিয়া যুকণ্ড চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন । এতদিন তাঁহার ভাগ্যে এ সুখ ঘটিয়া উঠে নাই ; আজি মনোমধ্যে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, ‘দয়াময় কি আজ ভক্তের সাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন ! এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নয়নযুগল উন্মোচন পূর্বক দেখিলেন,—

\* অনেকে জগদেকদেব হরিকে শ্রামবর্ণ বলিয়া জানেন । এ স্থলে ভগবানের ‘অতসীকুসুমবৎ বর্ণ’ পাঠ করিয়া তাঁহারা হয় ত বিস্মিত হইবেন, তাঁহাদের বিস্ময় দূর করিবার জন্য এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে যে, নারায়ণ যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ; তদ্বৎ,—

“যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোহস্ত বদন্ত ।

তন্না রক্তস্তথা পীত ইবানীঃ কৃষ্ণত্যাং গতঃ ॥

সুতবর্ণঃ সত্যযুগে সূতীর তেজসাবৃতঃ ।

ব্রহ্মত্যাং রক্তবর্ণোহংগ পীতোহংগ ধাপরে বিভূঃ ।

কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমাংসেজসাং রাশিরেব চ ।

পরিপূর্ণতমঃ হ্রদ ভেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥”

অথর্ববেদ ১০ অধ্যায় ।

অপিচ, অপর অপর পুরাণে নারায়ণের যে সব রূপ বর্ণিতো পাওয়া যায়, তৎসমস্তই প্রায় তিনি “হিরণ্যববণু” “তম্বাহেম-বর্ণ” প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

ভক্তবাহ্যাকল্পতরু শাস্ত্র, গভীর ও প্রসন্ন-বদনে তাঁহার সন্মুখে দণ্ডায়মান। যুবকুর সর্বদা পবমানন্দে পুলকিত হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অধিরলধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দেবদেব চক্রধারীব চরণতলে পতিত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এইরূপে আনন্দাশ্রুধারা জগৎপতিব চরণযুগল বিধৌত করিয়া শিবোদেশে অল্লিধারণ পূর্বক মূনিরব ভক্তিগদগদস্বরে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,—“পরাংপর, পবত্তাংপর, পরম্বরূপী ও পরমেশ্বরকে নমস্কাব। যাহার পরমপদ অপারের পর-পারের একমাত্র তবণী, যিনি স্বীয় ভক্তদিগকে পর হইতে সদা দূরে রক্ষা করেন, জগৎকর্তা সেই পবমাত্মাকে নমস্কার। যাহার নাম নাই,—উপধি নাই—রূপ নাই, অথচ যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্বত্র বিরাজমান সেই নিবন্ধন অনন্ত জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি হিরণ্যগর্ভাদি সমগ্র জগতের স্বরূপ, সেই বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষকে নমস্কাব। নির্দোষ, ধ্যানপরাযণ, বীতস্পৃহ ও বীতভৃক মহাপুরুষণ পরম সমাধিবলে যাহাকে নিবস্তুর দর্শন করেন, যাহার চরণ এই ঘোব সংসার-সাগর হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় সেই পরম পবিত্র পরমাত্মাকে নমস্কাব। হে শরণাগত-দুঃখনাশন হে ককণাকর সহস্রমূর্ত্তে সহস্রপাদাঙ্ক। হে সহস্রনামা, সহস্রযকাটীযুগধারী পরম পুরুষ অনন্ত! আপনাকে নমস্কার।”

মহাত্মা যুবকু মূনির এই স্তব শ্রবণে শঙ্খচক্রগদাধর দেবদেব মহাবিক্র পরম পবিত্র হইয়া চতুর্হস্তে মূনিববকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অসীম প্রীতি সহকাবে বলিলেন, “যুবকো! তোমার কঠোব তপস্যা ও এই পবিত্র স্তোত্রে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে হে সূত্রত, তোমার মানসিক অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বর গ্রহণ কর।”

\* পরাংপর—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। পবত্তাংপর—শ্রেষ্ঠতর হইতে শ্রেষ্ঠতর পরম্বরূপী—পরম্বরূপ।

ভক্তবাঞ্ছাপূরক ভগবান্ নারায়ণের এই আশ্বাসবচন শ্রবণ করিয়া মহাগুনি অনীম 'আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং পরমেশ্বরের চরণতলে, পতিত হইয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেবদেব জগন্নাথ ! আজি আমি কৃতার্থ হইলাম, আজি আমার জন্ম সফল হইল, আজি আমার সমস্ত তপস্তা সার্থক হইল । নারায়ণ ! পুণ্যহীন ব্যক্তিগণ আপনাকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু আমি স্বল্পপুণ্য করিয়া যে আপনাব চরণদর্শন লাভ করিলাম, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা ?' প্রভো ! আজি আমি চরিতার্থ হইলাম । অন্ধাদি দেবতাগণও যাহাকে দেখিতে পান না, বেদবতী ঋতুর ভাগ্যে যাহা ঘটয়া উঠে না, তাহাকে আজি আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম, ইহা অপেক্ষা আর অধিক বল কি আছে ? সদাচাররত ভক্তগণ ও সমদর্শী যোগিগণও যাহাকে কখনও দেখিতে পান না, সেই পরম বহু আজি আমি দেখিলাম, আহা, ইহা অপেক্ষা আমি আর কি চাহিব ? দ্বিতেন্দ্রিয়, দ্বিতাহার, অহঙ্কারহীন তপস্বিগুণ যাহাকে দেখিতে পান না, পরোপকাৰী, নির্দম, মহাশ্রমগণের ভাগ্যে যাহার চরণদর্শন কখন ঘটয়া উঠে না, আজি অকিঞ্চন আমি তাহা দেখিতে পাইলাম, তখন আমার 'আব কি আবশ্যক ? হে জগন্নাথ জগদগুরু ! আমার সকল আশা সফল হইল, সমস্ত মনোবধ পূর্ণ হইল, আজি আমি ভক্তবাঞ্ছাকল্প-তরুকে সম্মুখে দেখিয়া সর্ব-অভিলাষের সাফল্য লাভ করিলাম । পুণ্যহীন ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও যে পদ দেখিতে পায় না, আজি অকিঞ্চন আমি অকিঞ্চকর তপস্তার সাহায্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম ; —অহো ! যে চরণ স্মরণমাত্র মহাপাপকীও সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আজি আমি ভবমাগবের তরুণীস্বরূপ, নোকের আশ্রয় সেই পরম পদ প্রত্যক্ষ করিলাম । আহা, আমার কি সৌভাগ্য ! হে নারায়ণ ! হে জগদেকদেব ! হে অধমভারণ করুণাময় হরে ! আমার সকল আশা পূর্ণ হইল, —আপনাব শ্রীচরণ সম্মুখে দেখিয়া আজি আমি চরিতার্থ হইলাম । প্রভো ! আর কি প্রার্থনা করিব ?"

‘পবন পুণ্যবান্-মুকপুত্র এই অমিয়ময় বচন শ্রবণে নারায়ণ  
 প্রীতিসহকাৰে বলিলেন,—“হে ব্রহ্মন, তুমি সত্য বলিয়াছ,—  
 তোমার এই বাক্যে আমি অধিকতর প্রীত হইলাম । তুমি নিশ্চয়  
 জানিও যে, আমার দর্শনলাভ তোমার পক্ষে কখনই নিষ্ফল হইবে  
 না । পণ্ডিতগণ সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, নারায়ণ স্বীয় ভক্তের  
 বুটুস্থিত স্বীকার করেন । তুমি আমার পবন ভক্ত, ‘এক্ষণে আমি  
 বুদ্ধগণ্ধেব সেই নিয়ম পালন করিব । হে বিপ্রেন্দ্র ! আমি তোমাব  
 পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব । সেই পুত্র সমস্ত গুণযুক্ত, ‘দীর্ঘজীবী’  
 ও আমার স্বরূপ হইবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যাহার বুলে আমার  
 জন্ম, সে কুল নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । আমি তুষ্ট  
 হইলে লোকে কি না প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় ? যে ব্যক্তি আমার  
 পরম ভক্ত, যিনি আমার কথায় অন্তর্দীন রত, যিনি আমার ধ্যান  
 করিয়া থাকেন, তিনি স্ববুলে নিশ্চয়ই অচ্যুতের স্বরূপ হবেন ।  
 ইহ-জগতে যিনি আমার জন্মই সর্বকর্ষ করিয়া থাকেন, যাহার  
 মন আমাতে প্রতিনিযত নিবিষ্ট, যিনি আমার প্রণামপরায়ণ, তিনি  
 নিশ্চয়ই সমস্ত কুলকে অচ্যুতের স্বরূপতায় আনয়ন করিতে সমর্থ  
 হবেন । হে বিপ্র ! আমি তোমাব তপ ও স্তোত্রে পবন  
 পূরিভূষ্ট হইয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও, তোমার পুত্ররূপে  
 ‘জন্মগ্রহণ করিব ।” এই কথা বলিয়া ভক্তপ্রিয় ভগবান্  
 নারায়ণ মুকপুত্র মন্তকে করস্থাপন এবং তাহার সর্বোদর স্পর্শ পূর্বক  
 সেই স্থলেই অস্বহিত হইলেন । মহামুনি মুকপুত্র হরিকে প্রণাম  
 করিয়া আপনাকে পরম পুণ্যবান্ মনে করিতে করিতে অসীম  
 আনন্দ সহকারে নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন ।



## পঞ্চম অধ্যায় ।



### ভাগবতেব প্রকৃত লক্ষণ ।

অনন্তর পুৰাণতত্ত্ববিদ সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রুত সমবেত মুনিগণকে  
সম্বোধন করিয়া, ধীর ও প্রশান্তভাবে আবার বলিতে লাগিলেন,  
“হে মুনিপুত্রবংগ, দেবদেব বিষ্ণুর নিকট বরলাভ কবিয়া মহামুনি  
শ্রুত সর্বদা দেবারাধনা পূর্বক সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ ন্যাসাদন  
করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পবে নারায়ণের তুল্য তেজোময়  
তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইলেন । তাঁহার নাম মার্কণ্ডেয় ।  
মার্কণ্ডেয় পরম যোগী, তাঁহার হৃদয়ে অসীম দয়া, ধর্ম্যে তাঁহার  
প্রগাঢ় অমুরাগ, তিনি আশ্রবান্, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রহৃদয় ও  
পরমজ্ঞানী, মর্ত্যের ছায় তাঁহার জলন্ত জ্যোতি । সেই  
সর্বতত্ত্বার্থকোবিদ হরিভক্ত, শ্রুততনয় নারায়ণের শ্রীতিসাধনার্থ  
কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । উক্তের আরাধনায় আকৃষ্ট  
হইয়া উক্তামুরত ভগবান্ অত্যন্ত পুরাণসংহিতা রচনা করিতে  
তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন । মার্কণ্ডেয়মুনি সেই জন্ত নারায়ণ  
বলিয়া প্রথিত । তিনি চিরজীবী এবং দেবদেব চক্রপাণির মহাভক্ত ।  
হে ব্রহ্মন্ ! তাঁহার অসীম তপ ও প্রভাবের কথা কি বলিব । যে দিন  
সমস্ত জগৎ একাক্ষবে নিমগ্ন, সে দিন স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গাদি সমস্তই বিনষ্ট  
হইয়া সেই একীভূত অনন্ত জলরাশিতে বিলীন হইয়া গেল, মহা-  
তপা মার্কণ্ডেয় সেই দিন নারায়ণকে স্বীয় প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত  
ভগবান্কে নমস্কার করিয়া সেই মহাভয়াবহ সলিলরাশির উপর  
শীর্ণ-পত্রবৎ ভাসমান হইলেন । হরি যতদিন শয়নে রহিলেন,  
মার্কণ্ডেয় মুনীশ্বরও ততদিন শয়ন ত্যাগ করিলেন না ।

হে দ্বিজবর । সেই অসীম ও অনন্ত জলরাশিতে শয়ন করিয়া

মহামুনি মার্কণ্ডেয় যে বত কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ, চতুর্দশ ক্ষণে এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ অহোরাত্রের এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়নে এক অর্ধ । হে মুনির্গণ । সেট অর্ধ দেবতাদিগের একদিন । যাহা উত্তরায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহাদের দিবস এবং যাহা দক্ষিণায়ন, তাহা রাত্রি । মনুষ্যের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন, দেবতাদিগের ষাটশ সহস্র বর্ষে একটি দৈবত যুগ ; দুই সহস্র দৈবত যুগে মনুষ্যের এক কল্প, একসপ্ততি দৈব যুগে এক মনুষ্যের, এইরূপ চতুর্দশ মনুষ্যের লক্ষ্য এক দিন । এইরূপ ত্রিংশৎ দিবসে তাঁহার এক মাস এবং সেইরূপ ষাটশ মাসে তাঁহার এক বৎসর । এইরূপ পরাক্ষয় বৎসরে বিষ্ণু এক দিবস ।

হে বিজয়বরগণ । জগৎ একাধিবীভূত হইলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে এই দীর্ঘকাল সেই অসীম জলরাশির উপর হবিসমিধানে জীর্ণপত্রবৎ শয়ন করিয়া ছিলেন । অনন্তর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে, ভগবান্ মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া লক্ষ্যরূপে এই চরাচর নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিলেন । এ দিকে মার্কণ্ডেয় সেই জলরাশিকে বিস্তৃত ও সংহত দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষ্ময়ে বিচলিত হইলেন এবং হরির চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া স্বীয় শিরে অঞ্জলিধারণ পূর্বক ইষ্টবচনে জগদেক-দেবের স্তব করিতে লাগিলেন,—“অনাময়, সহস্রশীর্ষ, পবনপুরুষ, নারায়ণ, আধারহীন জনার্দনকে নমস্কার । সর্ববৃত্তের আধার, অনাদি, অনন্ত, প্রভু, সর্বস্বাত্মার অভৈদ্য জনার্দনকে নমস্কার । যিনি অমেয়, যিনি অজর, যিনি নিত্য ও সদানন্দ, যিনি অপ্রতীক্য ও অনির্দেশ্য, সেই জনার্দনকে নমস্কার । যিনি অক্ষর ও পেরম, বিশ্বাত্ম

ও বিশ্বসমুদয়, সেই সর্বতত্ত্বময় শাস্ত্র জনার্দীনকে নমস্কার । যিনি পুরাণপুঙ্খ ও সিন্ধু, সমস্ত দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি একমাত্র যাহাতেই উৎসর্গ করা কর্তব্য, সেই পরাৎপর জনার্দীনকে নমস্কার । যিনি পরমজ্যোতি, পরমধাম ও পরমপদস্বরূপ, সেই পরমাত্মা জনার্দীনকে নমস্কার । যিনি সদানন্দ, চিন্মাত্র, পরমেশ্বর ও পরম, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ব, সেই সনাতন জনার্দীনকে নমস্কার । যিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, মায়াতীত হইয়াও মায়াময়, অরূপ হইয়াও বহুৰূপবান, সেই জনার্দীনকে নমস্কার । যিনি ত্রিগুণভেদে তিন মূর্তি ধারণ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যে ব্যাপ্ত, সেই আদিদেব ঈশান জনার্দীনকে নমস্কার । হে পবেশ, হে পরমানন্দ, হে শরণাগত-বৎসল করুণাসিন্ধো ! আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার, আনাকে ত্রাণ করুন ।”

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের এই অমিয়ময় মনোহর স্তব শ্রবণ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন,—  
“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ইহলোকে যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহাদিগের উপর আমি সর্বদা সন্তুষ্ট ; আমি প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তরূপে সমস্ত লোককে রক্ষা করিয়া থাকি । আহা, ভাগবত ব্যক্তিগণই যথার্থ পুণ্যবান্ ও সুখী ।”

ভগবদ্ভক্ত লোকের এইরূপ গুণানুবাদ শ্রবণে বার-পব-নাই আনন্দিত হইয়া মার্কণ্ডেয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে নারায়ণ, ভাগবত ব্যক্তিদিগের কি কি লক্ষণ ? কি প্রকার কৰ্ম্ম দ্বারাই বা লোকে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে ? এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ; প্রভো ! করুণা করিয়া আমার এই বুভুৎসা \* নিবারণ করুন ।”

অনন্তর ভক্তবাক্যকল্পিত করুণাসিন্ধু নারায়ণ ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ধীবগন্তীর-স্ববে বলিতে লাগিলেন,

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণই যথার্থ ধার্মিক ও পুণ্যবান । তাঁহাদের অসীম প্রভাব ও শুণ কোটি বংশের ধরিয়া কীর্তন করিলেও শেষ করিতে পারা যায় না । এখানে তাঁহাদিগের সমস্ত লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । হে প্রাজ্ঞ ! যাহারা জিতেশিয়, নিম্পুহ ও শান্তহৃদয়, সর্বভূতের হিতামুষ্ঠানে, যাহারা সর্বদা ব্রত, অহঙ্কার বা অশূয়া যাহাদিগের পবিত্র হৃদয়ে স্থান পায় না, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত । যাহারা কর্ম, বাক্য, অথবা মনেও কখনও পরের অনিষ্টসাধন করেন না, যাহারা বাহ্য-  
রও নিকট কদাপি দান গ্রহণ কবেন না, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভাগবত । যাহারা সংকথা শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, বিশ্ব-সংসারের সকল ভূতেই যাহাদের সমান দয়া, যাহারা পিতা-মাতার শুশ্রূষা করেন, গঙ্গা ও বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে যাহারা নিরন্তর রত, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত । যাহারা সর্বদা দেবার্চনা করিয়া থাকেন, যাহারা তাহার আয়োজন কবিয়া দেন, অথবা দেবোপাসনা যাহাদের অহুমোদিত, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত । যাহারা ব্রতী ও যতির পরিচর্য্যা রত, পরনিন্দা ও পরমানি যাহারা পাপবৎ পবিত্যাগ কবিয়া থাকেন, যাহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী ও সকলকে হিতকথা বলেন, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভাগবত । যাহারা সর্বভূতকে আদ্বয়ং জ্ঞান করিয়া থাকেন, কি শত্রু, কি মিত্র যাহাদের পক্ষে সমান, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত । যাহারা সর্বদা ধর্মশাস্ত্র পাঠ কবিয়া থাকেন, যাহারা সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ, অথবা যাহারা পুণ্যবান ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভাগবত ।

যাহারা শিবপ্রিয় ও শিবাসক্ত, জলাটে ত্রিপুরা ধারণ কবিয়া যাহারা সর্বদা শিবের চরণ-পূজা কবিয়া থাকেন, তাঁহাবাই প্রকৃত ভাগবত । যাহারা পুরাণ-সংহিতাদি ব্যাখ্যা করিয়া দেন, যাহারা তাহা শ্রবণ করেন এবং যাহারা ঐ সকল পুণ্যবান ব্যক্তিকে ভাল-বাসেন, তাঁহাবাই প্রকৃত ভাগবত । যাহারা নিত্য গো-ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকেন, অথবা যাহারা নিরন্তর তীর্থ দর্শন করেন,

তঁাহারাই প্রকৃত ভাগবত। অপরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যঁাহাদের হিংসা হয় না, পরন্তু যঁাহারা তাহাতে আনন্দিত হইয়া থাকেন, হরিনাম-জপে যঁাহারা অনূদিন রত, তঁাহারাই প্রকৃত ভাগবত। পথিপার্শ্বে যঁাহারা স্নিগ্ধচ্ছায়াবিশিষ্ট পাদপমালা রোপণ এবং স্থানে স্থানে দেবালয়, সরোবর, তডাগ ও কূপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, যঁাহারা আবার তৎসমুদায়ের রক্ষা কবেন, তঁাহারাই প্রকৃত ভাগবত।

হে মূনে! যঁাহারা গায়ত্রীনিরত, হরিনাম-শ্রবণে যঁাহাদের দেহ অতি তর্পিত ও রোমাঞ্চিত হয়, তঁাহারাই প্রকৃত ভাগবত। তুলসীকানন দর্শনে যঁাহারা নমস্কার করেন, তুলসীকার্ঠে যঁাহারা কর্ণ অঙ্কিত করেন, তুলসীব ত্রাণে যঁাহারা আমোদিত হয়েন, অথবা তাহার তদদেশে যঁাহারা অবস্থিতি করেন, তঁাহারাই ভগবদ্ভক্ত। যঁাহারা স্ব স্ব আশ্রমের আচার-ব্যবহার যথানিয়মে পালন করিয়া থাকেন, অতিথি-পূজা যঁাহাদের একটি প্রধান ব্রত, অথবা যঁাহারা বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তঁাহারাই ভাগবত। যঁাহারা মহাত্মা শম্ভুর পবিত্র নামমালা জপ কবেন, রুদ্রাক্ষ-মালায় যঁাহাদের গলদেশ অলঙ্কৃত, বহুল দক্ষিণা দ্বারা বিবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান কবিয়া যঁাহারা পরম ভক্তিসহকারে মহাদেব অথবা হরির পূজা কবিয়া থাকেন, তঁাহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। যঁাহারা শিব, পরমেশ ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভেদজ্ঞানে ধ্যান করেন, তঁাহারাই প্রকৃত ভাগবত।

হে মহর্ষে! শিব-সেবায় যঁাহারা নিবস্তুর বত, পঞ্চাক্ষর \* যঁাহাদের প্রধান জপ্য, এবং শিবধ্যান প্রধানতম চিস্তন, তঁাহারাই

\* শিবের পঞ্চমুখ পূজার্ব পাচটি অক্ষর ইমরূপে শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়া থাকে। সেই পঞ্চমন্ত্র সঙ্খম, সন্দোহ, মাদ, গৌরব ও প্রাসাদ এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত, তদ্ব্যথা—

“সমস্তানাং স্বরাণ্যন্ত দীর্ঘাঃ সোবাঃ সবিন্দুকাঃ ১

২ ক-শুভাঃ সার্দ্ধিত্তা উপাস্তে নাভিস-হিতাঃ

এডি. পঞ্চাক্ষরৈমং পঞ্চবক্ত স্ত কীর্তিতম্।

ক্রমাৎ সঙ্খমসন্দোহ মাদগৌরব স-জকাঃ ৥”

প্রকৃত ভাগবত । সর্বশাস্ত্রে যাঁহাদের পারদর্শিতা আছে, পরমার্থ যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্বগুণসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত । যাঁহারা তৃষার্তকে পানীয় দান কবেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কবেন এবং একাদশীত্রত, পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত । যাঁহারা গাভী ও কত্তা দান করেন, আমার জন্ত যাঁহারা সর্বকর্মেব অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা আমার ভক্ত, আমার চিন্তা যাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরুক, আমার নাম যাঁহারা শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, এমন কি, যাঁহারা আমার ভক্তকেও ভালবাসিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত । হে মার্কণ্ডেয় ! আর অধিক কি বলিব, আমার গুণ যাঁহাতে আছে, তিনিই প্রকৃত ভাগবত । হে বিপ্রেন্দ্র ! প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ-গণেব কয়েকটি লক্ষণ এ স্থলে কীৰ্ত্তিত হইল ; পরন্তু যাঁহারা অবশিষ্ট বহিলেন, শত কোটি বৎসর ধরিয়া বর্ণন করিলেও আমি স্বয়ং শেষ কবিতে পারি না । অতএব, হে মহামুনে, তুমি সর্বদা শুশীল, শাস্ত-চরিত, সর্বভূতেব আশ্রয়, মৈত্র ও ধর্মপরায়ণ হও এবং যুগান্তকাল পর্যন্ত আমার মূর্তি ধ্যান পূর্বক সর্বধর্মের সম্যক অহুষ্ঠান করিয়া পরম নির্বাণ লাভ কর ।”

হে মুনিগণ ! করুণানিধি ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় পরম ভক্তকে এইরূপ বরদান করিয়া সেই স্থলেই অহুষ্ঠান করিলেন । অতঃপর মহাত্মা হৃকণুতনয় হরিভক্তিকূপ পরম পবিত্র মন্ত্র অহুদিন হৃদয়ে ধারণপূর্বক যথাবিধি বিবিধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়া পুণ্যময়শাল-আম্রক্ষেত্রে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন এবং পরব্রহ্ম নারায়ণের

প্রাসাদস্ত ভাবৎ শেবঃ পঞ্চমত্নাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

একৈকেন তথৈবৈকং বক্তুং মহেশ পুংসহঃ ॥

কালিকাপুরাণ, ৫ম অধ্যায় ।

এই পঞ্চবিধ মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রই সর্বল সময়ে প্রণত, কেন না, ভগবান্ কৃত্তর্ভাবন ইহাতে ভক্তের প্রতি বিশেষ প্রেম প্রদর্শন করিয়া থাকেন । সমগ্র মন্ত্রে শম্বুর আমোদ, সন্দোহে মানসের পূর্ণতা, মাদে তাঁহার চিন্তের আকর্ষণ এবং গোহবে গৃহদ সাধিত হয় ।

য্যানে করিতপাপ হইয়া অশ্রু পূর্ণ নির্বাপ লাভ করিলেন । হে  
ব্রহ্মর্ষিগণ ! হরিই নির্বাপমুক্তি-দাতা, তাহার সর্বভূতের হিতকারী  
হইয়া পরম ভক্তিসহকাৰে হরিপূজা করিয়া থাকেন, তাহার নিশ্চয়ই  
অভীষ্টলাভ করিতে সমর্থ হইবেন ।

অনন্তর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ সেই পরমপবিত্র শ্রবনদীর  
তটাসীম সুধীশ্রেষ্ঠ মনস্কুমারকে বলিলেন,—“হে ব্রহ্মন ! তুমি  
যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সম্যাক্রূপে কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে  
ভগবন্তের মাহাত্ম্য শ্রবণে আর কি শুনিতে বাসনা কর ?”

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

গঙ্গাব-মাহাত্ম্য-কীর্তন ।

সর্বতথার্থবিৎ রোমহর্ষণ সূত সম্মুখস্থ মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে মহর্ষিমণ্ডল । মুনীশ্বর সনৎকুমার দেবর্ষি নাবাদর নিকট ভগবদ্ভক্তেব মাহাত্ম্য শ্রবণ কবিতা পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দেবর্ষিসত্তম । তুমি কোন্ পুণ্যক্ষেত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কোন্ পুণ্যতীর্থে বা উৎকৃষ্ট, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন ।”

অনন্তর দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন । তুমি যে কথা আমাকে আজি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা তোমাদিগের ছায়া মুনিগণেবুই শ্রোতব্য বটে । এই কাহিনী পরম শুভ, ইহা শ্রবণ করিলে সর্বদুঃখ, সমস্ত পাপ, সকল গ্রহ-বৈশ্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পরম মঙ্গল, অক্ষয় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবন লাভ হয় । পবনতত্ত্ববিদ পরমর্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গা-যমুনার সংযোগস্থলই সকল পুণ্যক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পুণ্যতীর্থের উৎকৃষ্ট । যে স্থলে সুরনদী ভাগীরথী ও কালিন্দীর অমল ধবল ও অসিত \* সলিলরাশি একত্রে মিলিত হইয়াছে, তাহা যে কত পবিত্র, তাহা একমুখে কীর্তন করিয়া উঠা যায় না । ঋষি ও দেবতাগণও পুণ্যলাভের অভিপ্রায়ে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন । যে সরিষরা ভগবান্ বিষ্ণুর মোক্ষপ্রদ পাদপদ্মে উদ্ভূত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র নদী জগতে আর কি আছে? সেই সুরনদীর সহিত বিরজা † যমুনা যে স্থলে মিলিত

\* অসিত — কৃষ্ণবর্ণ

† বিরজা — বির্ণলা



হইয়াছে, তাহা যে অধিকতর পবিত্র, তাহাতে আব সন্দেহ কি ? পতিতপাবনী সুরধুনী সকল নদীর শ্রেষ্ঠ, ইহার পরমপবিত্র সলিলরাশিতে অবগাহন করিলে সকল পাপ, সমস্ত উপদ্রব, সমুদায় দুঃখ বিনষ্ট হইয়া যায়। 'হে মহর্ষে! এই মহীতলে যে সকল পুণ্যক্ষেত্র, নদনদী ও সাগর প্রভৃতি তীর্থস্থল আছে, তন্মধ্যে একমাত্র প্রয়াগই পুণ্যতম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও সর্বমুনিগণ দেবদেব অচ্যুত যজ্ঞেশ্বরের ঐতিসাহসার্থ এই পবিত্রতম পুণ্যক্ষেত্রে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

হে ব্রহ্মা! সুরসরিৎ গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব ? এই পবিত্রতম পয়স্বিনীর এক বিন্দু জল স্পর্শ করিলে লোক যে পুণ্য লাভ করে, অপর সকল পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করিলে তাহার ষোড়শকলাও প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী, ইহাকে স্মরণমাত্রও লোকে সকল কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এমন কি, পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে করিতে যে ব্যক্তি অযুত যোজন দূর হইতে ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে একবার 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া আহ্বান করে, সে তখনই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। তবে ভাবিয়া দেখ, যাহারা গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহারা কতই পুণ্যবান, তাহারা কতই সুখী। অহে! মোক্ষপ্রদ বিষ্ণুপাদপদ্মে উদ্ভূত হইয়া, দেবদেব বিবেশ্বরের জটাজাল বিধৌত করিয়া, ভগবতী ভাগীরথী যে সলিলরাশিতে ভুবনত্রয় পবিত্র করিয়াছেন, মোক্ষলাভার্থ দেবতা ও নিম্পাপ মুনিগণও তাহাতে ভক্তিসহকারে স্নান করিয়া থাকুন। সুর, নর ও মুনিগণের সেবনীয়া একুপ পবিত্র নদী জগতে আর কি আছে? মুনিসত্তমগণ পরম ভক্তিব সহিত যাহার সৈকন্ত-সুস্থিকা। লইয়া, ললাটে অর্ঘ্যচন্দ্র ধারণ করেন, সুরভাষা ব্যক্তিগণের পক্ষেও যাহার পবিত্র জল দ্বন্দ্বিভ, যে সলিলে

• পয়স্বিনী—নদী।

† সৈকন্ত সুস্থিকা—বালুবামর মাটি।

স্নান করিয়া লোকে বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মহিমা আর কি বলিব ? যে জলে স্নান করিলে মহাপাপিগণও সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক পবনপদ লাভ করিয়া থাকে এবং মহাভাগ পিতৃমাতৃকুলকে উদ্ধাব করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পাবেন, তাহার অসীম মহিমার কথা আর কি বলিব ? যে ব্যক্তি পতিতপাবন গঙ্গাকে সর্বা স্মরণ করিয়া থাকে, সে নিশ্চয় সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র-ভ্রমণের পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় । অহো ! গঙ্গাস্নাত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে পাপীও স্বর্গলাভ কবিত্তে পাবে । যাহার পবিত্র সলিল স্পর্শ করিলে মানবও দেবতাদিগের অধিপ হইয়া থাকে, যাহার পবিত্র মৃত্তিকা শিবোদেশে ধারণ এবং সর্বদা লেপন করিলে, ভগবান ভূতভাবনেব \* পার্শ্বে স্থান লাভ কবিত্তে পারা যায়, তাঁহার মহাভাগ্য সম্যক্ কে কীৰ্ত্তন কবিত্তে সমর্থ হয় ৷ যাহাকে দেখিলে পাপিগণও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, যাহার মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে লোকে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মহাভাগ ব্যক্তিগণ যাহার প্রশান্ত সলিলবাণি সর্বদা দেবিত্তে ইচ্ছা কবেন, তাহাই বিষ্ণুর পবনপদ । ‘কবে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিব ? কবে তাহা পান করিয়া প্রাণ-মন শীতল করিব ?’ যে ব্যক্তি নিত্য এইরূপ অনুতাপ করিয়া থাকে, সে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ কবিত্তে সমর্থ হয় । হে ব্রহ্মন ! যৎ বিষ্ণু লোকপাবন গঙ্গার মহিমা শত বৎসরেও কীৰ্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, আমরা ত কোন্ হার । অহো ! যে পবিত্র নাম স্মরণ করিলে লোকে ভবযন্ত্রা হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই অখিলভারণ পতিতপাবন গঙ্গানাম থাকিত্তেও পাপিগণ ভুলিয়াও একবার তাহা উচ্চারণ করে না । হায়, কি দুঃখ ! কি পরিতাপ ! অবিভারূপিণী মায়া মূৰ্খ ব্যক্তিদিগকে এতটুকু ভীরতর আচ্ছন্ন করিয়া রাবিয়াছে । হরি, তুলনী ও গঙ্গানামের প্রতি ভটিষ্ট সংসারপাশচ্ছেদনেব প্রধানতম সাধন । এ উপায়

সকলের করায়ত্ত থাকিতে মোহান্ন মানবগণ কেন নরকের পথ গ্রহণে পরিণত করে ?

হে মুনিসত্তম ! যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' নাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পাইয়া থাকে । হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ দিবাকর মেঘ-রাশিতে প্রবেশ করিলে যে ব্যক্তি এই লোকপাবনী সবিধরা সুরধুনী'ব পুণ্যসলিলে স্নান করিতে পারে, সে পরম পবিত্রতা লাভ করে । হে মুনিবর ! পবিত্র ভারতভূমে অনেকগুলি পুণ্যসলিলা নদী আছে । তাহাদের নাম কীর্ত্তন কবিতোহি, শ্রবণ কব । গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, সরস্বতী, তুঙ্গভদ্রা, কালিন্দী, বাহদা, বেত্রবতী, তাম্রপর্ণী ও শতদ্রু । এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য নদ-নদী আছে, তাহাদের বর্ণন এ স্থলে নিম্নয়োজন । 'হে দ্বিজোত্তম ! সৰ্ব্বশাস্ত্রভূমুনিগণ সেই সমস্ত নদীকেই পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন কবিয়াছেন । গঙ্গাতে সেই সমস্ত নদীরই মূল আছে, সেই ভক্ত-গঙ্গাভ্রম পবিত্রতর, সেই ভক্ত ইহা অখিল জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকে । পরমেশ বিষ্ণু যেমন সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গাও সেইরূপ সৰ্ব্বব্যাপিনী । অহো ! যে গঙ্গার বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করিলে লোক পবিত্র হইয়া থাকে, সেই জগদ্ধাত্রী জাহ্নবীসলিলে কেন মূঢ় মানব স্নান না করে ?

হে মুনিসত্তম ! পবিত্র বারাণসীধাম ভগবতী গঙ্গার তীরে স্থিত । বারাণসী সকল পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে প্রধান, তথায় সকল দেবতাগণই সৰ্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন । সেই বারাণসী তীর্থ দর্শন করিলে লোকে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিবাকর মকররাশিতে পদার্পণ করিলে যে ব্যক্তি কাশীধামে গমন করিয়া গঙ্গাভ্রমে স্নান করিতে পারে, সে মহাপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় । যে লোকশত্রু \* ভগবান্ শত্রু, নিম্নরূপে নিরন্তর গঙ্গার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার অসং

মহিমা কে কীর্তন করিতে পারে ? হে মহাত্মন ! হরি, হর উভয়েই এক,—সেই জগদেকদেবের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র । লিঙ্গ হবিকপে এবং হরি লিঙ্গকপে সর্বত্র বিরাজমান । এতদ্ভয়ের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্নতা নাই । যে মূঢ় মোহবশতঃ একাত্ম হব-নারায়ণে ভেদভাব আরোপ করে, সে পাপী, সে নিতান্ত জ্ঞানহীন, তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই । যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেব ঈশ্বর, যিনি কারণেরও কাবণ, যুগান্তে যিনি রূপকপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসসাৎ করেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর । জগৎপতি মহাবিষ্ণুব এই তিনটি মূর্তির মধ্যে যে মূঢ়গণ ভেদভাব দেখিতে পায়, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রাদি যত দিন জগতে অলোকদান করিবে, তত দিন সে পাতকিগণ দাক্ষণ নবকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকিবে । হরি, হব ও বিধাতাকে ঐহারা অভেদ-দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহারা যথার্থ পুণ্যবান, অস্ত্রে সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা পরমানন্দময় পবনপদ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় বচন । হে দ্বিজ ! যিনি সকলের আদি, যিনি সর্বত্র এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, পবন পুণ্যময় কানীধামে সেই জনার্দন লিঙ্গরূপী বিগ্ধেশ্বর-মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন । তথায় তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । তাঁহাকে দেখিয়া মনুজগণ পরম জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে ।

হে ঋষিসত্তম ! যে স্থলে ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব ও দেবদেব নারায়ণেব পাষণ, মৃগায় অথবা দাক্ষম্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, কিংবা তাঁহাদেব চিত্র সঙ্কলিত, হরি তথায় বিরাজমান । যথায় তুলসীকানন অথবা কমলবন পরিশোভিত, যেখানে পুরাণপাঠ হইয়া থাকে, হরি তথায় বিরাজমান । হে দ্বিজোত্তম ! যিনি নিজেব জগৎ অথবা পবের জগৎ পরম ভক্তি সহকারে সতত পুরাণাবশী পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকপী নারায়ণ । যিনি কৰ্ম্ম, চিন্তা অথবা ব্যাকের দ্বারা নিরন্তর বিষ্ণুর ভজনা করিয়া থাকেন, যিনি নৃত্য শিবপূজায় রত, হরি তাঁহার সঙ্গিহিত । যিনি পবন পবিত্র

পুরাণ-সংহিতাদি কীর্তন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রানুসারে তিনি হরিনামে অভিহিত । - পুরাণ-শ্রবণে যাহার দৃঢ়-ভক্তি, তিনি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন । সেই পুরাণভক্তব্যক্তির প্রতি যাহার আবার ভক্তি আছে, সে প্রয়াগগমনের ফল লাভ করিয়া থাকে । অহো ! পুরাণোক্ত ধর্ম-কথামালা কীর্তন পূর্বক যিনি সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ পুণ্যবান্, তিনি অনায়াসে এ ভবসংসার পার হইতে সমর্থ হইবেন । হে মুনে ! পতিতপাবনী গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, মাতাব তুল্য গুরু নাই, বিষ্ণুর তুল্য শ্রেষ্ঠ দেব আর কেহই নাই, এবং গুরুর তুল্য পরমতত্ত্ব আর কিছুই নাই । যেমন মগ্ন শব্দের সার-ভূত, যেমন আত্মা অধিদেবতা, বিজ্ঞা যেমন শ্রেষ্ঠ ধন, গঙ্গা সেইরূপই সকলের শ্রেষ্ঠ । মুনিবব ! এ জগতে শান্তির সমান যেমন বন্ধু নাই, সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই, মোক্ষের অপেক্ষা পরম লাভ নাই, সেইরূপ গঙ্গাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নদী আর নাই । অহো ! এই পাপময় কাননের প্রচণ্ড দাবানল নির্বাণ করিতে একমাত্র গঙ্গানামা-মৃতই সমর্থ । এই পুষ্ণা পান করিলে শোকে সকল ব্যাধি, সমস্ত দুঃখ ও অসীম কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ; সেই জন্ত বলিতেছি,—পতিতপাবনী গঙ্গার পূজা করা বর্তব্য ।

হে মহর্ষে ! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, গায়ত্রী ও জাহ্নবী এই উভয়ই সকল পাপ মোচন করিতে সমর্থ । যে মৃত মোহবশতঃ ইহাদের উভয়ের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন না করে, সে পতিত, তাহার উদ্ধার হৃদয়পরাহত । গায়ত্রী বেদমাতা, ইহাকে ভক্তি করিলে সর্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং চতুর্দশের যলধরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায় । হে মুনে ! ভগবতী জাহ্নবীও সেইরূপ সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্তিনী, ইহার উভয়েই দ্বন্দ্ব । সেইরূপ তুণীভক্তি ও হরিভক্তি হইতেও লোকে সকল কামনার সাফল্য লাভ করিতে পারে । অহো ! গঙ্গার-নাহায়া দার কি কীর্তন করিব । ইনি পাপপ্রণাশিনী, পতিত-পাবনী, সর্বদুঃখ-নিবারিণী । ইহার চর্চন করিলে ইহার নাম স্মরণ

কবিলে, ঈশ্বর পবিত্র জলে স্নান করিলে, মহাপাতকীও সকল  
 পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বিমূলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুহে মহর্ষে !  
 নারায়ণ অগচ্ছতী, সত্য, সনাতন, পরমানন্দময় । তিনি গঙ্গানান-  
 পরায়ণ ব্যক্তিদিগের সকল অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন । অতঃ,  
 যে মহাজ্যোত্সম কণামাত্র গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়, সে সকল পাপ  
 হইতে নিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে । যাহার বিন্দুমাত্র  
 জল-স্পর্শনে সগর রাজার, বংশধর রাজসভার পরিত্যাগ করিয়া  
 পরমপদ লাভ করিয়াছেন, মুমুকু ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সেবা  
 করা কর্তব্য ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

### বাহুবাহুব বিবরণ ।

অনন্তর নৈমিষাবণ্যবাসী মহর্ষিগণ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুধীশ্রেষ্ঠ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি এইমাত্র বলিলেন যে, সগরবংশীয় কোন রাজা বান্ধসম্ভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুর পরমদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিবরণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন । হে মুনিশ্বর ! সগর রাজা কোন দেশের অধিপতি, কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অনুগ্রহ কবিয়া আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।”

মুমুকু মুনিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সূত ধীর ও গভীরভাবে পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“হে মহর্ষিমণ্ডল ! দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট যে পরম পবিত্র গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বিবরণ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন । আপনারা মহাভাগ, কৃতার্থ এবং পরম পণ্ডিত । সেই অল্পই আপনারা ভগবতী ভাগীরথীর অসীম প্রভাব-ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ কবা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহা একমাত্র শুকতাম্বা ব্যক্তিগণেরই অধিগম্য ; কিন্তু অপরের পক্ষে ছল্ভ । হে মুনিসন্তানগণ ! সগরবুল গঙ্গার পবিত্র সলিলাভিষেকে যে প্রকারে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে আপনারা শ্রবণ করুন ।

পুরাকালে সূর্য্যকুলে বাহু নামে একজন পরম প্রাজ্ঞ নৃপতি ছিলেন । তিনি বৃকরাজার আশ্রয় । তিনি পরম ধার্মিক, সর্ব-শাস্ত্রবিৎ এবং মহা পুণ্যাত্মা । প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিয়া তিনি সমাগরা সধীপা বশুধরাকে পালন করিয়াছিলেন । তদীয় চায়ায়-মোদিত শাসনক্রমে ব্রাহ্মণ, কলিত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব বস্তি অনুসরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত । এমন কি নিম্নষ্ট-জাতীয় ব্যক্তিগণও প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইত । এই সকল সদ্ব্যুত্থান জ্ঞাত বাহু রাজা প্রকৃত বিশাঙ্গতি\* বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

হে মুনিবৃন্দ ! পরম-পুণ্যবান্ বৃকায়ত্ন সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অশ্ব-মেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অমরকুলেব তৃষ্টিবিধান করিয়াছিলেন । সেই সমস্ত যজ্ঞে দ্বিজগণ বহুল গো-হেমরত্নাদি উপহার পাইয়া উৎ-প্রতি সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । বাহু রাজা যেমন নীতিশাস্ত্রবিদ, সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা । তাঁহার গভীর নীতিজ্ঞানে তদীয় রাজ্যস্থ পণ্ডিতগণ পবিত্র হইতেন । তাঁহার অসীম রণকৌশলে পব-হত হইয়া পরিপন্থিগণ † অবনত-শিরে তাঁহার জয়-ঘোষণা করিত । মহাবাজ বাহুর অসীম পুণ্যপ্রভাবে তদীয় রাজ্য সুবিমল সুখেব নিকেতন হইয়াছিল । হে মুনিবৃন্দ ! তাঁহার বাজ্যে পৃথিবী কর্ণণ ব্যতিরেকেও প্রচুর ফল-পুষ্প প্রসব করিত ; ভগবান্ পূর্জ্জাতদেব যথা-কালে বারি-বর্ষণ করিতেন ; সূর্য্যদেবও আপনার বংশধরের সুখ-গৌরব বৃদ্ধি করিবাব জ্ঞাত পৃথিবী হইতে রস-গ্রহণ করিয়া বাবিদ-কুলের সহায়তা কবিতেন । বস্তুতঃ তদীয় শাসনকালে সমস্ত প্রজাবর্গ পরমশুখে জীবন ধারণ করিয়াছিল । হে ঋষিবৃন্দ ! মহীপতি বাহু প্রকৃত বাজধর্ম্ম অনুশীলন কবিয়া প্রজাদিগকে পালন করিতেন ; ছুটের দমন ও শিষ্টের পালনাদির নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি যে চতুর্বিধ বিধান আছে, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্যা-লোচনা করিতেন । তদীয় উদার শাসনগুণে প্রজাকুল পরমশুখে

\* বিশাঙ্গতি—প্রজাপতি ।

† পরিপন্থী—প্রতিবাদী, বিপক্ষ ।



জীবিকা নির্বাহ করিত ;—ঋষিগণ নির্বিঘ্নে তপশ্চরণ কবিত্তে সমর্থ হইতেন এবং দ্বিজগণ আপনাদেব আশ্রমোচিত আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন ।

হে মুনিগণ ! মহারাজ বাহু সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও শুভলক্ষণ-শালী । এইরূপে তিনি নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার অধঃপতনের কাল সহসা সন্নিহিত হইল । নিজ গৌরব ও অক্ষুণ্ণ প্রতাপের বিষয় চিন্তা করিয়া একদা তাঁহার মনোমধ্যে অনর্থক পাপ অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল । হে দ্বিজকুল ! অহঙ্কার হইতে সর্ব-সম্পদ, সমস্ত সুখ, সকল গৌরব বিনষ্ট হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ইহাব তুল্য শত্রু জগতে আর কিছুই নাই । এইরূপ অসূয়া-ময় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাহু রাজা একদা মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘আমার তুল্য প্রতাপশালী লোক এ জগতে আর কে আছে ? আমি সকলেব রাজা, সমস্ত লোকেব শাসনকর্তা, সকলের প্রভু ; আমি কি না করিতে পারি ? আমার অসাধ্য কি আছে ? জগতে আমার অপেক্ষা পূজ্যতর ব্যক্তি আব কে আছে ? আমি সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি । আমি পরম রূপবান্, সমস্ত অরাতি-কুল আমার বাহুবলে পরাজিত হইয়াছে, তবে আমার শ্রায় পরাক্রম-শালী লোক এ জগতে আর কে ? আমি সমস্ত দ্বীপের অধিপতি, ভাগ্যলক্ষী আমার গৃহস্থিতা । দেখ, বাহার অহঙ্কার নাই, তাহার পুরুষত্ব কোথায় ? অহঙ্কারী ব্যক্তি সকলের রক্ষক ও শিক্ষক । আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, অধিকতর বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ, অজ্ঞেয়, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এ জগতে আমার অপেক্ষা কেহই নাই ।’

হে ঋষিবৃন্দ ! মহীপতি বাহু এইরূপ স্বগত-অহঙ্কৃত বচনে মনে মনে স্ফীত হইতে লাগিলেন । অহো ! নিশ্চয়ই সে সময়ে তাঁহার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইয়াছিল । নতুবা তিনি বিজ্ঞ ও বিবেচক হইয়া অনর্থকর অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন কেন ? তাঁহার সেই অহঙ্কার সমস্ত সম্পদের নশিহেতু হইয়াছিল । হে মহোদয়গণ ! যেখানে অহঙ্কার,

কামাদি পাপরিপুগণ সেইখানেই বলবান্ । যে ব্যক্তি অহত, সে নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গৌবন, ধন, প্রভূত ও অবিবেকিতা এই এক একটি অনর্থের প্রধান কারণ ; কিন্তু যে স্থলে এই চারিটি অনর্থ একত্রে সম্মিলিত হয়, সেখানে কি ভয়ানক সর্বনাশই ঘটয়া থাকে । সেইরূপ অশূয়া লোকের সুখ-সম্পদের এক ঘোর শত্রু । যাহার অশূয়া আছে, সে লোকের মঙ্গল, উন্নতি বা শ্রীযুক্তি দেখিতে পারে না । অশূয়াবান্ ব্যক্তি সকলের সৌভাগ্যের পথে কটক রোপণ করে । অশূয়া যেমন পরের সর্বনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ নিম্ন আশ্রয়ভূত দেহকেও বিনষ্ট করে । যাহার হৃদয়ে হিংসা ও অশূয়া বলবতী, সে কখন সম্পদ লাভ করিতে পারে না । কালভুজঙ্গিনী সদৃশ অশূয়ার বিদগ্ধনে তাহার হৃদয় জর্জরিত হয়, দেহ শুক হইয়া যায়, অবশেষে সেই পাপাত্মা সকলের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় । আহা ! সে হতভাগ্যের মৃত্যুতে কেহ এক বিন্দু অশ্রুও নিঃক্ষেপ করে না ।

হে মুনিগণ ! যাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, যে সর্বদা দুঃখ-সুখের দাস হইয়া দেহ ধারণ করে, তাহার যদি সম্পদ হয়, যদি সে বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হয়, তাহা হইলে তুহানলে বায়ু-সংযোগেব স্থায় সে অতি ভীষণ হইয়া উঠে । যাহারা অশূয়াবান্ ও দান্তিক, যাহারা কঠোর বাক্যে লোকের মর্মে আঘাত কবে, লোকের সুখ-দুঃখের বিষয় না ভাবিয়া স্বার্থসাধনের জন্ত যাহারা পক্ষোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার কি ইহলোক, কি পরলোক কোন লোকেই সুখভোগ কবিতে পারে না ; তাহাদের জীবনধারণ বিড়-ঘনামাত্র । যাহার মন অশূয়া-বিষে পরিপূর্ণ, যে ব্যক্তি নিরন্তর ক্লট কথা প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধববর্গও শত্রু হইয়া দাঁড়ায় । হে বিপেল্লবর্গ ! কমলাপতি নারায়ণ যাহার অমৃৎকুল, তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু যে পাপী তাহার বিরাগভাজন হয়, তাহার সুখসম্পদ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় । অশ্রীকান্ত যতদিন কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করেন, ততদিনই

লোকে পুত্রপৌত্রাদি ও ধনধান্য ভোগ কবিত সমর্থ হয় । অহো !  
করুণাময় ভগবানের কামাত্র অশুগ্রহে মূর্খ, বধির, জড়বুদ্ধি ব্যক্তি-  
গণও জগতে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকে । দর্পহারী মুরারি কাহারও দর্প  
দেখিতে পারেন না ; হতবাং যাহারা দর্প করে, যাহারা অসূয়াবিষ্ট  
ও অহঙ্কৃত, তাহারা নারায়ণের কোপানলে পতিত হয়, তাহাদের  
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের গভীর অন্ধকারে সমাজ্জন্ন হইয়া পড়ে । অহ-  
ঙ্কারের সদৃশ বৈরী আর কিছুই নাই, ইহার সর্বনাশকর পাপ-  
প্রভাব হইতে বিবেক বিনষ্ট হয়, সৌভাগ্য তিরোহিত হইয়া যায়  
এবং নানাপ্রকার আপদ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে । অতএব  
অহঙ্কার ত্যাগ করা সর্বথা কর্তব্য । এই অনর্থক অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই  
বাহু রাজা আপনার অধঃপতনের পথ অহুস্তে পরিষ্কার করিলেন ।

হে দ্বিভ্রগণ ! অসূয়াবিষ্ট অহঙ্কৃত বাহুরাজার সর্বনাশ সমি-  
হিত হইয়া আসিল । তিনি যে আপনাকে মহাপরাক্রান্ত শূরবীর  
নৃপতি বলিয়া মনে করিয়া দম্ব করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে  
চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল । প্রবল-প্রতাপশালী হৈহয় ও তাল-  
জ্যেবর বলবান্ বংশধরগণ তাঁহার প্রচণ্ড শত্রু হইয়া উঠিল । যেন  
বিধাতা তাঁহার অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার জন্ত সেই  
মহাবীর যাদবদিগকে তদ্বিকল্পে প্রেরণ করিলেন । তাহারা তাঁহার  
রাজ্য আক্রমণ করিল । সেই প্রচণ্ড বীরগণের ভীষণ পরাক্রম  
প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বাহুরাজা তাহাদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে  
প্রবৃত্ত হইলেন । একমাস ধরিয়া নিরন্তর ভয়াবহ যুদ্ধ হইল । কিন্তু  
গর্ভাস্ত্র নরপাত বাহু অবশেষে সেই দুর্জয় হৈহয় বীরগণের ঘোর  
বিক্রমে পরাস্ত হইলেন, তাঁহার অমরাবতী ভূগ্য রাজধানী, অমর-  
বাহিত প্রাসাদভবন শ্মশানে পরিণত হইল, নিম্ন বুদ্ধির দোষে শ্রবণের  
সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অসহায় ও নিরুপায় হইয়া একমাত্র ভাৰ্য্যার  
সহিত তিনি অরান্যমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন । হে বৃণোত্তমগণ !  
বাহুর সহগামিনী পত্নী তৎকালে অশ্রুবতী ছিলেন ; পাশ্চ শত্রুগণ  
তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কৌশলক্রমে তাঁহাকে

উৎকট গরশ প্রদান করিয়াছিল। অতিদুঃখিনী রাধমহিষী না জানিয়া সেই মহা হলাহল পান করেন। হায়। ভগবান্ সূর্য্যের সে বুলবধূর লোকলশামভূত রূপ স্বয়ং দিবাকবই কখন দেখেন নাষ্ট, পূর হইতে পুরাস্তরে গমন করিতে হইলেও যিনি শিবিকারোহণে গমন করিতেন তিনি অন্যথার ছায় বস্ত্রপশুগণেরও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পাদচারণে অরণ্যের কটকাধীর্ণ কঠোর মৃত্তিকায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হায়। যে বাহু পুরী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে শত সহস্র যান-বাহনাদি তাঁহাকে বহন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিত, সমাহৃত স্নিগ্ধচ্ছায়াময় রাজসভাতেও মন্তকোপরি রাধচ্ছত্র ধৃত এবং চামর, ও তালবৃন্ত ব্যক্তি হইত, তিনি নৈদাঘ সূর্য্যের প্রথম রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া ঘর্মান্ত-দেহে পাদচারণে বন হইতে বনান্তবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কেহ একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল না, কেহ একবার তাঁহাব দ্বঃসহ কষ্টে নিরারণ করিতে অগ্রসর হইল না।

এইরূপ কঠোরতম কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইতে হতভাগ্য বাহু-রাজা গর্ভিণী ভার্য্যার সহিত ভগবান্ ঈর্ষ মূনির পবিত্র আশ্রমসন্নিধানে নিতান্ত দীনভাবে উপস্থিত হইলেন। কঠোর পথশ্রমে তাঁহাব সর্স্বাঙ্গ ব্যথিত, প্রচণ্ড আতপতাপে কমনীয় কাস্ত কলেবর বিদগ্ধ, দারুণ শূণ্য-পিপাসায় হৃদয় দুর্ব্বল,—কষ্ট বিস্তর। নিজ কণ্ঠ স্মরণ কবিয়া বহুল বিনাপ করিতে করিতে তিনি সেই তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি বিশাল সরোবর তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই বৃহৎ জলাশয় দর্শনে বাহু পরমপরিভুষ্ট হইলেন এবং অবগাহন ও জলপান দ্বারা শ্রান্তি ও তৃষ্ণা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সেই বিশাল সবস্রোতীতে গমন করিলেন। অহো, কি কষ্ট, কি বিভয়না, অহঙ্কারের কি শোচনীয় পরিণাম। রাজ্যভ্রষ্টে অশুয়াবান্ বাহুরাজাকে দেখিয়া সরো-বরস্থিত বিহঙ্গগণও দারুণ ভয়ে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ উডডয়নপূর্ব্বক টীংকার সহকারে বলিয়া উঠিল,—“ঐ ঐ পাপকণ্ঠা আসিল, হ্য ত

আমাদের শাবকদিগকে অপহরণ করিবে, আমাদের কুলায় ভাঙ্গিয়া দিবে, অতএব আইস, আমরা সেগুলিকে বন্ধা করি।”

ভয়াকুল পক্ষিকুল হতভাগ্য বাহরাজ্যের প্রতি সন্দেহ করিয়া এইরূপ কলবব করিতে লাগিল। হায়, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না,—পারিলে সে সময় তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইত। সম্মুখে জলাশয় দেখিয়াই তিনি তন্মধ্যে অবতরণ করিলেন এবং বার বার অবগাহন ও তাহার জল পান করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সজ্বীক সমস্ত শ্রম, সকল যত্ননা, সমুদায় কষ্ট অবহেলা করিতে সমর্থ হইলেন।

• হে বিজগণ! বাহর কি শোচনীয় দুর্ভাগ্য! তাঁহার অধঃপতনে কেহই বিন্দুমাত্র অশ্রুত্যাগ করিল না, কেহ মুহূর্ত্তের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিল না। এমন কি, যাহারা তাঁহার অমুগ্ৰহে জীবনধারণ করিত, তাহাবাও তাঁহাকে অরণ্যবাসী দেখিয়া তাঁহার সমস্ত দোষকীৰ্ত্তন পূর্ব্বক শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। অহো, এ জগতে নিন্দা ও অকীৰ্ত্তি মৃত্যুর সমান ভয়ঙ্কর। যে ব্যক্তি সকলের নিন্দাভাজন হইয়া জীবনধারণ করে, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। হে মুনিবৃন্দ! কীৰ্ত্তি নানবের মাতাব সমান; কীৰ্ত্তিহীন লোকের প্রাণধারণ বিড়ম্বনামাত্র। হতভাগ্য বাহ নিতান্ত অকীৰ্ত্তিমান; সেই জন্য তাঁহার বনগমনে তদীয় প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি, শত্রু নিপাতিত হইলে লোকে যেমন আনন্দিত হইয়া থাকে, বাহবাজ্যের পরাজয়ে তাঁহার প্রকৃতিবৃন্দ সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়রাজ বাহ নিরন্তর নিন্দিত হইয়া সেই কাননে নৃতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে বুধগণ! অপযশ হইতে লোকের কি না বিনষ্ট হয়? অকীৰ্ত্তির তুল্য মৃত্যু নাই, ক্রোধের সমান শত্রু নাই, নিন্দার তুল্য পাপ নাই, এবং মোহের সমান ভয় নাই। সেইরূপ অমৃত্যুর তুল্য অকীৰ্ত্তি, কানের তুল্য অনল, অহঙ্কারের তুল্য রিপু এবং কুমন্ত্রের

সমান বিয় নাই । রাজ্যলুটে দুঃখার্জবাহরাজা এসকল বিষয় তখন উদ্রমরূপে বৃদ্ধিতে পারিলেন ; তাঁহার দুঃখের আর মীনা বহিল না ; স্বীয় দুর্দর্শনচয়ের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি তখন অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন । একদা পাপ-অহঙ্কারে প্রনস্ত হইয়া তিনি যে দেহের শ্লাঘা করিয়াছিলেন, তাহা বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িল ; দিন দিন তাঁহার দেহ ক্ষয় পাইতে লাগিল ; ক্রমে অকালবৃদ্ধ ও নানা ব্যাধি আনিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল । হায় ! সমস্ত রৌগের গ্রাস হইতে হতভাগ্য বাহু আব নিদ্রুতি পাঠশেন না ! অস্তঃস্বা অসুখী দুঃখিনী ভার্য্যার শোকানল শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তিনি অবশেষে ঔর্ধ্বমুনির আশ্রমসমীপে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

বাজনন্দিনী ও রাজার গৃহিণী হইয়া রাজমাতা হইবেন বলিয়া যিনি বড় সাধ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সকল আশা ফুরাইবার উপক্রম হইল । তিনি পতিগতপ্রাণা, পতি জগতে নিম্মিত হইলেও তাঁহার পক্ষে দেবতার তুল্য, রাজ্যস্থখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, অতীত সুখের স্মৃতিকে বিসর্জন করিয়াছেন, স্বামীর দুঃখের সময় তাহার চরণসেবা করিবেন বলিয়া অরণ্যধামে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, এক্ষণে রমণীর শিরোমণি স্বামিধনে বর্দ্ধিত হইলেন, তবে আর তাঁহার বাঁচিয়া সুখ কি ? পতির শবদেহ ক্রোড়ে ধারণপূর্বক অন্তবর্তী বাহপত্নী বনের পশুপক্ষিকুলকে কাদাইয়া সেই বিজন অবগ্যমধ্যে একাকিনী হৃদয়বিদারক সুরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ংকাল বিলাপ করিয়া তিনি স্বামীর সহগমনে অভিলাষ করিলেন এবং কাষ্ঠাদি সংগ্রহানন্তর একটি চিতা সজ্জিত করিয়া পতির মৃতদেহ তত্পবি স্থাপন করিলেন, পরে স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিতে উদ্রত হইলেন ।

এমন সময়ে পরম যোগী ঔর্ধ্বমুনি মহৎ সমাধিবলে সমস্ত বিষয় জ্ঞানিতে পারিয়া স্বরিতগতিতে সেই চিতার নিকট উপস্থিত

ইলেন এবং সহমরণোক্ততা সভীকে নিবর্তিত কবিয়া সম্মুখে কয়েকটি ধর্ম্মমূলক কথা বলিলেন,—“হে সাক্ষি ! নিবৃত্ত হও, অতিসাহস করিও না। তোমাব গর্ভে রাজচক্রবর্তী রহিয়াছেন, তিনি শত্রুকুল সংহার কবিয়া সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন। পতিব্রতে বাহারা গর্তীণী, বালাপত্যা, অদৃষ্ট-ঋতু অথবা রজস্বলা, তাঁহাদের চিত্তারোহণ করা কর্তব্য নহে। লোকে ব্রহ্মহত্যা করিলে বরং নিকৃতি পাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানহত্যাকারীর কিছুতেই মুক্তি নাই। বাহারা দাস্তিক, নিম্নুক, নাস্তিক, কৃত্রিম অথবা বিশ্বাসঘাতক, বাহারা জ্ঞান নষ্ট করে অথবা ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা কিছুতেই নিকৃতি পায় না। অতএব হে ভাবিনি ! এ মহাপাপের অনুষ্ঠান কবা তোমার কখনও উচিত নহে। এক্ষণে যে বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, অচিরে তাহা দূর হইবে।”

মহর্ষি ঔর্কের এই অনুভব আশ্বাস-বচন শ্রবণ কবিয়া দুঃখ-শোকাক্তা সাক্ষী তাঁহার চরণধারণ পূর্বক অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনি তাঁহাকে পুনর্বার - স্নেহনিন্তবচনে বলিলেন,—“হে রাজতনয়ে ! আর রোদন করিও না, অদৃষ্টদেব তোমার প্রতি শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হইবেন। তুমি বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী, তোমাকে আর অধিক কি বুঝাইব। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, স্বভাবের অশ্রদ্ধা প্রত্যেককে দক্ষ করিয়া থাকে, অতএব হে মহাবুদ্ধে ! শোক পরিত্যাগ করিয়া কালোচিত কার্য সম্পাদন কর। পতি-পবায়ণে ! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যতি, কি হুর্ভুক্ত, সকলেই মৃত্যুর কাছে সমান। কেহই তাহার হস্ত হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। স্নানাকীর্ণ অশান্তিময় নগরের মধ্যে, শান্তিময় বিজন প্রাঙ্গণ-বাসে, পর্ব্বতের উচ্চ অধিত্যাকাশদেশে অথবা সমুদ্রের অদ্বতম গর্ভে—যে স্থানে যে জন্তু যে কোন কার্য্য করুক না কেন, নিশ্চয়ই তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। হে রাজনন্दिनि !

দৈবই সকলের মূল, দেহিগণ প্রার্থনা না করিলে যেমন দুঃখ পাইয়া থাকে, সেইরূপ অপ্রার্থিত সুখও তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহা কেবল দৈবেরই প্রভাৱে। পূৰ্ব্বজন্মকৃত কৰ্ম্মনিচায়েব ফলসমূহ লোকে ইহ-জগতে ভোগ করিয়া থাকে,—ইহার কাৰণ কি?—কাৰণ দৈব, দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অহো, দৈবই এ জগতে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে কমলাননে! গৰ্ভেই হউক, শৈশবেই হউক, যৌবনেই হউক আব বার্দ্ধক্যেই হউক, সকল অবস্থাতেই জন্তু-দিগকে মৃত্যুব বশীভূত হইতে হইবে। অনন্তদেব গোবিন্দই কৰ্ম্ম-বশস্থিত জন্তুদিগকে রক্ষা ও সংহার কৰিয়া থাকেন, অল্প মানবগণ তাহাদিগেব নিমিত্তেব ভাগী করে মাত্র। অতএব, এই মহদুঃখ ত্যাগ কৰিয়া নিশ্চিন্তমনে পতিব অন্ত্যেষ্টিবিধান সমাপন কর, এবং বিবেকের সাহায্যে মোহ দূর কৰিয়া স্থিরভাবে উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাপৃত হও। হে সুবুদ্ধে! এই শরীর অমৃত দুঃখ ও ব্যাধির মন্দিরস্বরূপ। ইহা কৰ্ম্মপাশে নিয়ন্ত্ৰিত। লোকে যেকোন কৰ্ম্ম করে, এই দেহ ধারণ কৰিয়া তদনুসং ফলভোগ কৰিয়া থাকে। অতএব, তুমি সৰ্ব্বদুঃখ অবহেলা কৰিয়া যথাবিধি পতিব ঐকদৈহিক ক্ৰিয়াকলাপ সম্পাদন কব।”

মহর্ষি ঔৰ্কেব এইরূপ সুখাময় সাত্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত হইয়া সমস্ত শোক ত্যাগপূৰ্ব্বক বিধবা রাজনন্দিনী বেদবিহিত সমুদয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি মুনির চরণযুগল বন্দনা কৰিয়া তক্তি সহকারে বলিলেন,—“হে ভগবন্! পরহিতকারী পণ্ডিতগণ যে জগতের অসীম উপকার কৰিয়া থাকেন, তাহার কি তাঁহারা স্বয়ং ফলভোগ করেন না? বৃক্ষকুল কি আপনাদিগের ভোগার্থ পৃথিবীতলে ফল প্রসব করে না? প্রভো! যিনি পবের দুঃখে মহাহুত্ব প্রকাশ কৰিয়া সাধুবাক্যে তাহা দূৰ কৰিতে চেষ্টা করেন, তিনি ঐকজন প্রকৃত পরোপকারী, অস্তে তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পাইয়া থাকেন। বে মহাত্মা অজ্ঞের দুঃখে দুঃখী, অজ্ঞের সুখে সুখী, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর। অহো,



‘ওনি নরকপী নারায়ণ । সংস্কারবাসম্পন্ন শাস্ত্রচরিত পণ্ডিতগণ সকলেব হুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত আপনাদের স্বর্গীয় জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেন ; এই জন্তই যেখানে সাধু ব্যক্তি বিরাজ করেন, তথা হইতে হুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায় । যেখানে মার্ত্তণ্ডের মন্থনমালা প্রবেশ করে, সেখানে কি অঙ্ককার থাকিতে পারে ? দিয়াময় ! আপনাব অসীম জ্ঞানালোকেব কণামাত্র কিরণস্পর্শে আমাব সমস্ত হুঃখ-তিমির দূর হইল ; এ অনাথা ছুর্ভাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করুন ।’

এইরূপে পরমজ্ঞানময় মহামুনি ঔর্বেক চরাযুগল গলদশ্রাজ্জলে বিধৌত করিয়া বিধবা বাজহুহিতা সেই সরোবরতীরে স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন কবিলেন । অনন্তর যোগিবর একবার সেই সরসীর প্রতি দৃষ্টিনিমেষণ করিবামাত্র বাজা বাছ দেবরাজের স্তায় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জলন্ত বিমানে আরোহণ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন । মহাপাতকী অথবা সর্ব্বপাপযুক্ত ব্যক্তি যদি একবার সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিদিগের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পাবে, তাহা হইলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের পবিত্র চরণতলে স্থান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে । পবন পুণ্যাক্ষা মহাত্মগণ যদি পাপীর কলেবর অথবা তাহার ভ্রমবাশি কিংবা তাহার চিত্তাধীন অবলোকন করেন, তাহা হইলে সে পবনপদ লাভ কবিতে সমর্থ হয় ।

এইরূপে পতির অস্ত্যেষ্টিবিধান যথাবিধি সমাপন করিয়া বাহুর বিধবা পত্নী মুনীশ্রেয় পবিত্র আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন এবং পরম আদর ও ভক্তির সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

### সগর রাজার উপাখ্যান ।

বাহু বাজার পরম গুণবতী ভার্যা মহামুনি ঔর্বেক শাস্ত্রিময় আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভূলেপন ও গৃহ-মার্জনাদি কর্ম দ্বারা মহতী ভক্তির সহিত, অনুদিন তপোধনের শুক্রবা করিতে লাগিলেন । পরম পবিত্রহৃদয় সাধুশিরোমণি যুনীশ্বের দেবায় তাঁহার সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ; তিনি মহাপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন ।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সন্ধ্যাবসম্পন্ন সাধ্বী শুভ লগ্নে অতি শুভক্লে, গরলের সহিত একটি পবন রূপবান্ পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন । অহো ! সাধু ও সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের সহবাসে থাকিলে কোন্ বিষ না নিবারিত হয় ? কোন্ শুভকর্ম না সম্পন্ন করিতে পারা যায় ? হে মুনিসত্তমগণ ! জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি যে কোন পাপের অনুষ্ঠান করুক না কেন, মহাত্মাদিগেব পরিচর্যা দ্বারা তৎসমস্তই শীঘ্র ক্ষয়িত হইতে পারে । এ জগতে সংসঙ্গ হইতে জড়ব্যক্তিও লোকের পূজনীয় হইয়া থাকে । দেখ, ভগবান্ শঙ্কু শশাঙ্কের কলামাত্র ললাটে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আজি শশধর কত প্রাঘনীয় ! কত পবিত্র ! সংসঙ্গতি হইতে মানবকুল নিষ্চয়ই পরমা ঋদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় । হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! ইহ ও পরলোকে সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণই পূজ্যতর । অহো ! তাঁহাদের অসীম গুণরাশি কীর্তন করিতে কেহই সমর্থ নহে । সংসঙ্গের স্বর্গায় তেজঃ-প্রভাবে গর্ভস্থিত সপ্তমাসব্যাপী গরল বিনষ্ট হইল, অতি দুঃখিনী ও দুর্ভাগিনীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া সৌভাগ্যমূর্ত্য অচিরে উদিত হইল ।

অনন্তর তেজোনিধি ভগবান্ ঔর্বেক শিশুকে গরসমযিত \* হইয়া প্রসূত হইতে, দেখিয়া তাহার নাম সগর রাখিলেন এবং কালোচিত

জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন । তাঁহার পবন যত্নে এবং তৎপ্রদত্ত মধুকীরাদি ভোজন করিয়া শিশু রাজকুমার ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন । ক্রমে সগরের চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইলে, তেজঃপুঞ্জ মহামুনি বেদবিহিত তৎসমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া তাহাকে রাছোচিত শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন । ক্রমে শৈশবেব শুকুমার ভাব উদ্ভিন্ন হইলে সগরকে সমর্থ দেখিয়া সর্বতত্ত্ব তপোনিধি তাঁহাকে মস্তব্যং সমস্ত শাস্ত্র সমর্পণ করিলেন ।

হে সন্তমগণ ! রাজকুমার সগর মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্বেদর নিকট এইরূপে সর্বশাস্ত্রে সম্যক শিক্ষা লাভ করিয়া শুচি, শুণবান্, বলবান্ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন । মুনিসন্তমের অসীম স্নেহ ও যত্নের বিষয় শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞতার স্বর্গীয় রসে তাঁহার শুকুমার হৃদয় অভিযুক্তিত হইল । তিনি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উখিত হইয়া তাপসেন্দ্রের নিমিত্ত সমিং-কুশাদি চয়ন করিয়া আনিতেন এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণসেবা করিতেন । হে ঋষিবর্গ ! সগরের শুকুমার হৃদয়ে একদা এক অভিনব ভাবের উদয় হইল । তিনি একদা স্বীয় জননীর চরাবন্দনা পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে বিনয়নম্র-বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“জনি ! আমার জনক কে ? তাঁহার নাম কি ? তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন ? এই সকল বিষয় যথাবৎ আমাকে বলুন, আমার বিষম কৌতূহল জন্মিয়াছে । হে মাতঃ ! এ জগতে পিতাই প্রধান ধর্ম্ম, পিতৃহীন হইয়া ইহলোকে যে ব্যক্তি জীবনধারণ করে, সে নিশ্চয়ই মৃততুল্য । পিতা মরিয়া হইলেও পুত্রের পক্ষে ধনবানের শ্রায়, মুখ হইলেও পণ্ডিতেব-তুল্য, হায়, পিতৃহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র । ইহলোকে যাহার পিতা-মাতা নাই, তাহার মুখ কোথায় ? সে মুখ ও ধনহীন ব্যক্তির শ্রায় নিরন্তর অসীম দুঃখে কালান্তিপাত করিয়া থাকে । যাহার পিতা-মাতা নাই, যে অন্ধ, যে অবিবেকী, যে অপুত্রক ও ঋণগ্রস্ত, তাহার বৃথা জন্ম । তাহার প্রাণধারণ বিড়ম্বনামাত্র । শশাঙ্কহীন হইলে বিভাবরী যেমন শোভাশূন্য হইয়া থাকে, কমলহীন

ইলে সরোবর যেমন কদর্য দেখায় এবং পতিহীনা হইলে নারী যেনন হতভী লক্ষিত হয়, পিতৃহীন হইলে পুরুষ-সেইরূপ নিতান্ত দীনহীন হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক আচার হইতে বিচ্যুত হইলে অল্প যেমন জীবনের উন্নতি লাভ করিতে পারে না, ধর্ম-হীন হইলে গৃহস্থ যেমন সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং গবাদি পশুহীন ভবন যেমন শোভা ধারণ কবিতে সমর্থ হয় না, পিতৃবিযো-জিত হইলে পুরুষও সেইরূপ ভীহীন, দুঃখী ও হতভাগ্য হইয়া থাকে। হরিভক্তিহীন ধর্মের ছায়া পিতৃহীন জীবনে কোন সুফলই লাভ করিতে পাবা যায় না। অশাখ্যায়বান্ \* বিপ্র, আতিথ্যবিহীন গৃহী, দানশূণ্য-দ্রব্য যেমন নিতান্ত অকর্মণ্য, পিতৃহীন, পুরুষও সেইরূপ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। সত্যহীন বাক্য, সাধুহীনা সভা, দয়াহীন তপের ছায়া পিতৃ-হীন ব্যক্তি এ জগতে কোন কার্যেই আইসে না। হে মাতঃ ! যাহার পিতা নাই, তাহার জীবন গুণবর্জিতা নারী, ধলবিহীনা নদী এবং অশান্তিপ্রদা বিচার ছায়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল। জননি! আব কি বলিব, যাচ্ঞাপন্ন মানব যেমন সকলের নিকট ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়, পিতৃবিহীন ব্যক্তিও সেইরূপ কাহারও নিকট সম্মান ও যত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, হায়! সমস্ত জীবন তাহার দুঃখেই অতিবাহিত হয়।”

হে মুনিবৃন্দ ! হৃদয়ানন্দপ্রদ পুত্রের মুখে এই সকল বিষাদময় বাক্য শ্রবণ কবিয়া বাহুপত্নী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইল—উচ্ছ্বসিত বাপে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল, তথাপি পুত্রের দ্রিষন্ কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত উৎসাহে শোকানল অনেক পরিমাণে দমন করিয়া আত্মোপাস্ত সনস্ত বৃন্তাস্ত সগরের নিকট কীর্ণন করিলেন। সেই লোমহর্ষণ বিবরণ শ্রবণ করিতে করিতে সগরের নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন

কম্পিত হইতে লাগিল ; ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জননীর সম্মুখে বিকটস্বরে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, “শত্রুকুলকে সংহার করিবই করিব ।” মাতাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তিনি ভগবান্ ঐশ্বরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার অমুমতি-গ্রহণ ও তদীয় চরণযুগল বন্দনপূর্বক সেই আশ্রম হইতে নিজাস্ত হইলেন ।

অনন্তর সত্যপরাযণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সগর তথা হইতে বহির্গত হইয়া স্বদেশের পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমভিত্তিতে গাত্ৰা করিলেন । অল্পকালেব মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কুলগুরু চরণতলে প্রাত হইলেন এবং ধীর ও গভীরভাবে সমস্ত বৃদ্ধান্ত আত্মপূর্বক নিবেদন করিলেন । বশিষ্ঠেষ্ঠ ও ত্রিকালজ্ঞ বশিষ্ঠ সগরের নিকট তৎসমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাহাকে ঐন্দ্র, বাকণ, ব্রাহ্ম ও আদ্যেয় অস্ত্র এবং তীক্ষ্ণ খড়গ ও অগ্নুপম শবাসন প্রদান করিলেন । সেই সমস্ত দিব্য মহাস্ত্র লাভ করিয়া সগর পরম আত্মাদিত হইলেন এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কুলগুরুর অকণ্ট আশীর্বাদ গ্রহণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । তিনি জননীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, অরাতিদিগকে নির্মূল করিয়া নিদারুণ পিতৃশোক নিবারণ করিবেন, আজি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন । ভীমবিক্রম সহকারে শত্রুকুলের উপর আপতিত হইয়া শূরবীর সগর একমাত্র চাপের সাহায্যে পুন্ড্র, পৌন্ড্র ও আদ্যায়-স্বর্ধনের সহিত তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । সেই বিকট শরাসন-নিষ্কিপ্ত বজ্রানল-সদৃশ বাণপ্রহারে সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার অরাতিগণের মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ আহত, কেহ বা স্তম্ভ হইয়া প্রাণ লইয়া দূরে পলায়ন করিল ; কেহ কেহ প্রাণরক্ষার্থ কেশপাশ বিকিরণপূর্বক বল্লীকরাশির উপরিভাগে সংস্থিত হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা রণবেশে অলমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল ।

হে বিপ্রবৃন্দ । শক, যবন প্রভৃতি যে সকল মহৌপালগণ হৈহয় কুলেব সহায়তা করিয়াছিল, তাহাবা সকলে সর্গবকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল । এ দিকে শত্রুকুলেব পরাজয়ে পৃথিবী জয় করিয়া মহাবাহু বাহুতনয় স্ববাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে চরের নিকট অবগত হইলেন যে, অনেক বিপু ভগবান্ বশিষ্ঠেব শরণাগত হইয়াছে । অমনি তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে তপোবনে প্রবেশ কবিত্তে শুনিয়া বিচারণ্ত বশিষ্ঠ সেই শরণাগত শত্রুকুলকে একপ শাস্তি প্রদান করিলেন, বাহাতে তাহাদিগকে ত্রাণ কবা হইল অথচ শিষ্যেরও সম্মান রক্ষিত হইল । তিনি কাহরিও মন্তকের অর্দ্ধভাগ, কাহারও মন্তকের পার্শ্বভাগ, কাহাবও বা সমস্ত মন্তক মুণ্ডিত করিয়া দিলেন, কাহাদিগকে বা মুণ্ডিতশাশ্রু এবং অপব সকলকে বেদবহিহৃত কবিলেন ।

ইত্যবসরে সর্গর সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং গুরুকর্তৃক শত্রুকুলকে হতশ্রী হইতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ভো ভো গুরো ! কেন বৃথা এই ছুরাচার পাষণ্ডিগেব প্রাণরক্ষা করিলেন ? এই পাপিষ্ঠগণ আমাব বাজ্য হরণ কবিত্তে উত্তত হইয়াছিল, আমার পিতৃদেরকে বাহ্য হইতে বহিহৃত কবিয়া দিয়াছিল, অতএব আমি ইহাদের সকলের প্রাণ সংহার করিব ।”

৬

\* যে সকল বীরজাতি হৈহয়দিগের সহায়তা করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কাষোজ, পহব, পারদ, শক ও যবনগাই প্রধান । এতৎসত্তীত কোলিগর্ণ মাহিষক, খস ও চীন প্রভৃতি অপর অনেক সামান্ত সামান্ত জাতি ছিল । পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশক্রমে সর্গররাজা বহুতে ইহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করিয়াছিলেন । তিনি শকদিগের অর্দ্ধশির, কাষোজ ও যবনদিগের মন্তক মুণ্ডন, পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পরুবদিগকে শ্মশ্রুকারী করিয়া দিয়াছিলেন ।

উপরে যে পৃষ্ঠবিশ বীরজাতির নাম উল্লিখিত হইল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় । শকগণ ই রাজ্যে সিংধিয়ান ( Sylind ) কাষোজগণ কাষোজদেশের অধিবাসী । পুরাণসম্বন্ধ পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বহুমান করেন, কাষোজদেশ ভারতের উত্তরভাগে হিহ । তিনি আরও বলেন যে, যবনগণ হয় প্রাচীন ইয়োনীয়ান ( Ionian ), নয় বাক্টিয়ান ( Bactrian ) অথবা

সর্বনাশের হেতু হইয়া থাকে। দুর্জন ব্যক্তিগণ যত দিন বল-  
বান থাকে, তত দিন আপনাদের বাহুবলে প্রমত্ত হইয়া তাহারা সমস্ত  
জগতেব সুখে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যেই পাপিষ্ঠগণ  
দুর্বল হইয়া পড়ে, অমনি অতি সাধুসেব ভাণ কবিয়া লোকের  
চক্ষে ধূলি প্রদান কবিয়া থাকে। অতএব শত্রুকুলের দাসতাব, বারা-  
জনার সৌহার্দ্য এবং সর্পের শাস্ত্যভাবকে কখনই বিশ্বাস করিতে  
নাই,—করিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত হইতে হইবে। খল ও  
কপটাচারী ব্যক্তিগণ সর্বত্র অবস্থায় যাহাদিগকে দৃঢ়পংক্তি দেখাইয়া  
টিটুকুরী সহকারে উপহাস করিয়া থাকে, সামর্থ্যহীন হইলে আবার  
তাহাদিগেরই নিকট কোন্ মুখে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে সাহসী হয়?  
ধিক, সেই পাপগুদিগের পাপজীবনে শত ধিৎ! ছি! তাহারা বলমত্ত  
হইয়া যে জিহ্বা দ্বারা একবার একজনকে পক্ষ্যবাক্য বলে, বলহীন  
হইলে আবার কেমন করিয়া সেই জিহ্বাতেই সেই পূর্বাণুত ও  
লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে করাবাক্য দ্বারা প্রভাবিত করিতে অগ্রসর হয়?  
অতএব হে গুরুদেব! হে ভগবন্! যিনি নিজ মঙ্গলকামনা কবেন,  
নীতিশাস্ত্রে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, ক্রুর ব্যক্তিদিগের সাধু ও  
দাসতাবে বিশ্বাসস্থাপন করা তাহাব কখনও উচিত নহে। যে-  
ব্যক্তি দুর্জন, খল অথবা হিংসাপরায়ণ, সে যদি প্রণাম করে, তথাপি  
তাহার প্রতি শ্রীত বা প্রসন্ন হইতে নাই। বিনীত শত্রু, কৈতবশীল  
মিত্র এবং বিশ্বাসঘাতিনী জারা † ভাষ্যকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে,  
বলিতে বলিতে সগরের হাশ্বোৎফুল্ল বদনমণ্ডল গভীরভাবে  
ধারণ করিল। তিনি ধীর-গভীরভাবে আবার বলিতে আরম্ভ  
করিলেন, “গুরুদেব! অধর্মাচারী শত্রুদিগকে পাপানুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই

গ্রিক (Grecian)। সম্ভবতঃ এখানে যুনীয়ানগণই নির্দিষ্ট হইয়াছে। পারদগণ  
পাশ্চাত, ইতিহাসে পার্থিয়ান (Parthian) নামে অভিহিত হইয়াছে।

\* কৈতবশীল—কপটহৃদয়।

† জারা—উপসহারপে হিত।

নিশ্চয়ই তাহার সর্বনাশ হয় । ভগবন্ ! এই পাষণ্ডগণ গোরুপী ব্যাঘ্র ; আজি যদি অমুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিই, কালি ইহারা আবার আমার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে । প্রভো ! দুর্জয়দিগকে ক্ষমা কবিলে তাহাদিগের দুষ্টাচরণে প্রশয় দেওয়া হয় ; অতএব আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন না, বরং প্রসন্ন হইবা আমাকে আদেশ প্রদান ককন, আমি ইহাদিগকে সংহার করিয়া সুখে রাজ্যভোগ কবি ।”

সগবের বাক্যশ্রবণে মহামুনি বশিষ্ঠ মনে মনে পবন প্রীত হইলেন এবং যুগল হস্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সন্নেহে বলিতে লাগিলেন,—“হে মহাভাগ ! সাধু সাধু ! তুমি যে সত্য বলিয়াছ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই । তথাপি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত হও । বৎস ! তোমার প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ অবিরোধে আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্বে সংহার কবিয়াছি ; হতদিগকে হত্যা করিলে আর কি হইবে ? রাজন্ ! ইহ-জগতে সকল জন্তাই কর্মপাশে নিয়ন্ত্রিত ; যে যেকপ কর্মের অমুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপই ফলভোগ করিয়া থাকে । যাহারা পাপী, তাহারা আত্মঘাতী ; তাহারা আহাব-বিহাব ও বিচরণ করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃত জীবন নাই । অতঃ তুমি যাহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইতেছ, তাহারা ঘোর পাপাচারী ; সুতরাং তাহাদের প্রকৃত জীবন নাই । মহীপাল ! তবে এই নিহত ব্যক্তিদিগকে আর কি নিমিত্ত হনন করিবে ? এই পঞ্চভূতাত্মক দেহই পাপজনিত ; পাপ কর্তৃক ইহা পূর্বেই নিহত ; আত্মা কেবল এই মৃতদেহকে বহন করিয়া বেড়ায় মাত্র । আত্মা ষত দিন ইহাতে বিরাজ করে, তত দিন ইহা সজীব বলিয়া প্রতীত হয় ; কিন্তু আত্মা ইহা হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অমনি নির্জীব দেহ জড়বৎ ভূতলে পতিত হয় ;—শেষে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় । হে পৃথ্বীশ ! জন্তুগণ স্বকর্মের ফলভোগের হেতুমাত্র ;—কর্ম দৈবাধীন । অহো ! এ জগৎই দৈবাধীন । দৈবের অধীন হইয়াই জীবগণ স্ব স্ব কর্মসাধন করিয়া



থাকে। ফলতঃ দৈবই তাহাদের ফলভোগের প্রকৃত কারণ,—  
তাহারা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। কিন্তু বাঁহারা সাধু ব্যক্তি, তাঁহারা  
পুরুষকারের সাহায্যে প্রতিকূল দৈবকে বিনাশ করিতে সমর্থ।  
হে বৎস! শরীর পাপসম্ভূত; যে ব্যক্তি যত অধিক পাপের অনুষ্ঠান  
করে, তাহাকে তত অধিক জনম-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।  
অতএব এই পাপজনিত দেহকে সংহার করিতে কেন উদ্যত  
হইতেছ? মহীপাল। আত্মা শুদ্ধ! ও নিষ্পাপ হইলেও দেহপিঞ্জরে  
আবদ্ধ হইয়া দেহী নামে প্রোক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহ যে পাপ  
হইতে উৎপাদিত, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 'এ পাপমূল  
দেহকে বিনাশ করিয়া ডোমার কি কীৰ্ত্তি হইবে?'

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ গুরু এই সকল সাবগর্ভ বাক্য শ্রবণ পূর্বক সগর  
ক্লেদ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইলেন। মুনীন্দ্রও তাঁহার প্রতি  
সম্মত হইয়া তদীয় অঙ্গে করাবর্তন পূর্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করি-  
লেন। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ পরম পণ্ডিত মুনিগণের সহিত এক-  
যোগে সগরকে শিতূরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

হে বিজবুল! মহারাজ সগরের কেশিনী ও সুমতি নামে দুইটি  
ভার্য্যা ছিলেন। \* তাঁহারা উভয়েই সূর্য্যবংশীয় বিদর্ভরাজের ছহিতা।  
সগরকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তপোনিধি ঔরব নবাভিষিক্ত  
নৃপতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণ  
করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। রাজত্ববনে তাঁহার অবস্থিতি-  
কালে একদা সগরের পরীক্ষয় তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামানন্তর  
তাঁহার নিকট পুত্রশাতার্থ বর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের

\* মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, সগর রাজার এক ভার্য্যার নাম প্রভা,  
অপরের নাম ভাহুনতী। প্রভা বহুকালে অনগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহারই গর্ভে  
বহুসংখ্য পুত্র প্রসূত হয়। তৎপরে,—

‘‘দেভার্যো সগরস্তাপি প্রভা ভাহুনতী তথা।  
এবং ভাহুনতী পুত্রমগ্ৰ্যাদানন্দমবদম্।  
ততঃ বহুসংখ্যাপি অনুবে বাবদী প্রভা ॥’’

প্রার্থনা-শ্রবণে ভার্গবমন্ত্রবিৎ † ঐর্ক্য পরম সমাধিবলে একবার তাঁহা-  
দিগের ভবিষ্য ভাগ্যালিপি পাঠ করিয়া লইলেন। পরে হৃষ্টমনে  
উত্তর করিলেন,—“তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন একটিমাত্র  
বংশকর পুত্র এবং অপবে ষষ্টিসহস্র তনয় লাভ করিবেন। এক্ষণে  
এতদ্ব্যভয় বরের যাহার যেটি অভিপ্রেত, সত্ত্বর ব্যক্ত কর।”

হে মুনিবৃন্দ! সগররাজাব ভাৰ্য্যাধ্বয়ের মধ্যে কেশিনী বুদ্ধিমতী  
ও বিচক্ষণা, স্মৃতরাং তিনিই বংশরক্ষার্থ একমাত্র পুত্রকেই প্রার্থনা  
করিলেন। স্মৃতি মূঢ়, সেই জন্তই ষষ্টিসহস্র পুত্রের প্রার্থিনী  
হইলেন। ভগবান্ ঐর্ক্য তাঁহাদিগের উভয়েরই প্রার্থনা পূরণ  
করিলেন। অতঃপর কিছুদিন অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জস  
নামে একটি পুত্র লাভ করিলেন; স্মৃতিবও ষষ্টিসহস্র তনয় সম্ভূত  
হইল। অসমঞ্জস নামে বালকবৎ প্রতীত হইলেও উন্নতের ন্যায়  
অসমঞ্জস † কার্যাদির অমুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহার কার্য-  
কলাপ দেখিয়া সগরের অপর পুত্রগণ তৎপ্রদর্শিত পদবী, অমুসরণ  
পূর্বক নিভাণ্ড ছবুণ্ড ও ছরাচার হইয়া উঠিল। অসমঞ্জসেব আচ-  
রণে সগর যার-পর-নাই ছঃখিত হইলেন। যাহাঁ হউক, কিয়ংকাল  
অতিবাহিত হইলে অসমঞ্জস অংশুমান নামে একটি পরমগুণবান্  
পুত্র লাভ করিলেন। অংশুমান্ সদাচারী, ধার্মিক ও পরমোপকাৰী।  
পিতামহের হিতামুষ্ঠানে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

হে মুনিসত্তমগণ! এ দিকে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রগণ এত  
ছবুণ্ড হইয়া উঠিল যে, তাহাদের অত্যাচারে সমস্ত পৃথিবী নিরতি-  
শয় নিপীড়িত হইল। তাহারা অষ্টকোচারী ‡ ও যাজ্ঞিকদিগের  
প্রতিই যার-পর-নাই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। যজ্ঞে আহতি

• ভার্গবমন্ত্রবিৎ—ঔরুপ্রোক্ত মন্ত্রশাস্ত্রবিদ।

† অসমঞ্জস—অভাগ্য, ভাববিগর্হিত।

‡ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন অথবা আশ্বিন মাসের নবম দিবসে মাতৃ উদ্দেশে যে  
যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা অষ্টকোচ নামে অভিহিত। এ শাস্ত্র সকলকে করিতে  
যেথা যায় না।

দিবার নির্মিত দ্বিজগণ যে সমস্ত যত্ন আয়োজন করিতেন, তৎসমুদায়ই বলপূর্বক ভোজন করিয়া ছবাচার রাজকুমারগণ দেবকুলকে বঞ্চিত করিতে আরম্ভ করিলু, স্বর্গ হইতে রম্ভা প্রভৃতি অঙ্গবাদিগকে বলপূর্বক আনয়ন করিয়া আপনাদিগের পাশবী বৃত্তির চরিতার্থতাসাধন করিতে লাগিল। এমন কি, পারিজাতাদি যে সকল স্বর্গকুসুমে একমাত্র দেবভাগ্যেরই অধিকার, তাহাও সেই বলবন্ত ও মনমন্ত সগরসন্তানগণ অপহরণ করিতে লাগিল! ছুরাচাঁরদিগের লোমহর্ষণ দৌরায্যে পৃথিবীস্থ সনাত লোক সশঙ্কিত হইল। পায়ণদিগের স্ত্রী-অস্ত্র-বিবেচনা সম্পূর্ণ তিবোহিত হইয়া গেল।

পাপাচারী সগবপুত্রগণের এইকণ ভীষণ উপজবে যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করিলেন। অনেক বিবেচনার পর একটি সংপত্তা স্থির করিয়া মর্য্যাহত অমরগণ পাতালমধ্যস্থিত বিষ্ণুপ্রতিম মহর্ষি কপিলের নিকট গমন করিলেন। পরমতত্ত্বজ্ঞ তেজোনিধি কপিল প্রচ্ছন্নরূপে সেই নিহৃত প্রশ্নে পরমানন্দময় জগদেকদেব বিষ্ণুর ধ্যানে নিরত ছিলেন। সংযুগ স্বরবর্গ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ শ্রুগামপূর্বক ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—“হে জিতেন্দ্রিয় তপোনিধে! হে ছন্দকপী নারায়ণ! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! \* আপনাকে নমস্কাব। হে পরমেশতত্ত্ব লোকায়ত্বেতৎপর মুনীন্দ্র! আপনি সংসার-কাননের দাবাগ্নিবরূপ; আপনি সর্বজ্ঞানময়, বীতকাম † ও সর্বশক্তিমান। ছবাচার সাগরকুলের দৌরায্যে উৎপীড়িত হইয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি; এক্ষণে আনাদিগকে জ্ঞান করুন।”

হে দ্বিজকুল! সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি কপিল দেবগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে, তাঁহাদিগকে আজ্ঞাদিত ও যথাযোগ্য পূজা করিয়া

\* বিষ্ণু—১৫২৭।

† বীতকাম—১৫২৮।

বলিলেন,—“হে শুরোত্তমগণ । সম্পৎ, আয়ু, যশ ও বলবিক্রমে গর্ভিত হইয়া যাহারা লোকের সুখে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা সহব নাশ প্রাপ্ত হয় ; তাহাদের আপনাদের সম্পৎ, সৌভাগ্য, এমন কি, আয়ু পর্য্যন্তও তাহাদিগকে রক্ষা কবিতে পাবে না । নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের সুখের পথে কটকরোপণ করিতে যে মূঢ় উদ্যত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বাক্য, মন অথবা কৰ্ম্ম দ্বারা অপবের অনিষ্টসাধন কবে, সে নিশ্চয়ই পাপী, নৈব অচিরে তাহাকে সংহার করিয়া থাকে । সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাধা স্থাপন করে, সে অসীম তেজঃ-সম্পন্ন বা দীর্ঘায়ুজ্ঞান হইলেও নীচ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই ছুরাচারের তেজোবীৰ্য্য, সহায়-সহল ও সম্ভান-সমুত্তি তৎকৃত পাপ-রাশিতে কলুষিত হইয়া তাহার সহিত চিবকালের জন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । সগররাজার পাপিষ্ঠ পুত্রগণ সমস্ত জগতের উপর অত্যাচার করিতেছে, এক্ষণে তাহাদের বিপুল সহায়বল থাকিলেও তাহারা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । অতএব, হে অমরবৃন্দ । সৰ্ব্বদুঃখ পবিত্যাগ কবিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত-মনে ত্রিদিবধামে প্রতিগমন কব ।”

তেজঃপুঞ্জ মহামুনি কপিলের এই অমৃতময় সান্বনাবাক্য-শ্রবণে বিবুধগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পরমমুখে স্বর্গগুরে প্রতিগত হইলেন ।

• হে মুনিসত্তমগণ । এ দিকে মহারাজ সগর বশিষ্ঠাদি পরমতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণের সাহায্যে মহদায় অশ্বনেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর সেই মহাযজ্ঞের তুবঙ্গ দিগ্জযার্থ পবিত্যক্ত হইলে, শুরেশ্বর ইন্দ্র অলক্ষ্যে তাহাকে হরণ কবিয়া পাতালপুবে ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলের নিকট রক্ষা কবিলেন । ত্রিদশপতি গূঢ়বিগ্রহ \* হইয়া সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছিলেন, সূর্তরাং সগরপুত্রগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই । তুবঙ্গকে সহসা অন্তর্হিত দেখিয়া তাহাবা বিস্ময় চিন্তিত হইল এবং তাহাব অন্বেষণে সপ্তলোক পবিত্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু-কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া

অবশেষে তাহারা পাতালপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইল । তাহারা প্রত্যেকে এক এক যোজন করিয়া মহীতল ব্যাপিয়া নৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল । সেই সমস্ত খনিত দ্বং-রাশি সমুদ্রতীরে আকীর্ণ হইল । এইরূপে এক যুগভীর ও বৃহৎ বিল সৃষ্ট হইলে, তাহা পরিদ্রুত করিয়া লইয়া সগরাসুজগণ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ইতস্ততঃ অথের অনুসন্ধান করিতে করিতে অচিরকালমধ্যে রসাতলে উপস্থিত হইল । অকস্মাৎ মহত্ম-সূর্য্যপ্রভ এক অলস জ্যোতিতে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । 'সকলে, সবিশ্রমে 'দেখিল, মহাত্মা কপিল ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন এবং তাঁহার 'নিকট যজ্ঞাশ্ব 'বিরাজ করিতেছে । বিবেকবর্জিত, প্রমত্ত ও পাশাশয় সাগরগণ কপিলপার্শ্বে আপনাদের তুরঙ্গ দর্শন করিয়া বিষম ক্রোধে উদ্ধত হইল এবং তিনিই তাহা হরণ করিয়াছেন মনে করিয়া সহসা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্ধত হইল । 'সেই সময়ে ছুরাচাবগণ পরস্পর 'বলিতে লাগিল, 'ইহাকে বধ কর, 'ইহাকে বধ কর । ঐ লও, অশ্ব লও, অশ্ব লও । দেখ, দেখ, ছুরাচার আমাদের অশ্ব হরণ করিয়া বক-তপস্বীর ছায় 'কেমন সাধুবৎ নীরবে বসিয়া রহিয়াছে । যে খল ও কপটাচারী ব্যক্তিগণ পরব 'ও পরের জীবন হরণ করিবার নিমিত্ত অহুদিন 'তদ্বিষয়ে 'চিন্তা করে, তাহারা সর্বদা এইরূপই আভ্যর্থন করিয়া থাকে বটে ।' বিকট হাস্যসহকারে এই কথা বলিয়া 'সেই নষ্টবুদ্ধি ছুর 'ওগণ সেই পরমতত্ত্বজ্ঞ তপোনিধিকে চরণ দ্বারা 'তাড়িত কবিল, পরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল । তাহাদের সকলেরই মৃত্যুকাল আসয় ।

হে বিজ্জকুল ! মহর্ষি কপিল সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করিয়া আত্মায় আপনাকে নিয়মনপূর্ব্বক ছবু 'ওদিগের সমুদায় কার্য্য 'পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে সমাধি 'ভ্যাগ করিয়া, সেই দৃশ্য ছুরাচারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং এই ভয়াবহ ভাবগস্তীর 'বাক্যে বলিতে লাগিলেন, 'অহো ! যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, যাহারা ক্ষুধিত, কামান্বিত অথবা অইজ্ঞানে গর্জিত,

তাহাদের কিছুমাত্র বিবচনা থাকে না। নহীণর্থে নিধি নিখাত থাকিলে, সে স্বয়ং যেমন সর্বদা অশিতে থাকে, সেইরূপ মানবের অন্তঃরকণে কোনরূপ রিপুবহিঃসমুদ্রিত থাকিলে তাহারা যে অলিত হইতে থাকিবে, তাহাতে আব বিচিত্রতা কি? দুর্জয় ব্যক্তিগণ যে স্বজনগণের সুখে বাধা-স্থাপন করিবে, তাহাই বা বিচিত্র কিরূপে? একাধারে যৌবন, স্ত্রী ও শূরতা থাকিলে, তাহা প্রায়ই সর্বাদ্রুতা ও মৃত্যবৎ আশ্চর্য্য/হইয়া থাকে। অহো! কনুকের কি দৌণ্ড্য! কি জ্যোতি। কি ভাষ্যরতা! ইহার মহিমা বর্ণন করিতে কে সমর্থ? বৃন্দরও কনক নামে অভিহিত। উভয়ের নাম এক বটে, কিন্তু বর্ণ ও গুণের কত ভিন্নতা। বর্ণ উজ্জ্বল ও দৌণ্ড্যমান, বৃন্দর মদপ্রভ। \* এক বস্ত্র আধাবভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন মন দান করিয়া থাকে। ধনসম্পত্তির সাহায্যে সদাচারী ব্যক্তিগণ জগতের কত উপকার করেন, কিন্তু খল ব্যক্তি ধনসম্পন্ন হইলে সেই ধনসম্পত্তি হইতে লোকের কত অনিষ্ট সাধিত হয়। অনলের পক্ষে যেমন পবন এবং ভূজদেব পক্ষে যেমন হুঙ্ক, খল ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ ধনসম্পত্তি। খল ও ক্রুর ব্যক্তি ধনবান হইলে, তাহার ধন হইতে সর্বদা লোকের অসংখ্য অনর্থ সাধিত হয়, তাহাব ধন দুঃপ্রবৃষ্টির উদ্ভেজকমাত্র। অহো! ধনমোহাক্ত ব্যক্তিগণ দেখিয়াও দেখে না, যদি তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মূলিত হয়, যদি তাহারা নিজ বিষয় ভাবিয়া দেখে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগেব মঙ্গল হয়।”

এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষি কপিলেব ক্রোধবেগ বদ্ধিত হইয়া উঠিল, তাহার নর্যন হইতে অনল নির্গত হইল, সেই অগ্নি দ্বন্দ্ব-কালমধ্যে সগব রাজাব পুত্রগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ লোচন্যগ্নি দর্শনে পাতালবাসিগণ অকাল প্রলয় মনে করিয়া গাঠরবে চীৎকার করিতে লাগিল এবং নাগ ও বায়সগণ তাহার প্রচণ্ড তাপে তাপিত হইয়া শান্তিনাভার্থ সাগবসমিলে প্রবেশ করিল। অহো! অক্রোধন ব্যক্তিদিগের কোপ নিত্যন্ত চঃসহ।

হে মুনীশ্রকুল ! তৎকালে মহর্ষি নারদ মহীপতি সগরের সেই মহাযজ্ঞে সমাগত হইয়া তাঁহার হতভাগ্য পুত্রগণের ভাগ্যবৃদ্ধান্ত যথাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ সর্ববিৎ রাজা সগর তৎসমস্ত বৃদ্ধান্ত-শ্রবণে অতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, “হ্রাচার-গণ দৈবের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।” হে বিপ্রবর্গ ! মাতাই হউন, জনকই হউন, ভ্রাতা অথবা তনবই হউক, যে নিত্য অধর্ম্মাচরণ করে, সেই রিপু নামে অভিহিত। স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও যে ব্যক্তি সকলের সুখের পথে বাধা স্থাপন কবে, শাস্ত্রানুসারে সে পরম রিপু। সেরূপ লোকহত্যা, হৃৎকণ্ঠের নাশে কেহই দ্রুণিত হয় না। নরনাশ সগর সর্বতত্ত্ববিৎ। তিনি জানিতেন যে, ঐহিকের নিধনে সনাতনো মহাযজ্ঞ সদযুষ্ঠানে উৎসাহিত হইয়া থাকেন; সেই জন্যই তিনি স্বীয় হ্রাচার কুপুত্রগণের বিনাশে একদিনের ছাড়াও শোক প্রকাশ করেন নাই। কুপুত্র হইলে পিতার কোন ধনে অধিকারী হয় না; সেই জন্য সেই মহীপাল স্বীয় অপুত্রদিগকে যজ্ঞে অনধিকারী জানিয়া অসমস্তসের পুত্র অংশুমানকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। অংশুমান সুখী, বাগ্মী ও মহাবীৰ্য্যবান। সুতরাং তিনি যজ্ঞাশ্রম আনয়ন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবেন জানিয়া সারঙ্গ সগর তাঁহাকে সেই কঠোর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর অংশুমান সেই বিশাল দিলদ্বারে উপনীত হইয়াই মুনিপুত্রব কপিলকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই তেজোনিধি তপোধনকে প্রণাম করিলেন; পরে তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বৃতাহলিপুটে বিনয়-বন্দনচনে বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন! আমার পিতৃব্যগণ মোহনদে বৃত্ত হইয়া যে বুদ্ধি করিয়াছে, তাহা তাহাদিগের দঃশ্রুতি মনে করিয়া এক্ষণে ক্ষমা করুন। বাহার্য্য শাপ ব্যক্তি,

যাঁহারা অপরকে সংশ্লিষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা কমা-  
শীল ; তাঁহারা ছুজ নদিগকে দয়া করিয়া থাকেন । দেখুন, চন্দ্র  
চণ্ডালগৃহেও জ্যোৎস্না সংহার করেন না । ছুরাচার ব্যক্তিগণ যদি  
সুজন সাধু মহাপুরুষের স্মৃতি বাধা দেয়, তথাপি তিনি সকলের  
হিতামুষ্ঠানে বিরত হয়েন না । অমরগণ শশধরকে ভোজন  
করিলেও শশধর তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন ।  
চন্দন অস্ত্রে বিদৌর্গ ও হিন্ন-ভিন্ন হইলেও যেমন কখন মনোমদকব  
সৌরভদানে বিবৃত হয় না, সেইরূপ সুজন ব্যক্তি ভৃষ্টদিগের কর্তৃক  
নানাপ্রকারে অপকৃত হইলেও কখন মুহূর্তের জন্য দয়া প্রকাশ  
করিতে ক্ষান্ত হয়েন না । যে সৎগুণশালী মুনীশ্বরগণ শান্তিময়  
তপোমুষ্ঠানের দ্বারা লোকশাসনার্থ পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছেন, তাঁহারাই পুরুষোত্তম । হে মুন্যে । হে ব্রহ্মন্ । হে ব্রহ্মমূর্তে ।  
ব্রহ্মধ্যানপর ব্রহ্মণ্যদেব । আপনাকে নমস্কার ।”

অংশুমানব এই ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কপিল  
আনন্দিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সাদরে বলিলেন, “বৎস ।  
আমি তোমাব প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; এক্ষণে তোমাব মনোমত  
বর প্রার্থনা কর ।”

মুনীশ্বরের এই আনন্দকব আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অংশুমান  
তাঁহাৰ চরণতলে প্রণত হইয়া আনন্দাক্রম্ভে তদীয় পদদ্বয়  
বিধৌত করিলেন এবং বিনীত প্রার্থনাসহকারে বলিলেন,  
“ভগবন্ । যদি দাসেব প্রতি সমুদ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই  
বর প্রদান করুন, যাহাতে আমার পিতৃপুত্রগণ ব্রহ্মলোক  
প্রাপ্ত হয়েন ।”

বাজকুমারের প্রার্থনায় সমুদ্র হইয়া মুনী তাঁহাকে স্নেহসিক্ত  
বচনে আদর সহকারে বলিলেন, “হে পুত্র । তোমার পৌত্র  
পতিগোদ্ধারিণী গন্ধাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়া, সেই পাণী ও  
পতিত সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই পরমপদ  
প্রাপ্ত হইবে । অতএব, বৎস । তোমার পিতামহের যজ্ঞোচিত এই



অথ গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হও এবং ধর্মপবায়ণ হইয়া  
নিত্য সংকার্য্যেব অমুষ্ঠান করিতে থাক, তোমার মঙ্গল হইবে ।”

পরম কারুণিক পরতবুদ্ভ মহর্ষি বপিলের এই উপদেশ শিরো-  
ধার্যা করিয়া অংশুমান তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন এবং পিতা-  
মহের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ গ্রহণ করিয়া সহর রাষ্ট্রধানীতে প্রত্যাগমন  
করিলেন । অনন্তর তিনি মহোপাতি সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া  
সমস্ত বিষয় আদ্যোপাশ্রু নিবেদন করিলেন । হে মুনিবর্গ ! এই  
অংশুমান হইতে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন, দিলীপেব পুত্র ভগীরথ,  
এই ভগীরথই লোকপাবনৌ সুরধুনীকে মহীতলে অর্পণ করিয়া  
পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন । হে মুনিসত্তমগণ !  
ভগীরথের পবিত্র কুলে সূদাস নামে এক মহাবলী রাজবুমার জন্ম-  
গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র মিত্রসহ ত্রিলোকে বিখ্যাত । ব্রহ্মবি-  
বশিষ্ঠের শাপে সৌদাস মিত্রসহ রাব্রসহ প্রাপ্ত হইলেন, পরিশেষে  
গঙ্গার সর্পিলাভিষেকে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

## নবম অধ্যায় ।



### মিত্রসহেব উপাখ্যান ।

পুরাণতত্ত্ববিৎ সূতের নিকট এই বিচিত্র বাক্য শ্রবণ পূর্বক মুনিগণ পবন কোতুহলাক্রান্ত হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মুনিসত্তম । কি দোষে সৌদাস রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠেব ক্রোধানলে পতিত হইয়া তাঁহার শাপে বান্দব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকাবেই বা সুরসরিং বিষ্ণুপদীর জলবিন্দুস্পর্শে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত যথাযথ আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করিয়া আমাদের কোতুহল নিবারণ করুন ।”

অনন্তর সুদীর্ঘোক্ত সূত সৌদাসেব বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ;—“হে ঋষিমণ্ডল ! সূদাসের পুত্র মিত্রসহ সর্বধর্মে শিক্ষা লাভ করিয়া শুচি, সর্বজ্ঞ ও গুণবান হইয়াছিলেন । সপ্তসাগরাধারা এই সধীপা বসুন্ধরাকে মহীপতি সগর যেমন ধর্ম্মেব অবিরোধে বশ করিয়াছিলেন, সৌদাসও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মমার্গ অনুসরণপূর্বক পুত্রপোত্রে পবিত্রীকৃত এবং সকল ঐর্ষ্যে সুশোভিত হইয়া ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পরমসুখে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন । একদা মৃগয়াভিলাষ তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হওয়াতে তিনি বিশ্বস্ত সচিবগণে সমাবৃত্ত হইয়া সেই বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিবান নিমিত্ত গভীর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তিন বৎসর ধরিয়া মৃগয়া চলিতে লাগিল । রাজা সদলে বন হইতে বনান্তরে মৃগেব অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে একদা মধ্যাহ্ন দিবাকরের প্রচণ্ড তাপে তাপিত ও পিপাসিত হইয়া দিবা বিপ্রহরকালে পুণ্ড্রোন্মাদা নর্ম্মদার তীরে উপস্থিত হইলেন । সেখানে আনাহিলাদি সমস্ত কর্ম্ম যথাবৎ সমাপনপূর্বক যথাকালে ভোজন করিয়া তিনি সেট পবিত্র দেবানন্দী তটে মুনিগণের সহিত

সংকথাব আলাপনে রজনীযাপন করিলেন। অনন্তর অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পাদনপূর্বক সৌদাস নল্লিগণের সহিত পুনর্বার যুগ্মাব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন এবং গভীর অরামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মহীপতি বন হইতে অপর বনে যুগের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক কৃষ্ণসারকে দেখিতে পাইলেন, অমনি ধনুগুণ আকর্ষণপূর্বক ক্রতবেগে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে দ্বিজকুল! রাজা সৌদাস সেই যুগের অন্বেষণে এতদূর ভ্রমণ হইলেন যে, নিজ জীবনের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। এইরূপে তিনি অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সৈন্তগণের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তাহার অণুনাড়ী প্রাপ্তি নাই—প্রাপ্তি নাই, কেবল সেই কৃষ্ণসার হরিণ যে দিকে পলায়ন কবিত্তে লাগিল, তিনিও অধিজ্য-শরশবাসন-হস্তে তাহার অনুসরণে সেই দিকেই ধাবমান হইলেন। ক্রমে বহু গিবিগহন অতিক্রমপূর্বক তিনি এক গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই গহবরের অভ্যন্তরে এক ব্যাঘ্রদংশাতি সুবতকর্ণে নিরত ছিল। মহীপাল সৌদাসের দৃষ্টি সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হইল; অমনি তিনি যুগের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সেই শার্ঙ্গলযুগলের সম্মুখীন হইলেন এবং অব্যর্থ শরসঙ্কানে তাহাদের মধ্যে একটিকে নিপাতিত করিলেন। রাজার তীব্র শবসংঘাতে ভূমিতলে পতিত হইতে হইতে ব্যাঘ্র ত্রিশং যোজনব্যাণ্ড ভয়াবহ বাক্ষদেহ ধারণ করিয়া যুগ্মাহমেবেব স্রায় শূরণভৈরব আর্তনাদসহকারে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তখন অপর ব্যাঘ্র “ইহার প্রতিশোধ লইব” বলিয়া ক্রতবেগে সেই স্থান হইতে অস্থিত হইল।

এই অদৃষ্ট ব্যাপার দেখিয়া রাজা সৌদাস বিস্মিত ও ভীত হইলেন এবং যুগ্মা পরিত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে স্থায় সৈন্তগণের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। অনন্তর সেট বনমাগেই তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তিনি মন্ত্রীদিগকে সমস্ত কথা কীর্তন

করিতে করিতে নিজ রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় পুৰীমধ্যে প্রত্যাগমন পূৰ্ব্বক বাজপরিচ্ছেদ ও ভূষণাদিতে অঙ্গীকৃত হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা সৌদাস রাজ্যস্থখে সমুৎপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু সেই রাক্ষসের কথা ভুলিতে পারিলেন না।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে নরপতি মিত্রসহ বশিষ্ঠাদি মুনিশ্বরদিগকে আহ্বান করিয়া পরম শ্রীতিসহকারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাদেয় মখে \* ব্রহ্মাদি দেবগণের যথাবিধি আচ্ছাদিত দানপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মাণি বশিষ্ঠ স্নানার্থ বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে সেই বাক্স দারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা পরিতৃপ্ত কবিবার সুযোগ পাইল। স্মরতক্রিয়া-সম্ভোগকালে তাহার পত্নীকে সংহার কবিয়া রাজা তাহার হৃদয়ে যে শোকানল জ্বলিয়া দিয়াছেন, আজি তাহা নির্ব্বাণ কবিবার নিমিত্ত সে নিদারুণ ক্রোধের সহিত তাহার পুৰীমধ্যে আগমন করিল। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্নানার্থ প্রস্থান করিলে, সেই কামরূপী রাক্ষস তাহার মূর্ত্তি ধাবণ কবিয়া রাজার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বলিল, “রাজন্! আমার ভোজনার্থ মাংসের আয়োজন কবিয়া রাখ, আমি এখনই আসিতেছি।” এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পবকণ্ঠেই পাচকের বেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রিয়-পরিমাণে মনুষ্যের মাংস লইয়া পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইল। নরপতি সৌদাস রাক্ষসের মায়ায় এইরূপে প্রতাবিত হইয়া সেই মাংস একখানি হিরণ্যপাত্রে ধারণ পূর্ব্বক গুরু-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

অনন্তর স্নানসমাপনান্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ প্রত্যাগত হইলে, মহীপাল মিত্রসহ হেমপাত্ৰস্থ সেই মানুষ্যমাংস বিনয়সহকারে তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদর্শনে বশিষ্ঠ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং “এতকি?” বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা

বে মনুষ্যের মাংস, তাহা তিনি পরম সমাধিবলে তখনই জানিতে পারিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, “অহো, রাজার নিশ্চয়ই দুঃশীলতা জনিত হইয়াছে, তাই আজি আমাকে এই অখাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিল।” ব্রহ্মর্ষির মনুষ্য উদ্ভিক্ত হইল; তিনি বোয়কষায়িত-লোচনে নিদাকণ কর্কশস্বরে বলিলেন,—“দ্বিতীশব, তুমি যেমন আমান ভোজনার্থ আমাকে অভোজ্য নবমাংস প্রদান করিলে, আমার শাপে নিশ্চয় ইহাই তোমার ভোজ্য হইবে। নৃমাংস রান্ধসের খাদ্য; তুমি আমাকে তাহা ভোজনার্থ অর্পণ করিলে। অতএব তুমি রান্ধস প্রাপ্ত হও; শবদেহ তোমার ভোজ্য হইবে।”

এই হৃদয়বিদারক, কঠোর শাপ-শ্রবণে সৌদাম নিরতিশয় ভীত হইয়া উদ্ভূতভাবে নিবেদন করিলেন, “সে কি গুরুদেব! আপনিই যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।” অতঃপর তিনি তদ্বৃত্তান্ত তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার নিকট সেই বিশ্বয়কর বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে, রাজা রান্ধস কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন।

মহীপাল সৌদাসের ঘোড়ের আর সীমা রহিল না; বশিষ্ঠ-দেব তাঁহাকে বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান করিলেন; ইহা কি সামান্য চুৎখের বিষয়? গুরুর অবিবেকিতা স্মরণ করিয়া তিনি দারুণ ক্রোধে মূর্ছিত হইলেন এবং জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিশপ্ত করিতে উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে মহীপতিব প্রিয়তমা মহিষী মদয়তী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবার্য করিয়া বলিলেন, “হে ক্ষত্রিয়দায়াদ! হে রাজন্! কি করিতেছ? কি করিতেছ? কোপ সংহার কর। যাহা তোমার অন্তরে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে; যাহা তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা প্রাপ্ত হইল; অতএব কোপ পরিত্যাগ কর। প্রাণবল্লভ! তে দূত ব্যক্তি গুরুর প্রতি কঠোর ও নিশ্চরণ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকে, সে নির্দন বনে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া কাণদাপন করে।

তপোনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং গুরুশ্রুত্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মসদনে স্থান লাভ কবিত্তে সমর্থ হইবেন ।”

ভার্য্যাব এই সারগর্ভ বাক্য-শ্রবণে ভূপতি কোপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ; কিন্তু তিনি স্বহস্তস্থ বাবি লইয়া বিষম গোলযোগে পতিত হইলেন ; মনে মনে ভাবিলেন, “এ জল কোথায় নিক্ষেপ করি ? ইহা যাহাতে ফেলিব, তাহাই ত ভস্ম হইয়া যাইবে ; তবে এ জল কোথায় নিক্ষেপ কবি ?” এই-রূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি স্বীয় চবণযুগলের উপর তাহা নিক্ষেপণ কবিলেন । সেই জলস্পর্শমাত্র তাঁহার পাদদ্বয় কল্যাষদ্ব প্রাপ্ত হইল । সেই দিন হইতে সৌদাস রাজা কল্যাষপাদ নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন ।

বুদ্ধিমতী মদয়ন্তী অনেকপরিমাণে শাস্ত হইলেন । কিন্তু তিনি স্বামীকে তীতিপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, গুরুব নিকট, ক্রমা-প্রার্থনা না করিলে বিপদ হইতে উদ্ধাবলাভের উপায়ান্তর নাই । তাঁহার বাক্যে মতিমান্ কল্যাষপাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল । তিনি কুলগুরু চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃতান্তলিপুটে বিনয়নম্র-বচনে ক্রমা-প্রার্থনা করিলেন ;—“হে ভগবন্ ! আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে ক্রমা করুন ।”

ভূপতিব এই করুণ-বচন শুনিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে দুঃখিত হইলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না করিয়া তিনি যে চূড়াম্ব করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার মনে বিষম আত্মজ্রোহিতাব উদয় হইল । “অহো ! অবिवেকিতা এ জগতে সকল প্রকার বিপদের আশ্রয়স্থল । বাহার বিবেচনাশক্তি নাই, যে ব্যক্তি হিতাহিত না ভাবিয়া কেবল প্রবৃত্তিশ্রোতে ভাসমান হইয়া কোন কার্যের অমুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই পশু ; রাজা বিবেকহীনতাপ্রযুক্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উচিত হইতে পারে ; কিন্তু আমি বিবেকবান্ হইয়া এ কি মহাপাপের অমুষ্ঠান করিলাম ! ইহ-জগতে যে ব্যক্তি বিবেক-সহকারে কার্য্য করিয়া থাকে, সে যেই

হউক না কেন, নিশ্চয়ই নিকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকহীন, সে কিছুতেই সেই পরমপদ লাভ কবিতে পারে না ।” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ভূপতি সৌদামকে বলিলেন, “বৎস ! যাহা হইয়াছে, তাহা আর কিরিবার নহে ; যে শাপ দিয়াছি, তাহার আর প্রতি-সংহার নাই ; আর ইহা আত্যন্তিক নহে । তোমাকে দ্বাদশ বৎসরমাত্র রাক্ষসহ প্রাপ্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে হইবে । দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে গঙ্গা-সলিলে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসদেহ হইতে মুক্ত হইবে এবং অপূৰ্ব্ব রূপসম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে । সুরধুনীর পবিত্র জলে অভিষিক্ত হইলে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ কবিয়া সুনন্ত-পাপ হইতে নিকৃতি পাইবে এবং নিরন্তর নারায়ণেন স্নান করিয়া অস্তে পরম শান্তিসুখ প্রাপ্ত হইবে ।”

অনন্তর ধর্মসম্পন্ন বশিষ্ঠ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । এ দিকে রাজা ভয়াবহ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দুঃখেব সহিত অরণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইল । সেই দিন হইতে তাহার উৎকট দুঃপিপাসার উদয় হইতে লাগিল ; নিরন্তর ক্রোধানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া রহিল ; সে দারুণ দুঃখ ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া করাল-বেশে উন্নতবৎ বিদ্বন বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল । বরাহ-শশকাদি বিবিধ চতু, মনুষ্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম ও প্রবল প্রকৃতি যাহা কিছু তাহার সম্মুখে পতিত হইল, রাক্ষস-ভাবাপন্ন সৌদাম তৎসমস্তই প্রমত্তবৎ গ্রাস করিতে লাগিল । তে

তরঙ্গিনীর তটভূমে বিচরণ করিতে করিতে সেই বান্দুস দেখিতে পাইল, কোন মুনি পত্নীর সহিত স্নরতক্রিয়ায় আসক্ত বহিয়াছেন। শাদ্দুল যেমন তাড়িত-বেগে যুগশিশুকে গ্রহণ করে, বান্দুস দুধায় সমপ্ত হইয়া সেইরূপ অতি বেগসহকারে সেই তপস্বীকে আক্রমণ করিল। তদর্শনে তাঁহার পত্নী দারুণ ভয়ে বিহবল হইয়া শিরোদেশে অশ্লিষধারণ পূর্বক কাতরবচনে বলিলেন, “হে ক্ষত্রিয়দায়াদ! পতিপ্রাণা ভয়বিহবলা বমণীর প্রাণপতির প্রাণদান কবিয়া আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলেই আমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে প্রভো! তোমার নান মিত্রসহ, তুমি পবিত্র সূর্য্যবুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি ত প্রকৃত বান্দুস নাহ; তবে আমাকে এ বিজ্ঞন বনে কেন না বন্ধা কবিলে? পতিই জীজ্ঞাতিব একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র গতি। পতিহীনা হইয়া যে নারী জীবনধারণ কবে, সে মৃততুল্যা। আজি তুমি আমার সেই পতিধন হরণ কবিতে যাইতেছ। আমি বালিকা, এ নিদাক্ষণ বালবৈধব্য কেমন কথিয়া সহ্য করিব? হে অরিমর্দন! আমি পিতা জানি না, মাতা জানি না, অপব কোন বন্ধু জানি না; পতিই আমার একমাত্র পবন বন্ধু, আমার পবন জীবন। হে জনেশ্বর! আপনি অখিল ধর্ম্ম এবং যোষিংকুলেবণ সমস্ত উপায় অবগত আছেন, তবে এ হতভাগিনীকে অনাথা কবিতে কেন উত্তত হইয়াছেন? রাজন! আমার আব বন্ধু নাই, আমি বালাপত্যা, এ বিজ্ঞন বনে পতিহীনা হইয়া কেমন কবিয়া জীবন ধারণ কবিব? তুমি আমার পিতা, আমি তোমার ছুহিতা, পতিদান করিয়া আজি তোমাব কণ্ঠকে ত্রাণ কর। হে ধর্ম্মবিৎ! পবন-তবজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, প্রাণদানাপেক্ষা ত্রৈষ্ঠ দান জগতে আব কিছুই নাই। অতএব পিতঃ! আমার প্রাণদান করুন।”

বলিতে বলিতে পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণপত্নী বান্দুসের চরণতলে পতিত

\* ক্ষত্রিয়দায়াদ—ক্ষত্রিয়বংশজ।

† যোষিংকুলের—নারী সমূহের।



হইলেন এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিলেন, “আমায় পতি-দান করুন, আমায় পতিদান করুন ; আমি আপনার দুহিতা ।”

পতিশোকাতুরা সতীর হৃদয়বিদারক শোকবচনে রাক্ষসের বঠোর হৃদয় অণুমাত্রও বিগলিত হইল না । শার্দূল যেমন মৃগ-শিশুকে ভোজন করে, সেই নরপিশাচ সেইরূপ স্বচ্ছন্দে সেই বিগতপ্রাণ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল । অমুনয়-বিনয় ও করুণ পরিদেবন সমস্তই বিফল হইল দেখিয়া পতিব্রতা ব্রাহ্মণী জ্বঙ্ক হইলেন এবং রাক্ষসের পূর্ব্বশাপ বিগতপ্রায় দেখিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, “নিষ্ঠুর ! তুই যেমন আমার হৃদয়তামস্ক পতিকে বনপূর্ব্বক সংহাব করিলি, দ্বীসন্তোগ-কালে তুইও সেইরূপ নাশ প্রাপ্ত লইবি ।” ইহাতেও তাঁহার ক্রোধানল প্রশমিত না হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার শাপ দিয়া বলিলেন, “আমার পতিব প্রাণসংহার কবাতে তুই বাক্সই থাকিবি ।”

এই কঠোর শাপ-শ্রবণে রাক্ষস নিবতিশয় জ্বঙ্ক হইয়া মুখমণ্ডল হইতে অশ্রুত অন্তঃপুঞ্জ উদ্দিগরণ পূর্ব্বক কঠোর স্বরে বলিল, “হুটে । তুই কি নিমিত্ত আমাকে দুইটি শাপ প্রদান করিলি ? একমাত্র অপরাধের একটি শাপই হওয়া উচিত । তুই যেমন আমার একটি অপরাধে আমাকে দুইটি শাপ দিলি, অতএব পূজ-সময়িতা হইয়া অচুটে চুটে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইবি ।”

রাক্ষসের এই অভিসম্পাত উচ্চারিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ পুত্রসহ পিশাচস্থ প্রাপ্ত হইল এবং দারুণ দুঃখার্তা ও ভীতা হইয়া বিকট-স্বরে রোদন কবিত্তে লাগিল । এইরূপে রাক্ষস ও পিশাচী উভয়ে বিঘ্ননবনে চীৎকার করিতে করিতে নর্থনাভীরস্থ একটি বটবৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল । সেই বৃক্ষোপরি এক রাক্ষস বাস করিত । সে শুৱকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার শাপে রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল । রাক্ষস ও পিশাচীকে বট-সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সেই ক্রোধনবতাব ভ্রমরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমরা আমার দ্বার

রূপ ধারণ করিয়া একরূপ ভীমবেশে কি জন্ত আসিলে ? কোন্ পাপেই বা এ দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, সম্যক্ তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।”

সৌদাম তাঁহার বাক্যশ্রবণে স্বয়ং ও সেই ব্রাহ্মণী যাহা যাহা করিয়াছে এবং যেরূপ কার্য্যবশতঃ একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সংসমস্তই যথাবৎ বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্রাহ্মরাক্ষসকে ভিজ্ঞাসা করিল,—“হে ভদ্র ! হে মহাভাগ ! তুমি কে ? পূর্বে কোন্ বর্ণ-বশতই বা একরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহার বিবরণ শুনিতে আমার বাসনা জন্মিয়াছে ; ভ্রাতঃ ! আমাকে তোমার সখা বলিয়া জানিবে। অতএব মিত্রোচিত প্রণয়বশতঃ আমাকে তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলা কর্তব্য। মিত্রকে যে নরাধর্ম বঞ্চনা করে, সে মহাপাপী, সেই কঠোর পাপের ফল সেই দুর্ভাগ্যকেটিয়ুগ ধরিয়া ভোগ করিয়া থাকে। মিত্রদর্শনে মনেবের সমস্ত দুঃখ অপগত হয় ; তজ্জন্ত সুবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই মিত্রকে কখনও বঞ্চনা করা উচিত নহে। কি ব্যাধিত, কি দরিদ্র, কি বঞ্চিত, কি অতি দুঃখিত, যে কোন অবস্থায় যে কোন লোক হউক না কেন, মিত্রকে দেখিবামাত্র সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়।”

হে সন্তমগণ ! কল্যাণপাদেব এই বাক্যশ্রবণে পরম শ্রীতি লাভ করিয়া বটস্থ ব্রাহ্মরাক্ষস এই কয়েকটি ধর্মবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—“হে মহাভাগ ! আমার নাম সোমদত্ত ;—মগধদেশ আমাব জন্মভূমি। পূর্বে আমি বেদজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলাম। বিজ্ঞা, বয়স ও ধনে প্রমত্ত হইয়া গুরুকে অবজ্ঞা করিতে আমি দ্রৈশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। মিত্র ! এ যজ্ঞাময় জীবনে আমি কিছুমাত্রই সুখ পাই না ; নিরাহারে অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছি। শত-সহস্র বিপ্রকে ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি নিরন্তর ক্ষুধানলে নিপীড়িত হইতেছি, এ দারুণ জঠরানল কিছুতেই নির্বাপিত হয় না ; বিকট তৃষা কিছুতেই প্রশমিত হয় না। নিত্য মাংস ভোজন পূর্বক জগতের ভ্রাস উৎপাদন করিবা বিষম মনস্তাপে দিনযামিনী ‘ব্যাধিত’ হইতেছি। অহো ! গুরুর প্রতি অবজ্ঞা

করিলে মানবদিগকে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় । আমি তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি ।”

অতঃপর কল্যাণপাদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “সখে ! শাস্ত্রানুসারে কাহাকে গুরু বলা যায় ? তুমিই বা পূর্বে কাহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই হৃদশা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে ; মিত্র ! এক্ষণে আমার সেই কৌতূহল নিবারণ কর ।”

মিত্রের পরম আগ্রহ দর্শনে সোমদত্ত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল,—“মিত্র ! গুরু অনেক প্রকার আছেন । তাঁহারা সকলেই পুণ্ড্রনয় ও সম্মানার্থ । তাঁহাদের বিবরণ আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল ও স্বশুর ; তদ্ব্যতীত, যাহারা বেদশাস্ত্রাদির অর্থসমূহ অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অথবা যাহারা বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র-কথনে যাহাদের জীবন যাপিত হয়, যাহারা মন্ত্র ও বেদ-বাক্যসমূহের সংশয়চ্ছেদন করিয়া থাকেন, যিনি ত্রুতকথা কীর্তন করেন, যিনি অকর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করেন, ইহারা সকলেই শাস্ত্রমতে গুরু । এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে গুরু নামের যোগ্য ; তাঁহাদের সকলের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ কেবল তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।”

কল্যাণপাদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—“সখে ! তুমি ত অনেক প্রকার গুরুর কথা বলিলে ; কিন্তু ইহারা কি সকলেই সমান পূজ্য ?”

এই প্রশ্ন-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সোমদত্ত তাহাকে “সাধু” “সাধু” বলিয়া প্রশংসা করিল এবং পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, “বন্ধো ! এই সকল সংক্খ্যার আলাপনে নিশ্চয়ই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে । আনরা গুরুর অভিধানে রাক্ষসতাব প্রাপ্ত হইয়াছি, দারুণ দুঃখিণীরা নিরন্তর আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে ; এক্ষণ অবস্থায় গুরুমাহাত্ম্য কীর্তন করিলে আমাদের মঙ্গল

হইবেই হইবে। যাহা হউক, এইমাত্র আমি যে সকল গুরুর উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা সকলেই সর্বদা পূজনীয় ও সম্মানার্থ,— ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তথাপি শাস্ত্রানুসারে ইহাঁদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, আমি তাহার সারমর্ম তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিতমনে শ্রবণ কর। বেদাধ্যাপক, মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা, পিতা এবং ধর্মবক্তা,—ইহাঁরা বিশেষ গুরু বলিয়া পরিগণিত। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, ইহাঁদের মধ্যে আবাব যাহাকে পরম গুরুরূপে নির্দেশ করেন, তাঁহারও বিবরণ আমি বলিতেছি। হে সখে। সংসার-পাশচ্ছেদনের প্রধানতম উপায় ধর্ম-কথাপূর্ণ পবিত্র পুবাণাবলী যিনি কীর্তন করেন, ধর্মলাভেব প্রকৃষ্ট উপায় দেবপূজাযোগ্য কর্মাবলী এবং দেবতা-পূজাব ফল যিনি বর্ণন করেন, শাস্ত্রানুসারে তিনিই পরম গুরু। মিত্র। দেবতা ও মুনিগণ বলেন যে, পুরাণাবলী বেদবেদান্ত শাস্ত্রেব সারভূত, যিনি সেই সর্বব্যুৎপত্ত্ব পুরাণ কীর্তন কবেন, তিনিই পরম গুরু। শাস্ত্র-সমূহে লিখিত আছে যে, যিনি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে উজোগী হয়েন, পুবাণস্তুমুহ পাঠ কবা তাঁহার অতি কর্তব্য। হে মহোপতে। বেদবিভাগকর্তা ধর্মাত্মা কৃষ্ণদৈপায়ন পুবাণে সমস্ত ধর্মকথা বর্ণন কবিয়াছেন। তর্কাদি ইহলোকের সুখসাধক বটে, কিন্তু পুবাণ-পাঠে ইহ ও পব উভয় লোকেই সুখ লাভ করিতে পাবা যায়। হে ছুপ। ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সবিনয়ে যে ব্যক্তি সর্বদা অমৃতময় পুবাণ কথা শ্রবণ কবে, তাহার বুদ্ধি মার্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, সে নারায়ণেব প্রতি ভক্তিমান হইয়া পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়। পুরাণ-শ্রবণে ধর্মলাভ হয়, ধর্ম হইতে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। যাহারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্কর্গফল লাভ করিতে বাসনা করে, তাহারা অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ শ্রবণ করুক।

হে রাজন্। লোকপাবন গঙ্গার মনোবম পবিত্র তীবে আমি ব্রহ্মবাদী গৌতম গ্রন্থি নিকট সর্ব-ধর্মকথা শ্রবণ করিয়াছিলাম।

তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন এবং যত্ন করিয়া সমস্ত ধর্ম-শিক্ষা দিয়াছিলেন ; তাহার উপদেশানুসারে আমি সর্ব-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি । কিন্তু আমার একটিমাত্র কর্মে তৎসমস্তই বৃথা হইল , অবশেষে এই দীনদশায় পতিত হইতে হইল । সাথে । একদা আমি পরমেশ শিবের পূজায় নিরত আছি, এমন সময়ে আমার গুরুদেব ভগবান্ গোতম আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন , পূজায় প্রবৃত্ত ছিলাম বলিয়া আমি তখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না । তিনি শাস্ত ও মহাবুদ্ধিমান্ , তথাপি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মনে করিলেন—‘কি ! আমার উপদেশানুসারে ধর্ম-কর্মাদি সম্পাদন করিয়া এরূপ মদগর্ভিত হইয়াছে ?’ অমনি তিনি আমাকে রাফস্ব প্রাপ্ত হইতে শাপ প্রদান করিলেন । হে বাজন্ ! ইহ-জগতে গুরু অতি পূজ্যপাত্র । জ্ঞান অথবা অজ্ঞান বশতঃ যে কেহ গুরুব অবজ্ঞা করে, তাহার অপত্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি মহাপুরুষগণের সেবা করে, তাহার পরম মঙ্গল সাধিত হয় । হায় বন্ধো ! সেই পাপে আজি আমি এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া দারুণ ক্ষুধানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি । জানি না, কবে এই শোচনীয় ছরবহা হইতে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব ?” ৷

হে বিপ্রেজ্যবর্গ ! বান্ধসভাবাপন্ন কল্যাণপাদ \* ও সোমদত্তেব মধ্যে ধর্ম সহজে এইরূপ পবিত্র কথোপকথন হওয়াতে তাহাদের উভয়ের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । তাহাদের কথা শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে সেই বটবৃক্ষের নিকটে অমৃতময় হরিনাম শ্রুত হইল । অমনি সেই নিশাচরদ্বয়ের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল । তাহারা সাহ্লাদে দেখিল, এক ব্রাহ্মণ এক কলস গঙ্গাজল স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মহোন্মাদ সহকায়ে বিশ্বেশ্বর নারায়ণের স্তব এবং তাঁহার পবিত্র নাম কীর্তন করিতে করিতে সেই পথে আসিতেছেন । সেই

\* কল্যাণশে কৃষ্ণবর্ণ । বাহার চরণ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কল্যাণপাদ ।

ধার্মিক বিপ্রের নাম গর্গ; কলিঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি।  
 দ্বিজেন্দ্রকে নিকটে সমাগত হইতে দেখিয়া সেই রাক্ষসদ্বয় ও সেই  
 পিশাচী “আজি আমরা পার পাইলাম” বলিয়া স্ব স্ব যুগল হস্ত  
 উত্তোলন পূর্বক তাঁহাব অভিমুখে অগ্রসব হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন  
 হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত  
 হইতে না পারিয়া দূবে অবস্থিত রহিল এবং সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল,  
 “হে মহাভাগ মহামুনে! আপনাকে নমস্কার। আপনাব উচ্চারিত  
 হরিনামেব মাহাত্ম্য রাক্ষসগণও দূরে অবস্থিতি কবিতোছে। হে  
 বিপ্র। আমরা পূর্বে কোটি কোটি বিপ্রকে ভক্ষণ কবিয়াছি;  
 কিন্তু আজি হরিনামকপ প্রাবরণ \* তোমাকে মহা ভয় হইতে রক্ষা  
 করিল। অহো! নারায়ণ অচ্যুতের কি অপাব মহিমা! দেখ,  
 ভগবানের নাম স্মরণমাত্র সমুদ্রীন রাক্ষসগণও পরম শাস্তি লাভ  
 করিল। হে মহাত্মন! তুমি সর্বপ্রকারে রাগাদিরহিত ও কৃপাশীল;  
 অতএব গঙ্গাজলাভিষেকে আমাদিগকে মহাপাতক হইতে উদ্ধার  
 কর। হে দ্বিজ! পরমতত্ত্ববিৎ ব্রহ্মগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি  
 নিরন্তর হরিসেবায় নিরত থাকিয়া আপনার উদ্ধারসাধনে সমর্থ  
 হযেন, তিনি সর্বজগৎকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। হরিনাম পাপ-  
 নাশন;—ইহা এই ঘোর সংসার হইতে নিষ্কৃতিলাভেব একমাত্র  
 উপায়। পণ্ডিতগণ আত্মমুক্তি কিরূপে লাভ করিয়া থাকে? উড়পে  
 করিয়া সাগর পার হইতে গেলেই জলমধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়। সেই-  
 রূপ গুণপুণ্য ব্যক্তিগণ অপর ব্যক্তিকে এই অপার ভবসাগর হইতে  
 কিরূপে পার করিতে সমর্থ হইবেন? তাঁহারা যতপি আপনাদিগের  
 পুণ্যরাশির সাহায্যে অপরকে ত্রাণ না করেন, তাহা হইলে পানীর  
 উদ্ধার হয় কৈ? অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহনীয় চরিত্র  
 হইতে সমস্ত জগৎ সুখ লাভ করিয়া থাকে। দেখুন, কলানিধির  
 অর্ধতময় কিরণে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব পরম আহ্লাদিত হয়। হে

দ্বিজোত্তম । লোকপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য আর কি বলিব ? এ ভূমণ্ডলে যত পবিত্র তীর্থ আছে, সমস্তই গঙ্গার কণামাত্রের সমান । তুলসীদলমিশ্রিত গঙ্গাজল যদি সর্ষপ-পরিমাণে সিঞ্চন করা যায়, তাহা হইলে সপ্ততিকুল পবিত্র হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মন্ ! হে মহাভাগ ! তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ , পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর অনন্ত মাহাত্ম্য তোমার নিকট আর কত কীর্তন কবিব ? আমরা পানী, সেই জন্মই ছরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে গঙ্গাজল-সিঞ্চনে আমাদেরিকে উদ্ধার করুন ।”

রাক্ষসদিগের মুখে সুরধুনীর এইরূপ মাহাত্ম্য-কীর্তন শ্রবণ পূর্বক দ্বিজসত্তম গর্গ বিশ্বয়ান্ত্রিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন,— “লোকমাতা গঙ্গার প্রতি ইহাদিগেরও ঈদৃশী ভক্তি ।” সেই ব্রাহ্মণোত্তম পরম পণ্ডিত । তিনি জানিতেন যে, যে ব্যক্তি সর্ব-ভূতের মঙ্গলামুষ্ঠান করেন, তিনি পবনপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । রাক্ষসদিগের হৃদয়-দর্শনে তাহার দয়াজ্ঞ হৃদয় তাহাদিগের উদ্ধাবার্থ উৎসুক হইল । তিনি অচিরে তুলসীদল-মিশ্রিত গঙ্গাজল লইয়া তাহাদিগের উপর সিঞ্চন করিলেন । সর্বপোষ্য বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল-স্পর্শে তাহারা রাক্ষসভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেবদেহ ধারণ করিল ।

হে বৃধগণ ! ব্রাহ্মণ সোমদত্ত এবং সেই পুত্রবতী ব্রাহ্মণী কোটি-সূর্য্যের স্থায় তেজোময় দেহ ধারণ পূর্বক নারায়ণের স্বাক্ষর প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের উদ্ধাবকর্তা দ্বিজোত্তম গর্গেব স্বতিবাদ কীর্তন করিতে করিতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইল । মহীপতি কল্যাণপাদও স্বীয় রূপ পুনর্লাভ করিলেন , কিন্তু গুরু বশিষ্ঠের কথা বিস্মৃত হওয়াতে তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির কবিতে না পারিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন । তাহাকে চিন্তাকুল ও হুঃখিত দেখিয়া ভগবতী ভাবতী অলক্ষ্যে থাকিয়া এই কয়েকটি সারগর্ভ বাক্য বলিলেন,—“হে ব্রহ্মন্ ! হে মহাভাগ ! হুঃখিত হওয়া তোমার উচিত নহে । স্বীয় রাজ্যে-প্রতিগমন করিয়া তুমি মুখে রাজ্যভোগ কর । রাজ্যভোগের অবসানে তোমার মন্ত

মদল সাধিত হইবে । হে মহীপাল ! সংকল্পের অনুষ্ঠানে যাহাদের  
পাপ ক্ষয়িত হয়, যাহারা হবিভক্তিপরাধণ, শ্রুতিমার্গগামী, সর্ব-  
ভূতে যাহাদের দয়া আছে, যাহারা নিরন্তর গুরুপূজা করে, তাহারা  
নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পবনপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় ।”

নৃপশ্রেষ্ঠ কল্যাণপাদ সরস্বতীর এই ধর্মমূলক কথা-শ্রবণে শান্তি  
লাভ করিয়া গুরুর বাক্য শ্রবণ করিলেন । তাঁহার সকল চিন্তা  
দূর হইল ; তিনি পবমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং বিশ্বপতি  
নাবাষণ, বিশ্বজননী গঙ্গা এবং সেই বিশ্ববরের স্তব কবিয়া তাঁহাকে  
পূর্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তাহার পব তাঁহাব চরণযুগল  
বন্দনা কবিয়া বিষ্ণুর নামমালা জপ করিতে বসিতে তিনি সচ-  
বাবাণসীৰ অভিযুখে যাত্রা করিলেন । অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে সেই  
পবিত্র পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া দেবদেব বিষ্ণুরকে দর্শন কবিয়া  
পরমা নিবৃত্তি লাভ করিলেন এবং তথা হইতে স্বীয় রাজধানীতে  
উপনীত হইলেন । রাজাকে পাপমুক্ত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাগত  
হইতে দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে বাজ্যে পুনরভিষেক করিলেন ।  
স্বীয় সিংহাসনে পুনরারোহণ করিয়া মহীপতি কল্যাণপাদ পবন স্রুথে  
মনোমত স্তুতিধ্বন্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রে পরমানন্দ  
সহকায়ে দেহত্যাগ কবিয়া নিজ নিবৃত্তি লাভ করিলেন ।

• হে বিশ্বেশ্বরবর্গ ! এক্ষণে গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । তাঁহাব  
সে অপাব অনন্ত মহিমা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও কীর্তন কবিয়া  
শেষ করিতে পারেন না । অহো ! যে নাম শ্রবণ করিবামাত্র  
মহাপাপী বোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদন প্রাপ্ত হয়,  
তাঁহার মাহাত্ম্য কে সম্যক কীর্তন করিতে পারে ?



## দশম অধ্যায় ।



বলিরাজ্যাব সহিত দেবগণের যুদ্ধ ।

কল্যাণপাদ রাজ্যার মনোহর বিবরণ এবং লোকপাবনী ভাগী-  
 বধীর অসীম মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্বক মুনিগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত  
 হইয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে মহাভাগ ! বিষ্ণুপাদার্থ্য-  
 সন্তুতা যে শ্রবসরিং মুনিগণ কর্তৃক গঙ্গা নামে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন, তাঁহার বিবরণ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ।”

অনন্তর পুরাণতত্ত্ববিৎ সূত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ কবি-  
 লেন,—“হে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ঋষিকুল ! অত্র আপনারা আমাকে  
 যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি পুণ্যপ্রদ । মহাত্মা নারদ  
 সনৎকুমারেব নিকট এই ব্রহ্মাস্ত্র কীর্তন করিয়াছিলেন । এ  
 উপাধ্যান অতি মনোহর । ইহা শ্রবণ বা বর্ণন কবিলে, সর্ব্বপাপ  
 হইতে মুক্ত হইয়া অপবর্ণ-ফললাভ \* করিতে পারা যায় । হে দ্বিজ-  
 বর্গ ! ভগবান্ কশ্যপ ইন্দ্রাদি দেবগণের জনক ছিলেন । তাঁহার  
 দুই ভাৰ্য্যা,—দিতি ও অদিতি । ইহারা উভয়েই দক্ষের কন্যা ।  
 অদিতি হইতে দেবকুল এবং দিতি হইতে দৈত্যকুল সম্ভূত হইলেন ।  
 সুর ও অসুরবৃন্দ পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিরন্তর উদ্বিগ্ন  
 থাকিত । সুরগণ স্বর্গবাসী, দৈত্যগণের একান্ত ইচ্ছা, তাঁহাদিগকে  
 পরাস্ত করিষা স্বর্গপুরী অধিকার কবে । যাহা হউক, অনেক দিন  
 অতীত হইলে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদেব পোত্র বৈরোচন বলি পিতৃ-  
 সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । হে বিপ্রবর্গ ! রাক্ষসেন্দ্র রাজা বলি  
 অসীম বলবান্, স্বীয় প্রচণ্ড বল ও বিক্রমেব সাহায্যে পৃথিবী জয়  
 করিয়া তিনি স্বর্গ অধিকার কবিত্তে মনস্থ কবিলেন এবং ভয়াবহ

যুদ্ধেব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । হে যুনীজগণ । দৈত্যোক্ত  
বলির চতুরঙ্গিনী সেনার কথা আব কি বলিব ? তাঁহাব, অযুত গজ,  
কোটি তুবঙ্গ, লক্ষ রথ এবং প্রতি গজে পঞ্চশত পদাতি । তাঁহাব  
কোটি অমাত্য ; তন্মধ্যে ছই জন প্রধান ছিল । তাহাদের এক  
জনের নাম কুম্ভাণ্ড, অপর ব্যক্তি কৃপকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ । তদ্ব্যতীত  
তাঁহার একশত পুত্র ;—মহাবলপরাক্রান্ত বাণ তাহাদিগের সৰ্ব্ব-  
শ্রেষ্ঠ । এই বাণের বিক্রম ত্রিলোকে বিখ্যাত ।

হে বিপ্রকুল । অন্তঃপর মহাবলী বলিরাজা সুরগণকে জয় কবি-  
বার অভিলাষে বিরাট অনীকিনী \* সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুরী হইতে  
বহির্গত হইলেন । তদীয় সেনাচমু † হইতে অসংখ্য পতাকা ও আত-  
পত্র ‡ উদ্ভূত হইয়া শূন্যে অপূৰ্ব্ব শোভা প্রকাশ করিল । সেই সমস্ত  
ধ্বজা বায়ুভরে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল,  
যেন সুবিশাল গগনসাগরেব অনন্ত অনুরাশি তরঙ্গাকারে ধাবিত  
হইতেছে, অথবা দিগন্তব্যাপ্ত জলদক্রোড়ে অসংখ্য বিদ্যাং ক্রীড়  
করিতেছে । হে ঋষিগণ । দৈত্যোক্ত বলি সেই বিশাল সেনাদল  
সহ অমরাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া সেই দেবপুরীকে অবরোধ  
কবিলেন । তদর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত  
হইয়া যুদ্ধার্থ সেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন ।

অনন্তর দেবদৈত্যে ঘোর যুদ্ধ আবস্ত হইল । উভয় পক্ষের সৈন্য-  
গণকে রণাভিনয়ে উদ্বাদিত কবিয়া ডিগ্ভিম-সমূহ § প্রলয়কালীন  
মেঘের স্থায় গর্জ্জন করিতে লাগিল । রাক্ষসগণ দেবতাদিগের  
প্রতি স্মৃতীক্ল শব্দজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল ; অমবগণও  
“অশুরকে বধ কর, বিদীর্ণ কর, ভিন্ন কর,” প্রভৃতি উন্নত রণ-  
রবের সহিত দৈত্যসেনাব উপর অনর্গল অস্ত্র-বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।  
সুবগণের শ্রবণভৈবব হৃন্দুভিবব, রাক্ষসগণের সিংহনাদ, রথসমূহের

\* অনীকিনী—সেনা ।

† সেনাচমু—ছত্র ।

‡ সেনাচমু—সেনাসমূহ ।

§ ডিগ্ভিম—বাত্তবিশেষ ।

সুংকাব শব্দ, তুরগ্বেব হ্রস্বাবব, গজের বৃংহিত ধ্বনি এবং শরাসন-সমূহের বিকট টঙ্কার-নিঃশ্বনে ত্রিলোক আলোড়িত হইল ;—উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সমূহ হইতে ঘোর অনল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত জগৎকে ত্রাসিত করিল । সেই ভয়াবহ অস্ত্রাগ্নি দর্শনে পৃথিবীস্থ জীব অকালে-প্রলয় হইল ভাবিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইল ।

হে বিপ্রবর্গ ! সেই দিন বিরাট্ রাক্ষসী সেনার এক অতুল শোভা হইয়াছিল । তাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অবয়বের উপর নীপামান শস্ত্রজাল উদ্ভাত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, জলদ-জ্বালাবৃত বজ্রনীতে অসংখ্য বিদ্যুন্নতা তরঙ্গায়িত হইতেছে । অসুর-গণ অগণ্য গিরি উৎপাটন করিয়া সুরসেনার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; কিন্তু মেঘবান্ মহামেঘবৎ † অ্রবণভৈরব গর্জ্জন নষ্টকারে নারাচসমূহের \* নাহায্যে দৈত্যানিক্ষিপ্ত তৎসমস্ত শিলাবাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন । যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল, অস্ত্রে অস্ত্রে সমরাদ্বন্দ্ব সমাচ্ছন্ন হইল । মাতঙ্গ মাতঙ্গ, রথে রথ, অশ্বে অশ্ব ভাঙিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ; কেহ বা ভীষণ গদাদণ্ড ও পবিঘাত্ত্রে আহত হইয়া শোণিতকর্দমে পতিত হইতে লাগিল ; কোন কোন শূর বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমার্গে উৎক্রান্ত হইতে লাগিলেন । এইরূপে যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইয়া উঠিল । দেবাস্ত্র-প্রহারে যে সকল অতীব রণাঙ্গনে পতিত হইল, তাহারা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবানীকিনীতে সন্মিলিত হইল এবং রাক্ষসদিগকে ভাঙিত করিতে লাগিল ।

এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণ অমরগণকর্তৃক দারুণ আঘাতিত ও ভাঙিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুরসেনাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । কেহ মুদগব, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ কেহ পরশু, তোমর, কেহ বা পরিঘ, কেহ ছুরিকা, কেহ চক্র, কেহ শঙ্খ, কেহ বা অশনি, কেহ অদ্রুশ, অবার কেহ বা লাদ্রল ; কাহার বা শক্তি, শূল, কুঠার,

পট্টিশ, শতশ্রী, পাশ, অযোদধ, অযোমুখদণ্ড, ভীষণ চক্রদণ্ড, দ্বুদ্র পট্টিশ, দ্বুদ্র শালাচ প্রভৃতি নানা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া শুরগণকে আঘাত কবিত্তে লাগিল। সেইরূপ দেবতাগণও ব্রাহ্মসদিগের উপর বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া মহাভয়া-বহ যুদ্ধ হইল। সেই ভীষণ সময়ে অশুরকুলেব বল দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে অমরগণ পরাস্ত হইয়া সুবলোক পবিত্র্যাগ পূর্বক ভীত ও চকিতভাবে চারিদিকে পলায়ন করিলেন এবং ব্রাহ্মসভায়ে, নিরতিশয় ভীত হইয়া নরদেহ ধাবণ পূর্বক পৃথিবীতলে বিচরণ কবিত্তে লাগিলেন।

মহাবল-পরাক্রান্ত বিকৃতভক্ত বলি এইরূপে স্বর্গপূর্বী জয় কবিয়া অশুর গৌরবেব সহিত ত্রিভুবন শাসন কবিত্তে লাগিলেন। তিনি বিপ্রকুলেব মনস্তুষ্টিসাধন কবিত্তে বড় ভালবাসিতেন। সেই ব্রহ্ম যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়া তিনি বিবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান কবিলেন। দৈত্য-পতি বৈরোচনিব প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি জগতে ইন্দ্র ও দিক্‌পালক কবিত্তে লাগিলেন। দেবতাদিগের ক্রীতিসাধ-নার্থ দ্বিজকুল যে সকল যজ্ঞের অমুষ্ঠান কবিত্তেন, ব্রাহ্মসেন্স বলি তৎসমস্তেব হবির্ভোজন করিত্তে লাগিলেন।

• হে সত্তমগণ! অদিতি স্বীয় পুত্রগণেব এইরূপ শোচনীয় দুর্দশা-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া “হায়। আমি ঋষা পুত্রবতী হইয়াছি” বলিয়া শোক কবিত্তে করিত্তে তপস্কার্থ হিমগিবিতে উপস্থিত হই-লেন। শত্রুর ঐশ্বর্য্য এবং দৈত্যকুলের পবাক্ষয় কামনা কবিয়া তিনি সেই বিজন পর্বতপ্রদেশে কঠোর তপস্চরণ পূর্বক নাবায়ণেব ধ্যান কবিত্তে লাগিলেন। কখন উপবেশন পূর্বক, কখন দণ্ডায়মান হইয়া, কখন একপদে, আবার কখনও বা পদাশ্রমাত্রে ভব দিয়া তিনি তপস্কা করিত্তে লাগিলেন। তাঁহার আসনেব কঠোরতা সহিত অশনেব কঠোরতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমে ফলাহার, পবে শীর্ণ গত্রাদি ভোজন, তৎপবে শুদ্ধ উদকপান, তদনন্তর বায়ুসেবন, পরিশেষে সম্পূর্ণ নিবাহার হইয়া দেবমাতা অদিতি,

সচ্চিদানন্দ পরমাচার ধ্যানে নিরত হইলেন । এইরূপে সহস্র দিব্যাদি তাঁহার তপ অনুষ্ঠিত হইল । তদন্তরে ব্রাহ্মসেন্স বলি অদিতির এই সুদারূণ তপোমুষ্ঠানের বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি মায়াবী ব্রাহ্মসক্রে ভৎসমীপে প্রেরণ করিলেন । তাহারা সকলেই দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেব-মাতাকে বলিল,—“মাতঃ ! কেন বুঝা এই কঠোর তপস্তা করিতেছেন ? ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে । দৈত্য-গণ আপনার তপস্তার বিষয় জানিতে পারিলে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে । অতএব, জননি ! শরীরশোষক এই দুঃখপ্রদ অমুষ্ঠান ত্যাগ করুন । কঠোর কষ্টের সাহায্যে যে স্বকৃত লাভ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহার প্রশংসা করেন না । যাহারা ধর্ম্মামুষ্ঠানে তৎপর, তাঁহাদের স্ব স্ব শরীর সম্বন্ধে রক্ষা করা কর্তব্য । যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, তাহারা আত্মঘাতী । অতএব, শুভে ! তপ ত্যাগ করুন, দেখিবেন, মাতঃ । আমরাগকে আর দুঃখিত করিবেন না । জননি ! মাতৃহীন ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃততুল্য । যাহার গৃহে মাতা ও প্রিয়বদা ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে যাইয়া বাস করা কর্তব্য, সে হতভাগ্যের পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান । পুত্র, পুত্রী, পয়স ও মহীকুহগণও মাতৃহীন হইয়া কিছুমাত্র সুখসন্তোগ করিতে পারে না । কি দরিদ্র, কি রোগী, কি প্রবাসী সকলেই স্ব স্ব জননীকে দেখিবামাত্রই পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে । লোকে অন্ন, জল, ধন রত্ন অথবা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু জননীর প্রতি কেহ কিছুতেই পরাধীন হয় না । হরিভক্তিহীন ধর্ম্ম, সন্তোগবর্জিত ধন এবং জীপ্সুহীন গৃহ যেমন কোন কর্ম্মে আইসে না, মাতৃবিহীন মানবও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য । অতএব হে দেবি ! এই কষ্টকর তপস্তা পরিহার করিয়া আপনার দুঃখার্হ পুত্র-দিগকে পরিজ্ঞান করুন ।”

মায়াময় ছদ্মবেশী দুই দৈত্যগণের এত অমুনয়-বিনয় ও উপদেশেও প্রতিজ্ঞাবিতা অদিতি স্বীয় সমাধি হইতে অণুমাত্রও

বিচলিত হইলেন না । ছবাতারগণ আগনাদের সঙ্কল্প বিফল হইল  
 দেবীয়া অবশেষে ঘোব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজ মূর্তিধারণ  
 করিয়া দেবমাতাকে সংহার কবিত্তে উদ্যোগ করিল । দারুণ ক্রোধে  
 তাহাদের নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল । কল্মাশ-মেঘসদৃশ বিকট  
 গর্জন সহকারে দস্তে দস্ত নিষ্পোষিত করিয়া ভয়াবহ দৈত্যগণ অদি-  
 তির প্রতি ধাবমান হইল । তাহাদের দংষ্ট্রাঘর্ষণে বিকট বহি উদ্ভূত  
 হইয়া ক্লগকালমধ্যে শত যোজনবিস্তৃত কানন দগ্ধ করিয়া ফেলিল ।  
 অবশেষে সেই ছবাতার রাক্ষসগাই সেই অনলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ  
 করিল । তাহাদের মনের বাসনা মনেই বহিল । হে মুনিগণ !  
 সে অগ্নি অদিতির নিকটও যাইতে পাবিল না ;—নাবায়ণেব ধ্যানে  
 তন্ময় হইয়া থাকিতে তিনি তৎসমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতে পারি-  
 লেন না । বিষ্ণু স্মরণ-চক্রে কবীয়া তাহাকে সেই বিকট বহি  
 হইতে রক্ষা করিলেন ।

## একাদশ অধ্যায় ।

অদিতির গর্ভে বামনরূপে ভগবানের জন্ম

এবং

বাণিরাজার দর্প-হরণ ।

এই বৃক্ষান্ত্র অবশ্যে বিপ্রস্থিত ও আশ্চর্য্যাবিত হইয়া ঋষিগণ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে সূত ! আপনার নিকট আজি আমরা অতি বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ কবিলাম । কি আশ্চর্য্য, সেই বিকট বহি অদিতিকে ত্যাগ করিয়া বামুনদিগকে কেন মঞ্চ করিল ? অদিতির অসীম পুণ্যপ্রভাবের বিষয় ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যাবিত হইতেছি । অতএব, হে মহাভাগ ! তদ্বিবরণ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন । যে সাধু ও সচ্চরিত ব্যক্তিগণ অপরকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রকৃত লোকশিক্ষক ও পরোপকারী ।”

কৌতূহলাক্রান্ত মুনিগণের অনুরোধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সূত-শ্রেষ্ঠ সূত তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন ;—হে বিশ্রগণ ! যাহা হরিভক্তি-পরায়ণ, হরিধ্যানে যাহারা সর্বদা নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের কে অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় ? তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কে বাধা দিতে পারে ? যে ব্যক্তি হবিভক্তিপর, স্বয়ং নারায়ণ, ব্রহ্মা ও শিব এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ নিবস্তব তাঁহার নিকটে বিরাজ করিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন । হে মহাভাগগণ ! শাস্ত্রচিহ্ন ও হবিনাম-পরায়ণ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে হরি অহোবাত্র বিবাজ করেন ; তবে যাহারা ভগবানেব ধ্যানে সর্বদা নিরত থাকেন, তাঁহারা নাবাযণের কত প্রীতিভাজন ! শিবপূজক অথবা হরিপূজক যে স্থানে অবস্থিতি করেন, লক্ষ্মী ও সমস্ত দেবতাগণ সেই স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন । বিষ্ণুপূজাসক্ত ব্যক্তির বাসস্থানে

কোন বিঘ্ন বা বিপদ সংঘটিত হয় না। বিষ্ণুপূজকের রাজদণ্ডভয় থাকে না, তদ্ব্যতীত তাহার কিছুই করিতে পারে না, বাধি তাহাকে আদৌ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, এমন কি, প্রেত, পিশাচ, কুম্ভাণ্ড, কুগ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষসগণ তাহার সুখস্বাস্থ্যের স্বল্পমাত্রও বাধা স্থাপন করিতে পারে না।

হে বিপ্রবর্গ! ভূত, প্রেত ও বেতাল প্রভৃতি যে সমস্ত দেব-যোনি নিরন্তর পরণীডনে রত, তাহারা যে স্থলে থাকে, সেই স্থলে সন্তুষ্ট যদি হরির অথবা লিঙ্গের অর্চনা করেন, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয়, সর্বহিতসাধক ও শাস্তিচিহ্ন বিষ্ণুপূজকগণ যে স্থলে বাস করেন, দেবতাগণ সজীব সেই পবিত্র স্থলে বিরাজ করিয়া থাকেন। অহো! উগবহুস্ত যোগিগণের মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব ? তাহারা নিমেষমাত্র অথবা নিমেষার্ধকাল যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহা সর্বপ্রকার মঙ্গলের আবাস-নিলয় হইয়া থাকে,—আহা,—তাহা তীর্থস্থান,—তাহা তপোবন। পতিতপাবন হরির পবিত্র নাম শ্রবণমাত্র যখন সর্বদুঃখ দূর হইয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি অনাহারে, অনিদ্রায় কঠোর তপশ্চরণে একমাত্র তাহারই ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহার ত্রিসীমায় দুঃখ পদার্পণ করিতে পারে না। হে মুনিগণ! সেই জন্মই দুর্ভাগ্য দৈত্যগণের দণ্ডাসমুদ্র অগ্নি হরিময়ভাবিনী দেবমাতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিষ্ণুধ্যানপব ব্যক্তিকে কোন বহির্বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না।

অদিতির সুদারূপ তপশ্চায় নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খচক্রাদিশোভিত চতুর্ভুজমূর্তি ধারণপূর্বক প্রসন্নবদনে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কণ্ঠপবনভার দেহ পবিত্র করে স্পর্শ করিয়া অমিয়ময় মুহূর্ত্ত সহকায়ে বলিলেন,—“দেবমাতাঃ! তোমার তপশ্চায় আরাধিত হইয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি, নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে। হে ভদ্রে! হে মহাত্মা! তোমার ভয় নাই, এক্ষণে তোমার যে বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর, তাহা প্রদান করিব।”



দেবদেব চক্রপাণির মুখে এই সুধাময় সাঙ্খ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবমাতা অদিতি কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—“হে দেবদেব, সর্বব্যাপী জনার্দন ! হে গুণাশ্রয় ! হে নিগুণ ! আপনাকে নমস্কার । হে লোকনাথ ! হে সর্বজ্ঞানরূপী ভক্তবৎসল নারায়ণ ! আপনাকে নমস্কার । মুনীশ্বরগণ যাহার অবতার-রূপসমূহ অর্চনা করিয়া থাকেন, যোগী ও পণ্ডিতগণও যাহাকে জানিতে পারেন না, যিনি অমায়ী হইয়াও মায়ায়, অরূপ হইয়াও বহুরূপবান্, সেই আদি-পুরুষ, জগৎকারণ জগন্নাথকে নমস্কার । যাহার দর্শনলাভ অতি দুর্লভ, যাহার স্ত্রীচরণ দেখিতে পাইলে মায়াপাশ শতধা ছিন্ন হইয়া যায়, সেই সর্ববন্দিত সর্বেশ্বরকে নমস্কার । শাস্ত্রচরিত ও নিঃসঙ্গ যোগিতাপসদিগকে যিনি নিম্ন নদী করিয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিসম্বী ও সঙ্গবর্জিত করুণার্ণব পরমেশ্বরকে নমস্কার । যিনি যজ্ঞকলপ্রদ, সেই যজ্ঞকর্ম প্রবোধক যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার । ঘোর পাণ্ডী অজানিলও যাহার নামোচ্চারণ কবিরামাত্র পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই লোকরূপী লোক-নাথকে নমস্কার । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার মায়াপাশে যজ্ঞিত, যাহার পবন ভাব তাঁহারা জানেন না, সেই সর্বনামক বিশ্বনাথকে নমস্কার । যাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে বৈদ্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে ; যাহার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও বহি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উদ্ভূত। যিনি ঋক, যজু ও সামরূপ ; সেই সপ্তশর-গতায়ী, ষড়ঙ্গরূপী জগন্নাথকে বার বার নমস্কার । হে প্রভো ! হে নারায়ণ ! তুমিই পবন, তুমিই সোম ও দিবাকর ; তুমিই দ্রোণ, তুমিই অশ্বক, তুমিই অগ্নি, বরুণ, নিকৃতি ; তুমি দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ; তুমিই স্বাবর-জদ্রুম, তুমি ও সাগর ; তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই ;—এই অবিলম্বে ব্রহ্মাওঁ তুমি । হে দেবদেব ।

শরণাগতরক্ষক ! হে জনার্দন ! রাক্ষসদিগেব অধীনতা হইতে আমাব পুত্রদিগকে ত্রাণ করুন ।”

এই মনোহর স্তব উচ্চারণ করিতে কবিতে দেবধাত্রী অদিতির হৃদয়ে ভক্তিবারি উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল ;—তাঁহার যুগল নয়ন দিয় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া তদীয় বক্ষঃস্থল বিধৌত করিল ; তিনি নারায়ণের চরণে বার বার প্রণাম কবিয়া কৃতান্তলিপুটে ভক্তিগদগদ স্ববে বলিলেন,—“হে দেবেশ ! হে সর্বাদিকারণ ! যদি অভাগিনী প্রতি অমুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই বর দিন, যেন আমার পুত্রগ দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিয়া নিষ্কটকে স্বর্গভোগ করিতে পারে । হে সর্ববজ্র, অন্তর্যামি, জগজ্জপ পরমেশ্বর ! আপনি কি না জানেন, তবে কেন, প্রভো, আমাকে ছলনা কাবতেছেন ? দেবদেব ! তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমাব মনোবাঞ্ছা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব । নারায়ণ ! আমি বৃথা পুত্রলাভ করিয়াছি ; হর্ষ রাক্ষসগণ আমাব পুত্রদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গসিংহাসন অধিকার কবিয়াছে ; আপনি তাহাদিগের দর্পহরণ করিয়া আমার সন্তানদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করুন ।”

অদিতির এই করুণ প্রার্থনা শ্রবণে ‘সাতিশয আনন্দিত হইয়া নারায়ণ পরম শ্রীতি সইকারে বলিলেন,—“দেবি ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিব । সপত্নীতনয়ের প্রতি মহিলাগণ যখন স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন স্বপুত্রের উপর যে প্রগাঢ় স্নেহ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? হে মহাভাগে ! তোমার এই স্তোত্র অবনীতলে যে মানবগণ পাঠ করিবে, তাহাদের সৌভাগ্য-সম্পৎ, ধন-সম্পত্তি এবং পুত্র-পৌত্র কখনই হীনতা প্রাপ্ত হইবে না । আশ্রয় ও অপর পুত্র তাঁহার সমান স্নেহ তাঁহাকে কখন পুত্রশোক ভোগ করিতে হয় না । হে দেবমাতা ! তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সকল কষ্ট দূর করিব ।”

নারায়ণের আনন্দপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অদिति সবিনয়ে

বলিলেন,—“হে পুরুষোত্তম জগন্নাথ প্রভো ! সহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড  
যাঁহার প্রতি রোমকূপে বিবাজ করিতেছে, তাঁহাকে আমি কেমন  
করিয়া গর্ভে ধারণ করিব ? ঐতি ও সর্বদেবতাগণও যাঁহার  
মহিমা জানিতে পাবে নাই, যিনি অণুবও অণীয়ান্, মহতেরও মহত্তর,  
যাঁহাকে শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া  
থাকে, সেই পরম্পর, পুরুষোত্তম দেবদেবকে কেমন করিয়া গর্ভে  
ধারণ করিতে পাবিব ?”

হে' ষ্টিজোত্তমগণ ! দেবদেব জনার্দীন অদিতির বাক্য-শ্রবণে  
তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন,—“মহাভাগে ! তুমি সত্য বলি-  
য়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তথাপি আমি এক নিগূঢ় তত্ত্ব  
তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে শুভে ! যাহাবা রাগ-  
দ্বেষবিহীন, যাহারা ভগবদ্ভক্ত, যাহারা অনুরাগী ও দম্ভবর্জিত,  
তাহারা সতত আমাকে ধারণ করিতে সমর্থ। সর্বদা যাহারা  
শিবার্চনা এবং আমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহারা সতত  
আমাকে বহন করিতে সমর্থ। যাহারা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা ও  
পতিভক্তিসমম্বিতা, অথবা যে সকল মহিলার মাংসর্ঘ্য নাই, তাহারা  
সতত আমাকে ধারণ করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার  
শুশ্রূষা করে, গুরুব প্রতি ভক্তি করে, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে,  
ব্রাহ্মণকুলের হিতানুষ্ঠান করে, সে আমাকে সতত বহন করিতে  
সমর্থ। যাহারা সংকথা শুনিতে ভালবাসে, যতি-তপস্বীর সেবা-  
শুশ্রূষা করে, স্বীয় আশ্রমোচ্চিহ্ন আচারানুষ্ঠানে যাহারা সর্বদা  
নিরত, পুণ্যতীর্থগমনে ও সাধুব্যক্তির সহিত সদালাপনে যাহারা  
অত্যন্ত আসক্ত, সর্বভূতে যাহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে,  
তাহারা আমাকে বহন করিতে সমর্থ। যাহারা পরোপকারসাধনে  
সদা ব্যস্ত, পরদ্রব্য যাহারা লোভবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং  
পরদ্বীর পক্ষে যাহারা নপুংসকের তুল্য, তাহারা সতত আমাকে  
বহন করে। যাহারা নিরন্তর তুলসীর উপাসনা এবং আমার নাম  
জপ করিয়া থাকে, গোরক্ষণ যাহাদের পক্ষে একটি প্রধান নিত্যব্রত,

যাহারা প্রতিগ্রহ-হীন এবং পরান্নভোজনে পরায়ুখ, ক্ষুধিত ও তৃষিতজনকে যাহারা অন্নঞ্চল প্রদান কবে, তাহারা সতত আমাকে বহন করিতে সর্থী । হে দেবি । তুমি সাক্ষী, পতিপ্রাণা এবং সর্ব-ভূতের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাক, তুমি আমাকে বহন করিতে পাবিবে । হে দেবমাতঃ । তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সমস্ত অরিকুলকে সংহার করিব ।”

দেবদেব চক্রপাণি দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ মধুর আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিয়া স্বীয় কণ্ঠস্থ মালা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন এবং অভয়দান কবিতা তখনই অন্তর্হিত হইলেন । দক্ষনন্দিনী দেবজননী মনে মনে সাতিশর সন্তুষ্ট হইয়া পরমেশ কমলাকান্তকে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অচিরে তাঁহার গর্ভলক্ষণ পরিলক্ষিত হইল । তিনি যথাকালে একটি সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাদ-সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন । অদিতির সেই নবজাত-কুমারের অপূর্ব্ব ও অলৌকিক রূপ, তাঁহার জ্যোতি মৌল্য আদি-ভোর জ্য, অথচ স্নিগ্ধ—শান্ত—নয়নমনোহর, যেন চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত । তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, সুধাকলস, দধি ও অন্ন, তিনি বামন, তাঁহার নয়নযুগল বিকচ-কমলবৎ বিশাল, তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর, অঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার । পরমতত্ত্বজ্ঞ পরমর্ষিগণ চারি দিকে কৃতান্তলিপুটে তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছেন । মহর্ষি কণ্ঠপ-নারায়ণকে পুস্তকপে আবিস্কৃত দেখিয়া পরমানন্দে পুষ্কিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া যুক্তকরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন, —“অখিলকারণ, অখিলপালন, দৈত্যহারী দেবদেবকে নমস্কার । ভক্তজনপ্রিয়, কঙ্কণরঞ্জিত, কমলাকান্ত কেশবকে নমস্কার । দুর্জয়-নাশক, দর্পহারী, কারণবামন, সর্বশক্তিমান নারায়ণকে নমস্কার । হে শাস্ত্র-চক্র-খড়গ-গদাধর । হে পুরুষোত্তম । হে পরোরাশি-নিবাসী স্নানার্দ্দিন । আপনাকে নমস্কার । যিনি সূর্য্যকরের জ্য প্রভাময়, সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার দুইটি নয়ন, যিনি ষষ্ঠফলপ্রদ, যাহা ব্যতীত কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না, সেই যজ্ঞেশ্বরকে

নমস্কার । যিনি ভক্তের মনোমধ্যে নিরন্তর বিরাজ করেন, যাহার অমুগ্ধে ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, সমুদ্রমগ্নকালে যিনি মন্দব-  
গিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বরাহমূর্তিতে স্বীয় দশন-সাহায্যে  
যিনি অনন্ত সাগর হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই  
সর্বমঙ্গলময় পবনেশ্বরকে নমস্কার । হে হিরণ্যাক্ষরিপো ! হে ক্ষত্র-  
কুলান্তক, রাবণদমন, নন্দনন্দন, হরে ! আপনাকে বার বার নমস্কার ।”

মুনীন্দ্র কণ্ঠপের এই স্তব শ্রবণে লোকপাবন দেবদেব বামন  
অমৃতময় হস্তসহকারে তপোধনের আনন্দ বর্ধিত করিয়া বলিলেন,  
—“হে তাত, হে সুরার্কিত ! আপনার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি,  
আপনার মঙ্গল হইবে । অচিরে আমি আপনার সমস্ত মনোরথ  
সিদ্ধ করিব । হে পিতা ! ভবিষ্যতেও এইরূপ আপনাদের পুঞ্জ  
গ্রহণ করিয়া আমি আপনাকে ও জননীকে পবনশূষ প্রদান করিব ।”

হে মুনিগণ ! এই সময়ে দৈত্যপতি বলি বুলগুরু উশনা ও  
অপর অপর মুনীশ্বরগণে সমাবৃত হইয়া মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত  
হইলেন । ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দৈত্যোজ্ঞের সেই মহদীয় মখে ॥ হবিগ্রহ-  
গার্থ লক্ষ্মীনারায়ণকে আহ্বান করিলে, স্মিতহাস্তে সমস্ত লোককে  
মোহিত করিয়া বামনরূপী মহাবিশ্ব উখায় উপস্থিত হইলেন এবং  
বলির প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যজ্ঞীয় হবি ভোজন করিলেন । যে ব্যক্তি  
ভগবানের প্রতি ভক্তিমান, সে হুবৃন্তই হউক আর শুবৃন্তই হউক,  
জড়বুদ্ধি হউক আর পণ্ডিত হউক, ভরুবাংসল হরি সর্বদা তাহার  
সম্মিহিত । বামনদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ  
তাহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কৃতাজলিপুটে  
তাহার চরণবন্দনা করিলেন ।

হে দ্বিজবর্গ ! বল ও ক্রুর ব্যক্তিগণ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া  
কার্য্যেব অহুষ্ঠান করিয়া থাকে । দৈত্যগুরু ভার্গব দারুণ বল ;  
সেইজন্য তিনি স্বীয় শূসার না ভাবিয়া বিষম ঈর্ষায় নিপীড়িত হইলেন  
এবং বলিরাজকে বিজ্ঞান প্রদেশে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে বলি-

লেন,—“হে দৈত্যপতি । হে সৌম্য ! তোমার শ্রীসৌভাগ্য অপহরণ করিবাৎ জন্ম বিষ্ণু বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; অবুনা তিনি তোমার বক্ষে আসিয়াছেন ; অতএব হে অশুরেশ্বর ! আমি যাহা বলি, তাহা শুন ; তুমি তাঁহাকে বিচুই দিও না— দিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত হইবে । হে রাজন ! তুমি সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ ; সুতরাং হিতাহিতজ্ঞান তোমার বিলক্ষণ আছে । আত্মবুদ্ধি—বিশেষতঃ ষষ্ঠবুদ্ধি নিশ্চয়ই শুভ-সাধিনী, কিন্তু পরবুদ্ধি অনষ্টকারী এবং দ্রাবুদ্ধি প্রলয়ধরী । হে দৈত্যেশ্বর ! যে ব্যক্তি তোমার শত্রু হিতকারী, নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করা কর্তব্য । সাহায্যস্বল বিবষ্ট হইলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়।”

শ্রবণ এই ক্রুরোচিত বাক্য-শ্রবণে হ্রঃবিত হইয়া দৈত্যপতি বলি উত্তর করিলেন,—“গুরুদেব ! এমন কথা বলিবেন না,—ইহা নিতান্ত ধর্মবিগর্হিত । আহা ! ভগবান্ বিষ্ণু যদি অযং আমার শ্রীসৌভাগ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি আছে ? পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর শ্রীতিসাধনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবান্ যদি সাক্ষাৎ আবি-ভূত হইয়া আত্মতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে সে যজ্ঞ তখনই সফল হয়, পৃথিবীতলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ? হে গুরো ! দবিল ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুকে যাহা কিছু অর্পণ করে, তাহা সামান্য হইলেও পরম ও অক্ষয় । অহো ! পুরু-ষোত্তমকে যে কেহ পরম ভক্তির সহিত স্মরণ অথবা পূজা করে, সে তখনই পরম পবিত্র হইয়া পরমপদবী লাভ করিতে সমর্থ হয় । হৃদয় ব্যক্তিগণও তাঁহার নাম স্মরণ করিলে হরি তাঁহাদের সকল পাপ হরণ করেন । দেবুন, পাবককে অনিচ্ছাবশতও স্পর্শ করিলে অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া থাকে । অহো ! যাহার জিহ্বাগ্রে ‘হবি’ এই পুণ্যময় অক্ষবক্ষ্য নিরন্তর বিরাজ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান্, সেই ব্যক্তি জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হয় । পরমভাববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি

সর্বদা গোবিন্দকে ধ্যান করে, সে বিষ্ণুত্ববনে গমন করিতে পারে ।  
হে মহাভাগ ! হরিজ্ঞানে অগ্নি অথবা লাক্ষণে যে হবিঃ \* প্রদত্ত হয়,  
তাহাতে নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন । আমি ভগবান্ হরিরই তুষ্টি-  
বিধানার্থ এই মহাযজ্ঞেব অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ইহাতে যদি বিষ্ণু  
স্বয়ং আসিয়া থাকেন, তবে ত আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়াছি ।”

হে মহাবিকুল ! পুণ্যাত্মা দৈত্যেন্দ্র বলি এইরূপ বলিলে বামনরূপী  
বিষ্ণু সেই হোমায়ি-প্রদীপ্ত মনোহর যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন ।  
তাঁহাকে দেখিয়া বলিরাজ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন, তাঁহার  
সর্বদা রোমাঞ্চিত হইল ; পরম ভক্তিসহকারে জগন্ময় বিষ্ণুকে  
যথাবিধানে অর্ঘ্য দান করিয়া তিনি ভক্তিগদগদস্বরে বলিতে লাগি-  
লেন, “হে দেবদেব নারায়ণ ! অত্ন আনাব জন্ম সফল, জীবন সফল ।  
অত্ন আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইলাম । প্রভো ! আপনার পদর্পণমাত্র  
আমার যজ্ঞ সভল হইল ; আমার সর্বদা অতিদুর্লভ অমৃতরস  
অভিযিক্ত হইল ; অনায়াসে মহোৎসব লাভ করিলাম ।

এই যে ঋষিগণ এই যজ্ঞাগারে উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহঁরাও  
কৃতার্থ হইলেন ; ইহঁরা পূর্ক্স যে সকল তপস্যার অমুষ্ঠান করিয়া-  
ছিলেন, তৎসমস্তই অত্ন সফল হইল । দয়াময়, দীননাথ ! আমি  
কৃতার্থ হইলাম । অতএব আপনার চরণে বার বার প্রণাম । হে  
বিভো ! আপনার আদেশেই এই যজ্ঞের অমুষ্ঠান করি, আমি যে  
আপনার নিয়োগপালন করিয়াছি, এই উৎসাহে আমি আনন্দিত  
হইতেছি । এক্ষণে কি করিব, আদেশ করুন ।”

পরমভক্ত বলির বাক্য-শ্রবণে খ্রীত হইয়া বামনদেব হাসিতে  
হাসিতে বলিলেন, হে রাজন্ ! আমার থাকিবার ঘন ত্রিপাদভূমি  
অর্পণ কর ।” ইহাতে বলি দ্রিঢ়াসা করিলেন, “প্রভো ! আপনি  
রাজ্য, নগর, গ্রাম, অথবা ধন, কি ইচ্ছা করেন, তাহা আমাকে  
আদেশ করুন ।” এই বাক্য-শ্রবণে হৃদয়স্পী বিষ্ণু আসন্ন-ভ্রষ্টরাজ্য  
বলির বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—“হে

দৈত্যেন্দ্র ! আমি তোমাকে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
 সর্বসঙ্গহীন ব্যক্তিদিগেব বিষয়বিভবে কি হইবে ? ভাবিয়া দেখ ।  
 আমি সর্বভূতের অন্তর্ধানী,—সর্বময়, তবে দৈত্যেন্দ্র ! অপরধনে  
 আমার কি হইবে ? হে বলে ! যাঁহারা রাগদ্বেষ্টহীন, শাস্তচরিত ও  
 মায়াবর্জিত হইয়া নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়াছেন, অপর ধন লইয়া  
 তাঁহারা কি করিবেন ? যাঁহারা আত্মনির্বিশেষে সকল জীবকে  
 ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে কে দাতা আছে ?—কি বা দেয় ?  
 হে রাজন্ ! শাস্ত্রে নির্গত আছে যে, এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়েরই বশামু-  
 গতা । ক্ষত্রিয়ই রাজা, তাঁহাবই আজ্ঞামুসারে মানবগণ কার্য্য  
 করিয়া পরম সুখ লাভ কবিয়া থাকে । সেই জ্ঞাত্যুনিগণও আপ-  
 নাদের অর্জিত ধনের ষষ্ঠাংশও রাজাকে প্রদান কবেন । হে দৈত্য-  
 পতে ! এই পৃথিবী ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা প্রদান করা কর্তব্য । ভূমি-  
 দান হইতে যে কি মহাপুণ্য অর্জিত হয় তাহাজগতে কেহই সম্যক্  
 বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, এক্ষণে আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি,  
 শ্রবণ কর । হে দৈত্যসন্তন ! ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান আর কিছুই  
 নাই । ভূমিদান করিয়া লোকে নির্বাণমুক্তি লাভ কবিয়া থাকে ।  
 আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে স্বল্পমাত্র ভূমিদান করিলে দাতা ব্রহ্মলোকে স্থান  
 পাইয়া থাকে, তাহাব আর পুনর্জন্ম হয় না । যিনি ভূমিদান কবেন,  
 তিনি সর্বদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন, তিনি মোক্ষভাক্, অতএব  
 ভূমিদানকে সর্বপাপনাশের হেতু বলিয়া জানিবে । যে ব্যক্তি মহা-  
 পাতকী, অথবা সর্বপাতকযুক্ত, সে যদি দশহস্ত-পরিমিত ভূমি দান  
 করে, তাহা হইলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় । যে  
 ব্যক্তি সৎপাত্রে ভূমিদান করিয়া থাকে, সে সর্বদানের ফল লাভ  
 করে, অতএব ভূমিদানের তুল্য দান ত্রিজগতে আর কিছুই নাই ।  
 হে ভূমিপ ! বৃত্তিহীন ও দেবপূজাসক্ত বিদ্বকে যে ব্যক্তি স্বল্পমাত্রও  
 ভূমিদান করে সে নিশ্চয়ই বিষ্ণু, তাহার পুণ্যমাহাত্ম্য শত বর্ষ ধরিয়া  
 কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না । যে স্থলে ইক্ষু, গোধূম, তুলসী  
 ও পুগবৃক্ষাদিতে শ্রুশোভিত, সেই স্থল যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি



নিশ্চয়ই বিষ্ণু । বৃত্তিহীনে বিশ্র, অথবা দরিদ্র কুটুম্বকে স্বল্পমাত্র ভূমিদান করিলে বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায় । দেব-পূজাসক্ত বিপ্রকে মহী দান করিলে ত্রিরাত্র গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে । পবিত্র গঙ্গাতীরে শত সহস্র<sup>১</sup> অশ্বমেধ অথবা শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে যে মহৎ ফল লাভ করিয়া থাকে, বৃত্তিহীন ও সদাচাররত বিপ্রকে ঋগিক। অথবা ত্রোগিকামাত্র \* ভূমি দান করিলে সেই পরম ফল লাভ করিতে পারা যায় । এই জন্ত ভূমিদান মহাদান ও অতিদান বলিয়া প্রকৌত্তিভ । ইহা হইতে সমস্ত পাপ প্রশমিত হয় এবং অপ-বর্গফল (মোক) অর্জিত হয় ।

হে দৈত্যকুলেশ্বর ! আমি এই বিষয়ের একটি উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অজ্ঞা সহকায়ে ইহা শুনিলে ভূমি-দানের ফললাভ হইয়া থাকে । পুরাকালে ভজ্রমতি নামে এক বৃত্তিহীন দরিদ্র বিজবর ছিলেন, তিনি ব্রহ্মকল্প ও মহামুনি । তিনি পুরাণাদি সর্ব ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার ষটপত্নী,—তাহাদের নাম ঐতা, সিকুমতী, যশোবতি, কামিনী, মালিনী ও শোভা । এই ছয়টি ভাৰ্য্যার গর্ভে তাঁহার ত্রিশত চত্বা-বিশং পুত্র সন্তৃত হইয়াছিল । হে অন্তর্য্যেষ্ট ! ভজ্রমতী নিধন, তাঁহার এমন সাধ্য ছিল না যে, তত পুত্রের আহার সংযোজনা করেন । সুতরাং তাহার সকলে নিরন্তর ক্ষুধায় কাতব হইয়া কাল-যাপন করিত । একদা ভজ্রমতি স্বীয় প্রিয় পুত্রদিগকে ক্ষুধাৰ্ত্ত দেখিয়া এবং স্বয়ং শূংকাতর হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগি লেন,—‘ধিৎ ! ভাগ্যরহিত ও ধনবর্জিত চক্ষুে ধিৎ । মানবকুলে ক্ষম্যগ্রহণ করিয়া যদি ধন উপার্জন করিতে না পাবিশাম, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর স্প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ না হইলান, তবে এ চক্ষুে ধিৎ !

যে জীবন ধর্মরহিত, আতিথ্যবর্জিত, আচারহীন অথবা কেবল বাস্তব-  
বত্ত, তাহাকে ধিক্ । যে জীবন, বহুর অকৃত্রিম সুখালাপনে বঞ্চিত,  
যে জীবন খ্যাতিবর্জিত, বহু পুত্র-পৌত্রের ভরণপোষণে যে জীবন  
কেবল ব্যয়িত হয়, ঐর্ষ্য-গৌরব যে কি অমূল্য বত্ত, যে জীবন তাহা  
জানে না, হাতাতে ধিক্ । আহা ! দারিদ্র্য ঘোব হুঃখের কারণ । যে  
হতভাগ্য দরিদ্র্যমাগবে নিমগ্ন, সে গুণবান, সৌম্য, পণ্ডিত ও সংকুল-  
জাত হইলেও কখন শোভা ধারণ করিতে পারে না । তাহার পুত্র,  
পৌত্র, বান্ধব, ভ্রাতা ও শিষ্যগণ, এমন কি, প্রিয়তমা বনিতাগণও  
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । ভাগ্যবান চণ্ডালও দ্বিজবৎ  
পূজিত হইয়া থাকে । হায়, দক্ষিণ ব্যক্তি ইহ-জগতে সকলের দ্বারা  
শবের স্থায় উপেক্ষিত হয় । যে ব্যক্তি ধনবান ও ঐর্ষ্যশালী, সে  
নিষ্ঠুর হইলেও, সৎকরণ গুণহীন হইলেও, গুণবান মুখ হইলেও পণ্ডিত  
বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে । হায় ! মোহান্বিত আশামুগ্ধ মানব দরিদ্র  
অন্ধ হইয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারে না । একে দরিদ্রতাই বিঘ্ন  
হুঃখ, তাহার উপর আশা যে কি ঘোবতর হুঃখেবু নিদান, তাহা বর্ণন  
করিতে পারা যায় না । যাহারা আশাভিভূত, যাহাদেব কিছুতেই  
তৃপ্তি ও সন্তোষ জন্মে না, তাহারা নিত্যহুঃখী, তাহারা কখনই সুখের  
আনন্দন পায় না । যাহারা ছরাকাজ্জাব দাস, তাহারা নিত্যহুঃখী,  
তাহারা সর্বলোকের নিকট অবমানিত হয় । ইহ-জগতে সম্মানই  
মহৎ ব্যক্তিদিগের অক্ষয় ও অমূল্য ধন । যে মানব বৃথা মোহ ও  
ছরাশার বশবর্তী হইয়া সেই স্বর্গীয় ধন হইতে বঞ্চিত হয়, সে মৃতবৎ  
কালযাপন করে । অহো ! ধনের কি অপূর্ব মহিমা ! সর্বশাস্ত্রজ  
পণ্ডিতও ধনহীন হইলে সুখের স্থায় নিন্দিত হইয়া থাকেন । হায়,  
দরিদ্র ও মহানোহংস্ত ব্যক্তিদিগের কে মোচন করিবে ? কবে দরিদ্র  
ও ধনী এই ভেদভাব বিদূষিত হইবে ? অহো ! হুঃখ—হুঃখ—হুঃখ,  
দরিদ্রতা বিঘ্ন হুঃখ । ইহার উপর আবার স্রীপুত্রাদির আধিক্য,  
অধিকতর হুঃখের কারণ ।

হে দৈত্যপতে ! সর্বশাস্ত্রবিৎ ভগ্নমতি এইরূপ বিন্যাস করিয়া

মনে মনে আবার ভাবিলেন, যে ব্যক্তির স্বল্প ঐশ্বর্য্য, সে কিসে ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পারে ?—দান—ভূমিদান তাহার ধর্ম্মা-র্জন্যে বিশেষ সহায়তা করে । ভূমিদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান । ইহাতে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়, সকল ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায় । মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধীর ও মতিমান ভদ্রমতি শ্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে কৌশাথী নামক নগরীতে গমন করিলেন । তথায় সুঘোষ নামে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ এক বিপ্রেন্দ্র বাস কবিত । সে ব্যক্তি ভদ্রমতির কুটুম্ব । এক্ষণে ভদ্রমতি তাহার নিকট গমন করিয়া পঞ্চ-হস্তায়ত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন । ইহাতে ধার্ম্মিক সুঘোষ মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিল, ‘ভদ্রমতে ! আমি কৃতার্থ হইলাম ; আমার জন্ম সফল হইল । তুমি যখন আমাব অনুগ্রহ-প্রার্থা হইয়া আমাব বাটীতে আগমন করিলে, তখন মদীয় বংশ নিষ্পাপ হইল ।’ এই কথা বলিয়া ধর্ম্মতৎপব সুঘোষ তাঁহাকে দ্বিবিবং অর্চনা কবিলেন এবং যথাবৎ মগ্নোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চহস্তপরিমিত ভূমি দান কবিলেন ।

হে দৈত্যেন্দ্র ! পরম পুণ্যাত্মা ধীমান্ ভদ্রমতি সেই প্রাপ্ত ভূমি স্বয়ং ভোগ করিলেন না । তিনি তাহা কোন হরিভক্ত প্রোক্ত্রিয় কুটুম্বকে দান কবিলেন । ভূমিদানজনিত অসীম পুণ্যের প্রভাবে সুঘোষ কোটীবংশে সমন্বিত হইয়া চিরানন্দময় বিষ্ণু-ভবন প্রাপ্ত হইলেন । হে বলে ! ভদ্রমতি স্বয়ং ভূমি গ্রহণ কবিয়া তাহা অপরকে দান করিলেন ; সেই প্রযুক্ত তিনিও কুটুম্বযুক্ত হইয়া বিষ্ণুভবনে অযুত যুগ স্থান প্রাপ্ত হইলেন ; তাহার পর ঐন্দ্রপদ লাভ করিয়া পঞ্চকল্প অবস্থিতি করিলেন এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মহাভাগ জ্ঞাতিস্বরূপে সকল প্রকার সুখসম্পদ ভোগ করিতে লাগিলেন । এইরূপ ভোগান্তে তিনি বৃন্তিহীন ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দান করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে পরম মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন । অতএব, হে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ বলে ! আনাকে ত্রিপাদভূমি দান করিয়া তুমি অমু-ক্তম মোক্ষ লাভ কর ।”

বামনরূপী ভগবানের এই কথা-শ্রবণে দৈত্যপতি যাব-পর-নাই আহ্লাদিত হইয়া পৃথিবীদানার্থ কুলগুরু ভার্গবের মস্তে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিলেন । সর্বব্যাপী সর্বব্যস্ত বিষ্ণু জলধারাবিবোধন জানিতে পারিয়া বায়-হস্তের কুশাশ্রু তাহার দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন । সেই দর্ভাশ্রু হইতে কোটি সূর্য্যেব জ্বায প্রভাবিত এক অমোঘ ও অত্যাশ্রু মহা ব্রহ্মাশ্রু সম্ভূত হইয়া শুক্রাচার্য্যেব চক্ষু গ্রাস করিতে উদ্রুত হইল । এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সকলে চিন্তিত ও ভীত হইল । এ দিকে বলিরাজা ভগবান্ মহাবিষ্ণুকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান করিলেন । তখন দেখিতে দেখিতে বামনরূপী বিষ্ণুজা জগন্ময় নারায়ণের দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; ক্রমে তাহা ব্রহ্মভবন পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল । হুই পদে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য আচ্ছাদন করিলেন এবং অপর চরণ ব্রহ্মাণ্ডকটাহাস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দৈত্যেস্ত্র বলিকে বলিলেন, “কোথায় স্থাপন করিব ?”

হে দ্বিজবর্গ ! সেই সময়ে ভগবানের পাদাদুষ্ঠাশ্রু ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হওয়াতে সেই রক্তপথে বহুধাব সলিলরাশি উদগত হইয়া বিষ্ণুর চরণতল ধৌত করিল এবং পরে ব্রহ্মাদি সুরগণ এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে অভিষিক্ত করিয়া মেরুশিরে পতিত হইল । এই অদ্বুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, ঋষি ও মুনিগণ আনন্দগদগদস্বরে নারায়ণের স্তব কবিত্তে আবিস্ত করিলেন । তাঁহাদের স্তবে সম্ভট হইয়া করুণাময় মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্ব স্ব পদে স্থাপন পূর্ব্বক অভয় দান করিলেন এবং বলিকে বন্ধন করিয়া রসাতলে নিক্ষেপ করিলেন । দৈত্যপতি সেই পাতালপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন ।

দানবেস্ত্র বৈরোচনির এই শোচনীয় ভাগ্যবৃন্তাস্ত্র শ্রবণ করিয়া মুনিগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সূত ! রসাতল ভয়াবহ ভূতবনকূশে পরিপূর্ণ, অতএব সেই সর্পনিষেবিত ভয়ঙ্কর পাতালে মহাবিষ্ণু বলিরাজার অন্ত কি ভোজ্য নির্দেশ করিয়া দিলেন ?”

দ্বিজগণের এই কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত পুরাণতত্ত্ব

রোমহর্ষণ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ । মন্ত্র ব্যতিরেকে অশুচি ব্যক্তি দ্বারা যে সমস্ত স্মৃত জাতবেদা পাবকে প্রদত্ত হয়, এবং অপাত্রে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই দৈত্যোদ্ভব বলির ভোজ্য । বিষ্ণু এইরূপে বলিরাজকে রাসাতলে স্থাপন করিয়া দেবকুলকে বিষম দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিলেন । অমর ও মহর্ষি-গণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ অন্ততময় স্বরে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ।—সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল । এইরূপে সুর, নর ও বিজ্ঞাধরদিগের মুখে মাহাত্ম্যকীর্তন শ্রবণ করিতে ভগবান্ নারায়ণ পুনর্বার বামনরূপ প্রাপ্ত হইলেন । ঋষি-কুল । লোকপাবনী গঙ্গা এইরূপে বিষ্ণুপদে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনীর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবামাত্র লোকে মহাপাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে । অহো । ভগবতীর পূত সৈকন্তের শত যোজন দূরে থাকিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এক-বার “গঙ্গা গঙ্গা” বলিয়া আহ্বান করে, সে সকল পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হয় । কি দেবালয়ে, কি শূন্ত-গৃহে যে ব্যক্তি অবহিতচিত্তে এই অধ্যায় পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং ভক্তিসহ-কারে ও নিবিষ্টমনে যাহারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, তাহারা বিষ্ণু ও গঙ্গার প্রসাদে জনন-মরণ-রেশ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ করে ।

# দ্বাদশ অধ্যায় ।

## দানবিধি । \*

অনন্তর ঋষিগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“হে মহাত্মন! কাহাকে এবং কাহারই বা দান করা কর্তব্য? কিরূপ সময় দান-পক্ষে প্রশস্ত এবং কাহারই বা প্রতিগ্রহ করা উচিত, এক্ষণে তাহা আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।” ইহাতে পরমভদ্রস্বর সূত্র পুনর্ব্বার বলিতে আবন্ত করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের পরম গুরু; তাহাকেই দান করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণই

\* শাস্ত্রকারদিগের মতে দান ত্রিবিধ;—সাম্বিক, স্বাক্ষস ও তাম্র । তদ্বৎ,—

“দাতব্যমিতি যদানং দীয়েতে হুগকারিণে ।  
দেবে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাম্বিকং স্বতম্ ॥  
যত্ত প্রত্যাগকার্যং কলমুদিত্ত বা পুনঃ ।  
দীয়েতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং স্বাক্ষসং বিদুঃ ॥  
অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়েতে ।  
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তাম্রমুদ্রিতম্ ॥”

ভগবদ্গীতা ।

কাহার কাহারও মতে দান চতুর্বিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল । যে দান নিদাম অর্থাৎ ফলের অল্পদেবে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, তাহা নিত্য; যাহা পাপ-শাস্তির নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক, ঐশ্বর্য্য, সৌরভ, পুত্র, জয় ও ঐর্গ প্রভৃতির কামনায় যাহা অর্পিত হয়, তাহা কাম্য এবং দেবরের স্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্ম-পূর্ণ হৃদয়ের সহিত অশ্বিন্দু ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহাই বিমল । এই শেষোক্ত দানই শ্রেষ্ঠ দান ।

“অহস্তহনি যৎ কিঞ্চিদীয়েতে হুগকারিণে ।  
অহুদিত্ত কলতং স্তাব্রাহ্মণায় চ নিত্যকম্ ॥

২

সূত্র পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়েতে বিদুষাং ধরে ।  
নৈমিত্তিকং তদুদ্বিষ্টং দানং সপ্তিরহুতম্ ॥

প্রতিগ্রহ করিবে, ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনই দান গ্রহণ করিতে পারে না ; অতএব তাহাদিগকে দান করা অকর্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই প্রতিগ্রহপাত্র হইতে পারে, এমন নহে, ইহার বিশেষ নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি দেবদেবী, পুত্রহীন, দান্তিক অথবা দস্তাচারনিরত, তাহাকে দান করিলে নিষ্ফল হয়। যাহারা দেববিদেবী, দ্বিজকুলকে যাহারা ঘৃণা করে, অথবা যাহা বা তাঁহাদেব অনিষ্টকামনা করিয়া থাকে, যাহারা স্বাভ্রমোচিত আচার হইতে পরিভ্রষ্ট, যাহারা পরদাবরত, পরেব দ্রব্যদর্শনে যাহাদেব লোভ উদ্ভিক্ত হয় এবং যাহা বা নক্ষত্রপাঠক, \* তাহাদিগকে দান করিলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসূয়াবিষ্ট, কৃতঘ্ন, মায়ামূঢ়, হিংসক অথবা শঠ, যে দ্বিজ অযাজ্য যজ্ঞমান রক্ষা করে, নাম † বেদ, স্মৃতি অথবা ধর্ম বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ কবে এবং স্বার্থসাধনার্থ অপরের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাকে দান করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। যাহারা পাপাচারী, স্বজনগণেষু নিকট যাহা বা নিবস্তব নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট দান গ্রহণ অথবা তাহাদিগকে কিছুই দান করিতে নাই। যাহারা সংকর্ষেব অহুষ্ঠানে নিরত, তাহাদিগকে এবং শ্রোত্রিয় ‡ ও আহিতায়ি বৃত্তিহীন § অথবা দবিত্ত কুটুম্বকে দান করা কৰ্ত্তব্য। ১০ 'হে বিপ্রবর্ষা! দেবপূজাসক্ত, সংকথাপরায়ণ,—বিশেষতঃ দবিত্তকে যর সহকারে সর্বদা দান করা উচিত।

অপত্যবিজরৈরধ্বংসার্থং যৎ প্রদীয়তে ।

দানন্তং কার্যমাখ্যাত্যবিভিধৈর্ধিচি মঠৈঃ ॥\*

দদৌষধপ্রীতনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে ।

চেতসা ধর্মবুদ্ধেন দানং চ দবিয়লং শিবম্ ॥† কৃষ্ণপুরাণ

\* নক্ষত্রপাঠক—জ্যোতিষব্যবসায়ী এক প্রকার হীন ব্রাহ্মণ।

† নাম—বাকরণ। ‡ শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ।

§ বৃত্তিহীন—যাহার জীবনব্যয় নিরীক্ষিতর ভাবে উদ্বাহ নাই।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

### ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিধি ।

মুমুক্শু মুনিগণ গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকাঁবে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সূত । মহাভাগ ভগীরথ কি প্রকাঁবে পতিতপাবনী স্রুধুনীকে অবনীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অমুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগের নিকট কীর্তন ককন ।”

তঁাহাদের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ কবিয়া পুণ্যাত্মা রোমহর্ষণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তঁাহাদিগকে সাধুবাদ করিয়া বলিলেন, হে বিজসত্তমগণ । আর্পনাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, সেই জন্তাই আপনারা এই পরম পবিত্র বিষয় শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন । এই বৃত্তান্ত সমস্ত পুণ্যের আস্পদ । মহাত্মা নারদ মুনিপুত্রব সনৎকুমারেব নিকট এই পুণ্যময় বিধরণ কীর্তন করিয়া ছিলেন । এ বৃত্তান্ত অতি মনোহর ও পুণ্যময় । ইহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মঘাতীও সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পবিত্র হইতে সমর্থ হয় । সগরকুলোদ্ভূত পুণ্যাত্মা ভগীরথ কাহার পবামর্শক্রমে, কি প্রকাঁরে লোকপাবনী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আনয়ন কবিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি,— শ্রবণ করুন ।

হে বিপ্রেস্রবর্গ । মহারাজ ভগীরথ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাগরাস্থরা সপ্তদ্বীপাশ্রিতা বহুধরাকে ধর্ম্মের অবিরোধে শাসন করিতে লাগিলেন । তিনি যেকপ গুণবান, সেইরূপ কপবান । তিনি নিত্য সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, সৎপক্ষে সমর্থনে সর্বদা নিরত থাকিতেন এবং সকল ধর্ম্ম অবগত ছিলেন । তিনি সত্যব্রত, মহাভাগ, বিস্কণ ও নিত্য যজ্ঞশীল, তিনি কন্দর্পের ছায় রূপবান, সুধাংশুর ছায় প্রিয়দর্শন, অচলসম ধীর এবং সাগরের ছায় গম্ভীর ।



তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বসম্পৎসংযুক্ত । তাঁহাকে দেখিলে সকলেরই আনন্দ হইত । তিনি আতিথেয় ও স্নেহতরঙ্গীণ ; পরাক্রান্ত, মৈত্র্য ও সকল জীবের হিতকারী । বলিতে কি, তিনি সর্বগুণসম্পন্ন । নারায়ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি । তিনি প্রত্যহ যথাবিধানে ভগবানের পূজা করিতেন । হে মুনিগণ ! মহীপতি ভগীরথের এই অসীম গুণনিচয়ের বিবরণ অবগত হইয়া স্বয়ং ধর্মরাজ একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন । তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া নরনাথ ভগীরথ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং যথাবিধানে পূজা করিয়া তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । অতঃপর যথাকালে আতিথা-সংকার সম্পাদনপূর্বক সুধাসীন ধর্মবাজের সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি কৃতাজলিপুটে বিনয়নন্দ-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সর্বতত্ত্বার্থকোবিদ মহাভাগ ! আপনার পদার্পণে আমি কৃতার্থ হইলাম । আমি সামান্ত মানব, ভবাদৃশ মহাত্মা দেবতার উপকার আর কি করিব ?”

ধার্মিকপ্রবর ভগীরথের এই ভদ্রোচ্চিত বাক্যশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম অমিয়ময় হাস্ত সহকারে স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন,—“হে রাজন ! ইহজগতে সম্পৎসৌভাগ্যেব সহিত যে স্থলে কীর্তি ও নীতি একত্রে বিরাজিত থাকে, সেই স্থলে সাধুব্যক্তি ও সর্বদেবতাগণ সর্বদা বিরাজ করেন । বৎস ! সর্বভূতের হিতানুষ্ঠান মাদৃশ ব্যক্তিদ্বিগের চরিত্র । বাস্তবিক তোমার চরিত্র যথার্থ শ্লাঘনীয় ও প্রশংসাযোগ্য ।”

ধর্মরাজের এই উদার সাক্ষ্যশ্রবণে যথাক্রমে তাঁহার চরণতলে প্রণাম করিয়া ভগীরথ সবিনয়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে ভগবন্ ! হে সর্বধর্মজ্ঞ সমদর্শী সুরেশ্বর ! এক্ষণে আমার একটি বিষয় জানিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, কৃপা করিয়া আপনি আমার সেই অভিলাষ পূরণ করুন । প্রভো ! ধর্ম কি ? কাহারাই বা প্রকৃত ধার্মিক ? ষাটনা কয় প্রকার ? কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত শাস্ত্র-বলিয়া পরিকীর্তিত হইতে পারে ? কাহারাই আপনার

সম্মাননীয় এবং কাহারাই বা শাসনীয় ? হে মহাভাগ ! এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়া আমাকে চবিতার্থ করুন ।”

এই সকল উৎকৃষ্ট প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে ভগবান্ ধৰ্ম্মরাজ ভগীরথকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ধীর গম্ভীরভাবে তৎসমস্তের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন,—“হে মহাবুদ্ধে ! তোমার মতি যথার্থই বিমলা ও উজ্জ্বলা ; সেই জন্য ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে ভূপতে ! পৃথিবীতে বহুবিধ ধৰ্ম্ম আছে ; তৎসমস্তেরই অনুষ্ঠানে জীব পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় । সেইরূপ বিস্তর ভয়ানক অধৰ্ম্ম ও যাতনা আছে, কোটি বৎসরেও সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতে পারা যায় না । স্মৃতবাং সংক্ষেপে বলিতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর । বৎস ! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দ্বিজদিগকে বৃত্তিদান করিলে মহাপুণ্য অর্জিত হইয়া থাকে । সেই দ্বিজগণ যদি শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হইবেন, তাহা হইলে সেই দান অক্ষয় হয় । যিনি কলত্রবান্, শাস্ত্রবিৎ, অথবা শূণ্যসম্পন্ন শ্রোত্রিয়কে বৃত্তিদানে স্থাপিত করেন, তিনি পরম পুণ্য লাভ করিতে পারেন,—তিনি মাতৃ ও পিতৃপক্ষের দ্বিকোটি কুলে পরিবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর স্বাক্ষর্য্য \* এবং পরম মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদান সহ স্থাপন করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, তাহা অসীম, অনন্ত ও অসংখ্য । ‘লোকে ভূমির ধূলিজাল অথবা আকাশের বৃষ্টিবিন্দু গণনা করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মস্থাপনের পুণ্য স্বয়ং বিধাতাও কখন গণনা করিতে পারেন না ।

হে মহীপাল ! শাস্ত্রে কথিত হয় যে, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ । সেই সর্বদেবময় ব্রাহ্মণকে জীবনদান করিলে যে মহাপুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহা কে সম্যক্ বর্ণনা করিতে সমর্থ ? যিনি বিপ্রকুলের হিতানুষ্ঠান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের, সকল তীর্থস্থানের, অশ্বিন তপশ্চরণের ফললাভ করিতে সমর্থ

হয়েন। যে ব্যক্তি তড়াগ খনন করায় এবং যে তাহা খনন করে, তাহাদের পুণ্যফল শত বর্ষ ধরিয়া বর্ণন করিতে পারা যায় না। তড়াগকর্তা পঞ্চকোটি কূলে সমাবৃত হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন পূর্বক তথায় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করে। পথশ্রমে ক্লান্ত এবং রৌদ্র-তাপে তাপিত হইয়া পথিককুল সেই সরোবরতীরস্থ স্নিগ্ধ-চ্ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষতলে উপবেশনানন্তর তৃষ্ণানিবারণার্থ জলপান পূর্বক যখন পরম শান্তি লাভ করে, তখন সেই তড়াগকর্তার সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। আহা, চিরজীবনের মধ্যে যে ব্যক্তি একদিনের জন্মও পৃথিবীকে সলিলে অভিষিক্ত করিতে পাবে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিদিবধামে শতবর্ষ অর্গস্বথ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। পুঙ্করিণী খনন করিতে যাহারা সহায়তা করে, তাহারাও মহাপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। রাজন্! তড়াগ খনন কবা মহাপুণ্য; এমন কি, যে ব্যক্তি তড়াগগর্ভ হইতে পরার্কমাত্র মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূলে, সে কোটি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চাশৎ অক্ষঃ ত্রিদিবপুরে বাস করিতে সমর্থ হয়।

মহীপতে! দেবালয় পরম পবিত্র স্থান। যে ব্যক্তি শিবের অথবা নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা নির্মাণ করে, সে মাতৃ ও পিতৃ-পক্ষের লক্ষকোটি কূলে সমাবৃত হইয়া কল্পত্রয় বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পবে সেই পবিত্রতম স্থলেই নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়া জন্ম-মরণ-যাতনা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা দ্বারা যে ব্যক্তি দেবালয় নির্মাণ করে, সে ব্যক্তি মাতৃ-পিতৃপক্ষের শতকোটি কূলে সমাবৃত হইয়া বিষ্ণুপদে তিন কর বিহার পূর্বক সেই স্থানেই পরম মোক্ষ লাভ করে। কাষ্ঠে মৃত্তিকার দ্বিগুণ, ইষ্টকে ত্রিগুণ, শিলায় চতুগুণ, স্ফটিকে দশগুণ, তাম্রে শতগুণ এবং স্বর্ণে কোটিগুণ পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়। হে রাজন্! তড়াগ-প্রতিষ্ঠার অর্ধ ফল কাসারে, † কূপে তাহার একপাদ এবং কুল্যায় ‡ তাহার শতাংশ

\* অক্ষ—বৎসর।

† কাসার—সামান্ত সরোবর।

‡ কুল্যা—কৃত্রিম সরোবর।

পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । বৎস ! দেবগুণা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধনি-  
দরিদ্রের ভেদাভেদ নাই । ধনাঢ্য ব্যক্তি পাষণ দ্বারা দেবনিকেতন  
প্রতিষ্ঠা করিয়া যে পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, দরিদ্র সামান্ত মৃত্তিকা  
দ্বারা তাহা করিয়া সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় । ধনবান্  
লোকেব গ্রামদান এবং নিধনের হস্তপ্রমাণ ভূমিদানের সমান কল ।  
ধনসম্পন্ন ব্যক্তি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরে ছায়াতরু  
রোপণ করিলে মহাপুণ্য লাভ করিয়া থাকেন । রৌদ্রের প্রখবতাপে  
ক্লান্ত হইলে জীবগণ সেই সকল বৃক্ষের ছায়াতলে বিরাম লাভ  
করিয়া যখন উদাবহদয়ে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কবিত্তে থাকে, তখন  
তাঁহার জন্ত স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় । যাহারা আবাস, দেবগৃহ, তড়াগ  
অথবা কূপ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাভাগ,—এমন  
কি, নারায়ণও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন ।

হে নরনাথ ! সর্ব্বলোকের উপকারার্থ অথবা দেবপূজার নিমিত্ত  
যাহারা কুসুম-কানন স্থাপন করে, তাহারা অসীম পুণ্যলাভ করিতে  
সমর্থ হয় । সেই পুষ্পোচ্চানে কুসুমতরু-নিচয়ে যত পর্ণ ও প্রসূন জন্মে,  
তাহারা তাৎকাল শতকোটি কুলে সমন্বিত হইয়া স্বর্গে অসীম  
সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে । যে সকল মনুষ্য তুলসী-বোপণ  
কবে, তাহারা মাতৃতঃ ও পিতৃতঃ সপ্ত কোটি কুলে সংযুক্ত  
হইয়া নারায়ণের সম্মুখে শতকল্প বাস করিতে সমর্থ হয় ।  
যাহারা তুলসীগুলস্থ মৃত্তিকা লইয়া জলাটে উর্দ্ধপুণ্ড ধারণ  
করে, সেই স্থলে তাহাদের অপর একটি নয়ন উন্মুক্ত হইয়া  
থাকে । হে রাজন্ ! তুলসীবৃক্ষে সর্ব্বদেবতা সর্ব্বক্ষণ বাস করেন ।  
তুলসীমূল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য । যে ব্যক্তি তুলসীতল  
হইতে যতগুলি ভূণ উৎপাটন করে, সে ততগুলি ব্রহ্মহত্যাজনিত  
পাপ হইতে মুক্ত হয় । যিনি গণ্ডমাত্র সলিলে তুলসীমূল সেচন  
করেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ীর সহিত স্নদীর্ঘকাল, বাস করিতে সমর্থ  
হয়েন ; যত দিন চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি জগতে আলোক প্রদান  
করিবে, তত দিন তিনি নারায়ণের পার্শ্ব হইতে কিছুতেই অন্তরিত

হইবেন না । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজার নিমিত্ত হুকোমল তুলসী-  
দল চয়ন করিয়া দেয়, সে তিনকূলে সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুভবনে স্থান  
প্রাপ্ত হয় । আহা ! তুলসী পরম পবিত্র । তাহাকে অথবা তাহাব  
কাষ্ঠ কর্ণে ধারণ করিলে উপপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা  
যায় । কমলাকান্তের চরণকমল কোমল তুলসীদলে পূজা করিলে  
ব্রহ্মলোকে স্থান লাভ করিয়া মানব পুনরাবুত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ  
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি পূর্ণিমা অথবা দ্বাদশী তিথিতে প্রস্থমাত্র\*  
ছন্দ দ্বারা নারায়ণকে স্নাপিত করে, সে অযুতকূলে সংযুক্ত হইয়া  
বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় । এইরূপ যিনি দ্বাদশী তিথিতে  
প্রস্থমাত্র যুক্ত অথবা একাদশীতে পঞ্চায়তে জনার্দ্রনকে স্নান করান,  
তিনি কোটিকূলে সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

হে নৃহীপতে ! একাদশী, দ্বাদশী অথবা পৌর্ণমাসীতে নারি-  
কেলোদকে যিনি নারায়ণকে স্নাপিত করেন, তিনি শত-  
জন্মার্জিত পাপরাশি হইতে নিমুক্ত হইয়া দ্বিশত কুলের সহিত  
দীর্ঘকাল বিষ্ণুর সহিত বাস করিতে সমর্থ হয়েন । পুষ্পোদক  
অথবা গন্ধসলিলে গোবিন্দকে ভক্তিসহকাৰে স্নাপিত করিলে মানব  
যুগকাল স্বর্গের অধিপতি হইতে পারে এবং ময়ূপ্ত জলে অথবা  
ইক্ষুকীরে দেবদেব চক্রপাণিকে স্নান করাইলে মানব অযুত কুল-  
যুক্ত হইয়া ভগবানের সহিত বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ।

রাজন্ ! বিবিধ বিধানে শিব ও নারায়ণকে স্নাপিত করিয়া  
মনোহর গন্ধ ও পুষ্প-সমূহে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে তাঁহাদের  
স্বাক্ষপ্য লাভ করিতে পারা যায় । বিকচ কমলদলে যে ব্যক্তি  
বিষ্ণু অথবা শিবকে পূজা কবে, সে কুলজিত-সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-  
লোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নারায়ণকে কেতকী, চম্পক,  
বন্ধুক ও সেফালি এবং শিবকে নিশাকালে ধুতুর, অর্ক, জাতী ও  
রুদ্র ( বক ) পুষ্পে পূজা করিলে তত্ত্বদেবের স্বাক্ষপ্য প্রাপ্ত হইয়া  
তাঁহাদিগের চরণতলে স্থানলাভ করিতে পারা যায় । হে রাজেন্দ্র !

\* প্রস্থ—পরিমাণবিশেষ । চারি মুষ্টিতে এক হুড়ব ও চারি হুড়বে এক প্রস্থ

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কুম্ম আছে ; হবি ও হর তৎসমস্তেই অমুরক্ত । সেই সকলেব মধ্যে প্রস্থ ও শমীপুষ্প উভয়েবই অতি প্রিয় । চতুর্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি গিরিজাপতি শিবকে অপামার্গ-দলে পূজা কবিতে পারে, সে শিবসায়ুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় । শঙ্কর অথবা বিষ্ণুকে ধূপ ও ঘৃতযুক্ত গুগ্গুল দিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ কবিতে পারা যায় । হে নবোক্তম ! যে ব্যক্তি বিষ্ণু ও শঙ্করকে তিলতৈলাবিত অথবা ঘৃতযুক্ত দীপ প্রদান করে, সে সর্বকামের সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাদিগের পদ প্রাপ্ত হইতে পারে ।

লোকনাথ ! ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ,—ব্রাহ্মণ দেবতার স্বরূপ ; অতএব যাহা কিছু ইষ্ট বস্তু, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিলে বিষ্ণু-ডবনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় । অন্নদান পরম-পুণ্যপ্রদ অমুষ্ঠান । অন্নদান কবিলে জগহা \* ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে । বৎস ! অন্নদান ও জলদানের তুল্য দান আব নাই । শরীর অন্নজ, অন্ন প্রাণ, সেই জন্ত অন্নদাতা প্রাণদাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন ; —প্রাণদাতা সর্বদাতা, স্তত্রাং অন্নদাতা সর্বদাতা । অন্নদান হইতে সকল প্রকার দানের ফল লাভ করিতে পারা যায় । শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অন্নদাতা অযুতবংশে সমধিত হইয়া ব্রহ্মসদনে স্থান প্রাপ্ত হইবেন ;—আর তাঁহাকে পুনরাবৃষ্টি-ব্রেশ † ভোগ করিতে হয় না । সেইরূপ জলদান মহাপুণ্যপ্রদ ; জলদান হইতে সদ্য পরম ভুষ্টি লাভ করিতে পারা যায় ; স্তত্রাং জলদান অন্নদান হইতেও শ্রেষ্ঠ দান । যে ব্যক্তি মহাপাতকী অথবা সর্বপাতকযুক্ত, সে অন্নজল দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে নিবৃত্তি লাভ করে । অন্নজলদাতার কুলে যাহারা ভগ্নগ্রহণ করে, তাহারাও নরকের ভীষণ মূর্ত্তি হইতে চিরকাল দূরে থাকে ; অতএব, বৎস ! সর্বদা ভক্তিসহকারে দ্বিধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নজল দান করিবে ।

\* যিনি গর্ভস্থ শিশু দান করেন, তিনি জগহা ।

† পুনরাবৃষ্টি—পুনরাগমন ।

হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অতিথির সেবা-শুশ্রূষা করে, সে পরম পুণ্যবান । গদ্যশ্রবণ করিয়া যিনি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে অতিথি পাদদ্বয় অভ্যঞ্জন করিয়া থাকেন, তিনি সকল তীর্থস্থানের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন । কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে যে রক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভূমি অথবা পয়স্বিনী গাভী প্রদান করে, তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় সদা নিরত থাকে, সে যে অসীম পুণ্য অর্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা কেহই গণনা করিতে পারে না । ভয়বিহ্বল ব্যক্তিদিগকে যিনি অভয় দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে । একমাত্র ভবানী প্রাণিকুলের প্রাণরক্ষণরূপ মহাব্রত হইতে সকল প্রকার যজ্ঞামৃষ্ঠানের ফললাভ হয় । ভয়বিহ্বল ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি রক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণু । প্রাণরক্ষা সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ।

হে মহীপাল ! এতদ্ব্যতীত অপর অপর দান হইতে যে যে পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কব । বহুদাতা ব্রহ্মভবনে, কণ্ঠাদাতা ব্রহ্মপদে এবং সুবর্ণদাতা বিষ্ণুভবনে স্থান পাইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠাকে নানাভূষণে ভূষিত করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করে, সে শতবংশে সমাবৃত হইয়া ব্রহ্মপদে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয় । কার্তিকীপৌর্ণমাসী তিথিতে অথবা আষাঢ়মাসে মহাদেবের তুষ্টিসাধনার্থ যিনি বৃষভ দান করিয়া থাকেন, তিনি সপ্তজন্মার্জিত পাপ হইতে নিম্মুক্ত এবং সপ্ততি কুল-সংযুক্ত হইয়া ক্রতুর সহিত বাস করিতে সমর্থ হইবেন । শিবলিঙ্গাবৃতি করিয়া যে ব্যক্তি তৎসম্মুখে মহিষ উৎসর্গ করিয়া থাকে, তাহাকে আর কোন যাতনাই ভোগ করিতে হয় না । যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ভাঙ্গুল, ক্ষীর, ঘৃত ও দধি প্রদান করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ত্রীসম্পন্ন পদ প্রদান করেন, সে দিব্যযুগ পর্য্যন্ত পরম সুখের সহিত স্বর্গপুরে বাস করিয়া থাকে । ইক্ষুদানে চন্দ্রভবন, গুড় ও ইক্ষুরসদানে ক্ষীরসাগর, গন্ধ-পুষ্প-ফলদানে ব্রহ্মপদ, জলদানে সূর্য্য-লোক এবং বিদ্যাদানে নারায়ণের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায় ।

পরনাথ ! শাস্ত্রে তিনটি দান মহাদান বলিয়া বর্ণিত আছে

তাহা বিজ্ঞা, গাভী ও ভূমি । বিদ্যাদান পরম শুভকর অনুষ্ঠান । ইহা দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয় । যাহার সাহায্যে লোক প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, যাহা সকল প্রকার হুখের নিদান, তাহা কি সামান্য ধর্ম ? এই মহান্ ধর্মের অনুষ্ঠানে নারায়ণের সাযুজ্য লব্ধ হইয়া থাকে । অতএব সর্বদা বিদ্যাদানে নিরত থাকিবে ।

হে পরম্পদ ! \* ধাত্যদাতাকে ত্রীপতি ধন দান করিয়া থাকেন ; ধাত্যদাতা উপপাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসদনে স্থান প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শিবলিঙ্গদানে অধিকতর পুণ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করিলে মানব যে মহাপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, একমাত্র শিবলিঙ্গ-দানে সেই পুণ্যলাভ করিতে পারা যায় । শালগ্রামশিলাদানে ইহার দ্বিগুণ ফল অর্জিত হইয়া থাকে । এইরূপ হেম, মাণিক্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলে মানব পরম মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় । হে নৃপতে ! ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রদানের ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দিষ্ট আছে । হীরকদানে ঐশ্বর্যলোক, বিষ্ণুমদানে † স্বর্গ, মৌক্তিকদানে চন্দ্রলোক, পদ্মরাগ ও বৈদূর্য্যদানে ‡ রুদ্রলোক লাভ করিতে পাবে । অলঙ্কারদানে সর্বত্র সুখলাভ কবিত্তে পাবা যায় । সেইরূপ সম্মানদান করিলে লোকে বিমানারোহণে সৌরলোকে স্থান প্রাপ্ত হয় ।

হে মহীপতে । স্ব স্ব আশ্রমোচিত আচারের অনুষ্ঠানে যাহারা সর্বদা নিরত, সংকর্ম্মসাধন যাহাদের একমাত্র প্রধান ব্রত, যাহারা অদাস্তিক ও গতাস্থ্য, যাহারা সকলকে সংশিক্ষা প্রদান কবিত্তে ভালবাসেন, যাহারা রাগ, ঘেব ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং বিকৃতকৃত্ত, তাঁহারা বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পাইয়া থাকেন । সাধু ব্যক্তির সমাগমে যাহারা আহ্লাদিত হইয়া থাকেন ; সর্বভূতের হিতানুষ্ঠান যাহাদের প্রধান ব্রত ; হিংসা, ঘেব, পরনিন্দা ও পবনানি প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিনিচয়কে যাহারা বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগকে আমার নিকতন দেখিতে হয় না । যাহারা

\* পরম্পদ—শক্রহননকারী ।

† বিষ্ণুম—প্রবাল । ‡ বৈদূর্য্য—নীলকান্তমণি । পদ্মরাগ—মরকতমণি ।



জিতেন্দ্রিয় ও জিতাহার, সুশীল ও সচ্চরিত্র, ব্রাহ্মণকুলের হিতাহুষ্ঠানে যাহারা সর্বদা ব্যস্ত ; যাহারা অগ্নি, গুরু ও যতি-তপস্বীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তাহারা যমযাতনা হইতে মুক্তি লাভ করেন। অনাথ, নিঃসম্বল ও সহায়হীন ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিলে, যিনি তাহার অন্ত্যেষ্টিসংকারে সহায়তা করিতে পারেন, তিনি সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি কাহারও নিকট দান গ্রহণ কবেন না, দেবার্চন ও হরিনাম-কীর্তন যাহার একটি প্রধান ধর্ম, তিনি নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হবেন।

হে জনেশ্বর! পূজারহিত শিবলিঙ্গকে যিনি বিদ্বপত্র, পুষ্প, ফল, অথবা জল দ্বারা পূজা করেন, তিনি যে মহাপুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হবেন, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গণ্ডুষমাত্র উদকে শূচলিঙ্গ পূজা করে, সে লক্ষ অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে। পূজাবিরহিত পরিত্যক্ত শূচলিঙ্গকে বিদ্বপত্র ও কুশুমরাগি দ্বারা পূজা করিলে অযুত অশ্বমেধের ফল এবং ভক্ষ্য-ভোজ্য অথবা ফলদ্বারা পূজা করিলে শিবের সাধুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। সেইরূপ পূজারহিত বিষ্ণুকে ফল, পুষ্প, পত্র অথবা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে মানব উক্তরূপ মহাফল প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! যাহা বা জল দ্বারা দেবালয় বিধৌত করিয়া থাকে, তাহা বা অসীম পরম পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ। তৎপ্রদত্ত মলিল-সেচনে দেবমন্দিরের যত ধূলিকণা দ্রবীভূত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি তত সহস্র কল্প বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে গন্ধোদক দ্বারা দেবতায়তন সেচন করে, তাহার প্রদত্ত গন্ধজলে যতগুলি পাংশুকণিকা দ্রবীভূত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর বারূপ্য লাভ করিয়া তত সহস্র কল্প অমরধামে বিরাজ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি স্ফটিকনির্মিত দীপমালা দেবালয়ে প্রজ্জ্বলিত কবে, সে প্রত্যহ প্রতিদিন অশ্বমেধ-যজ্ঞাহুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, পরিশেষে দেহান্তে বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া তথায় শত বৎসরকাল যাপন করিতে পারে।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।



### পাপ ও পাপীর শাস্তি-বিবরণ ।

সর্ব্বধর্ম্মবিং ত্রিকালজ্ঞ কাল আবার বলিতে লাগিলেন, “হে রাজন্ ! এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন পাপ ও স্থূল স্থূল যাতনা-সমূহের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, ধীরভাবে শ্রবণ কর । যাহারা পাপী, যে ছুরাঙ্গগণ পবের সর্ব্বনাশসাধনে সদা-ব্যস্ত, তাহারা ভয়াবহ নবকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে । বংস ! পাপীর যে কত প্রকার ভীষণ শাস্তি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না । কেহ নৈদাঘ উপনেব স্রোতঃ সহস্র মার্গেণ প্রচণ্ড কিরণে দগ্ধ হইতে থাকে ; কেহ বালুকা-কুস্ত, রৌরব, মহারৌরব, কুস্তোপাক, নিরুচ্ছ্বাস, কালমূত্র ও প্রমর্দন প্রভৃতি মহাত্যাগেব অসহ্য যন্ত্রণাময় নরককুণ্ডসমূহে নিমজ্জিত হয় ; কেহ বা স্তূপীয় অসিপত্র-বনের উপরিভাগে উৎকট হিমানীময় গভীবতনঃকূপে নিমজ্জিত হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণাভোগ করিতে থাকে । কোথায়ও ভীষণদণ্ডে অসংখ্য কুহুর গলক্রধিরাক্ত বিকট মুখ ব্যানিত করিয়া রহিয়াছে এবং যে কোন পাপী তাহাদিগেব সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অননি শ্রবণভৈরব গর্জনে তাহাদিগকে দংশন করিতেছে । এক স্থলে অগণ্য পাপী বিকট পুতিগন্ধপূর্ণ বিশাল মূত্র ও পুরীষত্বদ-সমূহে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া বার বার বাশি বাশি মলমূত্র গলাধঃকরণ করিতেছে । অপর স্থলে উত্তপ্ত ধূলি ও উত্তপ্ত শিলা-রাশির উপর সহস্র সহস্র পাতকী শায়িত রহিয়াছে ; উৎকট তাপে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, তথাপি ইতভাগ্যাদিগের নিদ্রার নাট । কোথায় বা দুর্গন্ধময় শোণিতরূপে নিমজ্জিত হইয়া কত পাপী প্রচুর পরিমাণে রক্ত পান করিয়া বেগিতেছে ; আবার কেহ বা উৎকট যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া উদ্ভটক দিগ্ধ মেহে

দংশন করিতেছে ; প্রত্ননিষ্ঠ বহিন্মণ্ডে প্রবিষ্ট হইতেছে । কাহার  
পৃষ্ঠে শিনারানি, কাহার শরীরে শত্ৰুজাল এবং কাহারও সর্পাঙ্গে  
বহিরানি বসিত হইতেছে । কেহ বা নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত  
হইয়া উৎকট ক্লারোমক ও উত্তপ্ত সলিল পান করিতেছে,  
আরক্ৰোম অয়ঃপিণ্ড ভক্ষণ করিতেছে ; অথবা উৰ্দ্ধগদে  
অধোমস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে । কেহ বা শূন্যমার্গে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত  
ও উৎক্লিপ্ত হইতেছে । কোথাও লক্ষ লক্ষ পানী পুরীষদ্রুমে নিমগ্ন  
হইয়া অনর্গল কুমিভোজন করিতেছে । কাহার নয়নযুগলে অথবা  
নখসঙ্ঘিসমূহে অসংখ্য স্ত্রীকুল সৃষ্টি প্রবিষ্ট হইতেছে । হে মহাভাগ !  
এতদ্ভ্যাতীত অসংখ্য উৎকট শাস্তি আছে ; তদ্বধ্যে রেতঃপান, পুরীষ-  
লেপন, ক্রকচ্ছেন্দন, \* তপ্তাসারশয়ন, মুখলমর্দন, তপ্তায়ঃশয়ন, †  
তপ্তায়োভক্ষণ প্রভৃতিই প্রধান । রামন্ ! এই প্রকার যে কোটি কোটি  
ভীষণ যাতনা আছে, সহস্র বৎসরেও আমি তাহা বর্ণন করিয়া শেষ  
করিতে পারি না ।

হে মহীপাল ! এক্ষণে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে, তৎ-  
সমস্তের বিবরণ আমি সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা  
ব্রহ্মঘাতী, হুঁরাপাগী, স্ত্রীয়া ‡ ও গুরুতরগামী, তাহারামহাপাতকী ।  
বৎস, শাস্ত্রানুসারে বহুপ্রকার ব্রহ্মঘাতক আছে ; তদ্বধ্যে পংক্তিভেদী,  
ব্রূধাপাকী, ব্রাহ্মণনিন্দক, আদেশী ও বেদবিক্রেতাই প্রধান । ধনের  
প্রলোভন দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে বহুহে আনয়নপূর্বক যে ব্যক্তি পশ্চাৎ  
'নাই' বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করে, শাস্ত্রমতে সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী ।  
যে ব্যক্তি ভৃগুভিকৃত, যে পানার্থে ধাবমান খেত্ৰকুলের পথ রোধ  
করে, ব্রাহ্মণকে স্নানার্থ অথবা ভোজনার্থ গমন করিতে দেখিয়া যে  
তাঁহার পথের অন্তরায়স্বরূপ হয়, সেই নরাধম ব্রহ্মঘাতী । যে ব্যক্তি  
শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া ভবিষ্যের তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, যে লোক

\* ক্রকচ্ছেন্দন—করাতধারা ছেদন ।

† তপ্তাসারশয়ন—তপ্তলৌহনিঃসৃত উপর শয়ন ।

‡ স্ত্রীয়া—চোর ।

অহঙ্কারব্রত, দ্বিভ্রান্তিক, শাস্ত্রবিদ্বেষী অথবা মিথ্যাবাদী, সে পাপিষ্ঠ ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী । প্রায়শ্চিত্ত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতিকে যে মানব শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে না, যে মূঢ় ঐশ্বর্য্যভিমান অথবা বিজ্ঞা ও ধনমদে মগ্ন, যে আত্মাকর্ষণপরায়ণ, অথবা যে ব্যক্তি অপ-  
রের সুখশান্তির পথে কষ্টক বোপণ করে, সে ব্রহ্মঘাতক । যে মানব প্রাণিহত্যা করে, নিত্য পরেব নিকট দান গ্রহণ করিয়া থাকে, অধ-  
র্ম্মের প্রত্নয় দেয়, সে নবাধম ব্রহ্মঘাতক ।

হে রাজন্ ! ব্রহ্মহত্যার তুল্য এইরূপ বহুবিধ পাপ আছে ;  
তৎসমন্তের বিস্তৃত বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করা কঠিন । এক্ষণে সুরা-  
পানের সমান পাপসমূহের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি । যাহারা গগক,  
গণিকা, দেবল \* ও পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, উপাসনা পরি-  
ত্যাগ করে, অথবা সুরাপায়িনী রমণীর সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে,  
তাহারা সুরাপানজনিত পাপের ভাগী হয় । যে দ্বিজশূত্র কষ্টক  
সমাহৃত অথবা অহুজাত হইয়া তাহার বাটীতে ভোজন করে, যে  
সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী ও সর্ব্বকর্ম্মহীন, তাহাকে সুরাপানজনিত পাপ স্পর্শ  
করিয়া থাকে ।

মহীপতে ! হেম-হরণ মহাপাপ ; ইহাতে যে ঘোরতর শাস্তি  
ভোগ করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি ; এক্ষণে যে সকল পাপ  
ইহার তুল্য, তৎসমন্তের অতি সংক্ষেপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম । বৎস !  
চৌর্য্য ঘোরতর পাপ । বহুমূল্য বস্তু হরণ করিলে যে পাপ, সামান্য  
কন্দমূল-বস্তু অথবা তৃণমাত্র অপহরণ করিলেও সেই পাপ । অতএব  
ফল, পুষ্প, কস্তুরী, পট্টবাস, ঔর্ণবাস, দমি, ছদ্ম, হুত, মধু, চন্দন ও  
কপূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য, তাম্র, সীস, কাংস্ত প্রভৃতি ধাতু এবং ধাতু  
ও রত্নাক্র প্রভৃতি বস্তু অপহরণ করিলে হেম-হরণের পাপ গ্রহণ  
করিতে হয় । যাহারা ছহিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, রজঃস্বপা স্ত্রী, হীন-  
জাতীয়া অথবা মজ্জপা রমণী, পরস্ত্রী, ভ্রাতৃবনিতা, বন্ধুভার্য্যা ও বিশ্বস্তা

\* দেৱল—গ্রান-বাকক, যান গ্রান-বাচকাল মনুষ্য সকলেরই পুরোহিত ।

রমণীতে অভিগমন করে, তাহারা গুরুপত্নী-হরণের পাপ গ্রহণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অকালে কোন কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করে, বেদকে অশ্রদ্ধা করে, পিতৃযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া যায়, অথবা যতি-তপস্বি-গণের নিন্দা করিয়া থাকে, সে গুরুপত্নীগমনের পাপ প্রাপ্ত হয় । হে রাজন্ ! এইরূপে বহুবিধ মহাপাপের বিবরণ পরমতত্ত্ব পরমর্ষি-গণ শাস্ত্রসমূহে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন । সে সকল পাপ অতি ভয়ঙ্কর, অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই । যে ব্যক্তি শূদ্রস্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ অথবা নারায়ণ-বিগ্রহ পূজা করে, সে সকল প্রকার কঠোর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, যত দিন চন্দ্রনক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, তত দিন সে সেই সমস্ত দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না । যে লিঙ্গ পাষণ্ডগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রণাম করিলে পাষণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয় । হে রাজন্ ! বেদবিৎ অথবা সর্বশাস্ত্রবিদ্যার ব্যক্তিও যদি আভীরপূজিত \* লিঙ্গ পূজা কবে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে । যোষিংপূজিত লিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি পূজা করে, সে কোটিকুলে পরিবৃত্ত হইয়া আকল্মকাল রৌরবহুদে কষ্টভোগ করিতে থাকে । হে রাজন্ ! মদ্রবিৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বেদবিহিত বিধানানুসারে যে লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লিঙ্গকে যোষিং † অথবা শূদ্রগণের স্পর্শ করা উচিত নহে ; স্পর্শ করিলেই তাহা পতিত হইয়া থাকে । অমুপনীত, শূদ্র ও স্ত্রী বিষ্ণু বা শঙ্করকে স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই । অতএব স্বাত্মমাচার-হীন, শূদ্র, আভীর ও পাষণ্ড ব্যক্তি কর্তৃক পূজিত বিষ্ণু অথবা শিবকে স্বপ্নেও অর্চনা করিতে নাই,—কবিলে মহাপাপ আশ্রয় কবিত্তে হয় ।

হে নরেশ্বর । যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ করে, শূদ্রস্ত্রীতে অভিগমন করে, শূদ্রাঙ্গে জীবনধারণ করে, আব যাহারা বিশ্বাসঘাতক

\* আভীর—গোয়াল ।

† যোষিং—দ্বী ।

ও কৃতঙ্গ, তাহারা মহাপাতকী ; বরং ব্রহ্মঘাতকগণ কোনরূপে মুক্তি পাইতে পারে, তথাপি ঐ মহাপাপিগণ কিছুতেই নিকৃতি পায় না । যাহারা শিব, বিষ্ণু, বেদ ও গুরুকে নিন্দা করে, যাহারা সংকথার বিরোধী, তাহারা কি ইহলোক, কি পরলোক কোন লোকেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না । বৌদ্ধগণ বেদনিন্দক, সেই জন্ত তাহারা শাস্ত্রে পাষণ্ড বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; অতএব যে দ্বিজের বেদে ভক্তি আছে, মোক্ষ লাভ করিবার অভিলাষ আছে, তিনি যেন কখনও বৌদ্ধালয়ে প্রবেশ না করেন,—যেন কখন সেই পাষণ্ডদিগের মুখাবলোকন না করেন । শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, যে দ্বিজ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ একবার বৌদ্ধ-মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই ; তাহাকে কোটিকল্প নরক-ভোগ করিতে হইবেই হইবে । এইরূপ পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্তই নাই ; সুতরাং নিকৃতি পাওয়া অসম্ভব ।

রাজন্ ! ব্রহ্মঘাতী, পুরাপায়ী, গুরুতল্পগ \* ও পাষণ্ড প্রভৃতি যে পাপিগণের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তিত হইল, তাহারা কি কি শাস্তিভোগ করে, তাহাবরণ প্রবণ কর্ব । সেই নরার্থমগণ অযুতবংশে সমন্বিত হইয়া কোটি কোটি কল্প ধরিয়া নিদারুণ নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে ; পবে কর্মাবসানে স্বাবরহ প্রাপ্ত হইয়া তিনকল্প সেই অবস্থায় যাপন কাব ; তদন্তে কৃমি হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে । কৃমিজন্যের পর ভুজঙ্গ-জন্ম । এইরূপে এককল্প অতিবাহিত করিয়া তাহারা পশুজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং সহস্র যুগ পশুজীবন ভোগ করিয়া স্লেচ্ছবুলে জন্মগ্রহণ করে । এইরূপে ক্রমে ক্রমে কর্মাবসানে সেই পাপিগণ প্রথমে ছেয় গোলক, পরে কুণ্ড † এবং পরিশেষে অকিঞ্চন ‡ দীন-হীন বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য ভিক্ষা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনযাপন কবিত্তে থাকে । আহা !

\* গুরুতল্পগ—গুরুপত্নীহরণকারী ।

† গোলক—স্বামী অবর্তমানে উপপতিত পুত্রের নাম । কুণ্ড—স্বামী বিচ-  
নানে উপপতিত পুত্রের নাম ।

‡ অকিঞ্চন—স্বামীর কিছুই নাই ।

হতভাগ্যগণ প্রতিগ্রহ হইতে আবার পাপগ্রহণ করিয়া পুনর্বার নবকে নীত হয়। হতভাগ্যদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই।

হে রাজন্! ইতিপূর্বে তোমার নিকট যে সকল যাতনার বিবরণ বলিয়াছি, মহাপাতকিগণ সেই সমস্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্তকাল নিপীড়িত হয়। তাহার পর পৃথিবীতে আসিয়া সপ্তজন্ম গর্দভ, পবে দশজন্ম কুকুর ও বিষ্ঠাভোজী শূকর, শতাব্দীকাল বিষ্ঠাকৃমি, শত বৎসর মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে; তদন্তে দ্বাদশজন্ম সর্প, তাহার পর বোডশজন্ম শূজাদি হীনজাতি, তদন্তে দ্বিজন্ম বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ পূর্বক নিজ বলমতে মত্ত হইয়া নিত্য অপরের সুখশান্তির পথে বাধান্বাপন করাতে হতভাগ্যগণ আবার মলুষ্যজন্ম হইতে পতিত হয়, আবার সহস্রজন্ম পশুকূলে কাল হরণ করিয়া চণ্ডালকূলে জন্মগ্রহণ করে। সেই কষ্টকর জীবন সপ্তজন্ম ভোগ করিয়া তাহারা পবিশেষে বিপ্রকূলে সমুত্ত হয়। কিন্তু হতভাগ্যদিগের তাহাতেও নিস্তার নাই। দ্বিজকূলে জন্মলাভ করিয়াও তাহারা সুখী হইতে পারে না। নিত্য অভাব—অনাটন; নিবস্তব দারিদ্র;—সর্বদাই ব্যাধি—ব্যামোহ। জীবিকা-নির্বাহের উপাযান্তর না দেখিয়া তাহারা অল্পদিন প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া থাকে; তাহাতে আবার পাপে পতিত হইয়া পুনর্বার নরকভোগ কবিতে বাধ্য হয়।

হে ভূপতে! যাহারা অনুয়াবিষ্ট পরহিংসাপরায়ণ, পরের সুখৈশ্বর্য যাহারা দেখিতে পারে না, তাহারা রোরব-নামক মহাভয়াবহ নরককূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; তথায় দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করিয়া ষোড়শজন্ম চণ্ডালব প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! যে মূঢ় বলে যে, গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে কিছুই দান করিতে নাই, সে কুকুর-জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডাল হইয়া পড়ে; তাহার পর বলকাল বিষ্ঠার কৃমি হইয়া অতিবাহিত করে; তদন্তে তিনজন্ম ব্যাক্রকূলে সম্ভ্রাত হইয়া পরিশেষে নরককূলে নিক্ষিপ্ত হয়; তথায় তাহাকে একসপ্ততি যুগ মরকষণা ভোগ করিতে হয়।

নরপাল ! যাহারা পরনিম্মাপরায়ণ, সর্বদা সকলকে কঠোর বাক্য বলিতে যাহারা ভালবাসে, যাহারা দানাদি পুণ্যক্রিয়ার বিষয় উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদিগের বদনবিবরে তপ্ত লৌহপিণ্ড অর্পিত হয়,—তাহাদিগের নয়নে তীক্ষ্ণ সূচি প্রবিষ্ট হয় । যাহারা পরদ্রব্য হরণ করে, তাহারা অতি কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া থাকে ; আমার ভীমদর্শন কিষ্করগণ তাহাদিগের পদাদুষ্ট ধারণ-পূর্বক ভীমবেগে সেই হতভাগ্যদিগকে নরককূণ্ডে নিক্ষেপিত করিয়া নিরন্তর আয়সদণ্ডে \* তাড়না করিতে থাকে । এইরূপ শোচনীয় হ্রস্বকাল শতবৎসর অতিবাহিত হইলে তাহাদিগের কণ্ঠে চূর্ণর পাষণ সংলগ্ন হইয়া হতভাগ্যগণ শোণিতহ্রদে নিক্ষিপ্ত হয় । তথায় শতাব্দীকাল বাস করিয়া তাহারা সমস্ত নরককূণ্ডে কিছু কিছু কাল যাপন করে, পরিশেষে কক্ষাদিশেষে পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমিষভোজনে দেহধারণ করিতে থাকে । তদ্বরণ প্রথমতঃ মুষল ও উন্থল দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত হইতে থাকে ; পরে দুই বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে তপ্ত পাষণ ধারণ করিয়া থাকিতে হয় ; তাহার পর ক্রমাগত সপ্তবৎসর তাহারা কালসূত্রে ভিন্ন হইয়া আয়কৃত পাপাহুষ্ঠানের জন্য অমুশোচনা করিতে থাকে ; তদন্তে সেই হতভাগ্যগণ দারুণ নরকানলে নিক্ষিপ্ত হয় ।

হে নরপতে ! পরদ্রব্যহারক ব্যক্তিদিগের যন্ত্রণার বিষয় শ্রবণ কর । সেই নরাধমগণ সহস্র যুগ ধরিয়া উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ড ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয় । সেই সময়ে কঠোর সন্দেশ দ্বারা † তাহাদিগের দশন-পংক্তি উৎপাটিত হইতে থাকে ; তাহার পর তাহারা নিরুচ্ছ্বাস নামক মহাভয়াবহ নরককূণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথায় কল্যাণ-কাল বাস করে । যাহারা পরস্রীলোলুপ, পরলোকে তাহারা তপ্ততাম্রময়ী রমণীগণের সহিত বিহার করিতে বঙ্গপূর্বক নিযুক্ত হইয়া থাকে । অসংখ্য অগ্নিবৎ অত্যাশুতপ্ত তাম্রময়ী অঙ্গনাগণ ‡ কর্তৃক



আকৃষ্ট হইয়া সেই নরাধমগণ বিকট আৰ্ত্তনাদ সহকারে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু পারেন না। এইরূপ নিদারুণ যাতনায় নিপীড়িত হইয়া পরস্পরীলোভী পাপাশ্রয়গণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

হে ভূপাল ! যে সকল রমণী নিজ নিজ পতিকৈ ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের প্রতি মন সমর্পণ করে, অপর পুরুষকে ভজনা করে, তাহারা তপ্তায়ঃশয্যায় শায়িত হইয়া তপ্তায়ঃপুরুষগণ কর্তৃক বল-পূর্বক গৃহীত হইয়া কল্পকাল রমণ করিতে থাকে, তদন্তে সেই পাপিষ্ঠাগণ অলস্ত অনলবৎ উত্তপ্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া সহস্র বৎসর দারুণ বঙ্গনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আহা ! হতভাগিনীদিগের তাহাতেও নিস্তার নাই, তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা সহ করিয়াও সেই ব্যভিচারিণী রমণীগণ বিকট ক্ষারোদকে স্নান এবং ক্ষারোদক সেবন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল নরককুণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে। হে নৃপোত্তম ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া অথবা গান্ধী হত্যা করে, তাহাকেও পঞ্চকল্প ধরিয়া উক্ত ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যে নরাধম আদরের সহিত গুরুলোকের নিন্দা শ্রবণ করে, তাহার কর্ণবিবরে গলিত ও উত্তপ্ত অম্লোরাশি প্রস্রুত হইয়া থাকে, তাহার পর তাহার শ্রবণকুহর অতু্যন্তপ্ত তৈলে পরি-পূরিত হইয়া সেই নরাধম নিদারুণ কুন্তীপাকে নিশ্চিপ্ত হয়।

হে ভূপতে ! যাহারা দাস্তিক, অথবা দস্তাচারবৃত্ত, তাহারা কোটি বৎসর পর্য্যন্ত লবণ ভোজন করিয়া থাকে, তদন্তে কল্প পর্য্যন্ত পুরীষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা ঘোর ছঃসহ রৌরব হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়, পরিশেষে সেই হতভাগ্যগণ উত্তপ্ত সৈকত ভোজন করিয়া থাকে। যে নরাধমগণ ব্রাহ্মণদিগকে কোপনয়নে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের চক্ষুন্মধ্যে সহস্র উত্তপ্ত ও সূতীক্স সূচি প্রবিষ্ট হয়। তাহার পর উৎকট ক্ষার-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া তাহারা দারুণ ক্রকচ \* দ্বারা বিদারিত হইতে থাকে। যাহারা বিশ্বাসঘাতক,

মহাদানাদেশক, অথবা পরামলোলুপ, তাহারা উৎকট ক্ষুধায় নিপী-  
ড়িত হইয়া উন্নতবৎ স্বমাস ভক্ষণ কবে। তীক্ষ্ণবঃ ভীষণ  
কুক্করগণ তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকে ; তাহার পর সেই  
পাপিষ্ঠগণ সমস্ত নরককুণ্ডের প্রত্যেকটিতে এক এক যুগ বাস  
করিতে বাধ্য হয় ।

হে রাজন্ ! যাহারা প্রতিগ্রহরত, নক্ষত্রপাঠক, অথবা যাহারা  
দেবলের অন্ন ভোজন করে, তাহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত ঘোর  
যাতনায় নিপীড়িত হইয়া সতত বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে ।  
তাহার পর পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতজন্ম চণ্ডালস্ব ভোগ পূর্বক  
নিরন্তর দুঃখ-দারিद्र্য ও ব্যাধি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে । যাহারা  
মিথ্যাবাদী অথবা কঠোরভাবী, তাহাদের জিহ্বা দারুণ মলংগ দ্বারা  
ঔৎপাটিত হয় এবং সেই নরাধমগণ উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিকট  
কালসূত্রে প্রপীড়িত হইতে থাকে ; তাহার পর কারোদকে স্নান  
করিয়া মূত্র ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে বাধ্য হয় এবং তদন্তে পৃথিবীতলে  
নিক্ষিপ্ত হইয়া মেচ্ছকূলে জন্মগ্রহণ কবে । যাহারা অপবের সুখ-  
শাস্তিব পথে বাধা স্থাপন করে, অপর ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করে,  
তাহারা বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে , উপাসনাত্যাগী ও  
অমুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তিগণ রৌরব নবকে গমন করিয়া পঞ্চযুগ ধরিয়া  
কৃমি ভোজন করে , তাহার পর ভূতলে আগমন পূর্বক পরপাছকা  
মস্তকে বহন করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকে ।

হে লোকনাথ ! যাহারা বিপ্রগ্রামে কর গ্রহণ করে, তাহারা  
সহস্রকূলে পরিবৃত্ত হইয়া কোটিকল্প কঠোর নরকযন্ত্রণায় নিপীড়িত  
হয় । যে ব্যক্তি উক্তরূপ অশ্রায় কার্যের অমুষ্ঠানে অমুমতি দেয়,  
সে নরাধমও ঐ মহাপাতকে কলঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপের ঘোর  
শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা আতিথ্যবর্জিত, অভ্যাগত  
অতিথিকে যাহারা উপেক্ষা করে, তাহারা স্ব স্ব বিষ্ঠা ভোজনপূর্বক  
মহাভয়াবহ কালসূত্রে চারিযুগ ধরিয়া বাস করিতে বাধ্য হয় । যে  
ব্যক্তি কুয়োনি,বিয়োনি,অথবা পশুয়োনি যোক্ষণ করে,সেই মহাপাপী

রেতোভোজন করিয়া থাকে, পরে বসাকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া সপ্ততি দিব্যাক কষ্ট ভোগ করে। যাহারা উপবাসদিবসে দন্তধাবন করে, তাহারা অঘোব-নামক নরকে যাইয়া চতুষ্পুং ধবিয়া ব্যাঘ্রবলু কর্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকে।

হে মহীপতে ! যে ব্যক্তি স্বদন্ত অথবা পবদন্ত ভূমি হরণ করে, সে কোটিকুলে সংযুক্ত হইয়া পৃতিমৃত্তিকা ভোজনপূর্বক সমস্ত নরক-কুণ্ডে গমন করিয়া থাকে; প্রত্যেক নরককূপে কোটিকল্প করিয়া তাহাকে থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে, সে পাষণ্ড নামে নিন্দিত হইয়া থাকে; আর যে মানব তাহার সঙ্গী, সেও পাষণ্ডী; ইহারা উভয়েই মহাপাপী; উভয়েই সহস্র বংশে সংযুক্ত হইয়া সহস্র কোটিকল্প নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী ও শূদ্রদিগেব সম্মুখে যে ব্যক্তি বেদপাঠ করে, সে সহস্র কোটিকল্প ধবিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরকানলে পচিতে থাকে। যাহারা দেবতাব অথবা গুরুর জব্য অপহরণ কবে, তাহাদিগকে অযুত ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যে নরাধমগণ অনাথ ব্যক্তিকে হিংসা করে, অথবা তাহাব ধন হরণ করে, তাহাদের যন্ত্রণার আর সীমা নাই; সেই মহাপাতকিগণ অধঃশির ও উদ্ধঃপদে দুইটি স্তম্ভে কলিত হইয়া উৎকট ধূমপটল সেবন পূর্বক ব্রাহ্মবংশের অবস্থিতি কবিত্তে বাধ্য হইয়া থাকে।

হে মহীপাল ! দেবপূজার্থ নির্দিষ্ট কুশুমোচ্ছান হইতে যে ব্যক্তি ফুল অপহরণ কবে, সে বহিষ্কালাময় ভীষণ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম দেবালয়ে অথবা জলমধ্যে পুরীষ, মূত্র ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি দেহজ মল পরিত্যাগ করে, সে ভ্রূণহত্যার পাপে পাপী হইয়া অতি ভয়ানক শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা দেবমন্দিরে অথবা জলাশয়ে তুলাবশেষ কিংবা দস্তান্ধি, কেশ ও নখ-রাদি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে নিরন্তর প্রাসাদি যন্ত্রে ভিন্ন হইয়া অত্যুষ্ণ তৈল পান করিতে হয়; তাহার পর কুন্তীপাকে এবং ক্রমে

সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, — এমন কি, ব্রাহ্ম-  
ণের সামান্য ত্ব ও কাষ্ঠাদিও চুরি করিয়া লয়, তাহাকে ইহকাল  
ও পরকাল উভয়কালেই নিদারুণ কষ্টে ভোগ করিতে হয়, ইহ-  
লোকে সে নরাধমের সমস্ত ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, পরলোকে  
তাহাকে ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হয় । যে ব্যক্তি গুট  
সাক্ষীকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলে, অপবের গুট মথনা  
যাহার তাহার নিকট বলিয়া ফেলে, অথবা সাক্ষ্য দিতে বাইয়া  
মিথ্যা বলিয়া থাকে, তাহার আব যজ্ঞগার সীমা নাই, সেই মহা-  
পাতকীকে সমস্ত কঠোর যাতনা ভোগ করিতে হয় । ইহলোকে  
তাহার পুত্রপৌত্রাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, পরলোকে তাহাকে রোরব-  
নামক অতিভীষণ নরককুণ্ডে গমন করিয়া অনন্তকাল থাকিতে হয় ।

যে সকল ব্যক্তি অতিশয় কামুক, যাহারা মিথ্যা অভিবাদ  
করিয়া থাকে, তাহাদিগেব মুববিবাহ পরগোপম\*জলৌকা \* সমূহ  
স্থাপিত হয় । এই শোচনীয় ও বীভৎস অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিয়া  
তাহারা ফারসলিলে স্নান করে এবং উৎকট শূন্য উন্নত হইয়া  
স্বমাংস ভক্ষণপূর্বক দারকর্দমে নিমজ্জিত হইয়া থাকে, তাহার  
পর মদোন্মত্ত প্রচণ্ড মাতঙ্গগণ বিকট শব্দে তাহাদিগকে আকর্ষণ  
করিয়া শূন্যমার্গে নিরন্তর উৎপাতিত করিতে থাকে, তদন্তে সেই  
হতভাগ্যগণ পৃথিবীতলে জঘগ্রহণ করিয়া কাণ, বক্ষ প্রভৃতি হীনাঙ্গ  
হইয়া পড়ে ।

হে মহাজেন্যর ! স্বীয় ঋতুস্রাতা পরীতে যে ব্যক্তি অভিগমন  
না করে, সে ব্রাহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নরকে গমন  
করিয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কোন মানবকে অনাচারে বত হইতে  
দেখিয়া সাধ্যমতে তাহাকে নিবারণ করে না, সে তাহার অর্ধপাপ  
প্রাপ্ত হয় । যে নরাধম ব্যক্তি পানী লোকের পাপ গণনা করে,  
সে তন্তুল্য পানী হইয়া পড়ে । যে মূঢ় মানব নিপাপ দেহে পাপ  
আরোপ করে, সে দুরাচার যে পাপ নির্দেশ করে, তাহার দ্বিগুণ

শান্তি তাহাকে ভোগ করিতে হয় ; নিষ্পাপ ব্যক্তি যেরূপ পবিত্র, সেইরূপই থাকেন ;—হৃষ্টের বৃথা পাপারোপে ; তাহার নির্মল চবিত্তে অণুমাত্রও পাপ স্পর্শ করে না ।

যে নরাধম কুমারীতে অভিগত হয়, সে তীক্ষ্ণদণ্ড কুকুরগণ-কর্তৃক নিরন্তর ভক্ষিত হইয়া উর্দ্ধপদ ও অধোমন্তকে প্রথমে ধূমপান-নামক নরকগর্ভে দগ্ধিত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত নরককূলে ঘুরিয়া বেড়ায় । যে ব্যক্তি ব্রত গ্রহণ করিয়া অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহা ত্যাগ করে, সে অসিপত্রবনে নিক্ষিপ্ত হয় ; পরে পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া হীন ও বিকৃতাকার হইয়া পড়ে । আবার যে নরাধম অপরের ব্রতানুষ্ঠানে বিঘ্ন-উৎপাদন করিয়া থাকে, সে এক-বিংশতি কূলে পরিব্রত হইয়া নিবন্তর গ্লেয়া ভোজন করে । যে ব্যক্তি পক্ষপাতের বশবর্তী হইয়া জ্ঞায় ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করে, হে বাজন ! সে যে ঘোর পাপে পতিত হয়, শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহা হইতে নিকৃতি লাভ করিতে পারে না । যে দ্বিচ্ছ অভোজ্য ভোজন করে, সে নরাধম পিত্তপানের জ্বায় অমৃত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডালকূলে জন্মগ্রহণ পূর্বক সর্বদা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে ।

হে ভূপাল ! যে ব্যক্তি বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা বিপ্রকূলের অবমাননা করে, বিপ্রকে কোন বস্তদানে বাধা স্থাপন করে, সে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হইয়া সকল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার পর তাহাকে দশজন্ম চণ্ডাল হইয়া পৃথিবীতলে কাল অতিবাহিত করিতে হয় । যদি কোন নুট মানব একজনের ধন অপ-গ্রহণ করিয়া অপরকে দান করে, তাহা হইলে সেই অপহারক দাতা নরকে গমন করে ; কিন্তু যাহার ধন, তিনিই ফলভোগী হয়েন । যে ব্যক্তি দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান করে না, তাহাকে লালা ভক্ষণ করিতে হয় । ষড়্বিন্দক শিলায়দ্রে নিষ্পেষিত এবং আরামচ্ছেদী ব্যক্তি বুকুর কর্তৃক ভক্ষিত হয় ; পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাতনায়

নিপীড়িত হইতে থাকে । যে নরাধমগণ দেবালয়, পুষ্করিণী ও তভাগ এবং পুষ্পোদ্যান ভয়, বিশোষিত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা প্রত্যেকে কোটি কোটি কুলে যুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক একটি ভীষণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, তাহার পর কোটিকল্প ধরিয়া বিষ্ঠার কুমি, তদন্তে সপ্ততিকল্প বিষ্টাভোজী, তাহার পর পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া কোটি ক্ষয় চণ্ডালস্ব ভোগ করে ।

হে পৃথিবীপতে । আমনাশক দুরাচার ব্যক্তিদিগের মহাপাপের বিষয় কোটি জন্মেও বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না । যাহারা দেব-মন্দির অথবা নগর-গ্রামাদি অগ্নিসাৎ করে, তাহাদের শাস্তির অব-সান নাই, যতদিন লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বাবরজ্জন্মমায়ক এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিতে থাকিবন, ততদিন সেই পাপাচারী নরাধমদিগকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । যে ব্যক্তি অপরকে পাপা-হুষ্ঠানে প্ররোচনা দেয়, সে তদহুষ্ঠিত পাপের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়া বধ্যযোগ্য শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা কুণ্ড ও গোলক-দিগের অন্ন ভোজন করে, গ্রামে যাজকতা করে, যাহারা অযাজ্যযাজক, আমনক্ষত্রযাজক, দেবল, ব্রহ্মচণ্ডাল অথবা আকসিক, \* তাহারা মহাপাতকী, সেই মহাপাপিগণ সপ্ততি যুগ ধরিয়া সকল যাতনা ভোগ পূর্বক পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চণ্ডালগৃহে সপ্তজন্ম অতি কষ্টে ভীষন-খাপন করে । যাহারা উচ্ছিষ্টভোজী অথবা মিত্রজ্রোহী, তাহারা যোর নরকযাতনা ভোগ করে, যতদিন সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন সেই পাপীদিগের যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারিত হইবে না । যাহারা পিতামাতা ও পিতৃদেবতাদিগকে ত্যাগ করে, বেদবিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রমতে পাষণ্ড । ইহাদের যাতনার সীমা পরিসীনা নাই ।

হে ভূপতে । এইরূপে যে কত পাতক ও উপপাতক আছে, তাহা সম্যক বর্ণন করিতে পারা যায় না । বাহুল্যভয়ে তাহাদের কয়েকটির মাত্র বিবরণ এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল । নতুবা সমস্ত

কর্ম, পাতক ও উপপাতকের সম্পূর্ণ বর্নি একমাত্র বিষ্ণু ব্যতিবেকে আর কাহাবও সাধ্যাত্ত নহে। যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই সমস্ত পাপবাশি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহজগতে পাপ হইতে মুক্তিলাভের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাস্নান, তুলসী-অর্চন, সাধুসমাগম, হরিসঙ্কীৰ্ত্তন, অনশূয়া ও অহিংসাদি শ্রেষ্ঠ । হে বাজন! জগন্ময় বিষ্ণুতে যে কোন বিষয় অর্পণ করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইয়া থাকে এবং যাহা কিছু অর্পণ না কবা যায়, তাহা ভস্মে হুতা-হতিবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি যে কয়েকটি মোক্ষসাধনোপযোগী অনুষ্ঠান আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ কবিলে সাধিক ও সফল হয়। বিষ্ণুভক্তি হইতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সমস্ত হুঃখ ও যাতনা দূর হইয়া যায়। ইহা মুমুক্শু মানবগণের শ্রেষ্ঠ উপায়। হে মহীপতে! বিষ্ণুভক্তিপরাগণ শাণ্ডচরিত সাধুব্যক্তি যে কোন ব্যাপাবে হস্তার্পণ করেন, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ভগবদ্ভক্তিই এই পাপপূর্ণ সংসার-কাননের ভীষণ দাবানল হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়। হে বাজন! তামস, বাজস ও সাধ্বিকগুণেব অমুসাবে ভক্তি দশবিধ। কোন ব্যক্তি যখন অস্ত্রের বিনাশ-কামনা করিয়া নারায়ণকে তজ্জনা করিয়া থাকে, তাহার সেই ভক্তিকে তামসাধমা ভক্তি বলা যায়। বৈরিণী † যেমন নিজ পতির প্রতি কপট প্রণয় প্রকাশ করে, সেই-রূপ কৈতবশীলতা † সহকারে ভণ্ড ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর প্রতি যে ভক্তি প্রকাশ করে, তাহা তামসমধ্যমা এবং অপর ব্যক্তিকে দেবপূজা করিতে দেখিয়া তাহার অমুকরণপূর্বক হবিকে যে অর্চনা করা হয়, তাহা তামসোত্তমা।

হে মহীপাল! ঐরূপ রাজসাধমা, রাজসমধ্যমা ও রাজসোত্তমা এবং সাধ্বিকাধমা, সাধ্বিকমধ্যমা ও সাধ্বিকোত্তমা ভক্তি আছে, ক্রমা-যয়ে তাহা বর্ণন কবিতেছি। ধনধান্যাদি প্রার্থনা করিয়া অন্ধা সহকারে বিষ্ণুকে অর্চনা করিলে তাহা রাজসাধমা, সর্বলোকখ্যাতিকর কীর্ত্তি

উদ্দেশ্যে পরম ভক্তির সহিত হরিকে অর্চনা করিলে, তাহা রাজসমধ্যমা এবং সালোক্যাদি পরমপদ কামনা করিয়া অচ্যুতবে অর্চনা করিলে তাহা বাহ্যসোত্তমা ভক্তি বলিয়া কথিত । স্বকৃতপাপের ক্ষয়কামনা করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিলে তাহা সাধিকী, নারায়ণের ইহা প্রিয় ও অভিনত, এইরূপ হির করিয়া লোককে শুশ্রূষা করিলে তাহা সাধিকমধ্যমা এবং বিধিঘ্যানে চক্রপাণিকে দাসের ছায় কায়মনোবাক্যে সেবা করিলে অথবা নারায়ণের ঈহীমাকীর্তনশ্রবণে আপনাকে তদ্বয় ভাবিয়া তাহাতে আত্মাদিত হইলে তাহা সাধিকোত্তমা,—ইহাই সকল ভক্তির শ্রেষ্ঠ । কিন্তু মহোপতে । এই সর্বোত্তমা ভক্তিরও উত্তমা ভক্তি আছে । তাহা অতি দুর্লভ । আমিই পরম বিষ্ণু, আমাতেই এই সর্বজনগৎ অবস্থিত, এইরূপ যিনি সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহার ভক্তিই উত্তমোত্তমা ।

‘হে রাজন্ । উক্ত দশবিধ ভক্তি দ্বারাই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় । এই সকলের মধ্যে সাধিকী ভক্তি হইতে সর্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব হে ভূপাল । স্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্যের অহুষ্ঠান সহ তনাদিনে ভক্তি-উপহার পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করা উচিত , তাহা হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । নতুবা কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না । যে ব্যক্তি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তিতেই জীবিত থাকে, নারায়ণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন,—কেন না, তিনি আচারেই পূজিত হইয়া থাকেন । আচারই সকল প্রকার আগমের প্রথম ও প্রধান বলিয়া পরিকথিত আছে । আচার হইতে ধর্ম ও ধর্ম হইতে অচ্যুতবে লাভ কবিতে পারা যায় ।

হে মহাশ্বর । তুমি বাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমস্তের উত্তর দিলাম , এক্ষণে আমাব একান্ত ইচ্ছা, তুমি ধার্মিক হইয়া সুখে পৃথিবী শাসন করিতে থাক এবং অশ্বেদজ্ঞানে হরিহরকে পূজা করিয়া ভগবানের সুপ্রসাদ ও সর্বকামনার চরিতার্থতা লাভ কর ।



বৎস । শিবই হরি এবং হরিই শিব । হরি-হরে যে মূঢ় ভেদভাব  
আরোপ করে, সে কোটি কোটি কল্প নরক ভোগ করিয়া থাকে ।  
হে বাজন । তোমার পিতামহগণ মহাপাতকী ও আত্মঘাতক ; কপিল-  
কোপে বিদগ্ধ হইয়া তাহারা এক্ষণে নরকে বাস করিতেছে ।  
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সলিলসেকে তাহাদিগকে উদ্ধার কর ।  
গঙ্গার সুপবিত্র সৈকতভূমে জীবনত্যাগ অথবা সংকারলাভ করা  
যাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, যদি তাহার কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত  
অথবা ডম্বু বিষ্ণুপদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি  
পাতকী হইলেও বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ কবিত্তে সমর্থ হয় ।”

এই কথা বলিয়া ধর্মরাজ ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভগীরথের সম্মুখে অটুর্হি  
হইলেন । রাজাও অপশ্চবণ করিবাব অভিলାষে সচিবগণের হে  
বাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া হিমগিরিতে



## পঞ্চদশ অধ্যায় ।



### ভগীরথের গঙ্গানয়ন ।

মুনিগণ পরম কৌতূহল সহকারে সুবিনয়ে দ্বিজ্যাসা করিলেন, “হে মহামুনে ! মহীপতি ভগীরথ হিমগিরিতে উপস্থিত হইয়া কি কি করিলেন এবং কি উপায়েই বা লোকপাবনী সুরধুনীকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন ?”

মুমুকু ঋষিগণের বাক্যশ্রবণে পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বিপ্রেশ্রবর্ণ ! মহাত্মা ভগীরথ জটাচীর ধারণ-পূর্বক হিমাদ্রিপ্রদেশে যাইতে যাইতে গোদাবরী-তটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান্ ভৃগুমুনির পবিত্র আশ্রম তাঁহার, নয়নপথে পতিত হইল । সেই পুণ্যময় তপোবন পরম রমণীয় । তাহা বিবিধ ফল ও কুসুম-পাদপে পরিবৃত্ত । তাহার কোথায় প্রফ, যম্বুভূমর, শমী, শাল, তাল, তমাল, হিষ্টাল ও অশ্বথ প্রভৃতি বিশাল মহীকূহ একত্র সম্ভাতি হইয়া শাখায় শাখায় আলিঙ্গন পূর্বক স্নিগ্ধ ছায়ামণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে, কোথায় বা মালতী, যুথিকা, চম্পক প্রভৃতি নানাপ্রকার কুসুমতরু বুল্লমূলজালে সুশোভিত হইয়া বিমল পরিমল বিতরণ করিতেছে, ভ্রবরগণ নকরন্দ-লোভে গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে । শাস্ত্র মাতঙ্গ ও বরাহগণ ইত্যন্ততঃ ধাবমান হইতেছে ; চমরী-শিশুগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে এবং কৃষ্ণসার-মৃগগণ প্রফ, ইন্দুদী প্রভৃতি স্বপ্নতলে বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভূপতিত ফলসমূহ ভক্ষণ করিতেছে অথবা মুনিকল্যাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে । কোথাও ছায়া-পাদপের নিবিড় পত্রাবলীর মধ্যে উপবেশনপূর্বক শুক, প্লিক ও সারিকা প্রভৃতি নানা কলকণ্ঠ বিহঙ্গ শ্রবণমোহন স্বরে আপন মনে গান কবিতেছে, তাহার নিম্নস্থিত শাখার উপরিভাগে ময়ূর

ও মহারী পরম আনন্দ সহকাৰে পল্লব হইতে পল্লবাস্তবে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে ; দূরে আশ্রম-কুটীব-সম্মুখে শুদ্ধাচারিণী মুনিকন্ঠাগণ মনোনীত পাদপসমূহের আলবালবক মূলদেশে ধীরে ধীরে সলিল-সেচন করিতেছে । পক্ষিকুলের নিবিড় কলরব অতিক্রম পূর্বক ঋষিগণের উচ্চাবিত বেদমন্ত্র শাস্ত্র ও গম্ভীর বাক্য উৎপত্ত হইয়া শান্তিময় তপোবনের সৌন্দর্য্য শতধুনে বৃদ্ধি করিতেছে ।

মহাভাগ ভগীবথ সেই পবন মনোরম আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সসম্মে মণ্ডপসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ ভৃগু শিষ্যমণ্ডলে পবিত্র হইয়া পরব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করিতেছেন । হে দ্বিজকুল ! সেই তপোনিধির তেজ সূর্য্যের জ্যৈষ্ঠ নিতান্ত অধ্ব্য । সেই তেজঃপুঞ্জ পবনধ্বি চরণতলে বিধিবৎ প্রণত হইয়া রাজ্য কৃতার্থ হইলেন । মুনোক্ত যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর যথাকালে ভৃগুর নিকট আতিথ্যসংকার লাভ করিয়া মহাপতি ভগীবথ কৃতান্তলিপুটে বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ; সকল প্রকাৰ শাস্ত্রই সম্যাকরূপ আপনাব অধিগত হইয়াছে । এক্ষণে এ দাস আপনার নিকট কয়েকটি তব জানিতে ইচ্ছা করিতেছে ; অমুগ্রহ করিয়া উত্তরদানে চবিতার্থ করুন । প্রভু নারাযণ মানবের প্রতি কিসে সন্তুষ্ট হযেন ? কিসে তাঁহার তুষ্টি উৎপাদন এবং সংসারসাগর হইতে নিহতি লাভ করিতে পারা যায় ? কিরূপ কর্ণেই বা তাঁহার পূজা করা উচিত, অমুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা কীর্তন করুন ।”

ভূপাল ভগীরথের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মুনিবর ভৃগু পবনপারিতুষ্ট হইলেন এবং স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন,—রাজন্ ! “তোমার অভিলষিত বিষয় জানিতে পারিয়াছি । তুমি পুণ্ড্রান ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, নহবা স্বীয় পিতৃপিতামহদিগের উদ্ধারসাধনে কেন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ ? বৎস ! গঙ্গাসলিল স্পর্শ ও হরিনামাদি পুণ্যকন্ম দ্বারা যিনি আপনাকে ও আপনার বংশকে উদ্ধার করিতে

ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ । শ্রানবগণের কি প্রকার কার্য্যে দেবদেব নারায়ণ সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন কবিতেনি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । সত্য, শৌচ, সৰ্ব্বজীব সমান দয়া, হরিদ্যান ও সংসঙ্গ এই কয়েকটি বিষয় পুণ্যার্জনের প্রধান উপায় । অতএব বৎস ! তুমি সত্যপরায়ণ ও অহিংসারত হইয়া সৰ্ব্বজীবের হিতামুষ্ঠানে দৃঢ়ব্রত হও, দুর্জয়-সংসর্গ বিবরণ ত্যাগ করিয়া সাধুসমাগমে জীবনযাপন কর, অহোরাত্র্য বিবিধ পুণ্যামুষ্ঠান দ্বারা সনাতন বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজায় রত হও এবং অষ্টাঙ্কর জপ করিতে থাক । এই সকল পুণ্যকার্য্যে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে,—তুমি পরা শাস্তি লাভ কবিত্তে পারিবে ।”

অনন্তর ভগীরথ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে তপোধন ! সত্য কাহাকে বলে এবং অহিংসাই বা কিরূপ ? কি প্রকারে সৰ্ব্বজ্বতের হিতামুষ্ঠান করিতে পারা যায় ? শাস্ত্রমতে অনৃত কিরূপ এবং কাহারাই বা দুর্জয় ? কিরূপ ব্যক্তিকে সাধু বলা যায় ? পুণ্য কীদৃশ, কি প্রকারে বিষ্ণুর স্মরণ ও পূজা করা কর্তব্য ? পূজা ও শাস্তিই বা কিরূপ ? এবং অষ্টাঙ্করই বা কাহাকে বলে ? মুনিবর ! আপনি সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ । পূত্রবৎসন ! আমি আপনার পুত্রতুল্য, অতএব কৃপা করিয়া এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করুন ।”

ভগীরথের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনীশ্বর ভৃগু অতিশয় সমুপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়া সম্মুখে বলিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, নতুবা এই সকল পবিত্র বিষয়ে তোমার বুভুৎসা জন্মিবে কেন ? এক্ষণে তুমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে, তৎসমস্তের উত্তরদানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম । রাজন ! ধর্মপরায়ণ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ধর্মের অবিরোধে এবং দেশ, বাল ও পাত্রেয় বিবেচনায় যে যথার্থ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহাই সত্য । যে কার্য্য দ্বারা কোন জীবজন্তুরই ক্লেশ জনিত না হয়, তাহা অহিংসা,—

এই মঙ্গলময়ী বৃত্তি হইতে সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানেব সহায়তা হয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহা দ্বারাই সর্ব্বলোকের মঙ্গলসাধন করিতে পারা যায়। ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বিচার না করিয়া, বিবেকের পরামর্শ না লইয়া কেবল ইচ্ছার অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক যে-বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তাহাই অনৃত, — অসত্য কথায় অমঙ্গল ভিন্ন কখনও মঙ্গল সাধিত হয় না, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও আত্মীয়াবিচার পূর্ব্বক বেদমার্গের অনুসরণ করিয়া যাহারা সকল জীবের হিতানুষ্ঠানে সদা আসক্ত, তাহারাই শাস্ত্রানুসারে সাধু বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা মুর্থ, যাহাদের মতি নিরস্তর কুমারগামিনী, তাহারাই স্ফূৰ্ণন, এই নরাধমগণ সকল প্রকার কার্য্যের বহিষ্কৃত। যাহাতে নারায়ণের ও নিজের শ্রীতি উৎপাদিত হয়, যাহাতে সাধু ব্যক্তিগণেব মনস্তৃষ্টিসাধন করিতে পারা যায়, তাহাই পুণ্য, পুণ্যই জগতের প্রধান মঙ্গল। পুণ্যহীন ব্যক্তি দিগের জীবনধারণ বিভয়নামাত্র। নারায়ণের নাম স্মরণ করিবামাত্র হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব শ্রীতি জন্মে,—মনে হইতে থাকে, এই সমস্তই বিষ্ণুব, তিনিই সর্ব্বদেবময়, তাহাকে যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে,—সেই শ্রীতিই ভক্তি। এই ভক্তিই পূজার সাবসর্ব্বস্ব। বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়। তিনি অব্যয়, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, সনাতন,—এই-কপ যে অভেদপ্রদা ভক্তি, তাহাই পূজা। শত্রুমিত্রে সমানভাব, সকল বিষয়েই বিনয় ও শীলতা এবং যদৃচ্ছালাভেই যে সন্তুষ্টি, তাহাই শান্তি। হে রাজন্! শান্তিই সমস্ত সুখের কারণ, মোহাক্ত মানব যতদিন না শান্তি লাভ করিতে পাবে, ততদিন সে জীবনে কোন সুখসন্তোষ কবিতে সমর্থ হয় না। বৎস! এই সকল বিষয় হইতে তপসিদ্ধি লাভ করিতে পাবা যায় এবং পাপী লোক সহর পাপ হইতে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র! ইতিপূর্বে যে অষ্টাঙ্গের বিষয় তোমাকে এলিয়াছি, তাহাবও ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টাঙ্গের একটি মহামন্ত্র,—ইহা জপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ

রিতে পারা যায়। ইহা পুরুষার্থের একমাত্র সাধন। প্রণব উচ্চারণ পূর্বক ‘নমো নারায়ণায়’ বলিয়া জপ করিবে। সেই সময়ে তোমার মনোমধ্যে যেন ভগবানের ভক্তবৎসল মূর্তি জাগরুক থাকে। সেই শঙ্খচক্রধর, শাস্ত্র, গস্ত্রীক, অথচ প্রফুল্লবদন; বামে লোকমাতা ইন্দ্রিরা; সেই কিরীটবুগ্গধর, নানালঙ্কার-শোভিত; সেই কৌন্তভমণি স্রীবৎসাস্ক্রিত বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিয়া গলদেশে গোভমান; সেই গীতাধর কটিতটে পরিহিত;—সম্মুখে পদতলে সুরাসুর ও মুনিগণ প্রণত। বৎস! অনাদিনিধন, অনন্ত, অপরাধিত, ভক্তবৎসল মহাবিক্রম ঐ বরাভয়প্রদ লোকরঞ্জন মূর্তি ধ্যান করিলে মানব সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রাজন! তিনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা। তাঁহাকে ভজন করিলে জীব সর্বকামনার সাফল্য লাভ করিতে পারে। সেই অন্তর্যামী, নিত্য, নিরঞ্জন, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের মহিমা শুনিতে যখন উৎসুক হইয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই পূণ্যবান। যাও, বৎস, এক্ষণে আমি আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার তপ সূক্ষ্ম হউক; তুমি পরমানন্দ সহকারে যথেষ্ট স্থানে গমন কর।”

মহর্ষি ভৃগুর উক্তরূপ আশীর্বাদলাভে পরম শ্রীত হইয়া রাজা ভগীরথ হিমালয়প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং পরম পবিত্র ও মনোরম গঙ্গাতীরে নাদেশ্বর নামক পুণ্যক্ষেত্রে কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে লাগিলেন। কন্দমূলফল ও জীর্ণপত্র তাঁহার ভোজ্য হইল। তিনি যথাকালে অতিথিসেবা করিতেন। তিনি শাস্ত্র, বিনয়ী, ধোম-পরায়ণ, সর্বভূতের হিতসাধক ও নারায়ণভক্ত। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া তিনি ফল, পুষ্প, পত্র ও জলে নারায়ণের পূজা করিতেন। তাঁহার তপস্যার কঠোরতাব সহিত ধৈর্য্য বাড়িতে লাগিল, কন্দমূলফলাদি ভোজন পূর্বক দুগ্ধ তপস্যায় দীর্ঘকাল অতিবাচিত

করিয়া ভগীরথ ক্রমে শুক পত্র সেবন করিতে লাগিলেন, তাহার পর কেবল জল, তাহার পর কেবল বায়ু—তদন্তে প্রাণায়াম,— পরিশেষে নিরুচ্ছ্বাসপর \* হইয়া সুদারুণ তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ।

মহীপাল ভগীরথ এইরূপে ষষ্টি সহস্র বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিলেন । সেই সময়ে তাঁহার নাসাপুট হইতে বিকট ধূম উপগত হইল । তদ্বর্শনে দেবতাগণ বিষম ভয়ে আকুলিত হইয়া পড়িলেন ।\* তাঁহাদিগের ভয় হইতে লাগিল, বৃষ্টি ভগীরথ তাঁহাদের সকলের অধিকার লাভ করিবার আশায় সেই ভীষণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । নিদারুণ ভয়ে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারা অবশেষে জগন্নাথ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । ক্ষীরাক্ষির উত্তর-তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,— “জগদেকনাথ, শবপাগতপালক পরমেশ্বরের চরণতলে আমরা প্রণত হইলাম । যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, ধার্মিক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অপূৰ্ব্ব ভেজোবৎ যিনি বিবাজ করেন, যাহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকীরও সমস্ত পাপ প্রশমিত হইয়া যায়, পুরুষার্থসিদ্ধি লাভ করিবার আশায় সেই আত্ম পুরাণপুরুষ নারায়াকে প্রণাম কবি । যাহাব তেজে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদি আলোকিত হইয়া থাকে, যাহার অমল্য বিধির অনুসারে সাগর ও নদনদীকূল তীর অতিক্রম করিতে পারে না, অনাদি অনন্ত কাল যাহার আত্মস্বরূপ; সেই ত্রিলোকনাথ পরমেশ্বরকে নমস্কার । যিনি ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন এবং মহেশ্বররূপে সংহার করিতেছেন, সেই শুবায়ি মধুকৈটভারি জনার্দিনকে নমস্কার । যিনি স্বীয় ভক্তদিগের সঙ্কল্পেব সিদ্ধিস্বরূপ, একমাত্র জ্ঞানেব সাহায্যে যাহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি অনাদি ও অনন্ত, জ্ঞানী মহাপুরুষদিগেব

পক্ষে যিনি আনন্দস্বরূপ, সেই সচ্চিদ্র সদানন্দ আদিদেবকে নমস্কার । যিনি নিরাকার হইয়াও সাকার, রূপহীন হইয়াও সরূপ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই গীতান্বর, পুরুষোত্তম নারায়ণকে নমস্কার । যিনি যজ্ঞপ্রিয় ও যজ্ঞকর, যাঁহা ব্যতিরেকে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সেই যজ্ঞাধিপতি যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার । হে প্রভো ! হে জগন্নাথ, শরণাগতপালক ! ভগীরথের কঠোর তপে শক্তিত হইয়া আমরা আপনার চরণতলে শরণ লইতে আসিয়াছি ; ইষ্টদাতা : ! আমাদের দুঃখ দূর করুন ।”

ইন্দ্রাদি দেবগণের এই করুণ স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহাবিশ্ব তাঁহাদিগের নিকট রাজর্ষি ভগীরথের পবিত্র চরিত কীর্তন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অভয়বদানে আবৃত্ত করিয়া শঙ্করধর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, প্রফুল্ল বরদবেশে ভগীরথের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । রাজর্ষি তখন পরমাত্মায় সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্ম সনাতনকে চিন্তা করিতেছিলেন । মহনা তাঁহার হৃদয় অপূর্ব আনন্দরসে আগ্রস্ত হইল । তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেবদেব নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন ;—দেখিলেন, গীতান্বরধর, অতসীকুসুমবর্ণ, বিকচ-কমললোচন নারায়ণ প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন । ভগবানের রিদ্ধ ওজঃপ্রভাবে দিগন্তর আলোকিত ; জগৎ অশুপম স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ । তাঁহার শিরে কিরীট, শ্রবণে কুণ্ডল, গলে কোমলমাল্য, বক্ষে স্ত্রীবৎসচিহ্ন । তাঁহার দীর্ঘ বাহু ; তাঁহার চরণযুগল বিকসিত পদ্মবৎ শোভমান ; স্তন, নর ও তাপসগণ ভক্তিসহকারে সেই মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন ।

বিশ্বরূপ জনার্দনকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া ভগীরথ দণ্ডবৎ ক্রমিতলে প্রণত হইলেন । তাঁহার হৃদয় অসীম আনন্দরসে আগ্রস্ত হইল ; সর্বাপ্ন রোমান্বিত হইল । অতিশয় আনন্দে উৎক্লুব হইয়া তিনি নারায়ণের চরণতলে পতিত হইলেন এবং ভক্তিগগনস্বরে কেবল বার বার ‘কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !’ বলিতে লাগিলেন ।



রাজর্ষি ভগীরথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হৃতভাব ভুবনপতি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগীরথকে সম্বোধন করিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, “ভগীরথ । মহাভাগ । সত্য তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; সমস্ত তোমার পূর্বপিতামহগণ আমার ভবনে স্থান লাভ করিবে । বৎস ! এক্ষণে তুমি যশাস্বিত্তি আমার মূর্ত্যন্তর শঙ্কু মহেশ্বরকে পূজা কর ; নিশ্চয়ই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, তোমার সমস্ত অভিলাষ পূরণ করিবেন । দেখ, শিব সকলের মঙ্গল ও সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, আমিও প্রত্যহ সেই গিরিজাপতি গিরিশের পূজা করিয়া থাকি । তিনি সকলের বন্দনীয়, সমস্ত দেবতার বরণ্য । অতএব, বৎস, তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও । সেই অনাদিনিধন, অপরাজিত পরমেশ্বরকে পূজা করিলে সর্বকামনা পূর্ণ হইয়া থাকে । তুমি পূজা করিলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, নিশ্চয়ই তোমার মহামঙ্গল সাধিত হইবে।” এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন ।

তখন ভগীরথ ভূমিশয়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানভাবে দণ্ডায়মান হইলেন । সকলই তাঁহার স্বপ্নের আয় বোধ হইতে লাগিল । তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তৎকালে নানাপ্রকার চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে লাগিল । তিনি একবার ভাবিলেন, ‘ইহা কি স্বপ্ন, না সত্য ?’ আবার পবক্ষণেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ‘না, স্বপ্ন কেন ? সত্যই বোধ হইতেছে । এই যে জগদগুরু নারায়ণ আমার সম্মুখে আরিভূত হইয়া আমাকে নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া গেলেন, এখনও তাঁহার প্রফুল্ল বরদমূর্ত্তি আমার সম্মুখে যেন বিরাজ করিতেছেন ।’ তিনি আবার নয়ন নিমীলন করিয়া হৃদয়ে এই সদা-নন্দকে দেখিতে পাইলেন । আনন্দের সীমা রহিল না । কিন্তু ভগীরথ কিছুতেই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না । সেই সময়ে উচ্চ আকাশবাণী শ্রুত হইল—“বাহা পানিয়াচ. সমস্তই

সত্য :— ওৎসমস্তই পালন কর ; কিছুমাত্র চিন্তা করিও না ।  
নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে ।”

ভগীরথের সকল চিন্তা দূর হইল । তিনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সর্বদেবতাকপী, লোককারণ ঈশানের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন ;—“হে জগন্নাথ ! হে প্রাভার্ভিনাশন, প্রমাণাগোচর, প্রণবাত্মক ঈশান ! আপনাকে নমস্কার । হে জগন্নাথ । আপনিই স্রষ্টা, আপনিই পালক, আপনিই নাশক । হে উর্দ্ধরেতঃ । হে বিক্রপাক, বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ । আপনার চরণে প্রণাম । হে অঙ্গ, অনন্ত, অব্যয় । আপনার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই । আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ; যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণও আপনাকে চিনিতে পারেন নাই, আমি অকিঞ্চন ; আপনার যথাযোগ্য ভজনা কি কবিব ? হে শোকনাথ । নীলকণ্ঠ । পশুপতে । আপনাকে নমস্কার । হে চৈতন্যরূপ, প্রজ্ঞানাথ, পতিতপাবন, পরমেশ্বর । এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন । হে রজঃ, হে কন্দর্প, হে প্রচেতঃ, হে পিনাকহস্ত, সর্পভৃষগ, সূতনাথ । আপনাকে প্রণাম করি । করুণাময় । ভক্তবৎসল । এ দৌনেব প্রতি প্রসন্ন হউন ।” এইরূপ নানাপ্রকার উপচার দ্বারা পরম ভক্ত ভগীরথ সূতভাবন ভোলানাথের স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভক্তি-পূর্ণ উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া যত্নশ্রম সর্বাধিক তাঁহার প্রত্যঙ্গে আবির্ভূত হইলেন । পুণ্যাত্মা ভগীরথ সম্মুখে ভগবানের সেই প্রসন্ন মূর্তি দেখিতে পাইলেন ;—দেখিলেন, সেই পঞ্চ মুখ, সেই যতন্তপিরিমিত্ত মূর্তি ;—উন্নত ললাটে-শেখরে উজ্জল অর্ধচন্দ্র বিরাজমান ; বিশাল বসে অশ্রিমালা, দশভূজে দশবিধ পদার্থ ; পরিধানে গজচর্ম ; পদতলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করযোড়ে ধ্যানরত ।

মহাদেবের এই আনন্দনয় বেশ দেখিয়া ভগীরথ সাঁঠাসে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন । অসীম ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল । তিনি অসহ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন

এবং উঠেঃস্বরে কেবল “মহাদেব। মহাদেব।” বলিয়া চীৎকার করিয়া বার বার প্রভুর চরণতলে পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া শঙ্কর স্নেহসিক্ত-স্বরে বলিলেন, “বৎস। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে সুখে অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে পুণ্যাশ্রম। তোমার কঠোর তপস্তা ও ভক্তিপূর্ণ পুণ্যে আমি পরম শ্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ইহলোকে অতুল সুখভোগ করিয়া আস্ত্র মোক্ষ লাভ করিবে। এক্ষণে তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা অচিরে প্রদান করিতেছি।”

ভগবান্‌স্তুতনাথের এই মধুময় আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া ভগীরথ কৃতান্তলিপুটে “বিনয়নম্রবচনে প্রার্থনা করিলেন, “হে দীননাথ, ভক্তবৎসল। যদি অমুগ্রহ করিয়া ভক্তকে বরদানে সন্মত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী লোকপাবনী গঙ্গাকে অর্পণ করিয়া আমার পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন।”

অনন্তর মহাদেব বলিলেন, “বৎস। আমি তোমাকে গঙ্গা এবং তোমার পিতামহদিগকে পরমা গতি প্রদান করিলাম।” অমনি তিনি সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জটাঞ্জাল হইতে বিগলিত হইয়া ভগবতী গঙ্গা সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের অমুগমন করিলেন।

সেই দিন হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা ভাগীরথী নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। সগরের দুরাচার আত্মজগণ যে স্থলে মহর্ষি কপিলের কোণাশ্রমে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সুরমুনী সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের ভস্মরাশি তদীয় পবিত্র জলপ্রবাহে প্রাবিত হইবামাত্র তাহারা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। সগরসন্তানদিগকে পাপমুক্ত জানিয়া যমরাজ তাহাদিগকে প্রণাম ও বিধিবৎ অর্চনা করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, “হে রাজকুমারগণ। নিজের কর্মদোষে তোমরা এত দিন নিদারুণ নরকানল ভোগ করিলে, কিন্তু এক্ষণে সাধু ভক্তিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে তোমাদের সমস্ত

পাপ নষ্ট হইল । আজি তোমাদের জন্ম স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল । ধন্য ভগীরথ ;—ধন্য সগর-কুল ! আজি তোমরা ধন্য হইলে । যাও, বৎসগণ ! এক্ষণে সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ, চিরানন্দময় বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া অনন্ত সুখসম্ভোগ কর ।” এই কথা বলিয়া ধর্মরাজ সগর-সন্তানদিগকে বিদায় দিলেন । রাজকুমারগণও শতকোটিকূলে সমাহৃত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইলেন ।

---

# ষোড়শ অধ্যায় ।



## দ্বাদশী ও পূর্ণিমাভ্যন্তর ।

মৃত বলিলেন, হে ঋষিসন্তমগণ ! যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠানে নারায়ণেব প্রসাদ লাভ করিতে পাবা যায়, এক্ষণে তৎসমস্তের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রতিমাসের শুক্লা দ্বাদশী অতি পবিত্র, ঐ তিথিতে বিধিবৎ বিশ্বপতি নারায়ণের পূজা করিতে পারিলে মানব পরম তপ লাভ কবিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই সুখসন্তোষ করিতে সমর্থ হয় ।

হে বিজয়বর্গ ! মার্গশীর্ষের সিতপক্ষে শুভ দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে মানব জলশায়ী অচ্যুতের অর্চনা করিবে । সেই দিবস প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথান পূর্বক দস্তধাবন এবং শুক্লাবাস পবিধান করিয়া বিবিধ গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা যথাবিধানে নারায়ণের পূজা কবিত্তে হয় । ইহার পর হোম, তদন্তে নারায়ণকে হৃদে স্থাপিত করিবে, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, ভোজ্য-ভোজ্যাদি এবং গীতবাক্ত দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে । শেষে সমস্ত রজনী শালগ্রাম-সমীপে জাগরণ করিয়া থাকিবে । এইরূপ বিধানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের ত্রিকাল-পূজা করিয়া পরদিন প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ পূর্বক উত্তীর্ণ হইবে এবং যথাবিধি প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পূর্ববৎ শুদ্ধায়ত্ত্ব করণে মংস্বকণী কেশবের অর্চনা করিবে । তাহার পর দৃত ও নারিকেলমল-মিশ্রিত সুবাহু পায়স প্রস্তুত করিয়া বিবিধ মন্ডোচ্চারণ পূর্বক পরম ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে । ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত হইলে পর আপনি ভোজন করিতে বসিবে । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে বিষ্ণুশোকে স্থান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় ।

এইরূপ বিধি অনুসরণ পূর্বক প্রতি মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যথাবিধানে নারায়ণের পূজা করিলে মানব স্রীষ অতীষ্টেব সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ; তাহা হইতে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই গুণপাপ পূর্বক একবিংশতি কুলে সমাবৃত হইয়া চিরানন্দময় বিষ্ণুভবনে স্থান লাভ করে ।

• হে মুনিগণ ! এইরূপ আর একটি পুণ্যময় ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করুন । সেই ব্রতের নাম পূর্ণিমাত্রত । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চতুর্বর্ণের যোষিংকুল এই পূর্ণিমাত্রত অনুষ্ঠান করিতে পারে । এই ব্রত পরম পবিত্র ; ইহাতে সকল কামনা সিদ্ধ হয়, দুঃখ ও দুঃষ্টগ্রহ নিবারিত হইয়া থাকে এবং সমস্ত ব্রতের ফল লাভ করিতে পারা যায় । এক্ষণে আমি তাহার বিধান বীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

মার্গশীর্ষ মাসের পবিত্র পূর্ণিমা দিবসে দশমুখাবন পূর্বক যথাবিধানে স্থান করিয়া শুক্ল বসন ধারণ করিবে ; তাহার, পব বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চন সম্পাদন করিবে । দেবার্চনাধন শেষ হইলে সকল পূর্বক আসনাদি ও গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে । সেই সময় দেবসমীপে যেন পুরাণ-পাঠ এবং নৃত্যগীতবাচ্যাদি হইতে থাকে । ইহার পর দেবতার পুরো-ভাগে চতুর্হস্ত-পরিমিত মণ্ডিল • প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একবার, দ্বিবার, অথবা ত্রিবার স্তম্ভি সহকারে যথাবিধি হোম করিবে । হোমান্তে বিধিৎ শাস্তিসূক্ত ঘপ করিতে হইবে । যথাবিধানে পূজা সমাপ্ত হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং তদন্তে স্বয়ং কৃত্য ও আত্মীয়স্বজন সমতিব্যাহারে ভোজন করিতে বসিবে ।

শান্তোক্ত বিধানে উপবাস পূর্বক এইরূপে সংবৎসর নারায়ণের পূজা করিয়া অবশেষে কার্তিকমাসের পূর্ণিমা ব্রত উদ্‌যাপন

করিবে । তদ্বিধান এ স্থলে বর্ণিত হইল । হে মুনবর্গ । চতুর্ভুজ-পবিত্র-মিত একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বিবিধ পুষ্পমালা, বিতান, \* ধ্বজ, দীপ, কিল্লিণী,† দর্পণ ও চামরাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে,—তাহার মধ্যে পঞ্চবর্ণযয় সর্বতোভদ্র বিরাজিত থাকিবে । তাহার পর একটি জলপূর্ণ কুম্ভ তত্পরি স্থাপন করিবে এবং বিগুহ ও পবিত্রত বসনে সেই কলস আচ্ছাদন পূর্বক স্বর্ণ, বৌদ্য অথবা তাম্রে তাহা অলঙ্কৃত করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি তত্পরি স্থাপন করিতে হইবে । অনন্তর পঞ্চামৃতে ভগবান্কে স্নাপিত করিয়া গন্ধপুষ্প এবং ভক্ষ্য-ভোজ্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিবে । দেবতা-সম্মুখে রজনীযোগে জাগরণ কর্তব্য ; নতুবা অভৌষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই । পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথানপূর্বক যথাবিধি ভগবানের পূজা করিয়া পুরোহিতকে যথাশক্তি দক্ষিণাসহ দেবপ্রতিমা প্রদান করিবে , তাহার পর সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । তখন ব্রত উদযাপিত হইবে । হে ব্রিজকুল । শাস্ত্রোক্ত বিধানে এই মহাপুণ্যপ্রদ পূর্ণিমাব্রত সমাপন করিতে পারিলে লোকে যোগজনছন্দ পবন পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় ।

## সপ্তদশ অধ্যায় ।



ধ্বজারোপণ-ব্রত এবং স্মৃতি রাজার উপাখ্যান ।

শ্রুত বলিলেন, হে ঋষিকুল ! আমি এক্ষণে আর একটি পুণ্য-প্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । সেই ব্রতের নাম ধ্বজারোপণ-ব্রত । এই ব্রতের অমুষ্ঠান হইতে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সকল দুঃখ দুঃ হইয়া যায় এবং মানব দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । হে স্মৃনিগণ ! বিষ্ণুভবনে যে ব্যক্তি পতাকারোপণ করেন, তিনি বিরিক্যাদি দেবগণেরও পূজ্য ; অতএব তাঁহার মহা পুণ্যের কথা আর কি বলিব ? গঙ্গাস্নান, তুলসী-সেবা, শ্রাদ্ধপূজা অথবা কুটুম্বকে রানীকৃত ধনরত্ন প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র ধ্বজারোপণ হইতে সে মহাপুণ্য অর্জিত হইয়া থাকে ।

হে দ্বিজবর্গ ! এই পুণ্যপ্রদ ব্রতে যে সকল অমুষ্ঠান কর্তব্য, আমি ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তের উল্লেখ করিতেছি । কার্তিকমাসের শুক্লা দ্বাদশী এই ব্রতচরণের প্রশস্ত দিবস । তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী একাদশীদিনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক যথাবিধানে দস্তধাবন ও স্নান করিয়া বিত্তকুব্ধবেশে নারায়ণের অগ্রে বিরাম-দায়িনী নিভ্রার কোমল ক্রোড়ে নিশাযাপন করিবে । তাহার পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোপখান এবং স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া নারায়ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে । তদন্তে ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ের সহকারে নামদীপ্য-শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হয় । শ্রাদ্ধবিধি সম্পন্ন হইলে বস্ত্র-সংযুক্ত দুইটি ধ্বজাস্তম্ভ গায়ত্রী জপ করিয়া প্রোক্ষণ করিবে । তাহার পর শুক্ল পুষ্প, হরিদ্রা, অক্ষত ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা সেই পতাকাপটে সূর্য্য, চন্দ্র ও বৈনতেয়কে \* এবং স্তম্ভগাত্রে বিধাতাকে পূজা করিতে



হইবে। পূজার পর হোম এবং হোমান্তে রাত্রিজাগরণ। তাহার পর প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যক্রিয়াকলাপ সমাপন পূর্বক গন্ধদ্রব্য ও কুশুমাদি দ্বারা পূর্ববৎ দেবার্চন করিবে। দেবার্চন শেষ হইলে সূক্ত ও স্তোত্রপাঠ এবং মনোহর নৃত্য, গীত ও বাগ্গ সহকারে বিষ্ণুভবনে ধ্বজ লইয়া যাইতে হইবে।

হে বিপ্রকুল ! দেবালয়ের দ্বারদেশে অথবা শিখরোপরি ধ্বজ-দণ্ড রোপণ কবিতে হয়। পতাকার স্তম্ভ যেন সুদৃঢ় ও দেখিতে সুন্দর হয়। এইরূপে সুশোভন ধ্বজ দেবালয়ে স্থাপিত হইলে তাহা ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া এই স্তোত্র উচ্চারণ কবিবে,—‘পুণ্ড-রীকাক্ষ, বিশ্বভাবন, কৃষীকেশ, দেবদেব নারায়ণকে নমস্কার। যাহা কর্তৃক এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং অস্তে যাহাতে আবার সকলই লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই জগদ্ব্যয়, বিষ্ণু-বশরগাগত হইলাম। একাদি সুরগণও যাহার মহিমা বৃত্তিতে সমর্থ নহেন, যোগিগণ নিবস্তুর যাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানকলী জগদীশ্বরকে নমস্কার। স্বর্গ যাহার মূর্ছা, অন্তরীক্ষ যাহার নাভি, পৃথিবী যাহার পদতল, দশদিগ্ যাহার শ্রোত্র এবং দিনকব-শশাঙ্ক যাহার চক্ষু, যাহার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে কক্রিয়, উরু হইতে বৈশা এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র সঞ্জাত হইয়াছিল। যাহার মন হইতে চন্দ্রমা ও প্রাণ হইতে পবন উৎপন্ন হইয়াছে সেই সর্বেশ্বর শুদ্ধ নির্মল নির্বিকার নিরঞ্জন নারায়ণকে নমস্কার ক্রিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত ও সূক্ষ্মতন্মাত্র-সমূহ যাহা হইতে জন্মিয়াছে সেই সর্বভোক্তা পবত্রয়কে নমস্কার। যিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ নিরাকার হইয়াও সাকার, তত্ত্বজ্ঞানী যোগীশ্বরগণ যাহাকে সর্বকার-ণের কারণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই নিরাকার নির্বিকার অজ পুবাণ পুরুষকে নমস্কার। যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নান্যায়ুজ মোহান্ন ব্যক্তিদিগেব হৃদয়ে বিরাজ করিয়াও যিনি তাহা-দিগের পক্ষে দূরস্থ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাহাকে সর্বদা দেখিতে পায়, সেই বিষ্ণু আনন্দ-প্রতি প্রসন্ন হউন। সাধুব্যক্তিগণ যাহাকে

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া কীর্তন করেন, সেই পরেশ পরমানন্দ পরাৎ-পরতর পরমেশ্বরকে নমস্কাব । জগতের হিতার্থ নানা মূর্তিতে যিনি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।'

এইরূপ স্তব করিয়া বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে এবং দক্ষিণা ও বসনাদি দান পূর্বক পশ্চাৎ আচার্য্যকে আরাধনা করিয়া ভক্তিসহ-কারে যথাশক্তি ব্রাহ্মাভোজন করাইবে । তাহার পর পুত্র, মিত্র, কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত স্বয়ং পারণা করিবে ।

হে বিপ্রকুল ! যিনি ধ্বজারোপণরূপ এই পরম পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি যে কি মহাপুণ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রবণ করুন । তৎস্থাপিত ধ্বজগট বায়ুভরে যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইবে । মহাপাতকীই হউক, আর সর্বপাতকযুক্তই হউক, যদি বিষ্ণুমন্দিরে একবার ধ্বজ আরোপণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই ধ্বজ বিষ্ণুগৃহে যত দিন বিরাজ করিবে, তত সহস্র যুগ সেই ব্যক্তি হরির স্বরূপ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবে । যে মানব অপরের স্থাপিত ধ্বজদর্শনে আহলাদিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত পাতক হইতে সত্তা নিকৃতি লাভ করিতে পারে । 'আহা ! হরিতবনের দ্বারে অথবা শিরোদেশে থাকিয়া সেই পবিত্র পতাকা যখন মন্দ নন্দ সমীরণসন্ধারে পটপট ববে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন নিমেষাঙ্গমায়ে সেই ধ্বজ-স্থাপকের সমস্ত পাপ অপনোত হইয়া যায় ।

হে ঋষিসত্তমগণ ! এই বিষয়ের একটি মনোরম উপাখ্যান বলিতেছি, সমাহিতমনে সকলে শ্রবণ করুন । ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি নারদ এই কথা কীর্তন করিয়াছিলেন । কৃতযুগে পবিত্র সোমবংশে সুনতি নামে একজন পরম গুণবান্ মরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি জ্ঞানী, ধার্মিক, -রূপবান্, সত্যসঙ্গ, ভক্তি ও বিনয়ী । তিনি অতি-বির পূজা করিতে বড় ভালবাসিতেন এবং প্রতিদিন যথাকালে

আতিথ্যসংকার সমাপন করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। তিনি পূজ্যব্যক্তির পূজা ও মাগ্ধের সম্মানযুজি করিতেন; সর্বদা হরিকথা শুনিতেন এবং হরিভক্তদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন। তিনি কৃতজ্ঞ, শাস্ত্র, কীর্তিপ্রিয়, সর্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী, এক কথায় তিনি সর্বগুণসম্পন্ন।

মহামুভব স্মৃতি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া পরমস্থখে সেই সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সত্যমতি। সত্যমতি ঘেরূপ কণবতী, সেইরূপ গুণবতী। তিনি পতিপ্রাণা ও সর্বশুলক্ষণযুক্তা। হে মুনিগণ! এই পরম পুণ্যাত্মা রাজদম্পতি জাতিস্বর হইয়া নিযত সংকার্য্যেব অনুর্তানে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্মৃতিতে অন্ন ও তৃপ্তিকে জল দান করিতেন এবং আপামর সাধারণের মঙ্গলার্থ সরোবর, তড়াগ, কুপাদি ও মনোহর উত্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। মঞ্জু-বাদিনী \* সতী সত্যমতি পবিত্রহৃদয়ে নিত্য নাবায়ণেব গৃহে নৃত্য করিতেন। ধার্মিক স্মৃতিও প্রত্যেক শুক্লা ছাদনী দিবসে বিষ্ণুগৃহে বিস্তর মনোজ্ঞ ধ্বজ আরোপণ করিতেন। তাঁহাদিগেব দ্বীপুকষের যশে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এমন কি, দেবতাগণও তাঁহাদিগেব উভয়েব গুণগান করিতেন।

সেই ত্রিলোকবিখ্যাত রাজদম্পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বিভাণ্ডক একদা বহু শিষ্যাশ্রমিষ্যের সমভিব্যাহারে তদীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আগমন করিতে শুনিয়া মহামুভব স্মৃতি বিবিধ উপঢাব দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অভিপ্রায়ে সত্রীক রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদেব উভয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না। অতঃপর মহামুনি রীজাব অভ্যর্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আতিথ্যসংকারের সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। তপোনিধি বিভাণ্ডক বীথ শিষ্যানুন্দের সহিত আনন্দে রাজার সংকার স্বীকার করিলেন

এবং পানভোজনাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মহাত্মা স্মৃতি মুনীন্দের চরণবন্দনা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে নিরাসনে উপবেশন পূর্বক কৃতাজলিপুটে বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, “ভগবন্ ! আপনার পদার্পণে অত্ন আমি কৃতকৃত্য হইলাম, আমার জীবন সার্থক ; রাজ্য পবিত্র হইল । প্রভো ! পণ্ডিতগণ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের আগমনকে স্মৃতির নিদান বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন । আপনি মহাত্মা, মহামুভব ও প্রকৃত সাধু । ভবাদৃশ মহোদয়গণ যাহার প্রতি একবার সাহস্রাগ দৃষ্টি বিদ্যেপ করেন, তাহার সকল পাপ দূর হইয়া যায়, সকল আশা পূর্ণ হয় ; সে ব্যক্তি ধনধান্য, পুত্রপৌত্র, তেজোবল ও কীৰ্ত্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় । সাধু মহাত্মাদিগের করুণা ব্যতিবেকে কাহারও মঙ্গল সাধিত হয় না । এক্ষণে এই পবিত্র পাদপদ্মের পাদোদক আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমার সকল কামনা চরিতার্থ করুন ।” এই বলিয়া ধার্মিক স্মৃতি তেজো-নিধি বিভাগুকের পাদোদক পবনভক্তি সহকারে স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন এবং আনন্দগগনভাবে বলিতে লাগিলেন, “হে ব্রহ্মন্ ! এই পাদানু শিরে ধারণ করিয়া আজি আমি সর্বকীর্ত্তমানের ফল লাভ করিলাম । প্রভো ! এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে এ দাসেব ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, অহুএহ করিয়া প্রকাশ করুন । আপনি আমার শাসক ও আদেশকর্তা ; আমার পুত্র, কলত্র ও সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনারই চরণতলে সনর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব, আদেশ করুন ।”

বিনয়ানন্ত নরপতিব স্নানধূর বাকে । পরম আশ্লাদিত হইয়া মহাবি বিভাগুক তাঁহার অঙ্গে হস্তাবর্ধন পূর্বক সন্মুখে বলিলেন, “রাভন্ ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার উচ্চকূলেবই যোগ্য বটে । বৎস ! বিনয় একটি মহৎ গুণ ; ইহাতে পরম মঙ্গললাভ করিতে পারা যায় । বিনয়ী ব্যক্তি নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ লাভ করিতে সমর্থ হইবে । বলিতে কি, বিনয় হইতে সর্বপ্রকার স্নানমঙ্গল সাধিত

হইয়া থাকে । হে ভূপাল ! তোমার বিনয়, শীলতা, সদাচার দেখিয়া পবন প্রীতি লাভ করিয়াছি ; আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল বর্ধিত হউক । এক্ষণে আমার একটি জিজ্ঞাস্তা অহৰ্ণ \* আছে ; কিন্তু তোমাদের জীপুরুষের বিষ্ণুসেবায় একটি বৈচিত্র্য দেখিতে পাই ; তুমি প্রত্যহ ধ্বজারোপণ কর এবং তোমার সাক্ষী পত্নী দেবালয়ে নিত্য নৃত্য করিয়া থাকেন ; ইহার কারণ কি ?”

মহর্ষি বিভাগুকের এই বিচিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাপতি স্মৃতি আনন্দিত হইলেন এবং সবিনয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ভগবন্ ! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহার পরিপালনে আমি প্রবৃত্ত হইলাম ; অমুগ্রহ কবিত্যাশ্রয় করন । হে মূনে ! আমাদের জীপুরুষের চরিত্র অতি বিস্ময়কর । প্রভো ! পুরাকালে আমি শূদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া মালী নাম ধারণ করিয়াছিলাম । আমি পরভ্রব্য অপহরণ করিতাম, প্রাণপণে পরের অনিষ্টসাধনে ব্যস্ত থাকিতাম এবং নিত্য কুকর্মে রত থাকিয়া ধর্মের অপমান করিতাম । আমি ঘোবজুর ও পায়ণ ছিলাম । সদা চুরাচার ব্যক্তিদিগের সহবাসে কালযাপন করিতাম এবং সুরাপান ও বেশ্যাভিগমন করিয়া সর্বদা পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিতাম । ভগবন্ ! বলিতে শ্রুণা হয়, আমি নিরীহ বিপ্রকুলেরও সর্বত্র অপহরণ করিতে সঙ্কচিত হইতাম না । আমার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে তিরস্কার করিতেন, ভৎসনা করিতেন, গ্রহণ করিতেন, বাটী হইতে দূর করিয়া দিতেন : তাগতেও আমার জ্ঞাননেত্র উদ্বীলিত হইত

এইরূপ স্থখে-স্থখে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । একদা নৈদাঘ সূর্য্যোব প্রথর তাপে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত হইয়া বন-মার্গে আহাৰ ও জলের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি জীর্ণ দেবালয় দেখিতে পাইলাম । তাহার পার্শ্বে একটি বৃহৎ সরোবর । হংসকারওবাদি বিবিধ জলচর পক্ষী সেই সরসীজলে খেলা করিতে-ছিল ; তাহার তীরভূমি অসংখ্য বনপাদপ ও নিবিড় লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত । হে মুনীশ্বর ! তৎকালে অপর খাজ না-পাওয়াতে সেই সরোবরের মধ্যস্থিত মৃণালমূল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম এবং তাহার শুশীতল জলপানে স্নান হইয়া তীরভূমে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটু স্নান হইয়া আবার নিজ অবস্থা ভাবিতে লাগিলাম । নিবিড় বিজ্ঞান অরণ্য, জনমানবের সমাগম নাই ; হায়, নিরাশ্রয় হইলাম । কোথায় যাইব ? কাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিব ? অবশেষে অল্প কোন উপায় না দেখিয়া সেই জীর্ণ দেবালয়েই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, এবং তৃণ, পত্র ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক পার্শ্বে একটি গৃহ নির্মাণ করিলাম । নিবস । তথায় জনমানবেরও সমাগম ছিল না ;—আমি একাকী । বিশাল অরণ্য, অসংখ্য বনবৃক্ষ ; সকলই আমার হইল । আমি একাকী সেই বিস্তৃত গভীর বনমধ্যে বাস করিয়া দেবালয় পবিত্রা করিতে লাগিলাম । ব্যাধিবৃদ্ধি ব্যতীত তৎকালে আমার আর কিছু দীবিকা রহিল না । আমি প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গরণ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতাম এবং বরাহ ও মৃগাদি হত্যা করিয়া দিনান্তে আবার ফিরিয়া আসিতাম ।

এইরূপে বিংশতি বৎসর অতীত হইল । অনন্তর একদা আমি দেবালয়ে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি দ্রীলোক আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল । তাহার রূপ কেশ, মলিন বেশ ; বেশ ; শরীর নিতান্ত দীর্ণ ; পরিধানের বস্ত্রবানিও ছিন্নভিন্ন, দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাহার ত্রিঃসারে কেহই নাই । বিংশতি বৎসর

মানবের মুখ দেখি নাই ; সুতরাং সেই অভ্যাগত রমণীকে দেখিয়া আমি বড় আশ্লাদিত হইলাম ; সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাব পরিচয় ভিজ্জাসা কবিলাম , প্রত্যুত্তরে যাহা জানিলাম, তাহাতে তৎপ্রতি আমার অমুরাগ বৃদ্ধি পাইল । তাহার নাম কোকিলিনী , সে নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে , বিদ্যাদেশ তাহাব জন্মভূমি । তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে,—কেহই তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই । অগত্যা কোকিলিনী লোকালয় ছাড়িয়া বনে আশ্রয় লইয়া বাধ্য হইয়াছে । পথপ্রায়ে সে ঘোরতর ক্লান্ত , দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় তাহার শরীর অবসন্ন, কণ্ঠ বিশুদ্ধ, তাহার উপব-আবার কঠোর অন্তস্তাপে তাহার মর্ম্মস্থল ক্রতবিকৃত । আহা ! তাহাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দয়া হইল । যথাসাধ্য মাংস, বনফল ও জল দিয়া আমি তাহাব ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলাম ।

এইকপে শ্রান্তি দূর করিয়া সেই শোকাক্তা নিষাদকন্যা আমাকে নিজ বৃত্তান্ত বলিতে আবল্ল করিল । হে মহামুনে ! তাহা অতি শোচনীয় । কোকিলিনী অতি জুরা, নিষ্ঠুরা ও ক্লটভাষিণী । সে সর্বদা পরস্ব হরণ করিত , যাহাকে তাহাকে কঠোর কথা বলিত ; সকলের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহাব করিত । সে এতদূর পাপিষ্ঠা যে, নিজ স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল । সেই জন্ত তাহাব বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ কবিয়াছে । হতভাগিনী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বমনধ্যে প্রবেশ কবিয়াছে ।

কোকিলিনী ও আমার অবস্থা একরূপ, ভাগ্য একরূপ, পরিণাম একরূপ , সুতবাং উভয়ের মধ্যে দৃঢ় একতা স্থাপিত হইল । উভয়ে দম্পতিরূপে সেই দেবালয়ে কালযাপন কবিতে লাগিলাম । এইকপে বহুদিন অতীত হইল । ক্রমে আমাদের সৌভাগ্যগগন পরিদূত হইয়া আসিল,—আমাদের স্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল । একদা রজনীযোগে আমরা উভয়ে বিকট মদিরা পান করিয়া ঘোর উন্মত্ত হইলাম । আমাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, বিবেক তিরোহিত হইয়া গেল , স্ব স্ব বস্ত্র দণ্ডে বন্ধন পূর্বক . নিম্ন নিম্ন হস্তে

উদ্ভূত করিয়া সেই দেবালয়ে উভয়েই উৎকট আনন্দ সহকারে উদ্ভাস্ত-  
বৎ-নৃত্য করিতে লাগিলাম । সেই সময়েই হঠাৎ আমাদিগের  
মৃত্যু হয় । অমনি ভীমদর্শন যমদূতগণ ভয়ঙ্কর পাশহস্তে আমাদিগকে  
লইতে আসিল, কিন্তু তাহারা পারিল না, ভগবান মধুসূদন তাহা-  
দের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইবার ক্ষমতা স্বীয় দূতদিগকে  
প্রেরণ করিলেন । সে বিবরণ অতি মনোহর ।

হে তপোধন । সেই ভীষণাকার যমকিঙ্করগণ বিকট দশন-  
বিকাশ পূর্বক হৃদয়স্তম্বন হান্ত করিয়া আমাদিগকে কঠোর পাশে  
বন্ধন করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে দূরে মধুর হরিনাম-  
সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রুত হইল । চারিদিক্ বেন এক স্নিগ্ধ আলোকে বিভাসিত  
হইল । অমনি নির্ভর যমদূতগণের হস্ত হইতে পাশ স্থলিত হইয়া  
ভূমিতলে পড়িয়া গেল, তাহারা স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল ।  
দেখিতে দেখিতে হবিনাম অধিকতর নিকটে ঐকৃত হইতে লাগিল ।  
অবশেষে হরিদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের জ্যোতিঃ  
সহস্র সূর্য্যের স্থায় উজ্জ্বল অথচ শাস্ত কোমল ও নর নস্নিগ্ধকর ।  
ভগবানের স্থায় তাঁহাদিগের হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিবাজিত ।  
তাঁহারা মধুরভাষী, কৃপালু ও অমুগ্ৰহবান্ । বাস্তবিক তাঁহাদিগকে  
দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে আগ্রুত হইয়া যায় ।

সেই শান্ত-স্বভাব দেবদূতগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে  
ভীমাকৃতি যমদূতগণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, ‘রে জুর ছরাচার-  
গণ । নিবৃত্ত হও—নিবৃত্ত হও । হরিতক্ট এই নিম্পাপ দম্পতির  
অঙ্গ কদাপি স্পর্শ করিও না । মূঢ়গণ । তোমাদের বিবেক কি  
একবারে লোপ পাইয়াছে ? তোমরা কি জান না যে, বিবেকই ত্রিভূ-  
বনে সম্পদের আদি কারণ এবং অবिवেকিতা সকল অনিষ্টের নিদান ?  
যে ব্যক্তি অপাপকে পাপ, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং শ্রায়কে অশ্রায় বলিয়া  
জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই নরাধম, কিন্তু যে মূঢ় পাপকে অপাপ বলিয়া  
স্বীকার করে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রশংসা দেয় এবং অশ্রায়কে  
শ্রায় বলিয়া সমর্থন করিতে যায়, সে নরাধমেরও অধম ।’



দেবদূতগণের এই সাংবর্গ ভাক্যশ্রবণে যমকিঙ্করগণ উত্তর করিল,  
'তোমরা ঠিক বলিয়াছ, ইহারা উভয়েই ঘোর পাতকী ; পাপিগণ দণ্ড  
পাইয়া থাকে, সুতরাং আমরা ইহাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইব।  
ধর্ম বেদবিধানের সারভূত ; অধর্ম তাহার বিপরীত ; এই দুরাচারদ্বয়  
জীবনে কখনও ধর্মকর্ম করে নাই ; সুতরাং ইহাদিগকে আমরা  
নরকে নিক্ষেপ করিব।'

যমকিঙ্করগণের এই কঠোর ভাক্যশ্রবণে করুণাময় দেবদূতগণ  
যার-পর-নাই কুপিত হইলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে বিকট আলোক  
নির্গত হইল ; সেই জ্যোতিতে দিগন্ত পর্য্যন্ত উজ্জলিত হইয়া উঠিল।  
তাঁহারা ভীমগন্তীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—‘অহো কষ্ট ! বে  
দূতগণ ! তোদের কি ধর্মজ্ঞান কিছুমাত্র নাই ? পূর্বজীবনে কত  
মহাপাপ করিয়াছিলি, তাই তোরা নরকের অধ্যক্ষ হইয়াছিস্ ! ইহা  
দেখিয়াও কি তোদের জ্ঞান হয় না ? এত কষ্ট সহ্য করিয়াও কি  
তোদের ধর্মে প্রবৃত্তি জন্মে না ? লোকে পাপকর্ম করিলে আবার  
কালক্রমে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে ; কিন্তু হুঃখের বিষয়  
এই যে, তোরা নিজ নিজ পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া দূবে থাকুক,  
দিন দিন পাতকরাশিকে বর্দ্ধিত করিতেছিস্ ! হায় ! কবে তোদের  
জ্ঞানেন্দ্র উদ্বীলিত হইবে ? পরিত্যাগ কব্—পরিত্যাগ কব্ ! আর  
কত পাপ করিবি ? রে নির্ভূরগণ ! ধর্ম যে বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অঙ্ক-  
মোদিত, তাহা কে অস্বীকার করে ? কিন্তু রে অজ্ঞান ! তোমরা  
জান না, ইহারা দুই জনেই পরম ধার্মিক ! ইহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি,  
—শ্রবণ কর। পূর্বের পাপ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে বিবিধ  
প্রকারে নারায়ণের শুশ্রূষা কবিয়া সে সমস্ত পাপ হইতে ইহারা মুক্ত  
হইয়াছে। ইহারা নিত্য দেবালয়ে অনুলেপন করিত, শেষে অস্ত  
অস্তিমকালে বিষ্ণুগৃহে ষড়্রোপণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিল ; সেই  
অন্ত সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। অতএব, অবিলম্বে ইহাদিগকে  
ত্যাগ কর। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ মহাপাতকদিগকে যদি একবার  
করণনয়নে অবলোকন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের সমস্ত পাপ

# অষ্টাদশ অধ্যায় ।

## হবিপঞ্চক-ব্রত ।

হে মুনিগণ ! আর একটি পরম পুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, সেই ব্রত হরিপঞ্চক নামে প্রসিদ্ধ ।—সেই ব্রতের অনুষ্ঠান সকলের ভাগ্যে ঘটে না । সকল বর্ণের নর-নারীই তাহা অবলম্বন করিতে পারে । হে বিপ্রবর্গ ! সেই হরিপঞ্চক-ব্রত পুরুষার্থ ও চতুর্বর্গফললাভের একটি প্রধান উপায় । যে ব্যক্তি সেই ব্রত উদযাপন করিতে পাবে, তাহার সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়,—সে সমস্ত ব্রতের ফল লাভ করে ।

মার্গশীর্ষে শুক্লা দশমী তিথিতে নিযতেজিয় হইয়া প্রাতঃকালে দস্তধাবন পূর্বক স্নান করিবে, তাহার পর যথাবিহিত বিধান অনুসারে দেবপূজা এবং পঞ্চ মহাধর্ম\* সম্পাদন করিয়া ব্রতী হইবে । তাহার পর একাদশীতে অতি প্রভূষে গাত্রোথান পূর্বক যথাবিধানে স্নান করিয়া গৃহে হবিকে অর্চনা করিতে বসিবে । পঞ্চামৃতবিধানে দেবদেব নারায়ণকে স্নাপিত করিয়া পরম ভক্তি সহকাবে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল ও সুদক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাঁহাকে উপবাস সম-সমর্পণ করিবে ;—“হে কেশব । হে জগৎস্বামিন্ । আপনার আদেশ-ক্রমে অত্ন হইতে পঞ্চরাত্র নিরাহার হইলাম, প্রভো । আমার অভীষ্ট সফল করুন ।” সেই দিন রাত্রিজাগরণ কর্তব্য ।

এইরূপ দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমার দিন জিতেজিয় হইয়া পরম ভক্তি সহকারে জগৎপাথ অচ্যুতের অর্চনা করিবে । দশমী হইতে পঞ্চ দিবস পঞ্চামৃত দ্বারা সামান্যরূপ পূজা করিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু পূর্ণিমা-দিবসে বিষ্ণুকে স্নান করিয়া যথা-শক্তি তিল-হোম ও তিল-দান কর্তব্য । অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপব্রত

\* পঞ্চ মহাধর্ম—পঞ্চ মহাব্রত । যথা—

অধ্যাপনং মহাব্রতঃ পিতৃব্রতং ওপর্ণম্ ।

হোমো বৈবো বর্গভোজ্যে বৃদ্ধজ্যোতিষিষ্মনম্ ।—সরস পুরাণ ।

হইলে স্বাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পূর্বক পঞ্চগব্য আহরণ করিয়া বিষ্ণুকে পূর্ববৎ পূজা করিব। তদন্তে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। যদি তেমন ক্ষমতা ও বিভব থাকে, তাহা হইলে দীন-দরিদ্রদিগকে দান করিবে, পশ্চাৎ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের সহিত মৌনী হইয়া ভোজন করিবে।

এইরূপে পৌষ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত ক্রমাগত যে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে উক্ত পঞ্চ তিথিতে বর্ণিত বিধানানুসাৰ্য ব্রতপালন করিতে হইবে। সংবৎসব এইরূপে অবিবাহিত হইলে শেষে পুনর্বার অগ্র-হায়ণ মাসে ব্রত উদ্যাপন করিবে। একাদশী দিবসে পূর্ববৎ উপ-বাসী থাকিবে, দ্বাদশীতে পঞ্চগব্য প্রয়োগ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা যথাবিধানে নারায়ণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে উপহার দিবে। মধুমিষ্মিত ও দৃতযুক্ত পায়স, সুরভি ফলশোভিত পূর্ণকুন্তকে বজ্রাল-ঙ্কারে সজ্জিত করিয়া স্নানশিখাসহ কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সে সময়ে বহ্যমাণরূপে নারায়ণের স্তব করিতে হইবে, “হে সর্বোদ্যন। সর্বদেবেশ, সর্বব্যাপী জনার্দন। হে মাধব। মৎপ্রদত্ত পরমায়ু গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি স্নেহসম হউন। হে নারায়ণ। হে ভগ-জ্ঞাপরাযণ। আপনাকে নমস্কার। করুণাসিন্ধো। মৎপ্রদত্ত কুন্তো-দক স্বীকার করিয়া শ্রীত হউন।”

উপায়ন প্রদান করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং স্বয়ং স্ববন্ধুসহ বাগ্‌যতভাবে ভোজন করিতে বসিবে।

হে ঋষিসত্তমগণ। যিনি এই পুণ্যপ্রদ হরিপঞ্চক-ব্রত সমাপন করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জনন-মরণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যাহারা পবন মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই পবিত্রতম ব্রত গ্রহণ করা কর্তব্য। বিঘ্নবর্জ। সহস্রকোটি গোদান করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারে যায়, এই হরিপঞ্চক-ব্রতের একটি উপবাস হইতে তাহা লব্ধ হইয়া থাকে। নারায়ণে তত্ত্ব সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি অবহিত-মনে এই ব্রতকথা শ্রবণ করে, সে কোটি ঘোরতর উপপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

## একোবিংশ অধ্যায়।



### মাসোপবাস-ব্রত।

হে মুনিগণ! আর একটি মহাপুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, সমাহিতমনে সকলে শ্রবণ করুন। সেই ব্রতের নাম মাসোপবাস-ব্রত। পাপী এই ব্রত-পালন দ্বারা সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আঘাত, আঘণ, ভাঙ্গ অথবা আখিন মাসে মাসোপবাস-ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাদেব অশ্রুতম যে কোন একটি মাসের শুক্লা দশমী দিবসেব প্রাতঃকালে দন্তধান পূর্বক স্নান করিয়া নিয়তেজ্রিয়ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চন করিবে। তাহার পর একাদশীতে অন্নচর্চা অবলম্বন পূর্বক পঞ্চগব্য-প্রাশন করিয়া বিষ্ণুসমীপে কুশাসনে অথবা মুণ্ডশয়নে নিদ্রা যাইবে। অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোধান পূর্বক নিত্যক্রিয়াকলোপ সম্পাদন করিয়া নিয়তেজ্রিয়ভাবে পরম ব্রহ্মসংকারে বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং তাহার পর 'বক্ষ্যমাণ স্মৃতিবাচন উচ্চারণ পূর্বক সন্তপ্ত করিতে হইবে। হে কেশব! অস্ত্র হইতে আবস্ত করিয়া এক মাস অনাহারে থাকিব, হে দেবদেব! তাহার পব আপনার আজ্ঞানুসারে মাসান্তে পারণ করিব। হে তপোব্রত! হে তপঃফল-দায়িন্! আপনাকে নমস্কার; আমার অতীষ্ট ফল দান করুন, সর্ব-বিঘ্ন নিবারণ করুন।”

এইরূপে দেবদেব বিষ্ণুর মঙ্গলময় ব্রত অ্যাপনন পূর্বক তন্মা-গত একমাসকাল হরিনন্দ্রে বাস করিবে, প্রত্যহ নারায়ণকে পঞ্চা-মুতে স্থাপিত করিবে, প্রত্যহ মূপদোপ ও শুগ্ধুস জালিয়া দিবে; অপমার্গের শাখায় দন্তধাবন পূর্বক স্নান করিয়া কেশবাঙ্গি নামে বিষ্ণুর তর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে একমাসকাল উপবাস করিয়া ব্রতী তদন্তে স্থানপূর্বক পূর্ববৎ বিষ্ণুর অর্চনা করিবে,

তাহার পর ভক্তিসহকারে যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ও তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে,—পরে প্রযতেন্দ্রিয় হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ।

মাসোপবাস-নামধেয় ব্রত এইরূপে সমাপন করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহকারে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে গো, বস্ত্র ও নানা আভরণ প্রদান করিবে ।

হে দ্বিজগণ ! একটিমাত্র মাসোপবাস-ব্রতের অমুষ্ঠানে ব্রতী বাজপেয়-ফল, দুইটিতে পৌণ্ডরীক-ফল, তিনটিতে মানযজ্ঞামুষ্ঠানের ফল, চারিটিতে অষ্ট অগ্নিষ্টোমের ফল, পাঁচটিতে তাহার দ্বিগুণ, ছয়টিতে অষ্ট জ্যোতিষ্টোমের ফল সাড়টিতে অষ্ট অশ্বমেধযজ্ঞের ফল, আটটিতে নরমেধযজ্ঞের অষ্টগুণ ফল, নয়টিতে গোমেধ-যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, দশটিতে একশমেধযজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, একাদশটিতে সর্ষপযজ্ঞামুষ্ঠানের ফল ও নারায়ণের সালোক্য, দ্বাদশটিতে হরিশ্বাকপ্য এবং ত্রয়োদশটিতে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় ।

হে মুনিবর্গ ! যাহারা মাসোপবাস-ব্রত পালন করেন, নিত্য গদান্নান করেন, সর্বদা ধর্মকথা কীর্তন করেন, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । যতি, ব্রহ্মচারী, অবীরা,—বিশেষতঃ বনবাসীদিগের এই পুণ্যপ্রদ মাসোপবাস-ব্রত পালন করা কঠব্য । চতুর্ধর্মের নরনারীগণ এবং কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু,—এমন কি, অদ্বৈতজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণও এই ব্রত পালন করিলে যোগিগণের ছল্লভ মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই পবিত্র ব্রত কীর্তন অথবা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া

# বিংশ অধ্যায় ।



একাদশী-ব্রত ও ভদ্রশীল মুনিব আখ্যান ।

হে মহর্ষিমণ্ডল ! এক্ষণে আমি একাদশী-ব্রতমাহাত্ম্য কীর্তন কবিতেছি । ইহা একটি অতি পবিত্র ও অতি প্রসিদ্ধ ব্রত । বিব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কেহ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া একাদশী-ব্রত পালন করিবে, সে নিশ্চয়ই সর্বকাম-নার সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে । চতুর্দশের যোষিদ্গণেবও ইহা পালন করা কর্তব্য ।

হে মুনিবৃন্দ ! 'কি শুদ্ধ, কি কৃষ্ণ, কোন পক্ষের একাদশীতেই ভোজন কবিতো নাই,—করিলেই মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে । এই মোক্ষপ্রদ মহাব্রত পালন করিতে হইলে দশমী দিবসে এক-বারমাত্র স্বকৃৎ-ভোজন, একাদশীতে অনশন এবং দ্বাদশীতেও এক-বারমাত্র সকৃৎ ভোজন কর্তব্য, নতুবা ব্রত সম্যক সাধিত হইবে না । যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই সকল প্রকার পাপ ভোগ করিতে ইচ্ছুক, কেননা, একাদশীতে অন্নগ্রহণ একটি মহাপাপ । লোকে বরং ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অমুষ্ঠান করিয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিলে মুক্তিলাভের কিছুমাত্র উপায় নাই । যে ব্যক্তি মহাপাতকী, জগতে যত প্রকার পাপ আছে, যে ব্যক্তি তৎসমস্তেই কলঙ্কিত হইয়াছে, সেই নরাধমও যদি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একাদশীতে উপবাস করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ নিবারিত হয়, সে বিগতপাপদেহে পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ।

হে ঋষিকুল ! একাদশী একটি মহাপুণ্যময়ী তিথি,—বিশেষতঃ ইহা বিষ্ণুব প্রিয়করী । সেইজন্য এই সংসার-সাগর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত বিপ্রদিগের ইহা সর্বদা পালন করা কর্তব্য । দশমীতে শয্যাভ্যাগ পূর্বক দস্তধাবন করিয়া যথাবিধানে স্নান

করিবে, তাহার পর নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া বিধিবৎ বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। সেই দিবসেই যদি একাদশী পতিত হয়, তাহা হইলে নারায়ণেব সম্মুখে সমস্ত বজ্রনৌ শয়ন করিয়া থাকিবে। পবদিন প্রত্যয়ে উঠিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করিবে এবং তৎকালে এই বলিয়া স্তব করিতে হইবে যে, “হে অচ্যুত, হে -পুণ্ডরীকাক্ষ। একাদশীতে সমস্ত দিবস নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে ভোজন করিব, আমাকে ত্রীচরণে স্থান দিবেন।” ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দেবদেব চক্রীর চরণতলে উপবাস সমর্পণ করিবে। সে দিবস রজনীতে নিদ্রা যাইতে নাই; সমস্ত রাত্রি নৃত্য, বাজ, অথবা পুবাণাদি শ্রবণ পূর্বক জাগিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ত্রতী স্বয়ং নারায়ণকে হৃদে স্থাপিত করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। তৎকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্তব্য,—“হে কেশব! হে জগন্নাথ! আমি অজ্ঞানান্ধ, অকিঞ্চন। আপনাব সুপ্রসাদ, লাভ করিবার নিমিত্ত এই একাদশী-ত্রত পালন করিলাম, এক্ষণে দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করুন।” হে বিশেষশ্রবণ! দেবদেব নারায়ণের চরণে উক্তরূপে মনোভাব নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন কবাইবে, তাঁহা-দিগকে দণ্ডিগা দিতে হইবে, শেষে স্বীয় বহুবাহুবগণের সমভি-ব্রাহ্মারে বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।

উক্ত বিধানানুসারে যে ব্যক্তি পুণ্যপ্রদ পরমপবিত্র একাদশীত্রত পালন করিবেন, তিনি অস্ত্রে বিষ্ণুভবনে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, যাব তাঁহাকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। উপোষিত ধার্মিক ব্যক্তি চণ্ডাল ও পতিত লোককে সামান্য কথা দ্বারাও অর্চনা করিবেন এবং নাস্তিক, মথ্যাদাহান, নিন্দক, ক্রুর, কুবলীপোষক,\* কুবলীপতি,† অযাজ্যযাজক, কুণ্ড ও দেবলের অন্নভোজী

\* কুবলীপোষক—শূদ্রা স্ত্রীকে যিনি পোষণ করেন।

† কুবলীপতি—শূদ্রা রক্ষকের পতি।

ভৈষজ্যকারক, পরারলোলুপ ও পরজ্বরিত ব্যক্তিদিগের সহিত অণু-  
মাত্রও আলাপ করিবে না । এই উৎকৃষ্ট বিধির অমুবর্তন করিয়া  
একাদশীত্রত পালন করিলে পবমা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।  
হে মুনিগণ ! যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, মাতার তুল্য গুরু নাই,  
বিষ্ণুর তুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই ।  
যেমন বেদেব তুল্য শাস্ত্র নাই, শাস্ত্রের জ্ঞায় সুখ নাই, চক্ষুর  
জ্ঞায় জ্যোতিঃ নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই ।  
যেমন ক্ষমাব তুল্য খ্যাতি নাই, কৌন্তির জ্ঞায় বল নাই, জ্ঞানের  
তুল্য লাভ নাই, সেইরূপ অনশনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ কিছুই  
নাই ।

হে ঋষিমণ্ডল ! উহাহরণস্বরূপ এ স্থলে একটি পুরাতন উপাখ্যান  
কীর্তন করিতেছি, আপনারা অবহিতমনে শ্রবণ করুন । পুবা-  
কালে পবিত্র নর্মদাতীরে গালব নামে এক শাস্ত্র, দাস্ত্র, সত্যপরাযণ  
ও পরমধার্মিক তপোনিধি বাস করিতেন । সেই নর্মদাতীর অতি  
মনোবন, তাহা নানাপ্রকার কুসুম ও ফলবৃক্ষে সুশোভিত, শাস্ত্র-  
স্বভাব নিবীহ মৃগগণ ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত, সিদ্ধ, চারণ,  
যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিভ্রাধরীগণ তাহাতে বাস করিত, সেই কানন নানা  
প্রকার কন্দমূলফলে পবিপূর্ণ, পরমধার্মিক মুনিগণ তন্মধ্যে বাস  
করিতেন ।

হে মুনিগণ ! মহর্ষি গালব সেই পরম মনোহর তপোবনে নানা  
প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের অমুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।  
কিছুদিন পরে ভদ্রশীল নামে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান প্রসূত হইল ।  
ভদ্রশীল জাতিস্মর ছিলেন । শৈশব হইতেই তিনি নারায়ণের  
প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন । বাল্যসংস্রাবের সহিত লীলাচ্ছলে  
তিনি মৃত্তিকায় বিষ্ণুর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিতেন ।  
ভদ্রশীলের সহচরণগণ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া হরিপূহ নির্মাণ  
পূর্ব্বক সর্ব্বদা পূজায় নিরত থাকিত । বালক ভদ্রশীল সেই মৃন্ময়  
বিষ্ণুর সমীপ প্রাপ্ত হইয়া বারংবার বলিতেন, “সমগ্র জগতের মঙ্গল ।



হউক।” মুহূর্ত্তেই হউক, অথবা মুহূর্ত্তমধ্যেই হউক, একাদশীর সকল করিয়া তিনি বিষ্ণুকে সর্বদা প্রণাম করিতেন।

শিশু পুত্রের উক্তরূপ আচরণ দেখিয়া মহর্ষি গালব যার-পর-নাই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া সম্মেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ভদ্রশীল ! তুমি যথার্থই ভদ্র-শীল ।। তোমার সদাচার দেখিয়া আমার দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। তোমাব এই মঙ্গলময় চরিত্র যোগিগণেবও দুর্লভ। ‘বৎস ! আমি প্রত্যহই দেখিতে পাই, তুমি নিত্য হরি-পূজা কর, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠান কর, একাদশীত্রয় পালন কর। তুমি শাস্ত্র, নির্ঘম ও নিঃস্বন্দ’।’ এত অল্পবয়সে এ সকল সদগুণ তুমি কোথায় পাহলে ? হুকুমার শৈশবে এ পরমা বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে জন্মিল ? এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।”

পিতাব বাক্যশ্রবণে ভদ্রশীল অতিশয় আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে বলিলেন, “তাত ! হে মহাভাগ ! পূর্ব্বজন্মে আমি বাহা কিছু করিয়াছি, সমস্তই আমার স্মৃতিপটে উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে। সে বিবরণ অতি মনোহর। ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আমি তৎসমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।”

এই কথা শুনিয়া গালব যুগপৎ বিস্ময় ও জ্ঞানন্দে অভিভূত হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ! পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে ? যম তোমাকে কি বলিয়াছিলেন ?”

হুকুমারমতি ভদ্রশীল অকপটভাবে উত্তর প্রদান কবিলেন, “হে তাত ! পুরাণালে আমি সোমকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহর্ষি দত্তা-ত্রয়ের অনুশাসনে বর্ণকীর্ত্তি নাম ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্ব-সমেত শতসহস্র বৎসর কৃৎস্না বহুকালকো শাসন করিয়াছিলাম। সেই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মৎকর্ত্তৃক বহুবিধ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। আমি সর্ব্বদা পায়ণদিগের সঙ্গে থাকিতাম, সেই জন্ত স্বয়ং পায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম,—তাহাতে আমার পূর্ব্ব-জন্মের সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পিতা ! এইরূপে আমি নিতান্ত

পাপী হইয়া পড়িলাম, পায়ণদিগেব পবামর্শক্রমে বেদমার্গ ত্যাগ কবিয়া সকল যজ্ঞ নষ্ট করিলাম, নানাপ্রকার অধর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি দেশেব রাজা। স্বয়ং রাজা দুষ্ক্রিয়ামক্ত হইলে তাহাব প্রজাগণও দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে। আমি নানা দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করাতে আমার প্রজাগণও সদা দুষ্ক্রিয়াব অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। স্মৃতবাং তাহাদের অনুষ্ঠিত পাপবাণির বর্ষণে আমার পাপরাশিতে যুক্ত হইয়া পাপিভার বৃদ্ধি করিয়া তুলিল।

হে তাত। এইরূপে নানাপ্রকার অধর্ম আচরণ করিতে কবিত্তে একদা আমার যুগযাব অভিলাষ জন্মিল। অচিবে যুগযাব উত্তোগ হইল, অসংখ্য সৈন্য ও সামন্ত সজ্জিত হইয়া আমাব প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান বহিল। আমি তাহাদিগের সমভিব্যাহারে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলাম এবং বহুবিধ যুগ হত্যা করিয়া বনমার্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি যুগ নিহত হইলেও আমাব যুগযাত্ৰা প্রশমিত হইল না। ক্রমে যুগেব অবেশে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সৈন্যদিগের দৃষ্টিব বহির্ভূত হইয়া পড়িলাম। একে কঠোর ভ্রম, তাহার উপর আবার নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, আব ভ্রমণ করিতে পারিলাম না। নিকটে নর্মদা নদী। তাহার তটস্থ স্নিগ্ধচ্ছায়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। সেই সময়ে অতি গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে তাহাব বিমল झলে স্নান কবিলাম। সমস্ত দিন অভিবাহিত হইল, তথাপি কিছুই আহার করিতে পারিলাম না। ক্রমে নিশা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সেই রেবাভীরের এক স্থলে দেখিলাম, বতকগুলি লোক একাদশী-ব্রত ধারণ করিয়া রচনীচাগরণ করিতেছে। আমি তাহাদিগের সহিত সন্নিহিত হইলাম এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। একে কঠোর পথশ্রম ও ক্ষুংপিপাসার কাতর, তাহার উপর আবার সমস্ত রাত্রিজাগরণ। শরীর নিঃশ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়িল,—জীবনীশক্তি ক্রমে লোপ পাইয়া আসিল, আমি সেই স্থলেই সেই অবস্থাতেই পঞ্চম প্রাপ্ত হইলাম।

অনন্তর বিকটদর্শন ভীমদর্শন যমদূতগণ আসিয়া আমাকে ভয়ঙ্কর পাশে বন্ধন করিল এবং নানা যন্ত্রণাময় পথের উপর দিয়া টানিয়া শেষে শমন-সম্মুখে উপস্থিত হইল । যমরাজ বিকটদংষ্ট্র দূতকে নিকটে দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘এ ব্যক্তি ঘেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছে ; হীন শিক্ষা পাইয়া মূর্থ হইয়াছে, ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ।’

• ধর্মরাজের এই কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত আমার দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করিল এবং পরে যমের নিকট গিয়া বলিল, ‘হে ধর্মপতে ! এ ব্যক্তি অসংখ্য পাপের অহুষ্ঠান করিয়াছে সত্য, কিন্তু একাদশীর দিন পবিত্র ও মনোরম রেবাतीরে উপবাস ও জাগরণ করাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । এ যে বহুবিধ পাপ করিয়াছিল, একমাত্র উপবাসপ্রভাবে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।’

চিত্রগুপ্তের বাক্যশ্রবণে ধর্মরাজ আমাকে সমস্ত্রমে পরম ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং খ্যৈ দূতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—‘রে দূতগণ ! তোরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কব, দেখ, যাহারা ধার্মিক, ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একাদশীত্রত পালন করেন, তাহাদিগকে কখনও আমার ভবনে আনিয়ন করিস্ না । একপুণ্যবান ব্যক্তি নারায়ণের চরণতলে স্থান পাইয়া থাকেন ; তোরা সর্বদা তাহাদিগের দূরে থাকিবি ; যে সকল সাধু ব্যক্তি সর্বদা শিব ও নারায়ণের পবিত্র নামমালা কীর্তন করেন, সকলকে অচ্যুতের চরণতলে শরণ লইতে সর্বক্ষণ শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাহারা সর্বভূতের হিতকর্তা, প্রশান্ত ও অহুগ্রহবান, তাহাদিগের উপর আমার অধিকার নাই, অতএব তাহাদিগকে কখনও আমার পুৰীতে আনিয়ন করিতে চেষ্টা করিস্ না । যাহারা সমস্ত কর্ম নারায়ণে সমর্পণ করেন, স্ব স্ব আশ্রমের উচিত আচার-ব্যবহার পালন করেন, সর্বদা গুরুজনের শুশ্রূষা করেন, সংপাত্রে দান করেন, হরিমাহাত্ম্য সর্বদা শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, রে দূতগণ ! সর্বদা সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের দূরে থাকিবি । যাহারা প্ৰাণাদিগের

## একবিংশ অধ্যায় ।



### বর্ণাশ্রম-ধর্ম ।

মহর্ষি সূতের নিকট পূর্বোক্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুমুক্শু মুনিগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, “হে মহাশয় ! হে তত্ত্বার্থকোবিদ ! আপনার নিকট প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রবণ করিলাম । ভাগীরথীর মহিমা, ধর্ম্যাধর্ম্য, পাপ-পুণ্য, হরিপূজাবিধান, ব্রতপূজা, একাদশীর মহিমা,—এই সমস্ত বিষয় আপনি ক্রমে ক্রমে সবিস্তারে আমাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন ; এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাচার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অপর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কৃপা-পূর্বক বর্ণন করিয়া-আমাদিগকে চরিতার্থ করুন ।”

মুনগণের বাক্য-শ্রবণে মহামুগ্ধব সূত অধিকতর আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, হে ঋষিগণ ! অস্ত্র আপনারা যে সকল পবিত্র বিষয় জানিতে অভিলাষ করিয়াছেন, মহর্ষি নারদ মহাত্মা সনৎ-কুমারের নিকট তৎসমস্ত বিষয় অনেক দিন বর্ণন করিয়াছিলেন । বর্ণাশ্রমাচার রত ব্যক্তিগণ কর্তৃক অচ্যুত নারায়ণ পূজিত হইয়া থাকেন ; সূতরাং এ সকল ব্রহ্মস্তু অতিশয় পবিত্র । মনু প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মুনীন্দ্রগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্তন করিতেছি । হে মুনিবর্গ ! শাস্ত্রমতে বর্ণ চারি প্রকার,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ।—ইহাদের মধ্যে আবার প্রথম বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ‘দ্বিজ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহাদিগের সকলের স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার-ব্যবহার যথাবিধানে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, নতুবা শাস্ত্রানুসারে

পতিত হইতে হইবে। সাহারা স্ববর্ণোচিত ধর্ম ত্যাগ করে, তাহার পাপও নামে অভিহিত। 'স্মৃতিশাস্ত্রের অবিবোধে যুগধর্ম ও গ্রামাচারাদির যথাবিধি অনুসরণ সকল বর্ণেরই উচিত। কায়-মনোবাক্যে বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে সমস্ত ধর্ম পালন করা মানবমাত্রেরই অতি কর্তব্য।

হে মুনিসত্তম ! যুগানুসারে ধর্মধর্মের বিচার হইয়া থাকে। এক যুগে যাহা পালনীয়, অপর যুগে তাহা বর্জনীয়। সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার, কমণ্ডলু-ধারণ, নরমেধ, অশ্বমেধ ও গোমেধ-যজ্ঞ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার, দস্তা অক্ষতা কন্যাকে অপর ব্যক্তিকে পুনর্দান, বানপ্রস্থাবলম্বন, শ্রাদ্ধে মাসভোজন, মধুপর্কে পশুবধ, দেবর কর্তৃক স্তোত্রোৎপত্তি এবং বিজগণের অসবর্ণা কন্যা-বিবাহ,— এই সকল কার্য্য কলিযুগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে দেশের যেকোন আচার ব্যবহার, তাহা তদ্দেশীয় লোকেরই গ্রাহ্য।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের অহুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ সজ্ঞেপে কীর্তন করিতেছি, আপনারা সমাহিতমনে শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ বিপ্রেন্দ্রদিগকে দান করিবে; দেবকুলের তুষ্টিবিধানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে; বৃত্তার্থ যাজনা করিবে; অপরকে অধ্যাপনা করিবে, বেদ গ্রহণ করিবে; শাস্ত্রজীবী ও অগ্নি-পরিগ্রহী হইবে; লোষ্ট্র-কাঞ্চনে ও শস্ত্রমিত্রে সমান জ্ঞান করিবে; সর্বদা সর্বলোকের হিতানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিবে; সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবে, ঋতুস্রাতা পরীতে যথাকালে অভিগত হইবে, পরনিন্দা, পরগ্রানি, পরশ্রীকাতরতা বিষয়ং পরিহার করিবে এবং সদা বিষ্ণু-পূজায় রত থাকিবে;—এই সকল ধর্ম ব্রাহ্মণমাত্রেরই অবশ্য পালনীয়।

ক্ষত্রিয় বিষ্ণুপূজা করিবে; সত্যপ্রিয় হইবে; বিপ্রদিগকে দান করিবে; বেদ গ্রহণ করিবে; দেবগণের যাজনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; শস্ত্র ও শাস্ত্রজীবী হইয়া ধর্মমार्গ অনুসরণ পূর্বক পৃথিবী পালন করিবে এবং বিধিবৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পরিপালন করিবে।

সম্র সর্বদা বিষয়-পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, দ্বিহুকুলের প্রতি  
যাঁহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, যাঁহারা সংসদলোলুপ ও আতিথেয়,  
হরি-হরকে যাঁহারা অভেদজ্ঞানে ভক্তি করেন, পরোপকার  
যাঁহাদেব পবন ব্রত, সর্বদা সেইরূপ সাধু ব্যক্তিদিগের দূরে  
থাকিবি । হবিকথামৃতপায়ী ভগবন্ত মহাজগৎ যাহাদিগকে কৃপা-  
কঠাঙ্কে অবলোকন করেন, হবিপূজা যাঁহাদেব পরম ব্রত, ব্রাহ্মণেব  
পদাধু পান করিয়া যাঁহারা জানন্নিব রুচী গ্রহণ করেন, সর্বদা তাঁহা-  
দিগের দূরে থাকিবি ।

কিন্তু যাহারা পিতামাতাকে ভৎসনা করে, গুরুজনের প্রতি  
অভক্তি করে, সর্বদা লোকের নিন্দা করে, সকলেব অনিষ্ট ববে,  
যাহারা দ্বিহুকুলের অহিতসাধন করিতে ভালবাসে, যাঁহারা  
দেবদলোভী ও জননাশের প্রধান কারণ, রে দূতগণ ! তাঁহারা  
পাপী, সেই নরাধমদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবি ।  
যাহারা একাদশী-ব্রতপালনে পরাশ্রয়, উগ্রসভাব, লোকাপবাদক ও  
পবনিন্দক, যাঁহারা গ্রাম নাশ করিয়া থাকে, সংসভাবসম্পন্ন  
ব্যক্তিদিগেব নামে বৃথা কলঙ্কারোপ করে, বিপ্রধন দেখিলে বাহা  
দিগের লোভ উজ্জ্বল হয়, তাঁহাদিগকে আমার ভবনে লইয়া  
আসিবি । যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিবিশুখ, শরণাগতপালক জগন্নাথ  
নারায়ণকে যাঁহারা আরাধনা কবে না, বিষ্ণুগৃহে যাঁহারা কখন  
প্রবেশ কবে না, সেই অতি মূর্থ নরাধমদিগকে আমার ভবনে  
লইয়া আসিবি, তাঁহাদিগকে আমি উত্তমরূপে শিক্ষা দিব ।

হে পিতঃ ! ধর্মরাজ যমের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমি  
যাব-পর নাই ছুঃখিত হইলাম, দাক্ষ অমৃততাপে আমার হৃদয় বিদগ্ধ  
হইতে লাগিল, কিন্তু সেইক্ষণেই আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া  
গেল, আমি অবশেষে নিম্পাপ হইলাম, নিম্পাপ হইয়া নারায়ণের  
স্বাক্ষর লাভ করিলাম । সেই সময়ে আমার জ্যোতিঃ সহস্র  
সূর্যের ছায়া ভাঙ্গর হইয়া উঠিল । তখন যম আমাকে আবার  
প্রণাম করিলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতিবাদ উচ্চারণ করিতে

লাগিলেন । আমার সেইরূপ সম্মান দেখিয়া যমদূতগণ ভীত ও  
বিস্মিত হইল, যমরাজের বাক্যে তাহাদিগের পবন বিশ্বাস জন্মিল ।

অনন্তর ধর্মবান্ধ আমাকে দিব্য বিমানে স্থাপন করিয়া বিষ্ণুর  
পরমপদে প্রেরণ করিলেন । তথায সহস্র কোটি কল্প পরম সুখে  
বাস করিয়া ইন্দ্রলোকে আসিলাম । ইন্দ্রলোকেও দীর্ঘকাল ধরিয়া  
নানা সুখ ভোগ করিয়া পরিশেষে পৃথিবীতে আপনার এই পরম  
পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছি । পিতঃ । ভগবানের কৃপায় আমি  
জাতিশ্রম হইয়াছি, সেটী জন্ত পূর্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাব মনো-  
মধ্যে জাগরুক রহিয়াছে । সেই জন্ত আমি বিষ্ণুপূজায় আসক্ত  
রহিয়াছি এবং পরম শুভকর একাদশী-ব্রত পালন করিতেছি । একা-  
দশী-ব্রত যে কি, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না, কিন্তু জাতি-  
শ্রুতির প্রভাবে সম্প্রতি তাহা জানিতে পারিয়াছি । হে তাত !  
অবশ্যে অজ্ঞানে একাদশী-ব্রত পালন করিয়া যখন এরূপ পবন  
পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম, তখন বিধিপূর্বক পরম ভক্তি সহকারে  
তাহার অমুষ্ঠান কবিতে না জানি কত পুণ্যই অর্জন কবিতাম । অত-  
এব হে জনক । মদনময় একাদশী-ব্রতচরণ করিব, এবং অহবহ  
বিষ্ণুপূজায় নিরত থাকিব । শ্রদ্ধাসহকারে বাহারা একাদশী পালন  
করে, তাহারা পরমানন্দপ্রদ বিষ্ণুভবনে স্থান পাইয়া থাকে । যে  
ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই একাদশী-ব্রতকথা পাঠ অথবা শ্রবণ  
করে, সে সর্বপাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে  
সমর্থ হয় ।

হে মুনিবৃন্দ ! গালব মুনি স্বীয় পুণ্যাখ্যা পুত্রের ঐ সকল কথা  
শ্রবণ পূর্বক পরম পরিভূষ্ট হইয়া মনে মনে কহিলেন, “আমি ধৃচ্ছ,  
আমার বংশ ধৃচ্ছ । এইরূপ হরিভক্তিপরায়ণ পুত্রকে লাভ করিয়া  
আমার জন্ম সফল হইল, বংশ পবিত্রীকৃত হইল ।” সেই দিন  
হইতে তিনি পুত্রের ধর্মামুষ্ঠানের জন্ত সকল উদ্যোগ করিয়া  
দিলেন ।

কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনই বৈশ্বের প্রধান উপজীবিকা, এতদ্ব্যতীত তাহারা বেদাধ্যয়ন কৰিতে পারিবে; দান দ্বাৰা বিপ্র এবং যজ্ঞ দ্বাৰা দেবকুলেৰ আবাধনা কৰিবে, সদা সত্যকথা কহিবে, যথাকালে দারগ্রহণ কৰিয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কৰিবে।

শূদ্র সকলের বর্ণের অধম। ইহাদের বেদে অধিকার নাই; অধ্যয়ন কৰিবার ক্ষমতা নাই। ক্রয়বিক্রয় ও কার্যকাৰ্য্য দ্বাৰা ধন উপার্জন কৰিয়া ইহারা বিপ্রকুলকে দান কৰিবে; যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বাৰা দেবকুলের তৃপ্তিসাধন কৰিবে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্বের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং যথাকালে স্বীয় ঋতুস্নাতা পত্নীতে অভিগমন কৰিবে।

হে মুনিমণ্ডল! স্বল্প কথায় বলিতে গেলে সত্যবাদিতা, সৰ্বলোকের হিতাভিলাষ, প্রিয়বাক্য, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠান, অননুযা ও তিত্তিকাই সকল বর্ণের অবশ্যপালনীয় কয়েকটি প্রধান ধৰ্ম্ম। এক্ষণে বিজকুলের আশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কথিত হইল। স্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কৰিলে সকলেই মুক্তি লাভ কৰিতে সমর্থ হয়। তবে এ স্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, বিপংকালে সময়ে সময়ে এই সকল বিধির ব্যভিচার হইতে পারে—হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই। আপদে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়ের বৃত্তি এবং ক্ষত্ৰিয় বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন কৰিতে পারেন; কিন্তু দ্বিজ হইয়া ঘোরতর আপংকালেও কেহ কখনই শূদ্রের বৃত্তি স্বীকার কৰিতে পারিবে না,—কৰিলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে।

পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্ব—এই ত্ৰিবৰ্গ শাস্ত্রমতে “দ্বিজ” নামে অভিহিত। ইহাদের চারি আশ্রম,—ব্রহ্মচৰ্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও তৈক্ষ্য। এই আশ্রমচতুষ্টয়ে যথাকালে প্রবেশ কৰিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে নিম্পৃহ ও শাস্ত্রহৃদয়ে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান কৰিতে পারিলে দ্বিজগণ বিষ্ণুর কীৰ্ত্তি ও প্রায়ত্তা লাভ কৰিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগকে আর পুনরাবৃত্তিক্রমে ভোগ কৰিতে হয় না।



## দ্বাবিংশ অধ্যায় ।



বর্ণাশ্রমচারবিধি,—সংস্কারাদি ।

হে ঋষিসত্তমগণ ! এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রমচারবিধির বিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা সমাহিতমনে শ্রবণ করুন ।

যে ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম অবশম্বন কবে, সে পায়ণ্ড । সে সকল কর্মের বহিষ্কৃত । তাহার কোন কাণ্ডই সুসিদ্ধ হয় না । হে মুনিগণ ! মন্ত্র সকল সাধনার প্রধান উপায় । অতএব গর্ত্তাধানাদি সমস্ত সংস্কার মন্ত্রবিধানে সম্পাদন করা কর্তব্য । ত্রীলোকের সংস্কারাদি যথাকালে ও যথাবিধানে সংসাধন করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্র নিষিদ্ধ । প্রথম গর্ত্তে সৌমস্তোম্রয়ন চতুর্থ মাসেই করিতে হয় ; ইহাই প্রশস্ত, অথবা যষ্ঠ, সপ্তম অথবা অষ্টম মাসে করিলেও চলে । পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র পিতা সবস্ত্র যথাবিধানে স্নান করিয়া স্বস্তিবচন পূর্বক নান্দীশ্রাদ্ধ সমাপন করিবে এবং সুবর্ণ অথবা চারুধাতে জাত-শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে । সেই শ্রাদ্ধ অগ্নে করিতে নাই, করিলে চতালব প্রাপ্ত হইতে হইবে । অনন্তর আত্মাদায়িক শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পিতা বাগ্যতভাবে স্বীয় নবজাত কুমারের নামকরণে প্রবৃত্ত হইবেন । তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ, সপ্তম, অথবা অষ্টম দিবসে নামকরণ কর্তব্য । নামটি যেন সুস্পষ্ট, অর্থযুক্ত, লঘু-বর্ণাধিত ও সনাক্ত হয় । \*

---

\* ভগবান্ মন্ত্রর মধ্যে কান্ পিত্তর একাধিক বা ঋষির বিশেষ নামকরণ কর্তব্য । তাহাতে না পারিলে ত্রয়োদশি-বারোদশ প্রাপ্ত হইবে, প্রাপ্ত হইলে ও প্রশস্ত নহলে করিতে হইবে :-

গর্ভসময় অথবা জন্মদিবস হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য । যদি ঘটনাবশতঃ উক্ত সময়ের মধ্যে না হয়, তাহা হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে । ক্ষত্রিয়ের গর্ভসময়ের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রযোজ্য ; অতীত দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত গৌণকাল নির্দিষ্ট এবং বৈশ্যের গর্ভকালের দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নকাল নিরূপিত হইয়াছে । হে মুনিগণ ! এই কয়েকটি নির্দিষ্ট কালও যদি অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উপনয়নকাল অতীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । সেই অতীত কালে যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত ধারণ কবে, শাস্ত্রানুসারে সে ব্যক্তি পতিত । গায়ত্রীতে তাহার আর অধিকার জন্মে না । একপ সাবিত্রী-পতিত ব্যক্তির সহিত শুদ্ধাত্মা সাধুগণ কদাচ আলাপ করিবে না । বিজ্ঞকুলেব মুখ্য উপনয়নকাল অতীত হইলে দ্বাদশাব্দ পর্য্যন্ত কুচ্ছ খীকাব করিয়া পশ্চাৎ চাত্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করিবে । তাহার পর দুই বৎসর শাস্ত ও বিনোদভাবে বেদবিহিতকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে । নতুবা তাহাকে পতিত হইয়া ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে । ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণসার-চর্ম্মের উত্তরীয় ও শগবন্ধের অধোবাস,

“নামধেয়ং দশম্যান্ত দ্বাদশাং বাস্ত কারয়েৎ ।

পু” ১১ তি” ১০ মুহূর্ত্তে বা-নকরে বা গুণাধিতে ।”

মহা”হিতা, ২ অ, ৩০ ।

কিন্তু চতুর্দশের নামকরণে বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় । মহুর মতে ব্রহ্মণের মনবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিম্নবাচক নাম রা-বতে হর এবং ব্রাহ্মণ শব্দ ক্ষত্রিয় বর্ষ বৈশ্য ভূমি ও শূদ্র দাস উপনামে অভিহিত হইবে, যথা,—শতশর্মা, বশবর্মা, বশুকর্মা, দীনদাস ইত্যাদি । (মহা”হিতা, ২ অ, ৩১ ও ৩২ শ্লোক ও তত্শব্দের উপাধি ।) বিষ্ণুপুরাণে অন্ন মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে দশম দিবসে শূদ্রের নামকরণ বিধের বর্ণনা বর্ণিত হইয়াছে । অপিচ, তাহাতে বৈশ্যের গুণ উপাধি দান করিতে বিধান দিয়াছে । তদ্বৎসাঃ—

“ততস্ত নাম কুর্দ্যন্ত পিতৃনাম দশমেহনি ।

দেবপুং নরাধ্যা হি শর্মা বর্মা বিন্দুশর্ম্ম ।

শর্মেতি ব্রাহ্মণভোক্তং বর্মেতি ক্ষত্রিয়শর্ম্ম ।

গুণবাসাশ্রকং নাম ঐশতঃ বৈশ্যপুংসোঃ ॥”

বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশে ১০ অধ্যায় ।

কৃত্তিয় ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্ম-নামক যুগচৰ্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বসন  
এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীকে ছাগচৰ্ম্মের ও মেঘলোমের অধোবাস ধারণ  
কৰিতে হয় । এই বর্ণব্র্ণয়েব বজ্জমূত্র ও দণ্ডেব বিষয়ও যথাক্রমে  
বৰ্ণিত হইল । বিপ্র মুঞ্চময়ী মেবলা ও পলাশ-দণ্ড, কৃত্তিয় ধনুগুণ ও  
উড়ুঘর-দণ্ড এবং বৈশ্য শণতন্তুনিৰ্ম্মিত মেংলা ও বিবদণ্ড ধারণ  
কৰিবে । \* বিপ্রের দণ্ড উৰ্দ্ধে তাহার কেশ পর্য্যন্ত, কৃত্তিয়ের  
ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসা পর্য্যন্ত হইবে ।

হে বিপ্রেন্দ্রবৰ্গ, ত্বিচ্ছ এইকপে বিধিবাং উপনীত হইয়া কাষাঘ,  
মাংসিষ্ঠ অথবা হবিদ্রাক্ত বসন ধাবণ পূৰ্ব্বক গুরুগৃহে তাঁহাব শুশ্রূষায়  
নিযুক্ত হইবে, সেই সময় তাঁহার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন কৰিবে  
এবং তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ প্রত্যাষে স্নান করিয়া সমিধ, কুশ, কুশুম ও  
ফলাদি আহরণ করিয়া আনিবে । ভিক্ষালব্ধ অন্নই ব্রহ্মচারীব একমাত্র  
জীৱিকোপায়, অতএব তাহাকে শ্রোত্রিয়গৃহ হইতে প্রযতেন্দ্রিয়  
হইয়া ভিক্ষা আহরণ কৰিতে হইবে । ভিক্ষা সংগ্রহ কৰিবার সময়  
ব্রাহ্মণ “ভবং” শব্দ সৰ্ব্বাণ্ডে প্রয়োগ কৰিবে, অৰ্থাৎ “ভবতি  
ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া প্রার্থনা কৰিবে, কৃত্তিয় তাহা মধ্যে যুবহান  
কৰিবে, অৰ্থাৎ “ভিক্ষাং ভবতি দেহি” বলিবে এবং বৈশ্য তাহা  
সৰ্ব্বশেষে অৰ্থাৎ “ভিক্ষাং দেহি ভবতি” বলিয়া ভিক্ষা চাহিবে ।  
যজ্ঞোপবীত, অঁচিন ও দণ্ডকমণ্ডলু ছিন্ন, নষ্ট অথবা ভ্রষ্ট হইলে, তৎ-  
সমুদায়কে ভলে নিদেপপূৰ্ব্বক যজ্ঞোচ্চারণ করিয়া নূতন নূতন গ্রহণ  
কৰিবে ।

ব্রহ্মচারী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধ-মানসে  
অগ্নিকার্য্য এবং যথাকালে তৰ্পণ ও ব্রহ্মযজ্ঞ কৰিবে । অগ্নিকার্য্য

\* এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য লেখিতে পাওয়া যায় । তিনি বলেন :—

“অ ন্নং বা বৈবপাশাশৌ কহিরো বাটখানিরৌ ।

পৈলবোতবরৌ বৈশ্যো দণ্ড নিৰ্হতি ধৰ্ম্মতঃ ॥”

পবিত্ৰ্যাগ করিলে তাহাকে পতিত ও ব্রহ্মযজ্ঞহীন হইলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে ।

এইরূপে দেবাবাদন ও গুরুশ্রদ্ধা কবিয়া ভিক্ষান্ন অন্ন প্রথমে গুরুকে নিবেদনপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ভোজন করিবে । অন্ন ভোজনধাবণের প্রধান উপায় ; অতএব অন্নগ্রহণকালে কদাচ ইহার নিন্দা করিবে না—বাবিলে ভোজনে তৃপ্তি হইবে না, শরীরও দুর্বল হইয়া পড়িবে । ব্রহ্মচাবীর পক্ষে মধুপান, জীসন্তোষ, মাংস, লবণ ও তাম্বুলসেবন, দস্তধাবন, উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন এবং দিবানিত্রা সর্বধা নিষিদ্ধ । তৎকালে তিনি ছত্র, পাদুকা, গন্ধদ্রব্য, মালা, অমুলেপন ব্যবহার করিতে পাইবেন না, তাঁহার জলকেলি ও দ্যুতক্রীড়া করিবার বিধান নাই,—নৃত্য, গীত ও বাজ সন্তোষ করিবার অধিকার নাই । তাঁহাকে জিতেপ্রিয় হইতে হইবে ; পরনিন্দা, রোধ, তাপ ও বিপ্রলাপ ত্যাগ করিতে হইবে । তিনি অঙ্গন ব্যবহার করিতে পাইবেন না ; শূত্র ও পাষণ্ডের সহিত আলাপ কবিলে অথবা তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হইবে ।

বেদশাস্ত্রের উপদেশ দ্বাবা যে গুরু শিবের আধ্যাত্মিক দুঃখনিচয় নিবারণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মচাবী অগ্রে তাঁহারই চরণ বন্দনা করিবে, তাহার পর জ্ঞানবুদ্ধ, তপোবুদ্ধ ও বয়োবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে প্রণত হইবে । অভিবাচ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবার সময় স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্বক “আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি” বলিবে । নাস্তিক, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, মর্যাদাহীন, স্তেয়ী, কৈতবী, পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য, নক্ষত্রজীবী, শঠ, ধূর্ত, অশুচি, উন্মত্ত ও মহাপাতকী ব্যক্তিক কখনও অভিবাদন করিতে নাই । যে ব্যক্তি জপ করিতেছে, অথবা কোন কার্য্যানুরোধে ধাবমান হইতেছে, স্নান করিতেছে, সমিধ-পুষ্প আহরণ করিতেছে, অথবা ভোজন করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করিবে না । উদপাত্তধারী, বিবাদশীল, কুণ্ড, জলমধ্যগ, শযান অথবা ভিক্ষার্থী ব্যক্তিকে অভিবাদন অকর্তব্য ।

যামিঘাতিনী, পুষ্পিণী, জাৱা, স্মৃতিকা, গৰ্ভপাতিনী, কৃত্ত্বী, জুৱা ও চণ্ডাকে কদাপি অভিবাদন কৰিতে নাই। সভাস্থলে, গজশালায়, দেবমন্দিৰে, পুণ্যক্ষেত্ৰে, পুণ্যতীৰ্থে অথবা স্বাধ্যায়সময়ে ঐত্ৰ্য্যক ব্যক্তিকে একটি একটি কৰিয়া নমস্কাৰ কৰিলে পূৰ্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি যজ্ঞ, ব্ৰাহ্ম, ব্ৰত, দান, দেবতাৰ্চন, অথবা তৰ্পণ কৰিতেছে, তাহাকে অভিবাদন কৰা উচিত নহে। তাহাকে অভিবাদন কৰিলে ঐত্ৰ্য্যভিবাদন কৰে না, সে শাস্ত্ৰাশ্ব-স্বামীয়ে শূদ্ৰেৰ ছায় অনভিবাস্ত; তাহাকে আৱ অভিবাদন কৰিতে নাই।

অধ্যয়নार्थ লক্ষ্যচাৰী গুৰুগৃহে গমন কৰিয়া গুৰুৰ চৰণেযুগল প্ৰক্ষালন কৰিবে এবং বিধিৰূপে আচমন কৰিয়া তাঁহাৰ পাদদ্বয় ধারণ পূৰ্ব্বকৈ উত্তৰাভিমুখে অধ্যয়ন কৰিতে বসিবে। প্ৰত্যহ অধ্যয়ন কৰিতে নাই; ইহাৰ কয়েকটি নিষিদ্ধ-দিবস আছে; ক্ৰমান্বয়ে তাহা বৰ্ণিত হইতেছে। অষ্টমী, চতুৰ্দশী ও প্ৰতিপদ, মহা ভৰণী-যুক্ত দিবসে, শ্ৰাবণেৰ আদিতী ও জ্যৈষ্ঠেৰ দ্বিতীয়া তিথিতে এবং শ্যমনোখান-দ্বাদশী প্ৰভৃতি দিবসে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; এতদ্ব্যতীত আমে কোন অমঙ্গল ঘটিলে,—বিশেষতঃ কোন শ্ৰোত্ৰিয়েৰ মৃত্যু হইলে অথবা আমৰ কোন ব্যক্তিৰ গৃহে আগুন লাগিলে, সন্ধ্যা-কালে মেঘ গৰ্জন কৰিলে, অকালে বাৰিষৰ্ণ অথবা উৎপাত হইলে এবং আমৰ কোন বিপ্ৰ অবমানিত হইলে অধ্যয়ন কৰিতে নাই। ঐ সকল নিষিদ্ধ দিবসে অধ্যয়ন কৰিলে কোন ফল লাভ কৰিতে

মাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া, আষাঢ়ের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ফাল্গুনের অমাবস্যা, পৌষের শুক্লা একাদশী এবং কার্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা,—এই চতুর্দশ দিবস মন্বাদি নামে প্রসিদ্ধ। 'ঐ সকল যুগ-মন্বাদিতে দ্বিজগণের আদ্র কৰা কৰ্ত্তব্য।' / শ্রাদ্ধে নিমজ্জন হইলে, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণে এবং উত্তর-দক্ষিণায়ানেও দ্বিজগণ কখন পাঠ করিবে না। হে ঋষিবর্গ! অধ্যয়নের পক্ষে এইরূপ আবও অনেক নিষিদ্ধ দিবস আছে। তৎসমস্তের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ দিবসগুলিও নামোল্লেখ করিতেছি। আরণ্যকভাগ পাঠ করিলে সে দিন আর কিছু অধ্যয়ন করিতে নাই; শবের অমুগমন ও সর্পাদি দর্শন কবিলে এবং ভূকম্প হইলে সে দিন অধ্যয়ন সৰ্ব্বথা অকৰ্ত্তব্য।

হে মুনিগণ! ঐ সকল নিষিদ্ধ দিবসে যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে, তাহার ধন, জন, জ্ঞান, সৌভাগ্য ও সম্ভান-সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহাব পরমায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাব পাপে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। সেই নরাধমকে যেন কোন দ্বিজ সম্ভাষণ না করে, যেন কেহ তাহাব সহিত একত্রে বাস না করে।

হে ঋষিকুল! শব্দ ব্রহ্মময় এবং বেদ সাক্ষাৎ হরিশ্বরূপ; অতএব যে বিপ্র বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সৰ্ব্বকামনার সাফল্য লাভ কবিয়া থাকেন;—কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্রে বেদ অধ্যয়ন না কবিয়া অপর শাস্ত্রাদিৰ আলোচনা কবে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে; তাহার কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। অতএব অগ্রে বেদ পাঠ করিয়া শাস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করা দ্বিজ-সাত্ত্বেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

### গার্হস্থ্য—বিবাহ ।

বেদগ্রহণ হইতে গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া যথাকালে তাঁহার অমুমতিক্রমে ব্রহ্মচারী অগ্নিগ্রহণ করিবে এবং তাঁহার নিকট বেদ-চতুষ্টয়, ষড়্বেদাদি ৩ ধর্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া যথাসক্তি দক্ষিণা প্রদান পূর্বক গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবিষ্ট হইবে । বিবাহ ইহার প্রথম সোপান । বাছিয়া রূপগুণসম্পন্ন, সুকুলোদ্ভবা, সুশীলা, ধর্মচারিণী, সুকলা কন্যাকে বিবাহ করিবে ।

যে কন্যা রুগ্না, যাহার নয়নযুগল গোলাকার অথবা রক্তবর্ণ, পিতৃমাতৃকুল কোন কঠোর রোগে আক্রান্ত, যাহার কেশ অত্যন্ত অধিক অথবা যে কন্যা কেশহীনা, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই । যে কন্যা বাচালা, কোপন্যতাবা, ধর্মহীনতা অথবা দীর্ঘদেহা, বিরূপিণী, উন্নতা অথবা ক্রুরতাধিণী, যাহার গুণ অতি স্থূল, ছল্লা দীর্ঘ, আকৃতি পুরুষের ছায়, অথবা যাহার মুখমণ্ডলে গুফ ও শ্রুঙ্গর রেশা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই । যে কন্যা সদা কৃথা হান্ত করে, পরগৃহে সর্বদা থাইতে ভালবাসে, অথবা সর্বজন পরগৃহে বাস করে, লোকের সহিত বিবাদ করে, সর্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় অথবা অধিক ভৌজন করে, যাহার মনঃপাতি ও ওষ্ঠ স্থূল, শর অতি বর্কশ, বর্ণ অতি কৃষ্ণ কিংবা আরক্ত অথবা পাতু, তাহাকে বিবাহ করিবে না । যে কন্যা মূর্খা, নির্দুয়া, কুংসিতা, সর্বদা যে রোমন্বল করে, অধিক নিদ্রা যায়, অনর্থক অধিক বাক্যপ্রয়োগ করে, লোকের হিংসা, ঘেহ, অথবা নিন্দা করে, সর্বদা অপরের সহিত বিবাদ করে, যে উদ্বিগ্ন অথবা শাসকাসক্তি রোগে দীড়িত, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই । যাহার নামা দীর্ঘ,

সৰ্ব্বশবীৰ লোমে আবৃত, দেহ অতি কৃশ বা অতি স্থূল, তাহাকে কদাপি বিবাহ কৰিবে না। তবে যদি বয়সেৰ সৌকুমাৰ্য্যবশতঃ কন্যাৰ মনোবৃত্তি সম্যক্ পৰিশ্ফুট না হওয়াতে বিবাহকালে তাহার প্রকৃত স্বভাব জানিতে না পাবা যায়, তাহা হইলে বয়সকালে তাহাকে পরীক্ষা কৰিবে; যদি সে রমণী তখন প্রগলভা অথবা নিতান্ত গুণহীনা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে সৰ্ব্বথা ত্যাগ করা উচিত। উৰ্দ্ধপুত্ৰদিগেৰ প্রতি যে নারী নিষ্ঠুর ব্যবহার কৰে, অথবা যে পবেব প্রতি বিশেষ অমুকূল্য, তাহাকে পরিত্যাগ কৰিবে। নতুবা সংসারেব মদল নাই।

হে মুনিগণ! বিবাহ আট প্রকাৰ,—ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য্য, প্রাজাপত্য, আশ্বর, গাক্কৰ্ণ, বাক্স ও পৈশাচ।\*, বিজগণ

\* ভগবান্ মহু এই আট প্রকাৰ বিবাহবিধিৰ বে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত চইল,—

“আচ্ছাদ্য চার্কিদিভা চ শ্রুতশীলবতে বরম্।  
 আহুয় দানং কন্যায় ব্রাহ্মে ধর্ম্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১  
 বস্ত্রে তু বিততে সমাগ্নিভজে কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতে।  
 অলঙ্কৃত্য পুতাদানং দৈবো ধর্ম্যঃ প্রচকতে ॥ ২  
 একং গোমিথুনং ঘে বা ববাদাদায় ধর্ম্যতঃ।  
 কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্থো ধর্ম্যঃ স উচ্যতে ॥ ৩  
 সহোভৌ চরতা ধর্ম্মমিতি বাচাল্লভাষা চ।  
 কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ৪  
 জ্যতিভ্যো জবিধং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।  
 কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদিশুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৫  
 ইচ্ছয়াক্তোবসংযোগঃ কন্যায়ান্ত বরশ্চ চ।  
 গাক্কৰ্ণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৬  
 হযাচ্ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং কুশলীং গৃহাৎ।  
 প্রসহ কন্যাহরণং বাক্সো বিধিকচ্যতে ॥ ৭  
 সূত্ৰাং মভ্যং প্রমত্তাং বা বরো যন্তোপসচ্ছতি।  
 স পালিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমো বধমঃ ॥ ৮

অৰ্থাৎ—কন্যাবরকে বস্ত্রে আচ্ছাদন পূৰ্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা কৰিয়া বিদান্ ও সহোচরী অগ্রাৰ্থক বরকে কন্যাদান কৰিলে। জ্যতা ব্রাহ্মবিবাহ নামে অভিহিত। ১



ব্রাহ্মণ্যতেই বিবাহ করিবে। তাহাতে অশ্লুবিধা বা কোন ব্যাঘাত থাকিলে দৈবে এবং কাহার কাহারও মতে আর্ষেতেও করিতে পারিবে। কিন্তু প্রাজাপত্যাদি অবগিষ্ট পঞ্চপ্রকার বিবাহ দ্বিজগণের পক্ষে শাস্ত্রগৃহিত। তবে যে স্থলে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিবাহের অসম্ভাব হয়, সে স্থলে জ্ঞানী ব্যক্তি অপর পঞ্চবিধ বিধান অবলম্বন করিতে পারে।

গৃহস্থ উত্তরীয়েব সহিত নিত্য যজ্ঞোপবীত এবং মস্তকে সুন্দর ঊষীষ ও ছত্র, কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল, গলদেশে শৃগঙ্গি পুষ্পমালিকা, সর্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য, পরিধানে ধৌত বস্ত্রদ্বয়, হস্তে বেণুদণ্ড ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে; কিন্তু পাদদ্বয়ে পাদুকা ও উপানং ধারণ করিবে না। সর্বদা তাঁহার নথকেশ কঠিন করা কর্তব্য। তাঁহাকে শাস্ত্র, শুচি,

মোহিতষ্টোমাদি মহাযজ্ঞের আরম্ভকালে সেই যজ্ঞের কর্তৃকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কস্তানান, দৈববিবাহ নামে প্রসিদ্ধ। ২

একটি বা দুইটি গাভী ও তৎসংখ্য বৃষ বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্মার্ণ অর্থাৎ যাগানিগিতির ভস্তু, কিন্তু ভস্তুবিক্রয়ের মূল্যগ্রহণ নহে, গ্রহণ কবিত্তা সম্প্রদান করিলে, তাহা আর্ষবিবাহ হয়। ৩

“হোমরা উত্তরে সাহস্যা ধর্মের আচরণ কর,” বরকস্তাকে এই কথা বলিয়া অর্চনাসহকারে যে কস্তানান, তাহাই প্রাজাপত্য নামে প্রথিত। ৪

কস্তার পিতা অথবা পিতৃব্যাদি কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে অথবা পরে কস্তাকে বখালাজ্ঞ বনমান করিয়া বরের স্বেচ্ছাচরণেরে যে কস্তা-গ্রহণ, তাহা আশ্রয় বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ। ৫

কস্তা ও বর পরস্পরের অশ্রুগাগ সহকারে বৈ বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাহাকে গাঙ্করী বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ মৈথুনেচ্ছার ঘটনা থাকে। ৬

বলপূর্কক কস্তাহরণ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহে কস্তাহরণকালে কস্তাপক্ষীয়েরা যদি বিপক্ষ হয়, তবে তাহাদিগকে হত বা আহত করিয়া কিংবা প্রাচারাণি প্রদে করিয়া কস্তা-হরণ প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে কস্তা “হা ভাতঃ! হা ভাতঃ! হোমরা কোথায় রহিলে! শির আসিয়া আমাকে রক্ষা কর, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।” এইরূপ চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। প্রথম চারি বিবাহে কস্তাদানের আবশ্যকতা আছে; কিন্তু শেষোক্ত চারি প্রকারে তাহা নাই। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণ অবস্থার পরও দানপূর্কক বিবাহ সম্পাদন করিতে হয়। ৭

নিমিত্তিকৃত অথবা মস্ত্রপানে বিদ্রোহ কিংবা অনবধানবৃত্ত প্রভৃতে নির্দানে গমন কাঁদবার নাম গৈশাভ বিবাহ। এই বিবাহ ঋগ্বেদ প্রকার বিবাহের মধ্যে অধম ও পাপজনক। ৮

প্রিয়দর্শন ও নিত্য আশ্রয়শীল হইতে হইবে । পরামতোজন, 'পরদার-  
গমন, এক পদদ্বারা অপর পদ ভাঙন, উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন, উচ্ছিষ্ট ভোজন  
প্রভৃতি দূষিতকর্ম তাঁহার পক্ষে :সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । তিনি সাহস  
হস্তযুগল দ্বারা স্বীয় মস্তক কণ্ঠয়ন করিতে পাইবেন না, পূজা  
দেবালয়কে প্রদক্ষিণা না করিয়া যাইবেন না । আচমন, দেবার্চন,  
স্নান, ব্রত ও আত্ম প্রভৃতি ক্রিয়াদিতে তিনি মুক্তকেশ হইবেন না  
এবং বস্ত্র ও উত্তরীয়, উভয় বস্ত্রই ধারণ করিবেন, ' তিনি ছুঁইয়া  
আরোহণ করিবেন না, পরস্প্রীতে অভিগত হইবেন না, কখনও  
কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ করিবেন না, দিবাভাগে  
নিদ্রা যাইবেন না । অশূয়া, মাংসর্ষা, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ  
প্রভৃতি পাপ-প্রবৃত্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে । পরপাপ-  
ঘোষণা ও আত্মপুণ্য-কীর্তন করা তাঁহার কর্তব্য নহে । দুর্জনে-  
সংসর্গে বাস করিবে না, অশাস্ত্র শুনিবে না, আসব, দ্যুত ও  
নৃত্যগীতাদিতে অমুরক্ত হইবে না । পথস্থিত, উচ্ছিষ্টান্ন, শূদ্র,  
পতিত ব্যক্তি, শব, সর্প, চিতা, চিতাকার্ত্ত, ঘৃণ, চণ্ডাল ও দেব  
লকে স্পর্শ করিলে তিনি সবলে স্নান করিবেন । দৌপ, খট্টা ও  
অপরের শরীরের ছায়া অঙ্গে লাগিলে, কেশ, বস্ত্র ও ঘটোদর উদ-  
রস্থ হইলে এবং অঙ্গ ও মার্জারের রেণু শবীবে, পতিত হইলে পূর্ব-  
কৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব গৃহস্থ ও সন্ন্যাস হইতে সদা  
সতর্ক থাকিবে ।

গৃহস্থ দ্বিজ সূর্যবাত, প্রেতধূম, শূজান্ন ও বৃষলীপতিকে দূর হইতে  
পবিত্যাগ করিবেন । তিনি অসং ছাত্র রাখিবেন না, নথকেশ  
আশ্বাদন করিবেন না, নগ্নবেশে শয়ন করিবেন না, শিবোভাঙ্গাবশিষ্ট  
তৈল গাত্রে লেপন করিবেন না । অশুচি অবস্থায় তাম্বুল চর্ষণ,  
অগ্নি সেবা, গুরু ও দেবতার পূজা করা তাঁহার উচিত নহে । তিনি  
নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবেন না, বাসহস্তে ধরিয়া চুমুক দিয়া  
ভল খাইবেন না, গুরুর ছায়া ও আদেশ লঙ্ঘন করিবেন না ।

হে মুনীশ্বরগণ । 'গৃহী দ্বিজ যোগী ও ব্রতীদিগের নিন্দা

করিবেন না, পরস্পরের কৰ্ম পরস্পরকে বলিবেন না ; পূর্ণিমা-অমাবস্যাতে যথাবিধি যাগ করিবেন ; প্রত্যহ প্রাতে ও মধ্যাকালে হোম ও উপাসনা করিবেন ; অয়ন, বিষুব, যুগচতুষ্টয়, দর্শ ও প্রোতপক্ষে, মঘাদি, মৃত্যাহ, অষ্টকা, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে, পুণ্যক্ষেত্রে ও পুণ্য-তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবেন । শ্রোত্রিয় গৃহে আগমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিতে হয় । ঐ সকল অমুষ্ঠানে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা নিতান্ত উচিত । উৰ্দ্ধপুণ্ড্র বিনা যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, বাধ্যায় ও পিতৃ-তর্পণাদি সমস্ত ক্রিয়াই নিফল হইয়া যায় । কেহ কেহ বলেন যে, শ্রাদ্ধে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ও তুণসী ধারণ করিতে নাই ; তাঁহাদের মতে উক্ত ব্যাপারে ইহা দ্ব্যুচ্চারণের মধ্যে পরিগণিত, অতএব মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিমানেরই দ্ব্যুচ্চারণ ত্যাগ করা কর্তব্য ।

হে দ্বিজোত্তমগণ ! এইরূপ অনেক ধর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ; সেই সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিলে সর্বকামনার সাধন্য লাভ করিতে পারা যায় ; অতএব দ্বিজমাত্রেই তাহা পালন করিবেন । বিদ্যু সদাচারী ব্যক্তিগণের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন ; তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে মানব এ জগতে কোন্ কার্য্য না সাধন করিতে সমর্থ হয় ?

## চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও তৈল্য ।

সন্ধ্যাকালে উত্তরমুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখে বসিয়া দক্ষিণ-কর্ণে যন্তোপবীত স্থাপন পূর্বক মলমূত্র পবিত্যাগ করিবে, এবং যাবৎকাল মূত্রপুরীষ উৎসৃষ্ট হইতে থাকিবে, তাবৎকাল বসনে মস্তক আবরণ এবং তৃণশালা ভূমিতল আচ্ছাদন পূর্বক একহস্তে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিবে। পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে, উডাগে, কূপসন্নিধানে, বৃক্ষচ্ছায়াতলে, কান্ডারে, অগ্নিসমীপে, দেবা-লয়ে, উদ্ভানে, কুইভূমিতে, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানীজাতির সম্মুখে, তুষ, অঙ্গার ও খর্পরাদিতে এবং জলमध्ये মলমূত্র কদাপি ত্যাগ করিতে নাই।

হে বিপ্রগণ! যত্রসহকারে সর্ষদা শৌচ অনুষ্ঠান কর্তব্য, কেন না, শৌচেই দ্বিজকুলের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি নির্ভর করে। শৌচ-চাববিহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। শাস্ত্রানুসারে শৌচ বহুবিধ,—তন্মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচই প্রধান। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য এবং ভাবশুদ্ধি দ্বারা আভ্যন্তরিক শৌচ সাধিত হইয়া থাকে।

একণে যে প্রকারে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা কর্তব্য, তাহার বিধান কহিতেছি; আপনারা অবহিতমনে শ্রবণ করুন। মলমূত্র উৎসৃষ্ট হইলেই শিশ্ন ধারণ পূর্বক উখিত হইয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে এবং যতদূর না বিগ্ন ত্রের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ততদূর মৃত্তিকা লেপন ও জল দ্বারা ধোত করিতে থাকিবে। কিন্তু যথা-তথাকাবে মৃত্তিকা লইলে হইবে না। মূষিক কর্তৃক উৎকীর্ণ, ফাল দ্বারা কর্ষিত এবং সরোবর, পুষ্করিণী ও কূপাদির উপরিভাগস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে নাই; কেন না, তাহাতে শৌচ সূচ্যরূপে সাধিত হয় না। উক্ত মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোনরূপ মৃৎ লইয়া লিপ্তে একবাব, অপানে পাঁচবার, বানহস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবাব, এবং উভয় পদে পৃথক্ পৃথক্ তিনবার করিয়া লেপন করিবে। ইহাই গৃহস্থের শৌচ, ব্রহ্মচারীর ইহার দ্বিগুণ, বনস্থের ত্রিগুণ এবং ভিক্ষুর চতুগুণ কর্তব্য। স্বপ্রাণে পূর্ণমাত্রায় শৌচাচার পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি রোগ-এন্ত, অশক্ত অথবা বিপন্ন, তাহার পক্ষে কোন নিয়মই নাই। সে নিম্ন ক্ষমতানুসারে আচারবিধি পালন করিবে।

হে মুনিসত্তমগণ ! ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুগণ উক্ত-  
বিধ বিধানানুসারে শৌচাচার সম্পাদন করিবে, দুইএকবার মৃত্তিকা-  
লেপনেব পর গন্ধ দূরীভূত হইলেও তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম  
সম্যক পালন করিতে হইবে । তবে স্ত্রী ও অনুপনীত ব্যক্তিগণের  
পক্ষে অন্তরূপ বিধি; তাহারা গন্ধক্ষয়্যাবধি লেপন করিবে এবং  
গন্ধ দূর হইলেই নিবৃত্ত হইয়া আচমনে প্রবৃত্ত হইবে । সতী ও বিধবা-  
দিগেব যতিদিগেব স্ত্রায় শৌচাচার পালন করিতে হইবে ।

এইরূপে শৌচসাধন পূর্বক পূর্ব বা উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া  
আচমন করিবে । তিন চারিবার বিমল ও ফেনবর্জিত জল পান  
করিবে । করতল দ্বারা হৃইবার কণোল ও ওষ্ঠাধর মার্জন করিবে,  
তাহার পর তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা  
দ্বারা চক্ষু ও কর্ণযুগল এবং কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ যথাক্রমে  
স্পর্শ করিবে । অনন্তর করতল দ্বারা উরঃস্থল, অঙ্গুলি সকলের অগ্র-  
ভাগ দ্বারা মস্তক এবং করতল অথবা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ  
করিতে হইবে । এইরূপ আচরণ করিলে, তবে দ্বিজগণ শুদ্ধ হইতে  
পারিবেন ।

আচমনান্তে স্নান কর্তব্য ; তাহার পর গাত্রমার্জন করিয়া জল-  
তর্পণ করিবে । তদন্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া গায়ত্রী সহ  
সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে এবং যতক্ষণ না দিবাকর পূর্বাকাশে উদ্ভিত হয়েন,  
ততক্ষণ গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে ; মধ্যাহ্নেও উক্তরূপ অর্ঘ্য দিয়া  
গায়ত্রী জপ করিবে । সায়ংকালেও বক্ষত্রদর্শনাবধি পূর্বোক্ত বিধির  
অনুসরণ করিতে হইবে ।

হে মুনীশ্বরগণ ! গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে স্নান  
পূর্বক মর্গপানি হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিবে । যদি প্রবাদ বশতঃ  
কেহ বেদবিহিত কৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে রজনীর  
প্রথম যামে তৎসমুদায় যথাক্রমে সম্পাদন করা কর্তব্য । সাধ্যপক্ষে  
সম্যক স্নান ও বস্ত্রদ্বয় অবস্থাতেও যে শূঁচ দ্বিগ্ন সন্ধ্যাহিত্যাদি সমা-  
পন না করে, সে শাস্ত্রনতে পাপী, সে সকল কৰ্ম্মের বহিষ্কৃত ।

ত্ৰাযশাভাদি প্রোক্ত অর্থবা' অপৰ কৃষ্ণকৃষ্ণসমূহে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিয়া যে দ্বিজ সন্ধ্যাহিকাদি ক্ৰিয়াকলাপ পবিত্ৰাগ কৰে, সে মহা-পাতকীও অধম । তাহাৰ সহিত বাৰ্য্যলাপ কৰিতে নাই, কোন বিষয়েও তৰ্কও কৰিতে নাই ।

অনন্তৰ গৃহস্থ যথাবিধি স্বীয় অধিষ্ঠাতৃদেবেৰ উপাসনা কৰিবে, অভ্যাগত অতিথিকে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা কৰিয়া গন্ধাদি দ্বাৰা শুশ্ৰূষা কৰিবে এক সাধ্যানুসাবে কন্দমূল, ফল, জল প্রভৃতি ভোজ্যপেয় দ্বাৰা অৰ্চনা কৰিবে । যাহাৰ কুলশীল ও গোত্র-নামাদি সমস্তই অজ্ঞাত, ভিন্ন গ্রাম হইতে যিনি চৰ্তাং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া থাকেন ।\* অতিথি বিষ্ণুৰ ত্ৰায পূজনীয় ; অতএব তাঁহাকে তদ্বৎ পূজা কৰিবে । অতিথি নিবাস হইয়া যাহাব বাটী হইতে প্রস্থান করেন, তাহাকে নিজ পাপভাব দিয়া তাহাব সমস্ত পুণ্য লইয়া যান ।

অতঃপৰ স্বগ্রামবাসী বিষ্ণুপ্ৰিয় কোন অনাথ শ্ৰোত্ৰিয় বিপ্ৰকে পিতৃদিগেৰ উদ্দেশে পূজা কৰিবে এবং পঞ্চযজ্ঞ সমাপন পূৰ্ব্বক মৌন-ভাবে বন্ধু-বান্ধব ও ভৃত্যদিগেৰ সহিত ভোজন কৰিতে বসিবে । যে দ্বিজ প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান না কৰে, তাহাকে ব্ৰহ্মহত্যাৰ পাতক গ্ৰহণ কৰিতে হয় ; অতএব অহবহ পঞ্চযজ্ঞেৰ অনুষ্ঠান কৰিবে । দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ,—এই পাঁচটিই পঞ্চযজ্ঞ নামে প্ৰসিদ্ধ ।

দ্বিজ কদাপি অভোজ্য এবং পাত্ৰ ব্যক্তিকে ভোজন কৰিবে না । বসনার্জি পরিধান পূৰ্ব্বক আসনে কেবল পদদ্বয় রক্ষা কৰিয়া মুগ্ধশব্দ কৰিতে কৰিতে ভোজন কৰিলে তাহা পুৰাপানভূল্য হইয়া থাকে । অন্ন, মোদক ও ফলাদি খাদ্যদ্রব্য একবার আবাদন কৰিয়া পুনঃ পুনঃ আবাদন কৰিবে । প্রত্যেক লবণ কদাপি ভোজন কৰিতে

\* ভগবান্ মহা বলেন, অতিথি আত্মপ্ৰেৰ দ্ৰাঘণ হইবেন এবং এক বচনীমাত্র পরগৃহে বাস কৰিবেন । তদুৎথা ;—

‘একরাত্রং নিবসতি বিদ্বান্ধনঃ পুতঃ ১’ ০ অ, ১০২ ।

নাই । ব্যঞ্জনাদিতে লবণ থাকে বটে ; কিন্তু তাহা দ্রবীভূত অবস্থায় খাওয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ; কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না । প্রত্যক্ষ লবণ-ভোজন গোমাংস-ভোজনের তুল্য । আচমন-কালে এবং চোষাদি ভোজনসময়ে কখনও শব্দ করিবে না,—করিলে নরকগামী হইতে হইবে ।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! ঐক্যে ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় নিরত হইবে । রজনীতে যদি অতিথি সমাগত হইয়েন, তাহা হইলে কন্দমূলফলাদি ভোজ্য ও শয়নাসনাদি দ্বারা যথা-বিধানে তাঁহার পূজা করিবে ।

উক্তরূপ বিধানানুসারে গৃহস্থ প্রত্যহ সদাচারেব অমুষ্ঠান করিবে ; আচার পরিত্যাগ করিলে পাপে পতিত হইতে হইবে ; —তজ্জগত 'প্রায়শ্চিত্ত করা' কর্তব্য । ক্রমে বয়োধর্মের অনুসারে শূকুমার লাভ্য অপগত হইলে যখন কেশ পলিত, গাত্রচর্ম লোলিত এবং দন্ত স্থলিত হইতে থাকিবে, তখন পুত্রের হস্তে ভার্ঘ্যার ভার অর্পণ করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনমার্গে প্রবেশ করিবে । তথায় ত্রিসবন স্নান করিবে, নবশ্রাব ও জটা ধারণ করিয়া থাকিবে, যুগ্মশয্যায় শয়ন করিবে, এবং স্বাধ্যায়নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও পঞ্চ-যজ্ঞের অমুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রত্যহ কন্দমূলফল ভোজন করিবে ; সর্ব্ব-ভূতের প্রতি দয়াবান হইবে ; সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানে নিরত থাকিবে । তৎকালে গ্রামজাত ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিতে নাই ; রাত্রিতে ভোজন করিতে নাই ; দিনান্তে একবাবমাত্র অষ্টগ্রাস ভোজন করিতে হয় ।

বানপ্রস্থ বয়সে তেলে অভ্যঙ্গ করিবে ; নিদ্রা, আলস্য, বৃথাবাক্য, পরীবাদ ও রূচ কথা পরিত্যাগ করিবে । শীত, রৌদ্র, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করিতে শিখিবে এবং সর্ব্বদা অগ্নিসেবন করিবে । এইরূপ নানা প্রকার নৈসর্গিক ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে বানপ্রস্থ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত অমুষ্ঠান করিবে ; ক্রমে যখন সকল বস্তুরে বৈরাগ্য হুইবে,

বিভাসিত হইবে, তখনই সম্যাস অবলম্বন করিবে ; নতুবা পতিত হইতে হইবে ।

চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্বিজ নিরন্তর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন ; শাস্ত্র দাস্ত্র, জিহ্মেদ্রিয়, নিম্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইবেন , কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিবেন ; শমদমাদি গুণে বিভূষিত হইবেন এবং নগ্নবেশে অথবা জীর্ণ কোশীন ধারণ পূর্বক মুণ্ডিত-মস্তকে নিযত সচ্চিন্তায় নিবৃত্ত থাকিবেন । ভিক্ষুব কি শত্রু, কি মিত্র, কি মান, কি অপমান সকলকেই সমান জ্ঞান করা কর্তব্য, সকল অবস্থাতেই সমান থাকা উচিত । তিনি এক বাত্র গ্রামে এবং ত্রিবাট্র নগরে বাস করিবেন । অনিন্দিত দ্বিজগৃহে তিনি একবাবের অধিক ভিক্ষা করিবেন না, প্রাণধারণের উপযোগী একবারমাত্র আহার করিবেন । গৃহস্থের গৃহের পাকধূম বিগত হইলে, অগ্নি নিবিয়া গেলে, পরিবারেই সকলে আহাব করিয়া উচ্ছিষ্টাদি দূরে নিক্ষেপ করিলে যতি ভিক্ষার্থ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইবেন । ভিক্ষা না পাইলে বিষম বা ক্ষুব্ধ হইবেন না ; পাইলেও আত্মাদিত হইবেন না ; যাহা পাইবেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইবা- চলিয়া আসিবেন । তিনি ত্রিসবন স্নান করিয়া নিয়তেন্দ্রিয়ভাবে প্রণব জপ করিবেন , কদাপি বিষয়-চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিবেন না, মুহূর্তের জন্য বিপুলকলের বশীভূত হইবেন না । দিবসে একবারমাত্র আহার করিয়া যে ব্যক্তি লাম্পট্য প্রকাশ করে, অথবা লাম্পট্যে দূষিত হয়, সে অব্যত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কখনও নিকৃতি পাইতে পারিবে না ।

হে বিপ্রকুল ! যতি যদি লোভী ও দাস্তিক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে চণ্ডাল সমান হেয় ;—সে বর্ণাশ্রম হইতে অন্তরিত হয় , অতএব তিনি নির্মল, নির্দ্দম্ব, নিম্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইয়া নিরন্তর অব্যয়, অক্ষয়, অনাময় নারায়ণকে ধ্যান করিবেন, অবিরত বেদান্তার্থ চিন্তা করিয়া সেই জগৎকৈতন্যস্বরূপ পরম জ্যোতিঃ সহস্রবীৰ্য পুরুষ দেবদেব সত্যস্বরূপ সনাতন পরমাখ্যায় তপস্বী হইয়া থাকিবেন ; তবে চিরানন্দময় পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । বর্ণাশ্রমের



উক্তরূপ বিধান সম্যক্ পালন করিয়া যে দ্বিভ্র জীবনধারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া জগদ্ব্যয় বিমুক্ত চরণতলে স্থান লাভ করিবেন।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

—:—

### শ্রাদ্ধ-বিধি।

হে ঋষিসত্তমগণ! এক্ষণে আমি প্রয়োজনীয় শ্রাদ্ধবিধি বর্ণন করিতেছি, আপনারা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন। এ ব্রহ্মাস্ত্র অতি পুণ্যপ্রদ, ইহা শুনিলে সকল পাপ চইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। অমাবস্তা-দিবসে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে হয়। সেই জন্ম স্মরণের পূর্বদিবসে স্নান করিয়া একবারমাত্র আহার করিবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক ব্রজনীতে নিম্নে ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিবে। সেই দিবসেই কার্য্যার্থ বিপ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করা কর্তব্য। সে দিন দস্তধাবন করিবে না; তামূল, তৈল ও অভ্যঙ্গাদি ব্যবহার করিবে না। শ্রাদ্ধকঠা ও ভোক্তা উভয়েই বেদাধ্যয়ন, পরাম-ভোজন, পথশ্রম, ক্রোধ, কলহ, দ্রোসদ ও দিবানিদ্ৰা হইতে দূরে থাকিবে। শ্রাদ্ধে নিমগ্নিত হইয়া যে বিপ্র জীসন্তোগ করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া অন্তে মহাভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

হে বিপ্রেস্তমগণ! বাহিয়া বাহিয়া শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ ও বিদ্যুতংপর ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ প্রশান্ত, শুক্ললোহুত, ও রাগ-বেশবিহীন; যিনি স্বাশ্রমোচিত আচার-ব্যবহারে নিরত থাকেন; যিনি স্মৃতি, বেদান্ত ও পুরাণার্থে সম্যক্ পারদর্শী; সলা সর্ব্বলোকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী থাকেন; যিনি কৃতজ্ঞ, গুরুভক্ত ও গুণসম্পন্ন; যিনি সর্ব্বদা সকলকে সুশিক্ষা প্রদান করেন, সংশাস্ত্রকথার

শ্রাদ্ধব্যাপাবে অশুজাত হইয়া দুইটি মণ্ডল প্রস্তুত করিবে । ব্রাহ্মণের চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ এবং বৈশ্যের বর্তুলাকার মণ্ডল কর্তব্য , —শূদ্রের কেবল অভ্যক্ষণ করিলেই হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের অভাবে স্বীয় ভ্রাতা, পুত্র অথবা আপনাকে নিয়োগ করিবে । পাদপ্রক্ষালন পূর্বক আচমনাদি করিয়া বিপ্র নারায়ণের অর্চনা করিবেন এবং দ্বাবদেশে ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে “অপহত” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রাদ্ধকর্তা তিল ছড়াইয়া দিবে ।

ভোক্তা ও শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধদিবসের বঙ্গনীতে স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবে এবং স্বাধ্যায় ও বেদাধ্যয়ন হইতে দূরে থাকিবে । হে বিজ্ঞোত্তমগণ! পথিক, আতুর ও নিধন ব্যক্তিগণ আম শ্রাদ্ধ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পাবিবে । যে ব্যক্তি জব্যাদিব আয়োজন করিতে না পারে, দ্বিজের সাহায্য লাভ করিতে অসমর্থ হয়, সে কেবল অন্নপাক কবিয়া পৈতৃক স্মৃতি উচ্চারণ পূর্বক হোম করিবে। যে ব্যক্তি, নিতান্ত দীনহীন যাহার সহায় নাই, সম্বল নাই, সে ধেমুকে কিঞ্চিৎ তৃণ দান করিবে, অথবা স্নান করিয়া বিধিবৎ তিলতর্পণ করিবে, কিংবা বিজ্ঞ বনমার্গে প্রবেশ পূর্বক “আমি দরিদ্র, মহাপাপী, আমার কিছুই ক্ষমতা নাই,” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিবে । তাহা হইলেই তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, সে দেবতাগণের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে ।

হে বিপ্রগণ । শ্রাদ্ধের পরবর্তী দিবসে যে মানব পিতৃতর্পণ কবে না, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে কলুষিত হয়, তাহার বংশ শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা পরমা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের সম্বান-সমুত্তিগণ ত্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তাহারা কখন বিপদে পতিত হয় না । পিতৃ-কুলের শ্রাদ্ধ করিলে বিষ্ণুর পূজা করা হয় । কি পিতা, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব কি কিন্নর, কি অশ্বর, কি বিদ্যাধর, কি মনুষ্য দম্বুজ সকলই বিষ্ণু, তিনিই সর্ব্বভূতময় । যাহা কর্তৃক স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই অশিশ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি ইহার সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন,

তিনিই দাতা, তিনিই ভোক্তা । হে মুনিবর্গ ! যাহা প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, যাহার সত্তা আমবা অনুভব করিতে পাবি এবং যাহা বিদ্যমান নাই, তৎসমস্তই বিষ্ণুময়, তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই নাই । তিনি সমস্ত জগৎসংসারের আধাবভূত, তিনিই সর্বভূতাত্মক ; তিনি অব্যয় ও অক্ষয় ; তিনি অনুপমেয় ; তিনিই হব্যব্যভুক্ । সেই সত্যস্বরূপ বিষ্ণু পরব্রহ্মাভিধানে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন । হে বিপ্রকুল ! তিনিই কর্তা ও কারয়িতা ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এই পরম পবিত্র আত্মবিধি আপনাদিগেব নিকট বর্ণিত হইল । এই বিধান সর্বথা পালন করিতে পারিলে, সমস্ত পাপ হইতে নিহতীলাভ করিতে পাবা যায় । আত্মকালে যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, তাহার পিতৃকুল পরম পরিতোষ লাভ করেন, তাহার সম্ভানসমৃদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

## ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

### প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ।

হে বিপ্রেস্ববর্গ ! এক্ষণে আমি প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; আপনারা শ্রুসমাहित হইয়া শ্রবণ করুন । বেদ-বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে যাহার হৃদয় পবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি যে কোন কার্যো হস্তার্পণ করে, তাহাতেই সফললাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যাহারা কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, তাহারা কিছুতেই সফললাভ করিতে পারে না ; তাহারা যে কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই বিফল হইয়া যায় । হে মুনিগণ ! হরিতত্ত্বিহীন ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্ত খণ্ডন করিয়া থাকে যে, “স্বায়ত্ত্বির দ্বন্দ্ব প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কি হইবে ?” কিন্তু তাহারা নিতান্ত মূঢ়, সেইজন্যই এইরূপ অযৌক্তিক

কথা উচ্চারণ করে। শতসহস্র নদী যেমন সুবাতাওকে পবিত্র করিতে পারে না, সেই প্রায়শ্চিত্তবিবোধী মৃৎগণ সেইরূপ কিছুতেই আত্মশুদ্ধি লাভ কবিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতল্লগ—এই চারি ব্যক্তি মহাপাতকী এবং যে মৃৎ ইহাদেব একজনের সহিত ক্রমাগত একবৎসর ধবিয়া একত্র ভোজন, একত্র শয়ন অথবা একত্র বসবাস করে, সে ব্যক্তি পঞ্চম মহাপাতকী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হে ঋষিকুল ! স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে হত্যা কবিলেই ব্রহ্মহত্যা হইল না, ব্রহ্মহত্যা বহুবিধ আছে। স্বহস্তে অথবা অপর লোক দ্বারা ব্রাহ্মণকে বধ করিলে তাহা ব্রহ্মহত্যা; সেইরূপ ব্রাহ্মণের গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি হরণ করিলে যদি তিনি দুঃখে—ক্লেবে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তির চরিত্রণে তিনি আত্মঘাতী হয়েন, তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ না জানিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা কবিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মঘাতী চৌরজটা ধারণ পূর্বক সংসার পরিত্যাগ করিবে এবং সেই নিহত বিধের কপাল ধারণ কবিয়া বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হত ব্রাহ্মণের কপাল না পাইলে অপর মৃত ব্যক্তির কপাল ব্রহ্মহত্যার চিহ্নরূপ ধর্মজদণ্ডে ধারণ করা কর্তব্য। সেই ব্রহ্মহা বস্ত্র কন্দমূলফলে দিবসে একবারমাত্র পরিমিত ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিবে, সন্ধ্যাকালে উপবাসী থাকিবে; ত্রিকাল স্নান করিবে, হরির চরণ স্মরণ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরিত্যাগ করিবে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, গন্ধমালাদি কদাপি ব্যবহার করিবে না এবং পুণ্যতীর্থ ও পবিত্র আশ্রমসমূহে সময়ে সময়ে গমন করিবে। যদি তাহার বস্ত্র ফলমূলাদির সংযোজন না হয়, সে গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা কবিরে এবং শরাবপাত্র কবে ধারণ করিয়া বিষ্ণুচিন্তা করিতে করিতে ধীরভাবে গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, “আমি ব্রহ্মঘাতী।” এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ভূষণের অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই গৃহে সর্বসমেত সাতটি বাটী পর্য্যটন করিবে।

নাবাযাকে নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে 'এইকপ  
ব্রতচরণ কবিলে ব্রহ্মবাতী ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে  
এবং শীঘ্রই কর্মামুষ্ঠানের যোগ্য হইয়া উঠিবে। ব্রতবালের  
মধ্যে যদি হিংস্রভ্রমর অথবা কোন রোগের আক্রমণে তাহার  
প্রাণবিয়োগ হয় কিংবা যদি সে ব্যক্তি জনপতিত অথবা ব্যাঘ্রাদি  
হিংস্রভ্রমর কর্তৃক আক্রান্ত গো ও বিজেব প্রাণরক্ষা নিমিত্ত স্বয়ং  
প্রাণ পবিত্যাগ করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে  
'নিষ্কৃতি পাইতে পারে। বিপন্ন গো-ব্রাহ্মণের উদ্ধারের পর সেই  
ব্রহ্মবাতী যদি জীবিত থাকে, দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইলেও সে  
ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্র-  
কুলকে অযুত গো দান কবিলেও ব্রহ্মহা শুদ্ধ হইতে সমর্থ হয়।

• দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে হত্যা করিয়া ব্রহ্মহার ব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক  
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; অথবা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে, কিংবা উচ্চ  
শৈলকূটে উদ্ধিত হইয়া বায়ুমাগরে ঋষ্যপ্রদান করিবে। দীক্ষিত  
ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে উহার দ্বিগুণ এবং আচার্য্যাদিবধে চতুর্গুণ  
কঠোরতা সহ করিবে। কিন্তু জাতিমাত্র বিপ্রকে হত্যা করিলে  
এক বৎসরমাত্র ঐরূপ ব্রত পালন করিবে; তাহা হইলেই পাপ  
হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি  
বিপ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে; ক্ষত্রিয় উহার দ্বিগুণ এবং বৈশ্য  
ত্রিগুণ পালন করিবে। শূত্রের পক্ষে ত স্বতন্ত্র কথা। যে শূত্র  
ব্রহ্মহত্যা-পাপে কলঙ্কিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে মূল্য না  
অভিহিত করিয়াছেন। রাজা মুঘল্যের শাস্তিবিধান করিবেন  
রাজারই আদেশানুসারে তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত  
হইবে। ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশ ব্রতচরণের অর্ধেক এবং অনূট  
ব্রাহ্মণকণ্ডার বধে তাহার এক পাদমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে  
বিপ্র যতপি ক্ষত্রিয়কে হত্যা করে, তাহা হইলে ছয় বৎসর, বৈশ্য  
বর্ষে তিন বৎসর এবং শূত্রের বধে এক বৎসরমাত্র কৃচ্ছ্র সা-  
করিবে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে 'আট' বৎস

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্ত হইতে পারিলে । হে মুনিসত্তম-  
গণ ! বৃদ্ধ, আতুর, স্ত্রী ও বালক-বালিকাদিগের হত্যায় সর্বত্রই সমান  
প্রায়শ্চিত্ত, সেব্য হত্যাকারী ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধভাগ  
গ্রহণ করিবে ।

হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! সুবাপান মহাপাতক । এ দেশে গোঁড়ী,  
মাধ্বী ও পৈঠী এই তিন প্রকার সুরা প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহাদের  
মধ্যে গোঁড়ী গুড়, মাধ্বী মধুকব্ধের পুষ্প এবং পৈঠী পিষ্ট হইতে  
প্রস্তুত । চতুর্দশের নবনাবীগণ কখনও এই তিন প্রকার সুরা পান  
করিবে না ।

হে মুনিগণ ! বিজ্ঞ যদি অজ্ঞানবশতঃ জপ মনে করিয়া সুবাপান  
করে, তাহা হইলে সে ব্রহ্মহত্যার সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেবল  
তাহার চিহ্ন ধারণ করিবে না । রোগনিবারণের নিমিত্ত ঔষধস্বরূপ  
সুবাপান করিলেও পাপে পতিত হইতে হয়, কিন্তু সে পাপ অতি  
সামান্য, দুইটি চান্দ্রায়ণব্রত সম্পাদন করিলেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি  
পাইতে পারিবে । সুরাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন অথবা সুরাভাণ্ডাদক পান  
করিলে, সুবাপানেব সমান পাপ গ্রহণ কৃষিতে হয় । হে দ্বিজগণ !  
গোঁড়ী, পৈঠী ও মাধ্বী ব্যতিরেকে পানস, জ্বাক, মাধুক, খাজুর, তাল,  
ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাক, আদ্বিক, মৈরয় ও নারিকেলজ এই একাদশ  
প্রকার মত্ত আছে, বিপ্র ইহাদের একটিকেও কদাপি পান করিবে  
না । কেন না, ইহাতেও মহাপাতকসংঘ হইয়া থাকে । জানিয়া দূরে  
থাকুক, অজ্ঞানবশতও যদি কেহ এই একাদশ প্রকার মত্তের মধ্যে  
একটিও পান করে, তাহা হইলে তাহার উপনয়ন-সংস্কার পুনর্ব্বার  
সম্পাদন করিতে হইবে, সেই সুবাপায়ী বিপ্র জলন্ত সুরা পান  
করিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবে । সুবাপানের এই সকল প্রায়শ্চিত্ত  
কথিত হইল, এক্ষণে স্তেযপাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বর্ণিত হইতেছে ।

হে বিপ্রোত্তমবর্গ ! সমক্ষে পরোক্ষে বলপূর্ব্বক অথবা গুপ্তভাবে  
সুবর্ণ-পরিমাণে পরস্ব স্পর্শ করিলে তাহা স্তেয বলিয়া পরিগণিত  
হইবে । এই সুবর্ণ-পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম । মন্দির শাস্ত্রকারগণ ইহার

বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, যথাযথ তাহা বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন । হে মুনিগণ ! গবাক্ষস্থিত রক্ত দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে যে ভাসমান রেণুজাল দেখিতে পাওয়া যায়, বৃক্ষগণ সেই এক একটি রেণুকে রজ্জ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । সেইরূপ আটটি বেণুতে এক লিখ্য, তিনটি লিখ্যে এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গোসর্ষপ, ছয় গোসর্ষপে একটি যব, তিনটি যবে এক কুম্ভল, পাঁচটি কুম্ভলে এক মাষ, ষোল মাষে এক শুবর্ণ ।

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ সূবর্ণপরিমাণেও ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে দ্বাদশাদ ব্রহ্মহত্যার ত্রত পালন করিবে ; কেবল ব্রহ্মহত্যার নিদর্শন সেই কপাল-ধ্বজ বহন করিবে না । গুরু, যজ্ঞকর্ত্তা, ধার্মিক অথবা বেদবিদ্বিজ্জকুলেব হেমহরণ করিলে যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, তাহাব প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি । স্তেয়ী ব্যক্তি আত্মকৃত পাপের জন্য অমৃতাপ করিয়া স্বীয় সমস্ত দেহ দ্ব্যতলেপিত করিবে এবং করীষে \* আচ্ছাদিত হইয়া অনলে দগ্ধ হইবে । তবে সে পাপ হইতে নিকৃতি লাভ করিতে পারিবে ।

ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞেব অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইতে সমর্থ হইবে । যদি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে আত্মপরিমাণে সূবর্ণ দিবে, অথবা গোসবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, কিংবা সহস্র গো অর্পণ করিবে । ব্রহ্মস্বাপহারী আত্মকৃত পাপের জন্য অমৃতাপ করিয়া যদি অপকৃত দ্রব্য পুনর্দান করে, তাহা হইলে আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ? সে সান্ত্বনন-ব্রতচরণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস উপবাসী থাকিলেই শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । ইহার অন্ত্যচরণ করিলে, তাহাকে পরিত হইতে হইবে । রত্নাসন, মনুষ্য, জী, ধেনু ও ভূম্যাদি হরণ করিলে সূবর্ণ-হরণের অর্দ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! ত্রসবেণু পবিমাণে সুবাহরণ করিয়া সমা-  
 হিতমনে দুইবার প্রাণাযাম কবিলেই শুদ্ধি লাভ কবিতে পাবিবে ।  
 লিখ্য-প্রমাণ সুবর্ণ হরণ কবিলে তিনটি প্রাণাযাম, রাজসর্ষপ-পরিমাণে  
 চারিটি প্রাণাযাম, গোসর্ষপ-প্রমাণে বিধিবে স্নান কবিয়া অষ্ট সহস্র-  
 বার গায়ত্রী জপ করিবে ; যবমাত্র প্রাতঃকাল হইতে সাংকাল  
 পর্য্যন্ত অবহিতমনে গায়ত্রী জপ করিবে ; কৃষ্ণসমাত্র সান্ত্বনত্রত  
 পালন করিতে হইবে । মাঘমাত্র সুবর্ণহরণ করিলে পাণী গোমূত্রসিক্ত  
 যবাণ্ড ভক্ষণ কবিয়া তিন মাস নারাষণকে নিরন্তর ধ্যান করিবে  
 তবে শুদ্ধি লাভ কবিতে পাবিবে । সুবর্মাত্রার কিছু নূন হেমহরণ  
 করিলে উক্ত প্রকাব কৃচ্ছ্র সহ করিয়া এক বৎসর থাকিবে এবং সম্পূর্ণ  
 সুবর্ণমাত্রাব হরণে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

হে বিপ্রেশ্বরগণ ! সুবর্ণমানেব অনূন ব্রত অপহরণ করিলে  
 সম্যক সান্ত্বন অমুষ্ঠান করিবে, নতুবা পতিত হইতে হইবে । শত  
 নিক-পরিমিত ব্রত অপহরণ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা  
 হইতে শাস্তিলাভেব নিমিত্ত দুইটি চাত্রাযণ করা কর্তব্য । শত  
 হইতে সহস্র নিক পর্য্যন্ত ব্রত হরণ কবিলে চাত্রাযণে শুদ্ধি  
 লাভ করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহার অধিক হইলেই ব্রহ্মহত্যার  
 প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । সহস্র নিক-পরিমিত কাংস্তপিত্তাদি হরণ  
 করিলে পারক্য-নামক পাতক গ্রহণ করিতে হয় । রত্নাদির স্তেযে  
 ব্রতবৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় ।

হে দ্বিজেশ্বরগণ ! গুরুতল্লগামী পাপিগণের প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ  
 বর্ণিত হইতেছে । অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় মাতা অথবা বিমাতায় উপগত  
 হইলে স্বহস্তে নিজ মুক্ছেদন করিবে এবং হস্তে সেই ছিন্ন মুক্  
 ধারণ পূর্বক নৈঋতদিকে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে । নিজ  
 বনিতাভ্রমে সর্বগা কোন রমণীতে গমন করিলে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া  
 ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এরূপ পাপ-  
 কার্যের অমুষ্ঠান করিলে তুধানলে প্রাণত্যাগ করিবে, তবে শুদ্ধ  
 হইতে পারিবে ।



হে মুনিগণ । বিপ্র যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় পিতার ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাতে গমন করে, তাহা হইলে নয় বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিবে । এইরূপ পিতার বৈশ্য ভার্য্যাতে ছয় বৎসর এবং শূদ্রাতে তিন বৎসরমাত্র ব্রহ্মহত্যাকৃচ্ছ পালন কর্তব্য । মাতৃদ্বন্দ্ব, পিতৃদ্বন্দ্ব, আচার্য্য-ভার্য্যা, মাতুলানী, স্বগ্র, অথবা দুহিতাতে কামবশতঃ গমন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তদ্বিবরণ শ্রবণ ককন । উহাদের মধ্যে যে কোন রমণীতে দুই দিবস সঙ্গত হইলে যথাবিধি ব্রহ্মহত্যার ব্রতধারণ কর্তব্য ; অগ্নিদগ্ধ হইলে এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ কবিতে পারিবে । সেইরূপ একবারমাত্র গমন করিলে এক বৎসর ব্রহ্ম হত্যার কৃচ্ছ সহ কবিতে হয় । কামানল-নিবারণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি চাণ্ডালী, পুষ্কী, পুন্ড্রবধু, ভগিনী, মিত্রস্ত্রী ও শিষ্যপত্নীতে গমন করে, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া অথবা অনিচ্ছা বশতঃ সঙ্গত হয়, সে তিন বৎসরমাত্র ব্রহ্মহত্যাকৃচ্ছ সহ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ এই বিধান বিবেচনা কবিয়া গিয়াছেন ।

হে মুনিসত্তমগণ । এক্ষণে মহাপাতকি-সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত-বিষয় কথিত হইতেছে । পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মঘাতী, স্ত্রী, স্ত্রীপায়ী ও গুরুতল্লগায়ী,—এই চারিজন মহাপাপী । ইহাদের মধ্যে যে কোন মহাপাতকীর সহবাসে কালযাপন করিবে, তাহারই সমান পাপী হইতে হইবে এবং তাহারই ব্রত পালন করিলে পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে । অজ্ঞানবশতঃ ইহাদের সহিত পঞ্চরাত্র-মাত্র বসবাস করিলে সম্যক্ কায়কৃচ্ছ সহ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, অথবা পতিত হইবে । দ্বাদশ রাত্র সংসর্গে মহা সাত্ত-পন, পঞ্চদশ রাত্রে দশ উপবাস, মাসসংসর্গে পরাক, তিন মাসে একটি চান্দ্রায়ণ, ছয় মাসে তিনটি চান্দ্রায়ণ, এবং এক বৎসরের কিঞ্চিদ্ব্যনে ছয় মাস ব্রহ্মহত্যাব্রত-পালন কর্তব্য ।

হে বিদেহগণ । না জানিয়া মহাপাতকীর সহিত বাস করিলে,

ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু জ্ঞান বশতঃ করিলে যথাক্রমে তৎসমস্তের পাঁচ পাঁচ গুণ করিতে হয় ।

হে মুনিবর্গ । জীবজন্তুদিগের প্রাণনাশে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে ক্রমান্বয়ে তৎসমস্তের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে । মণ্ডুক, নকুল, কাক, বরাহ, মৃষিক, মার্জ্জার, অজ্র, মেঘ, কুকুর ও কুকুটাদিব বধে একটিমাত্র কুচ্ছু, অথবা তিনটি, হস্তিবধে সাতটি এবং গোবধে পবাক বিধেয় । কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক গোবধ করিলে যে মহাপতক সঞ্চিত হয়, তাহার আব কিছুতেই শাস্তি নাই । সেই মহাপাতকী কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না । যান, শয্যা ও আসনাদি এবং পুষ্প, ফলমূল ও ভোজ্যভক্ষাদির অপহরণে পঞ্চগব্য প্রাশন করিলেই অপহাবক শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । শুক কাষ্ঠ, তৃণ, দ্রুম, গুড়, চর্ম্ম, বস্ত্র ও আমিষাদির অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে । টিট্টিভ, চক্রবাক, হংস, কারওব, উলুক, সাবস, কপোত, বলাকা, জালপাদ, শিশুমার ও কচ্ছপ,—এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে কোন একটিকে বধ করিলে দ্বাদশ দিবসের উপবাসেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।

শূদ্র সকল বর্ণের অধম, সর্বদা তাহার মঙ্গল পরিত্যাগ করা কর্তব্য । শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে প্রাজ্ঞাপত্য-ব্রত পালন, রেত ও বিগ্নুত্র ভোজন অথবা তিনটি চান্দ্রাযণ করিলেই শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে । রাজস্বলা, চণ্ডাল, মহাপাতকী, সূতিকা, পতিত ব্যক্তি, উচ্ছিষ্ট অথবা রক্তকাদি অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে স্নান করিয়া দ্ব্যুত ভোজন করিবে এবং বিশুদ্ধমনে অষ্টমত পায়ত্রী জপ করিবে । অজ্ঞানবশতঃ ঐ সকলের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুকে স্পর্শ করিয়া যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া পঞ্চগব্য প্রাশন পূর্বক শুদ্ধ হইতে পারিবে । স্নান, দান, ভোজন ও অধ্বষসময়ে যদি ঐ সকল পতিত ও পাপী ব্যক্তিগণের কণ্ঠরব শ্রবণ হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভোক্তা তুচ্ছ অন্ন তখনই বমন করিয়া ফেলিবে এবং স্নানপূর্বক সেই দিবস উপবাসী থাকিয়া

দ্বিতীয় দিবসে ঘৃত ভোজন করিবে ; তবে শুদ্ধ হইতে পারিবে।  
ব্রতাদির অমুষ্ঠানকালে যদি উহাদের বাক্য শ্রুতিগোচর হয়, অষ্টো-  
ত্তরশত গায়ত্রী জপ করিবে।

হে মুনিসন্তমগণ ! দ্বিজ ও দেবনিন্দা মহাপাতকমধ্যে পরি-  
গণিত। যে নরাধমগণ দ্বিজ ও দেবতাকুলের নিন্দা করে, তাহা-  
দের পাপেব প্রায়শ্চিত্ত নাই ; তাহারা অসীম পাপ হইতে কিছু-  
তেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! সর্বশাস্ত্রজ্ঞ  
পণ্ডিতগণ যে সকল পাতক ও মহাপাতক-নিচয়ের বর্ণনা করিয়া  
গিয়াছেন, তৎসমস্তেরই প্রায়শ্চিত্ত এক্ষণে কথিত হইল। উপরি-উক্ত  
বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; প্রায়শ্চিত্ত না করিলে  
কিছুতেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবা যায় না। ভক্ত-  
বাৎসল্যতর নারায়ণের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি  
নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় ; সে  
অন্তে সেই পরমানন্দময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।  
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপভার ক্রমে হৃদয় হইয়া উঠে। 'হে  
ঋষিকুল ! বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ তপ, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ গতি ; বিষ্ণুই জীবের  
একমাত্র নিয়ন্তা। সেই সর্বদেবময় অনাদি অনন্ত আদিদেব  
নারায়ণকে যে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে স্মরণ করে, সে মহা-  
পাতকী হইলেও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই সনাতন  
জগন্নাথকে স্মরণ করিলে, তাঁহাকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে,  
তাঁহাকে নির্মল-হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করিলে, তাঁহার মোক্ষপ্রদ  
চরণতলে প্রণত হইলে জীবের সকল পাপ প্রশমিত হয়,—সকল  
যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া যায়। এমন কি, মোহবশতঃ অনাময়  
নারায়ণকে পূজা করিলেও সমস্ত পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া পরম-  
পদ লাভ করিতে পারা যায়। তবে বেচ্ছাপূর্বক পরম ভক্তি-  
সহকারে সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে পূজা করিলে যে পরম ও  
অক্ষয় পুণ্য অর্জিত হইয়া থাকে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ  
নাই। সে ব্যক্তি পাপ, তাপ ও কঠোর যন্ত্রণাদিতে নিপীড়িত

হইয়া অকপট-হৃদয়ে ভক্তিগদগদভাবে একবার মুরারি সনাতন হরিকে স্মরণ করে, তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, দুষ্টগ্রহ দমিত হয়, সকল যন্ত্রণা নিবাবিত হয়, সে নিৰ্ব্বিলম্ব অনন্ত সুখে নিলয় স্বর্গধামে যাইতে পারে ।

হে মুনীশ্বরগণ ! ইহ-জগতে কৃত পুণ্যবলে মানবজন্ম লাভ করিতে পাবা যায় ! সেই দুর্ভাগ মানবজন্ম কে অবহেলে হারাইতে পারবে ? কিন্তু এই মানবজীবনে হরিভক্তি অধিকতর দুর্ভাগ্য । হায় ! এই মানবজন্ম তড়িৎতার শ্রাব্য নিতীন্ত চঞ্চল,—নিরতিশয় অস্থির । এই ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি নিত্য ও অনন্ত সুখলাভের বাসনা থাকে, তবে পশুপাশমোচক পবনেশ্বর হরিকে ভক্তিসহকারে পূজা করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিয়, সকল বিপদ, সমুদায় অমরায বিনষ্ট হইবে ; মন বিমল শুদ্ধি লাভ করিবে এবং পরম মোক্ষও লাভ করিতে পারিবে । নতুবা এ জগতে যাতায়াতই সার । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে যে চারিটি পবনপুঙ্খার্থ আছে, হরিপূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণই নিশ্চয় তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অহো ! এই মোহনিদ্রাসমাকুল মহাঘোর সংসারে যাহারা নাবাযণের শরণাপন্ন হয়, তাহারাই কৃতার্থ ; তাহাদেরই মানবজন্ম সফল ।

এই সংসারের চারিদিকেই মোহ,—সর্বত্রই মায়া । পুত্র, দার, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনধাতু সেই সমস্ত মোহমায়াকে দ্বিগুণিত করিয়া মানবকে অম্লানাক্রকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; তাহার উপর আবার দুর্ভাগ্য রিপুদল প্রবল হইয়া মানুষের সমস্ত জ্ঞান হরণ করে । অতএব এই মোহময়ী মানুষী বৃত্তি লাভে করিয়া কেহ কখন দর্প করিও না, কেহ কখনও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাংস-সর্ষের বশীভূত হইও না ; পরনিদ্রা ও পরমানি করিও না । বিয়-ব্যাপারে ত্যাগ করিয়া কেবল নারায়ণের চরণাশ্রয় ভজনা করিবে । আর সময় নাই,—কাল সন্ধিহিত । ঐ দেখ, কৃতান্তনগরের শাস্ত্রবিত্ত জনরাজি নয়নগোচর হইতেছে । অতএব, যতক্ষণ না

জরা আসিয়া শরীরকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়-  
সমুদায় বিকল হইয়া পড়িতেছে, যতক্ষণ না মৃত্যুর করালচ্ছায়া  
সর্বান্তে বিসারিত হইতেছে, ততক্ষণ হরির অর্চনা কর । যে  
মানব ! তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এই অনিত্য মানবদেহে  
অশ্রুমাत्र বিশ্বাস করিও না ; ইহা যে কখন অসাড় হইয়া পড়িবে,  
তাহার কিছুই স্থিরতা নাই । মনে করিতেছ, এই সংসারে চির-  
কাল থাকিবে ; মনে করিতেছ, তোমার যৌবন, স্ত্রী, লাভ্যা,  
ভোজ্যবৌর্য্য, ধনগোরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে ?—ভ্রম ! নিতান্তই  
ভ্রম ! বিকট কালবশে মৃত্যু যে অহরহ তোমার শিয়রে রহিয়াছে,  
তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ? নিশ্চয় জানিও, মৃত্যুহ তোমার  
একমাত্র নিয়তি । তবে আর দর্প করিও না, ধনযৌবনমদে মগ্ন  
হইও না । নিশ্চয় জানিও, সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবে ;  
জায়মান সমস্ত জ্বাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । সার কথা—এই জগৎ-  
সংসারের সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য—অসার । একমাত্র সেই  
নত্যশ্বরূপ সনাতন হরিই নিত্য, অনন্ত, সার । অতএব ভক্তিপূর্ণ-  
হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা কর, তবে অত্যন্ত দুর্লভ মোক্ষ লাভ করিতে  
সমর্থ হইবে । মহাপাতকীও যদি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর ভজনা করে,  
সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে ।  
অকপট হৃদয়ে নারায়ণের অর্চনা করিলে যে-পরমপুণ্য অর্জিত হয়,  
গঙ্গাস্নান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সর্বসৌখ্য-সেবন তাহাব ষোড়শ  
ভাগের একভাগও পুণ্য প্রদান করিতে পারে না । যাহাব হৃদয়ে  
বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ, বেদ, শাস্ত্র ও  
তীর্থাদিতে কি হইবে ?

হে দ্বিজশ্রবণ ! দেবর্ষি নারদ পরম পুণ্যাখ্যা সনৎকুমারের  
নিকট প্রাশ্ণিক্তির উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ।  
বিষ্ণু অনাদি ও অনন্ত, অক্ষয় ও অচ্যুত । তিনি শুদ্ধারগত, তিনি  
সবল দেবতার বরেণ্য,—বেদান্তবেদান্ত । যাহারা ভক্তিসহকারে  
তাঁহাকে ভজনা করে, তাহারা পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় ।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।



### যমমার্গ-বর্ণন।

মুনিগণ সূতমুখে প্রাশস্তিত-বিহিত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যার-পর-নাই আশ্লাদিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে দ্বিজ্যাসা করিলেন, “হে মুনে! আপনাব নিকট বর্ণাশ্রমবিধি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আরও কয়েকটি বিষয়ের বিবরণ শুনিতে আমাদের পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে তপোধন! শুনিয়াছি, যমমার্গ অতি ভয়াবহ, কিন্তু তাহা কিরূপ, তাহা কখনও শুনি নাই। সেই সঙ্গে দুঃসহ সংসার-যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা কিসে নিবারিত হয়, কিসে মোহাদ্রু মানব পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে? ঐহিক ও নার-কাদি কি প্রকার? তৎসমস্ত বিষয়ও যথাযথ বর্ণন করিয়া আমা-দিগের দারুণ কৌতূহল নিবারণ করুন।”

সূত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি সর্বপ্রায়ে ভীষণ যমমার্গের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনাবা অবহিতমনে শ্রবণ করুন। হে ঋষিকুল! যমমার্গ অতি দুর্গম ও ভয়াবহ, কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ নহে। যাহারা ইহজীবন কেবল পুণ্যানুষ্ঠানে যাপন করেন, তাহাদের পক্ষে তাহা অতি সুগম ও সুখপ্রদ, দুঃরাচার পাপিগণই তাহাতে দুঃসহ কষ্ট পাইয়া থাকে। হে মুনীশ্বরগণ! যমমার্গ অতি বিস্তৃত, তাহার বিস্তার ষড়শীতি সহস্র যোজন। যে মানবগণ দান, ধ্যান ও নানাবিধ সংকার্যের অনুষ্ঠানে কাল অতিবাহিত করেন, তাহারা সুখে সেই সুবিস্তৃত শমনভবনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু অধর্মাচারী দুষ্ট গণের কণ্ঠের আর সীমা-পবিসীমা থাকে না। পাপিগণ ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলে বিকট প্রেতমূর্তি ধারণ করিয়া যমলোকে

নীত হইয়া থাকে। অহো! তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, শাস্তি নিতান্ত দুর্বিষহ। সেই সময়ে তাহারা বিবস্ত্রবেশে অতি ভীষণ যন্ত্রণা সহকারে শমনভবনে ভাঙিত হয়, দারুণ পিপাসায় তাহাদের তানুকা শুষ্ক, ওষ্ঠাধর বিদ্রুত। ভীমদর্শন যমদূতগণ কর্তৃক নিরহর নানাবিধ কঠোর অস্ত্রে ভাঙিত হইয়া অবাবিদারক আর্তনাদ করিতেকরিতে সেই হতভাগ্যগণ পশুবৎ চালিত হইতে থাকে। অস্থিভেদী ভীষণ কষ্ট সহ্য কবিতেনা পাবিয়া দুর্ভাগ্যেবা ইতস্ততঃ পশায়ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ফলবর্তী হয় নো। হে বিপ্রেস্রবর্ণ! এক্ষণে ভয়ঙ্কর যমনার্ণব বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি,—শ্রবণ করুন। সেই ভয়াবহ শমনমার্গেব সর্বত্র নানা সঙ্গট। তাহার কোথাও পঙ্ক, কোথাও বহ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দম, কোথাও তপ্ত সৈকত, আবার কোথাও বা ভীমধার শিলারান্ধি বিরাজ কবিতেছে। তাহার কোন স্থলে অলস অন্ধার-রান্ধি, কোন প্রদেশে প্রচণ্ড শিলারান্ধি, কোথায় মুখলধারে সলিল-রান্ধি, আবার কোথাও বা ভীম শব্দ, উত্তপ্ত ছল, বিকট শ্মশরকর্দম বর্ষিত হইতেছে। প্রলয়-প্রতাপন যেন সহস্র বহ্নিশিখা উদগিরণ পূর্বক ভীমরবে প্রবাহিত হইতেছে। অত্যাঘ কর্দমরান্ধি সেই ভীষণ বায়ুবেগে চালিত হইয়া ইতস্ততঃ উৎক্লিষ্ট ও নিফিষ্ট হইতেছে। ছুরারোহ কর্তৃকতরু-সমূহের শাখাছাল ভয়ানক মড়-মড় শব্দে ভগ্ন হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। স্থানে স্থানে অন্ধকার,—গাঢ়—নিবিড়—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থানে স্থানে কটকাবরণ অত্যাচ্ছ, বন্ধুর সাথ, \* তিমিরানুত ভয়ঙ্কর কন্দর। হতভাগ্যগণ নিষ্ঠুর শমনদূত কর্তৃক ভাঙিত হইয়া সেই সফল সাহস উপরিভাগে উঠিতেছে, আবার কেহ কেহ সেই সমস্ত কন্দরে প্রবেশ করিতেছে। স্থানে স্থানে শব্দ, লোষ্ট্র ও সূচিহীন্য কটবজ্র। কোথাও পিচ্ছিল শৈবালরান্ধি পতিত, কোন স্থানে ভীষণ কীটক,

সমুহ উত্তত । কোন দিকে মদমন্ত মাতঙ্গগণ বিকট বৃহৎ সহকারে  
ভীমবলে ধাবমান হইতেছে ; তাহাদের পদভরে ভূমিতল কম্পিত,  
ভীষণ গর্জনে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত ।

হে মুনিসত্তমগণ ! পাণিকুল এইরূপ বহুবিধ ঘ্রেশে নিপীড়িত  
হইয়া বিকট আর্তনাদ ও শ্রবণবিদারক রোদন সহকারে যম-  
নায়ে প্রবেশ করিতেছে । কেহ গলদেশে পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া  
ভীষণ অস্থশাঘাত সহ্য করিতে করিতে ধাবমান হইতেছে ।  
কাহার নাসাগ্রে, কাহার কর্ণে, কাহার গলদেশে, কাহার গাত্রে,  
কাহার বা পদাঙ্গে রক্ত বহন করিয়া যমদূতগণ ভীমবলে টানিয়া  
লইয়া যাইতেছে । ভীক্ৰ কটক ও উত্তপ্ত ক্ৰক্বাদিতে হতভাগ্যদের  
সর্বদা ক্ষতবিক্ষত হইতেছে । কাহার শিখাগ্রে, কাহার নাসাগ্রে-  
এবং কাহাবও বা কর্ণযুগলে ছর্ভর লৌহপিণ্ড স্থাপিত ; সেই ছর্ভর  
ভার বহন পূর্বক তাহারা অতিকষ্টে গমন করিতেছে ; তথাপি  
নিস্তার নাই । কেহ কেহ যমদূত কর্তৃক ভীষণ অস্থশে তাড়িত  
হইয়া ঝলিতপদে ধাবমান হইতেছে । কেহ নিরুচ্ছ্বাস, ভয়ে ভীত ;  
কাহার বা নয়নযুগল দৃষ্টিহীন । আহা ! হতভাগ্যগণ যে ভয়াবহ  
পথ দিয়া তাড়িত হইতেছে, তাহার কুত্রাপি একটি বৃক্ষ নাই,  
পুষ্করিণী নাই । সুতরাং উৎকট বোঝে তাহাদের ব্যথিত অঙ্গ  
বিশৃঙ্খল ব্যথিত, নিদারুণ তৃষ্ণায় তাহাদের কণ্ঠতালু বিগুহ ; অস্থ-  
তাপের নরকানলে তাহাদের হৃদয় বিদগ্ধ । আহা ! হতভাগ্য-  
দিগের অবস্থা অতি শোচনীয় । পাপের পরিণাম ঘোব হৃদয়বিদারণ ।

হে মুনীন্দ্রমণ্ডল ! যাহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল ও সুবুদ্ধিমান,  
যাহারা অতীব সুখভোগ কবিত্তে করিত্তে শমনমার্গে গমন করিয়া  
থাকেন । যাহারা পৃথিবীতে অন্নদান কবেন, তাহারা  
সুখাহ জব্য ভোজন করিত্তে কবিত্তে গমন করেন ; জনদার্তা,  
তুফদার্তা ও দধিদানকর্তা উত্তম ক্ষীৰ এবং ঘৃত, মধু ও ক্ষীরদাতা  
সুখা পান পূর্বক পরম সুখে অগ্রসর হযেন । শাকদাতা পাষস-  
ভোজন এবং দীপদাতা বিমল আলোকে দশদিক্ বিভাসিত করিত্তে



করিতে গমন করেন। হে সুখশ্রেষ্ঠগণ! বস্ত্রদাতা দিব্য বসনে সজ্জিত হইয়া এবং অলঙ্কারদাতা নরগণ কর্তৃক পুজিত হইতে হইতে বাইয়া থাকেন।

হে মুনিসত্তমগণ! গোদাতার সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভূমি-দাতা ও গৃহদাতা অঙ্গরোগগণসেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক নানাপ্রকার সুখপ্রদ ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করেন। অশ্বদাতা, যানদাতা ও রথদাতা দিব্য বিমানে আরোহণ কবিয়া নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে করিতে যান। যাহারা ফলপুষ্পাদি দান করেন, তাহারা অঙ্গরোগগণে সেবিত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাহুলদাতা ভুট্ট হৃদয়ে যমমন্দিবে প্রবিষ্ট হয়েন, যিনি পিতামাতা, যতি ও ব্রাহ্মণদিগের, শুশ্রূষা সর্বদা রত থাকেন, তিনি মুহুমূর্ছ: অমরগণের পুজিত হইয়া শমনভবনে প্রবেশ লাভ করেন। বিদ্যাদাতা পুরাণপাঠক মানব কমলযোনির আশ্রয় কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া থাকেন। এইরূপে ধার্মিকগণ নানা সুখ এবং পাপিগণ অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগকরিতে করিতে যমালয়ে প্রবেশ করেন।

হে বিজ্ঞানসমগণ! সংকল্পশীল পুণ্যদ্বারা ব্যক্তিগণ ঐরূপ নানা সুখ ভোগ করিয়া শমনভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র যমরাজ শঙ্খচক্রগদাदिশোভিত চতুর্ভূজ উত্তোলন পূর্বক পরম স্নেহভরে তাহাদিগকে মিত্রবৎ আলিঙ্গন করিয়া বলিবেন, “হে জ্ঞানিগণ, নরকভীরু নাথগণ! তোমরা যে পুণ্য করিয়াছ, তাহাতে এই পুন-শোকে পরম সুখ ভোগ করিবে। হৃদয় মানবসমস্ত লাভ করিয়া যে মুক্ত পুণ্যকর্মের অহুষ্ঠান না করে, সে মহাপাতকী,—সে আদ-ঘাতী। বহুশ্রমাদিহীন অনিত্য, কিন্তু এই অস্থির জীবনে যে নিত্য ও অনন্ত জীবন লাভ করিতে চেষ্টা না করে, যে নিত্যবস্তুর সাধনা না করে, সে নিত্যস্থ দূর, তাহার আপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে, মানবদহ যাতনার মন্দির, তাহাতে আবার তাহা বলাদি দ্রোণে পরিপূরিত। এই অনিত্য অশ্রুতের চেহে যে বিশ্বাস করে, সে

আশ্রয়তী । এই ভগৎসংসার ভূতসমূহের সমষ্টিমাত্র । প্রাণিগণ সেই সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠ, প্রাণীৰ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিমান ভীষদিগের মধ্যে নর শ্রেষ্ঠ, নরের শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, বিদ্বানের শ্রেষ্ঠ কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বর্তা, কঠোর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী । এই ব্রহ্মবাদীর আবার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ধ্যেয় নির্গম নামে আখ্যাত । হে পুণ্যাত্মন ! ইহাঁদেরও শ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি নিত্য ধ্যানপরায়ণ । বিশ্বের মঙ্গলচিন্তার তিনি গভীর নিমগ্ন । অতএব প্রাণপাণ ধর্মসংকল্প কবা কর্তব্য, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বত্র পুণ্ডিত হইয়া থাকেন । এখানে তোমরা সর্বপ্রকার সুখভোগের আধারস্থানে গমন কব । যদি ভীষনে কিছু হুঙ্কতি করিয়া থাক, তাহার প্রতিফল সেই স্থলেই ভোগ করিবে ।”

হে বিশ্বেশ্বরবর্গ ! ধর্মবাজ ঐক্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগকে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে সদগতি অর্পণ কবিবেন এবং পবে সমস্ত পাপীদিগকে আহ্বান করিয়া—ভীষণ কালদণ্ডে ত্রাণনা করিতে থাকিবেন । সে সময়ে তাঁহাব আবৃত্তি অতি ভয়াবহ । তাঁহাব দেহ অগ্নিগিরিসদৃশ ঘোব কৃষ্ণ ও প্রকাণ্ড, তাহা যোজনত্রয় বিস্তৃত, বিদ্যুৎপ্রভাবিত, দাবিশঙ্কুজসংযুক্ত । তাঁহাব নয়নযুগল গভীর আরক্ত ও বাণীবৎ বিশাল, নানিকা দীর্ঘ, বদনমণ্ডল কবাল দর্শনপঞ্জিতে বিকৃত । তাঁহার চতুর্দিকে মৃত্যু ও অরাদি বিকটবেশে বিরাজ কবিতেছে । অতঃপর তাঁহাব অনুমতিক্রমে ভীমাকৃতি চিত্রগুপ্ত সেই পাতবীদিগকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিবেন । হে মুনিগণ ! বিভীষণ চিত্রগুপ্ত প্রলয়কলদরবে গর্জ্জন করিয়া ভীত, চকিত ও কম্পমান পাপীদিগকে বলিতে থাকিবেন, “রে রে পাপী ছরাচার ! বুঝা গর্ব ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে হুঙ্কার করিয়াছিলি, তাহার ফলভোগ কব । মৃতগণ ! তোরা নিতান্তই অবিরেকী, নতুবা কামক্রোধাদিতে উত্তপ্ত হইয়া পশুসং তত হুঙ্কার করিবি কেন ? নতুবা পৃথিবীতে যাহা কিছু পাপময়, তাহারই অহুষ্ঠানে ব্যস্ত হইবি কেন ? হুঙ্কারগণ ! পূর্বে যে

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নানা প্রকারে পাপ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর; তবে আর অল্প বৃথা দুঃখিত হইতেহিস্ কেন? তোদের দুঃখিতায় কত শত লোকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে; পরিশেষে এই বিচারস্থানে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা কি তখন ভুলিয়া গিয়াছিল? হা বে মূঢ়বর্গ! যে স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে সুখে রাখিবার জন্য নানা দুর্কর্ম করিয়াছিল, তাহার কৰ্ম্মবশে কোথা গিয়াছে; আর তোরা এই স্থানে কষ্টভোগ করিতেহিস্; আর এখন অনুতাপ করিয়া কি হইবে? পবের অনিষ্ট করিয়া, পরের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তোরা যে নিজ নিজ পুত্রকলত্রদিগকে পোষণ করিয়াছিল, তাহার অশ্রুত গমন করিয়াছে; কিন্তু তোরা তৎসমস্ত পাপ প্রাপ্ত হইয়াহিস্; আহা, তোদের অবস্থা কি শোচনীয়! কিন্তু ইহাতে আর দুঃখের কি কারণ আছে? তোরা যেসকল পাপ করিয়াছিল, অল্প তাহারই উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে; তবে ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? তোরা নিশ্চয় জানিস্, স্বর্গরাজ কখনও তাহার প্রতি পক্ষপাত করেন না। তিনি জ্বায়েৰ 'সুন্দর তুলসী' ধারণ করিয়া সকলের যথাযোগ্য বিচার করিয়া থাকেন। -এক্ষণে তিনি তোদের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করিবেন না। তবে তোরা যেসকল পাপ করিয়াহিস্ তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি। এখন নিজ নিজ পূর্বকর্মের বিষয় বিচার করিয়া দেখ। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বীর, কি ভীক, সকলেরই শিরে যম 'সদাসর্বদা বিরাজ করিতেছেন, ইহা যেন স্মরণ রাখ।"

চিত্রগুপ্তের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য পাপি-  
গণ বিয়ম ভয়ে আবুলিত হইল। কিন্তু তাহার কি করিবে।  
আর উপায় নাই; পূর্বে যাহা করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতে  
হইবেই হইবে, কেহ তাহা বচন করিতে পারিবে না। নিরুপায়  
হইয়া অগত্যা তাহার অল্প দুর্কর্মের অশাশ্বত ফলভোগ  
দ্বিগুণে দণ্ডায়মান রহিল।

অতঃপর চণ্ডাচি ভীমমূর্ত্তি যমদূতগণ সেই পাতকীদিগকে চ্যাবহ নবকসমূহে নিম্বেগ কবিত্তে লাগিল । তথায তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ পূর্ব্বক পাপমুক্ত হইয়া মহোত্তরে নিম্বেগ হইল এবং এখানে স্থাবরাদি হইয়া রহিল ।

পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূতের নিকট এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণে ঋষিকুল দাক্ষ সংশয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্ ! আমাদিগের মনোমধ্যে বিষম সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে ; সে সন্দেহ একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই ছেদন করিতে সমর্থ নহেন ; কেননা, আপনি ভৃগুবান্ ব্যাসেব নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন । দয়াময় ! আপনি বিবিধ ধর্ম্ম ও পাপ এবং তৎসমস্তেব ফলভোগের বিষয় বর্ণন করিলেন । পাপপুণ্যের ফল যে চিরকাল ভোগ করিতে হয়, তাহাও কোর্ত্তন কবিলেন ; কিন্তু প্রভো ! এ সকল বিষয়ে আমাদের এই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে পাপপুণ্যের ফল অনন্তকাল ধরিয়া কি প্রকারে ভোগ করা যাইতে পারে ? ইতিপূর্ব্বে আপনাব নিকট শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মাব দিবসাবসানে ত্রিলোক নষ্ট হইয়া যাইবে এবং পর্ব্বাক্ষিতয়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইবে । আরও আপনি বলিয়াছেন যে, গ্রামাদি দান করিলে সহস্রকোটি কল্প ধরিয়া দাতা তাহাব সুফল ভোগ করিয়া থাকেন । কিন্তু হে ব্যাসবর ! সেই মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়সলিলে বিধ্বস্ত হইলে তাহাদের ফলভোগ কোথায় থাকিবে ? তাহারাইবা কোথায় থাকিবেন । আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, সেই মহাধ্বংসকালে একমাত্র জগদ্রয় বিষ্ণু অবশিষ্ট থাকিবেন । তবে, পার্শ্ব ও পুণ্যের ফলভোগের সমাপ্তি কি প্রকারে হইবে ? দয়াময় ! আমাদিগের এই ঘোর সংশয়ছেদন করিয়া আমাদিগকে অমুগৃহীত করুন ।”

মুনিগণের এই সারগর্ভ বিচিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পুরাণতত্ত্ববিৎ সূত তাহাদিগকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের সকলকে সন্তোষন করিয়া বলিলেন, “হে মহাভাগবন্ !

অতঃপর আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শুধেরও  
শুভতম। এক্ষণে আমি ইহার উপযুক্ত উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম,  
আপনারা অনন্তমানে শ্রবণ করুন। হে মুনিগণ। সনাতন নারায়ণ  
অক্ষয়, অনন্ত এবং পবন জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি বিশ্বক, নিত্য ও  
মহানোহবর্জিত। তিনি নিগুণ হইয়াও, সগুণবৎ প্রকাশ পান,  
এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবভেদে ত্রিমূর্তিতে বিরাজ  
করিতেছেন; যিনি ব্রহ্মারূপে সমস্ত জগৎসংসার সৃষ্টি করিতেছেন,  
বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন, এবং অশ্বের রূপে সমস্ত ধ্বংস  
করিতেছেন, সেই জগদ্ব্যয় জনার্দীন বিষ্ণু প্রলয়াস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া  
ব্রহ্মারূপে এই বিশ্বচরাচরকে আবার পূর্ববৎ সৃষ্টি করেন, স্থাবর-  
জঙ্গমাদি পূর্ব হইতে যেরূপ হইয়া আসিতেছে, পরেও সেইরূপ  
হইবে, তরু, লতা, গুল্মাদি, সেই গিরি, প্রান্তর, নদী, সেই পশু-  
পক্ষী, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি আবার পূর্ব-  
বৎ জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব মানবগণ পূর্বকৃত পাপপুণ্যের  
ফলভোগ না করিবে কেন? হে বিপ্রেশ্বরগণ। এ জগতে কোন  
পদার্থেরই সত্তা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, কেননা, তৎসমস্তই  
পবমান, নিত্য ও অক্ষয়। ভোগ ব্যতীত কৰ্ম্মফল কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত  
হয় না; সুতরাং ইহজগতে যে ব্যক্তি যেরূপ কৰ্ম্ম কবে, তাহাকে  
তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে জগদ্ব্যয়  
নারায়ণ সর্ব্বভূতের অন্তরাখ্যা, যিনি বিশ্বধব, যিনি ঋণভেদে জগৎ-  
সংসার সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, তিনিই পরিপূর্ণ সনাতন-  
রূপে সর্ব্বকর্ম্মের ফল স্বয়ং ভোগ করেন।

## অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।



### জীবের নিয়তি ।

হে মুনিবৃন্দ । এ জগৎ সুখদুঃখ উভয়েবই লীলাস্থল । জন্তুগণ কৰ্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত — কৰ্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় । যে রূপ কৰ্ম্ম করিবে, তাহার উপযোগী ফল তাহাকে ভোগ করিবে হইবেই হইবে, ইহা স্থির, — ইহাই জীবের নিয়তি । এই কঠোর ও অবশ্যম্ভাবী নিয়তিব হস্ত হইতে কেহ কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবে না । জীবগণ স্ব স্ব কৰ্ম্মের ফলভোগ করিয়া কৰ্ম্মাবসানে ইহলোকে পুনর্বার আগমন পূর্বক স্বাবরাদিকুলে জন্মগ্রহণ করে । হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! বৃক্ষ, শুশুম্ন, লতা, তৃণ ও গিবি প্রভৃতি স্থাবর নামে অভিহিত । স্থাবরও প্রাপ্ত ইইয়াও তাহারা মুহূর্তের জন্ত সুখভোগ কবিতে পারে না । প্রাকৃতিক পীড়নে তাহাদিগকে নিরন্তর নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয় । ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল প্রভৃতি নানা উপসর্গ উদ্ভিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণ-সংহার করে । এই যে সম্মুখে একাও কাণ্ডবিশিষ্ট মহোকহরাজি নয়নগোচর হইতেছে, এখনই প্রচণ্ড কটিকা উদ্ভিত হইয়া ইহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে ; এখনই ভীষণ বজ্রাঘাতে ইহাদের শাখা-প্রশাখা দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে, এখনই দাবানল উৎপন্ন হইয়া ইহাদিগকে সমূলে ভস্মসাৎ করিতে পারে । হে কবিবৃন্দ ! যে বৃক্ষ এককালে উন্নতমস্তকে আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ অথবা ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুতে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনৌশক্তি বিপুল হয় না । কালে তাহারা পতশোনি প্রাপ্ত হইয়া কখন নাগস, আবার কখন

বা কন্দমূলাদি আহার পূর্বক জীবনধারণ করে, দুর্বল প্রাণিগণের উপর সর্বদা পীড়ন করে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অপর অপব জীবের অনিষ্টমাধনে প্রবৃত্ত হয়। তদন্তে অপব যোনি প্রাপ্ত হইয়া গীবগণ কখন বায়ু, কখনও বা মেঘাদি অশন পূর্বক নিত্য নানা ঔষে-কষ্টে জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহার পর তাহারা বাদি গ্রাম্য পশুকুলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র সুখলাভ কবিতে পারে না। নিষ্ঠুর মানবগণের অত্যাচাবে তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, যষ্টি-ভাঙিত এবং প্রায়ই নিহত হইয়া থাকে। দুঃসহ স্বজাতিবিয়োগরূপ রেশও তাহাদিগকে ভোগ কবিতে হয়। কিন্তু তাহারা কি করিবে? মনুষ্য তাহাদিগের অপেক্ষা অধিবত্তর বশবান্।

হে মহাভাগবন্দ ! এইরূপে বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে তাহারা মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার সহজে নহে, জীবনের মধ্যে কতিং যদি তাহারা অন্ন পুণ্য করে, তাহা হইলেই এই সুহৃদভি মানবজন্ম লাভ কবিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য হইয়াও সুখ পায় না, হতভাগ্যদিগকে প্রথমে অতি নিকৃষ্টকূলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর কর্মামুসারে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কূলে উত্তীর্ণ হইতে থাকে। ক্রমাগত তাহারা ব্যাধ, চণ্ডাল, চর্ম্মকার রজক, কুস্তকার, স্বর্ণকার, তন্ত্রবায়, বর্ণিব ও জটাশিখাদিব কূলে জন্মগ্রহণ করে। তাহাতেও নিস্তার নাই। দুঃখ, দারিদ্র, রোগ, শোক ও পরিতাপাদিতে তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তাহাতে আবার কাহার কাহারও এক একটা অন্নপ্রত্যাহার অভাব অথবা আধিক্য হইতে দেখা যায়। কেহ কাণা, কেহ খণ্ড, কেহ বধির, কেহ মূক বা অন্ধ, কাহারও বা একটা পদ, হস্ত অথবা অঙ্গ কোন অঙ্গ অধিক। কেহ শিরোরোগ, কেহ উদরানয়, কেহ বা কুবেদনাবিতে নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া থাকে।

হে মুনিবন্দ ! জী-পুরুষের সংসর্গে পুরুষের ছদ্মমুখোমে প্রবিষ্ট হইলে চীর কর্মবশে তৎসহ সেই জন্মস্থানো প্রবেশ লাভ করে

এবং শুক্লশোণিতের সংমিশ্রণে গঠিত হইতে থাকে । এইরূপে জীব জন্মগ্রহণ করিলে পঞ্চদিবসে তাহা কলল, অৰ্দ্ধমাসে পলল এবং একমাসে প্রাদেশপ্রমাণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার পূর্ব হইতে বায়ুবেশে ক্রমে তাহার চৈতন্য উদিত হওয়াতে সে স্বীয় জননীর জঠরস্থ উৎকট তাপক্লেশ-সহ্য করিতে না পাবিয়া ক্রমাগত নড়িয়া বেড়ায় । দুই মাস পরিপূর্ণ হইলে গুরুষাকার এবং তৃতীয় মাস পূর্ণ হইলে কব-চরণাদি অবয়বে সম্বিত হইয়া থাকে । তাহার পর চতুর্থ মাস অতীত হইলে গৰ্ভস্থ জন্মায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিস্ফুট হয় । পঞ্চমাস অতীত হইলে নখরাদিব বেথাপাত, ষষ্ঠ মাস পরিপূর্ণ হইলে নখরাদিব পরিস্ফুটতা এবং সপ্তম মাস অতীত হইলে রোমাদিব পবিস্ফুটন এবং অষ্টম মাসের প্রারম্ভে তাহার শরীরে চৈতন্যেব স্ফূর্তি জন্মে । শিশু স্বীয় নাভিস্থিত্রে পুষ্যমাণ হইতে হইতে অমেধ্য মূত্রে সিক্ত হইয়া জন্মায়ু ধাবা বর্জিত হইয়া থাকে ।

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ ! অষ্টম মাসে গৰ্ভস্থ শিশুর উক্তরূপ অবস্থা উপন্ন হইলে জননীর কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ ও কণ্কাদি রসে দহমান হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ কবিয়া থাকে । তৎকালে তাহার মনোমধ্যে নানা দুঃখের চিন্তা লক্ষিত হয় । সে সেই সমস্ত চিন্তায় আকুল হইয়া এই বলিয়া মনে মনে বিলাপ করে,—“হায় ! হায় ! আমি কি পাপী ! কি হতভাগ্য ! পূর্বদ্বন্দ্বের জ্ঞী, পুত্র ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থ কত লোকের কত সর্বনাশ করিয়াছি,—কত লোকের ধনধান্য-ক্ষেত্রগৃহাদি অপহরণ কবিয়া তাহাদিগকে পথের ডিখারী করিয়াছি, কত লোকের জী হরণ কবিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম শোকশেল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছি । হায় ! আজি তাহার যশভোগ করিতেছি । কত যোনি ভ্রমণ করিয়া অল্প মনুষ্যবুলে জন্মিয়াছি, তথাপি কত কষ্ট ভোগ কবিত্তে হইতেছে । জন্মান্তরে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্প্রতি অশ্রুচক্ষু ও বহিস্তাপে নিবস্তুর বিদগ্ধ হইতেছি । আমি তত কুকার্যের অমূল্য ক্রিয়াকে দ্বারা পুত্রগণকে ভরণপোষণ করিয়াছিলাম, তাহারা স্ব স্ব কর্মবশে এখন অস্ত্র গমন করিয়াছে, আর আমি এই কঠোর



কঠোর-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । অহো ! হুঃখ—বিষম হুঃখ,—উৎ-  
কট অসহ্য হুঃখ ;—দেহীদিগকে অসহ্য হুঃখভোগ করিতে হয় । হায়,  
এই দেহ পাপ হইতে জনিত, অতএব আর কেহ যেন কখনও পাপ  
না কবে । ভৃত্য, মিত্র ও পুত্রকন্যাদিগের জন্ত আমি পূর্বজন্মে কত  
পাপ কবিয়াছি, আজি সেই সমস্ত পাপে জরায়ুবেষ্টিত হইয়া বিষম  
হুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি । হায় ! আমি কি পায়ণ ! কি হতভাগ্য !  
পূর্বে পর্বের সৌভাগ্য দেখিয়া অসুখায় জলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিলাম,  
সেই পাপে কঠোর গর্ভানলে দগ্ধ হইয়া মরিতেছি । পূর্বে আমি  
কায়মানাবাক্যে পরের অনিষ্ট করিয়াছিলাম, সেই পাপে আমি একাকী  
আজি এত কষ্টভোগ করিতেছি ।” এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া  
হুঃখনিবারণার্থে সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও মানবদিগের পুজিত  
নারায়ণের চরণকমল ধ্যান করিতে থাকিবে এবং প্রসবকাল উপস্থিত  
হইলে ব্রাহ্মবায়ু-পরিপীড়িত হইয়া কণ্ঠপাশে আবদ্ধ হইয়া মাতার  
হুঃখ উৎপাদন করিয়া যোনিমার্গ দিয়া অতি কষ্টে নিজ্জান্ত হইবে ।  
তাহার পর বাহু-নাভী তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে । বাহুবায়ু  
দ্বারা স্পষ্ট হইবানাজ তাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়, সে অতীত ও  
বর্তমান হুঃখপুঞ্জ ভুলিয়া গিয়া বিষময় কষ্টে পতিত হয় ।

জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া শিশু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে  
লাগিল ; তাহার জ্ঞান নাই, বিবেচনা নাই, সদসদ্বিচার করিবার  
ক্ষমতা নাই । সে সমুখে যাহা পায়, তাহাই ধরে ; যাহা পায়, তাহাই  
উদরসাৎ করে । মল-মূত্র, মূৰ্চ ভেদাদি তাহার কিছুই বিচার থাকে  
না । সে এতদূর জ্ঞানহীন যে, নিজ মলমূত্রই ভোজন করিতে থাকে ।  
ইহাতে তাহার নানা প্রকার পীড়া জনিত হয় । এইরূপে কখন সে  
মাধ্যাদিক, কখনও আধিভৌতিক, কখন বা আধিদৈবিক কষ্টে  
নিপীড়িত হইয়া নিরন্তর দ্রোণে কালযাপন করে, কিন্তু কি কষ্ট হই-  
তেছে, তাহাকে কিরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে, তাহার কিছুই সো-  
বলিতে পারে না । শিশু শূদ্রাত্ম্য কাতর হইয়া রোদন করিতে  
থাকে, তাহার জননী মনে করেন, শিশুদের উদরে বৈদনা হইয়াছে ।

এইরূপ স্থিতি কবিতা তিনি ঔষধ প্রয়োগ করেন, সুতরাং শিশুর প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হয় না। তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবাবিত হয় না, সে অবস্থাতে রোদন করিতে থাকে।

ক্রমে শিশু স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু তখনও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র পরিষ্কৃত হয় নাই। সে যেখানে ইচ্ছা গমন কবে, যাহা অভিলাষ, তাহাই ভোজন কবে, কখন ধূলা, কখন ভস্ম, কখনও কর্দম মাখে; পথে, গোষ্ঠে, মূলকুণ্ডে, নানা অশুচি স্থানে খেলা করিয়া বেডায়, সমবয়স্কদিগের সহিত কলহ কবে, মারামারি করে, অপবের অনিষ্ট করে। সে এইরূপ নানা প্রকার অশাস্তি ব্যাপ্যাবে প্রবৃত্ত হয়। তাহাকে কুকার্য্য হইতে নিবর্তিত করিবার জন্য তাহার পিতা, মাতা, শিক্ষক তাড়না করেন; কখন কখন প্রহাৰ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। সুতরাং শিশু সে জীবনে আর অনুমাত্রও সুখ পায় না।

শৈশবের সুকুমার বয়স অতীত হইল; ক্রমে যৌবনের স্ফুৰ্ত্তি তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে পবিত্রশ্রুমান হইল। সে আর তখন বালক নহে। হয় ত সে বিদ্যালিক্ষা করিয়াছে, অথবা শিক্ষাভাবে মুর্থ হইয়াই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার হৃদয়ে অর্পিত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ অর্থোপার্জন আবশ্যক। যুবক অর্থের অহুসন্ধানে উদ্বৃত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই যৌবনের উল্লাসময় জীবনেই তাহার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। সে কষ্টে-মুটে অর্থ উপার্জন করিল; কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সেই ধন কিসে নষ্ট বা অপহৃত না হয়, কিসে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিসে সে ধনী লোক হইতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষায় সৰ্ব্বদা উদ্বেজিত হইতে লাগিল। হয় ত সে রাণীকৃত ধন উপার্জন করিতে পারিল; কিন্তু তাহার ছদ্মাকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তাহার উপর আবার তাহার মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃথা গর্ভ, মততা, অশ্রুয়া ও অহঙ্কার উদ্ভিত হইয়া তাহাকে অন্ধ করিল। পরের ধন দেখিয়া

গৃহের হিংসা উদ্ভিক্ত হইল, পরের স্ত্রী দেখিয়া সে কামোন্মত্ত হইল ।

যৌবনের প্রখরতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িল । সে পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবীণবয়সে পদার্পণ করিল, কিন্তু তাহাতেও সে সুখ পাইল না । মনে করিয়াছিল, পুত্রের স্বকমল দেখিয়া সংসারজালা অবহেলা কবিবে, কিন্তু তাহা ঘটয়া গঠিল না । কর্মদোষে তাহার সম্মানগণ রোগে, কেহ বা কাল-প্রাণে পতিত হইল, সুতরাং তাহার দুঃখের সীমা-পরিসীমা রহিল না । বিষম মনোদুঃখে কাতর হইয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—“গৃহশোভাদি, কর্ম ও কার্য কিছুই বিচার করিয়া দেখি নাই, সেইজন্য এক্ষণে এত কষ্ট পাইতেছি । সমুদ্র কুটুম্বের নিকট কি প্রকারেই বা বৃষ্টি স্বীকার করি ? আমার মূলধন নাই, পৃথিবীতেও বারিবর্ষণ হয় না । এক্ষণে আমার উপায় কি ? আমার অর্থ কোথায় পলায়ন করিয়াছে, গাভী সকলও আসিতেছে না । আমার ভাৰ্য্যা বালোপত্য, আমি ক্ষয় ও নিধন । হায়, অনাচারে আমার কৃষি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পুত্রগণ আহাবাভাবে নিত্য রোদন করিতেছে, আমার বাটী ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বহুবান্ধবগণও নিকটে নাই, কোথাও একটি বৃষ্টি খুঁজিয়া পাই না,—রাজা তাহাতে বাধা দেন,—সে বাধা অতি দুঃসহ । এদিকে রিপুণগণও নিরন্তর নানা ব্রাধাবিপত্তি উত্থাপন করিতেছে, তাহা-দিগকেই বা কি উপায়ে জয় করি ? ব্যবসায় করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ কবিব, তাহারও কোন ক্ষমতা নাই । হায়, আমি নিতান্ত অপদার্থ, আমার আর উপায় কি ? বিদ্বৎ ! আমার জীবনে শত বিদ্বৎ ! এই অকিঞ্চিংকর দুর্ব্বল জীবন বহন করিয়া আমার যশ কি ?”

ক্রমে মানব বার্ককে উপনীত হইল । সঙ্গে সঙ্গে জরা আসিয়া দেখা দিল, তাহার কেশ পলিত, গাত্রচর্ম লোলিত, দম্ব গলিত হইল । সর্ববয়স শোভাহীন হইয়া পড়িল । ইন্দ্রিয়া-নিঃসঙ্গ শূন্য হওয়াতে সে বধির, অন্ধ ও সর্ববিষয়ে নিতান্ত

অশক্ত হইল। একে শরীর নিতান্ত দুর্বল, তাহার উপর আবার  
 খাসকাসাদি হৃদয় রোগ-আসিয়া আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ ।  
 ব্যতিরেকে পদমাত্র যাইতে পাবে না; দণ্ডে উপর ভর দিয়া  
 ক্রিয়দ্রব অগ্রসর হইয়াই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ  
 হইয়া আইসে; উচ্ছ্বসিত শ্লেষ্মা তাহার নয়নযুগলও  
 হইয়া পড়ে। যে পুত্রদিগের সুখস্বচ্ছন্দ্যের জন্য এককালে  
 কত কষ্ট, কত যত্ননা ভোগ করিয়াছিল, আজি তাহারা তা-  
 প্রতি বিরক্ত হইয়া সর্বদা নানাপ্রকার ভৎসনা করিতে থাকে  
 অল্পদিন তাহার মৃত্যুকামনা করে। তাহাদের আচরণে বৃদ্ধ  
 পর-নাই মর্মান্বিত হইয়া আত্মজোহিতাব উদ্বিগ্ন হইতে থাকে  
 “হায়! কবে আমি মরিব? কবে সংসারজালা হইতে নিকৃ-  
 পাইব?” তখন বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে  
 কিন্তু তথাপি সংসারের মায়া ভুলিতে পাবে না। “আমি না  
 আমার অর্জিত গৃহক্ষেত্রাদি মনীয় পুত্রগণ কি প্রকারে রক্ষা  
 করিবে? হায়! এত পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করিয়া যাই-  
 লাম, হয় ত তৎসমুদায় অপনোব হস্তগত হইবে। তাহা হইলে  
 আমার পুত্রদিগের ভাগ্যে কি হইবে? তাহারা কি প্রকারে জীবন-  
 ধারণ করিবে?” এইরূপ নানা চিন্তায় আকুল হইয়া ঘন ঘন  
 দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে যখন ব্যাধি প্রবল  
 হইয়া উঠিবে, জীবনের সমস্ত আশুভরসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে  
 মৃত্যুর বিকটমূর্তি শিয়রে আসিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, তখন  
 কঠোর যত্নগায় কাঁদে হইয়া রোগী ক্ষণ শয্যা, ক্ষণ মঞ্চের উপরি-  
 ভাগে, ক্ষণকাল মৃত্তিকায় পর্যটন করিবে এবং দাবণ তৃণায় অধীর  
 হইয়া সর্বদা নিরতিশয় কল্যাণেরে জল খাচ্ঞা করিতে থাকিবে।  
 কিন্তু তাহার আশীষস্বজনগণ তখন তাহাকে কিছুতেই জল দি-  
 না। ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িবে; শৈ-  
 থসাড়া, নিশ্বাস, ঘড়বৎ প্রতীয়মান হইবে। নয়নের জ্যোতি  
 বিহীন বশ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তখন সে মৃত্যুর বি

কোন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। মনে মনে কথা  
কহিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু হতভাগ্য বাক্য উচ্চারণ করিতে  
পারিবে না। মনোহুঃখে হৃদয় নীড়িত হইতে থাকিবে; নয়ন-  
বৃগল দিয়া অবিরলধারে জলধারা নির্গত হইবে। তখনও হত-  
ভাগ্য নিজ ধনগৃহাদির মায়া ভুলিতে পারিবে না। ক্রমে তাহার  
চৈতন্য বিলুপ্ত হইবা আসিবে। কণ্ঠ ঘড়-ঘড় করিতে থাকিবে;  
অবশেষে তাহান দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

তখন ভীষণাকার যমদূতগণ আসিয়া তাহাকে কঠোর পাশে  
বন্ধন করিবে এবং নানাবিধ তৎসর্নাসহকারে অসংখ্য কষ্টপ্রদান  
পূর্বক সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। হায়! সে যেরূপ,  
একাকী আসিয়াছিল, সেইরূপ একাকী যাইবে; কেহ তাহার  
সঙ্গে যাইবে না।

হে দ্বিভ্রাস্তমগণ! জগতে প্রত্যহ এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে;  
প্রত্যহ অসংখ্য লোক এইরূপে শমনভবনে নীত হইতেছে;  
তথাপি মোহাক্রান্ত মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয় না; তথাপি  
তাহারা বুঝিয়া দেখে না যে, সংসার মায়াময়,—অসার। একমাত্র  
পরমজ্ঞান ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধারলাভের উপায়ান্তর নাই।  
অতএব, যে ব্যক্তি এই সংসারকাননের দাবানল হইতে শান্তিলাভের  
বাসনা করে, সে পরমজ্ঞান অন্বেষণ করিবে; পরমজ্ঞান হইতেই  
মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যে মানব জ্ঞানশূন্য, যে সংসার-  
মায়ায় মূঢ়, সে পশু। এই সর্বকর্মের সাধক জন্ম ভ্রম মানবজন্ম  
লাভ করিয়া যে ব্যক্তি হরির পূজা না করে, তাহা অপেক্ষা আর  
মুঢ় কে আছে?

হে মূনোন্মগণ! মানবের চক্ষুর কি বিচ্ছিন্ন! তন্তুবাহ্যকল্প-  
তরু বিষ্ণু সকলের সম্মুখে বিরাজ করাতত্তেও নুড়গণ তাহাকে এক-  
বারও দ্রষ্টব্য করে না। হায়, তাহারা কেন এথা যাতনা ভোগ  
করিতেছে? কেন নরকে পড়িয়া নরিতেছে? হায়! মঙ্গলময়  
অনিভা দেহলাভ করিয়া যাহারা মনে করে যে, চিরকাল

অগতে জীবিত থাকিবে, তাহাদের তুল্য পাতকী আব কে আছে ?  
রক্তমাংসময় দেহ লাভ করিয়া যে মানব সংসাবচ্ছেদক বিষ্ণুর  
ভজনা কবে না, সে মহাপাতকী । অহো ! মূর্থতাই যত পাপ ও  
কষ্টের নিদান ।

হে বিপ্রকুল ! চণ্ডালও যদি নারায়ণের পূজা করে, তাহা  
হইলে সে সুখী হইতে পারে । স্বদেহ হইতে মলমূত্রাদি কিষ্কিণ-  
রাশি নির্গত হইতে দেখিবা । যে মুঢ় মানব স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া  
উদ্বিগ্ন না হয়, তাহার তুল্য আর হতভাগ্য কে আছে ? এই  
মানবজন্ম অতি ছল্লভ । দেবগণও ইহা লাভ করিতে ইচ্ছা  
কবেন, অতএব এই পরমার্থসাধক মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বান্  
পরলোকের জন্ত সর্বদা যত্ন করিবে । হরিপূজাপরায়ণ অধ্যাত্ম-  
জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণ পরম জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, আর  
তাহাদিগকে জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না । হে মুনিবর্গ !  
যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর জন্মিয়াছে, যিনি জগতের চৈতন্যস্বরূপ,  
অন্তে যাঁহাতে সমস্তই লয় পাইবে, যিনি নিগুণ হইয়াও গুণবানের  
স্থায় প্রকাশ পাইতেছেন, সেই পরমানন্দময় দেবদেব নারায়ণকে  
ধ্যান কর, তবে সংসারসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ; ভববন্ধন  
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, অনন্ত সুখ লাভ করিতে সমর্থ  
হইবে ।



## একোনাত্রিশ অধ্যায় ।



জীবের মোক্ষোপায়,—যোগ ।

অধিগণ বলিলেন, “হে ভগবন্ ! আপনাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি অমুগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই বর্ণন করিলেন । এক্ষণে আরও কয়েকটি বিষয় জানিতে আমাদের বিষম কৌতূহল জন্মিয়াছে, দয়া করিয়া তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করুন । হে মহাত্মন ! জীব কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু কিসে তাহারা সেই সমগ্র যাতনা হইতে নিষ্কলিতাভ করিতে সমর্থ হইবে ? কি উপায়ে তাহারা মোক্ষলাভ করিবে, তাহা আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করিয়া বুঝার্থ করুন । হে মুনে ! জীবগণ অহর্নিশি যে সকল কর্ম করিতেছে, তাহার যথার্থ ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে ; কিন্তু দয়ার্থ ! তাহাদিগের কর্মফল কিসে নাশ পাইতে পারে ? কিসে তাহারা সংসার-যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনন্ত সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে ? জীব কর্মফলস্বরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; দেহী বাসনায় জীবন ধারণ করিয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় । বাসনা হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ধর্মনাশ, ধর্মনাশ হইতে মতিভ্রম । যাহার মতিভ্রম ঘটে, সে আবার পাপে রত হইয়া থাকে ; সুতরাং এসেহই পাপমূল—পাপকর্মরত । এক্ষণে হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দেহী কি প্রকারে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।”

মুনিগণের এই সারগর্ভ প্রশ্ন অবশ্যে মহামুখ্য নৃত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিস্তর সাধুবার প্রদান করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

হে মহাভাগগণ । আপনাদিগের বুদ্ধি অতিশয় বিমল ও উজ্জ্বল, আপনারা যথার্থই জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ; সেই জন্যই অল্প সংসার-দুঃখার্থ পাপিগণের যন্ত্রণা-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; সেই জন্য জীবের মোক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন । হে মুনি-বৃন্দ । যাহার আশ্চর্য্যমারে ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন এবং ক্ষত্র ন্যশ করিতেছেন, তিনিই একমাত্র মোক্ষ । তিনি ব্যতীত আর কেহই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহেন । যাহা হইতে এই অখিল ব্রহ্মাও কিছুমাত্র ভিন্ন নহে, বলিতে কি, যিনিই ইহা, যাহা ব্যতীত ইহার চেষ্টা-চৈতন্য হইতে পারে না, সেই স্তুত্য অক্ষর অনন্ত দেবই মোক্ষদাতা, তাঁহাকে ধ্যান করিলেই জীব মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । যিনি নির্বিকার, অজ, শুদ্ধ, সপ্রকাশ ও নিত্য নিরঞ্জন, জ্ঞানিগণ যাহাকে জ্ঞানরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, সেই চিরানন্দরূপ সনাতনই মোক্ষদাতা । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার অবতাররূপকে সদা অর্চনা করেন, তিনিই মোক্ষদ ; তিনিই কেবল জীবকে অনন্ত সুখের নিলয়ে স্থান দান কবিতে সমর্থ । জিতপ্রাণ, জিতাহার ও নিত্যধ্যানপব যোগিগণ যাহার আনন্দময় মূর্তি সর্বদা হৃদয়ে দেখিতে পান, তিনিই একমাত্র মোক্ষদ । যিনি নিগুণ ॥ নিরাকার হইয়াও লোকের প্রতি অমুগ্ৰহ বিতরণ কবিবার নিমিত্ত ককণাময়ী মূর্তি ধারণ করেন, সেই পরিপূর্ণ সনাতনই একমাত্র মোক্ষদাতা । যিনি সকল ধর্মের অব্যক্ত, যিনি জ্ঞান ও জ্যোতিরূপে সকল যোগিগণের হৃদয়ে সদা বিবাজ করেন, সেই অনুপম বিশ্বাধারই মোক্ষধানের একমাত্র কর্তা, অতএব তাঁহার শবণ লওয়া সকলেবই একান্ত কর্তব্য । কল্পান্তে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় উদবে ধারণ কবিয়া অনন্ত জলরাশির উপর স্বয়ং শয়ন করিয়া থাকেন, তদ্বদর্শী মনুজগণ তাঁহাকেই মোক্ষদ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । বেদার্থবিদু কথঞ্চিৎ মুনিগণ যাহাকে বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞন করেন, কর্মের ফলস্বরূপ সেই নিত্য নিবঞ্জন ভক্ত-বৎসল নাবায়ণই মোক্ষদ । হব্যকব্যাদি-প্রদানের সময় যিনি



পিতৃদেবাদি বরূপ ধারণ করিয়া তৎসমস্ত ভব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞেশ্বরই একমাত্র মোক্ষদ । যাহাকে ধ্যান করিলে, ভক্তিসহকারে যাহার চরণতলে প্রাত হইলে, যাহাকে পূজা করিলে মানব শাস্ত হান লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই দয়াময়, ককণানিদান পরমেশ্বরকে পূজা করিবে । যিনি সর্বভূতের আধার, যিনি এক অব্যয় পুরুষনামে প্রথিত, যাহার জন্ম নাই, ম্রা নাই, মৃত্যু নাই ; যাহার চরণকমল পূজা করিয়া মানবগণও দেবতা হইয়া থাকে, সেই অব্যয়, অক্ষয় পুরুষোত্তম নারায়ণই একমাত্র মোক্ষদাতা । যিনি আনন্দস্বরূপ, অক্ষর ও পরম-জ্যোতির্ময়, সেই পরাৎপবতব পরমাত্মা বিষ্ণু জীবের মোক্ষদাতা । হে মুনিবর্গ ! এই শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেবকে যিনি যোগমার্গের বিধানানুসারে উপাসনা করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । যিনি সর্বসম্প্রদায়িত, শরাদিগণাবলি যাহার অঙ্গের ঐলঙ্কার, কামাদি রিপুগণ যাহার ত্রিসোময় যাইতে পারে না, সেই পুণ্যাশ্রা পরম যোগীই জগদেকদেব বিষ্ণুব পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ ।

পুবাণতত্ত্বজ্ঞ সূতের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ পুনরবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে বদভাবর ! যোগিগণ কি প্রকারে কৰ্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার উপায় অল্পগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ।, সর্বতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানের সাহায্যে যে পরম মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানই ভক্তির মূল, ভক্তি ছাড়াই সংকল্প সাধিত হইয়া থাকে । কি প্রকার কৰ্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের নিকট কীৰ্তন করুন ।”

মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ নরসিং সূত বলিলেন, হে মুনিবর্গ ! হরিতক্তি অতি ছল্লভ । জন্মৰূপাত্মর ধরিয়া যে ব্যক্তি দান, ধ্যান ও বিবিধ যজ্ঞেব অহুষ্ঠান করিয়াছেন, নানা ভীৰ্থদ্বানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনিই হরিতক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, ভগবান্ নারায়ণের প্রতি তাহারই ভক্তি উদ্ভিত হইয়া থাকে ।

লেশমাত্র ভক্তির সাহায্যে অক্ষয় ও পবনধর্মলাভ কবিত্তে পারা যায় ।  
 এবং পরম শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বপাপ বিনষ্ট হয়, সর্বপাপ বিনষ্ট হইলে  
 যে নির্গুন বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে, পণ্ডিতগণ তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বনিয়া  
 বর্ণন করিয়াছেন । হে মহর্ষিকুল ! সেই জ্ঞানই মোক্ষদ । একমাত্র  
 যোগিগণই তাহা লাভ কবিত্তে সমর্থ হইয়া থাকেন । কর্ম ও জ্ঞান-  
 ভেদে যোগ বহুবিধ । কিন্তু ক্রিয়াযোগ ব্যতিবেকে মুনিগণের জ্ঞান-  
 যোগ সাধিত হয় না । অতএব ক্রিয়াযোগবত্ত ব্যক্তিগণ হবিব  
 অর্চনা করিবে । জগন্ময় বিষ্ণু জগতেব সর্বত্রই বিরাজমান, কি  
 প্রতিমা, কি দ্বিজ, কি ভূমি, কি অগ্নি, কি সূর্য্যচন্দ্র সকল বস্তুতেই  
 তিনি বিবাজ করিতেছেন, স্মৃতবাং তাঁহাকে ভাবিয়া ঐ সকলকে  
 পূজা করিলে সর্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি জীবনে  
 কদাপি কর্ম, বাক্য অথবা মনেতেও পরের অনিষ্টসাধন করেন নাই,  
 তিনি পরম পুণ্যবান্—তিনিই ভক্তিসহকায়ে নারায়ণকে পূজা  
 করিবেন । অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য, অনীর্ষা ও দয়া  
 প্রভৃতি সদগুণনিচয়ই উভয়বিধ যোগেতেই সমান ।

হে মহর্ষিকুল ! চরাচরাশ্রক জগন্ময় বিষ্ণুকে মনোমধ্যে ধ্যান  
 করিয়া উভয়বিধ যোগই অভ্যাস করিবে । যে মনীষিগণ সর্বভূতকে  
 আত্মবৎ ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেবদেব নারায়ণের পরম পদে  
 স্থান পাইতে সমর্থ হয়েন । কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধাদি রিপুগণের  
 বশীভূত, সে যদি নারায়ণের ধ্যানে রত হয়, বিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট  
 হয়েন না । কেন না, চিন্তাশুদ্ধি না হইলে কখনই ধর্ম উপার্জন করা  
 যায় না । যে ব্যক্তি কদাপি রিপুগণের দায়, যে, যদি দেবপূজা  
 করে, তাহার পূজা ও আরাধনা সমস্তই নিফল হইয়া যায় । সে স্বয়ং  
 মহাপাতকীরও সমম হইয়া পড়ে । তপঃপুত্র ও ধ্যানরত ব্যক্তি  
 অনুদ্রাণরত হইলে তাহার সমস্ত তপ, সকল পূজা, সমুদায় ধ্যান  
 নিরর্থক হয় । অতএব শমাদিগুণাবলিতে অশঙ্কিত হইয়া ক্রিয়া-  
 যোগের সাহায্যে সর্বাত্মক বিষ্ণুকে নুষ্টির নিমিত্ত পূজা করিবে ।

হে মুনীশ্রবর্গ ! কর্ম, নন ও বাক্যে সর্বলোকের হিতাহর্তানে

রত থাকিয়া যে দেবদেব নারায়ণের অর্চনা করা হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ত্রোত্রপাঠ, পূবাংশবণ, উপবাস ও পুষ্পাদি দ্বারা জগদ্যোনি বিষ্ণুর যে পূজা করা হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে । একগ ভক্তিসহকারে ক্রিয়াযোগের সাহায্যে বিষ্ণুকে পূজা করিলে সমস্ত পাপ, এমন কি, পূর্বজন্মার্জিত পাতকনিচয়ও বিনষ্ট হইয়া যায় । পাপরাশি ক্ষয়িত হইয়া গেলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তখন সেই বিগতপাপ শুদ্ধচেতা ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হইবেন । হে বিজ্ঞেজগৎ ! সেই জ্ঞানই মোক্ষের সাধক । কি প্রকারে সেই পরম জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি । এ জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অনিত্য, কেবল একমাত্র হরিই নিত্য । সুতরাং অনিত্য পদার্থ ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় লইবে । কি ইহ, কি পর, কোন লোকেই ভোগস্থলের বাসনা করিবে না ; যে ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগস্থলে বিরক্ত না হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারেই আসিতে হয় ; জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে সে আর কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না । যে ব্যক্তি অনিত্য পদার্থসমূহে অনুরাগী হয়, সংসারক্লেশ তাহার কখনই নিবারিত হয় না । অতএব মুমুকু মানব শমাদিগুণে সংযুক্ত হইয়া জ্ঞান অভ্যাস করিবে ; শমাদি-গুণহীন ব্যক্তির জ্ঞান কদাপি সিদ্ধ হয় না ।

হে বিপ্রেশ্বরবর্গ ! যে সে ব্যক্তি মুমুকু হইতে পারে না ; মুমুকু হইবার পূর্বে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, নতুবা কার্য্যসিদ্ধির কিছুই সম্ভাবনা নাই । যে ব্যক্তি রাগদ্বेषবিহীন, যাহার হৃদয় শমাদি-গুণে বিদূষিত, তিনি যদি মোক্ষলাভের জন্য নারায়ণের পূজা করেন, তাহা হইলে তাহাকে মুমুকু বলা যায় । যিনি সর্বভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কাম ও ক্রোধ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি যদি নিত্য নারায়ণকে ধ্যান করেন, তাহাকে মুমুকু বলা যাইতে পারে । হে বিপ্রগণ ! এইরূপ

চতুর্বিধ সাধনের সাহায্যে চিন্তাশুদ্ধি লাভ পূর্বক সর্বভূতে দয়াপর হইয়া সর্বত্রগামী জগন্ময় বিষ্ণুকে ধ্যান কবিবে ।

হে ঋষিকুল ! যোগেব সাহায্যে সংসার-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবা যায় ; এক্ষণে সেই পরম মন্ত্রলব যোগের সাধনোপায় আপনাদিগের নিকট কীর্তন কবিতেছি । যোগধ্যান অতি বিশুদ্ধ , সেই ধ্যানেরই সাহায্যে মোক্ষলাভ করিতে পাবা যায় ।

হে মুনিসত্তমগণ ! আত্মা বিবিধ ;—পর ও অপর । উভয়ই ব্রহ্মার জ্ঞাতব্য , ইহাই অখর্ববেদের উক্তি । যিনি পব, তিনি নিগুণ, তিনিই পরমাত্মা ; যিনি অপব, তিনি সগুণ অর্থাৎ অহঙ্কার-যুক্ত, তিনিই জীবাত্মা । ইহাদের উভয়েব সংযোগ অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই যোগ । এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে যিনি স্বদেহে সাক্ষি স্বরূপ নিরন্তর বিবাজ করিতেছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অপা নামে অভিহিত কবিয়া থাকেন ; আর যিনি পবমাত্মা, তিনিই পর । সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মনোবিগণ শ্রুতীরকে ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন , সেই ক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যখন কিছুমাত্র ভেদভাব না থাকে, তখনই সংসারপাশ ছিন্ন হয় । পরমাত্মা এক, নিত্য, শুদ্ধ, অক্ষয় ও অনন্ত । তিনি জগন্ময় । মানবের বিজ্ঞানভেদেই তিনি কেবল ভেদভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন, নতুবা তিনি এক ও অদ্বিতীয় । বেদবেদান্তশাস্ত্রে সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতনেব অনন্ত মহিমা কীর্তিত হইয়াছে । তিনিই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ।

হে দ্বিজকুল ! সেই পরমাত্মা নিগুণ, সেই অকৃত্রিম কর্মকাণ্ড-রূপ বর্ণ, কর্তৃক অথবা ভোক্তৃক নাই । তিনি সর্বহেতুর নিদান, তিনি কারণেরও কারণ , তাঁহার তেজ অপরিমেয় । অতএব মুমুকু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জ্ঞানিতে প্রয়াসী হইবে । হে দ্বিজগণ ! পরাংপর পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয় ও নিগুণ । কেবল মায়ামুদ্র

লোকদিগের জ্ঞানভেদে তিনি বহুরূপধর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন । অবিদ্যার প্রভাবে যখন মানবগণ পবনাত্ম্যভেদভাব আরোপ করে, তখন মুখুর্ন ব্যক্তিগণ অগ্রে সেই অবিদ্যাকপিনী মাথাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন ; অতএব মুক্তিপ্রযাসী মানবমাত্রেরই যোগ শিক্ষা কবা কর্তব্য । যখন যোগলক্ষ্য পবন বিদ্যার প্রভাবে লোকের মায়া নষ্ট হইয়া যায়, তখন সনাতন পরব্রহ্ম তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ণ আলোকের সহিত প্রকাশ পাইতে থাকেন ; সেই জন্ত বলিতেছি যে, যোগী যোগের সাহায্যে অজ্ঞান নাশ করিবেন ।

হে বৃহসত্তমগণ ! যোগের অষ্টবিধ সাধন বর্ণিত আছে । এক্ষণে তৎসমস্তের বিষয় বলিতেছি । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণা-  
যাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহাই অষ্টবিধ যোগাদ্র । ইহাদের বিধান, এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে । অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনম্র্যা যম নামে কথিত । যাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের মঙ্গল ও অক্লেশ সাধিত হয়, তাহাই অহিংসা । ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া যে বখার্থ বাক্য বলা যায়, তাহাই সত্য । চৌর্য্য অথবা বল পূর্ব্বক যে পরস্ব অপহরণ, তাহাই স্তেয় । অস্তেয় ইহার বিপরীত । সর্ব্বত্র মৈথুন-ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য নামে বর্ণিত । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিলে পাতকী হইয়া থাকে । সর্ব্বসদ-পরিত্যাগী ব্যক্তিও যদি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, সে-চণ্ডাল সমান হয়, সে সর্ব্ববর্ণবহিষ্কৃত । যোগরত হইয়াও যে ব্যক্তি বিষয়-স্পৃহা ত্যাগ করিতে পারে না, সে মহাপাতকী ; তাহাকে সন্তাষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ গ্রহণ করিতে হয় । সর্ব্বসদ পরিত্যাগ করিয়াও যদি কেহ পুনর্দার সঙ্গ লাভ করে, তাহা হইলে তাহার সন্তের সর্দিনীর সঙ্গ হইতেও মহাপাতকে কলুষিত হইতে হয় ।

আপদে পতিত হইলেও যদি গুরুর দান গ্রহণ করা না হয়, তাহাই অপরিগ্রহ । ইহা যোগমিথির একটি প্রধান সাধন ।

আত্মার সমুৎকর্ষসাধন করিতে যে নিষ্ঠুরভাব উদ্ভিক্ত ও ভাষা উচ্চারিত হয়, তাহাই ক্রোধ, এই ক্রোধ বর্জন করাকেই অক্রোধ বলা যায়। পরের ধনদাত্ত ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মনোমধ্যে যে নিদারুণ তাপ জনিত হইয়া থাকে, তাহাই অসূয়া। অনসূয়া ইহার ঠিক বিপরীত ভাব। এই কয়েকটিই যম।

হে বৃহস্পতিমগণ! এক্ষণে নিয়মেব কথা বলিতেছি, আপনাবা শ্রবণ করুন। তপ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ, হরিপূজন, সন্ধ্যাবন্দনা ও উপাসনা—এই কয়েকটি বিষয় নিয়মের প্রধান অঙ্গ। চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের যে বিশুদ্ধতা সাধিত হয়, তাহাই তপ, ইহা যোগসাধনের একটি প্রধান উপায়। প্রণবোচ্চারণ, উপনিষদ, দ্বাদশ ও পঞ্চ এবং অষ্টাঙ্করূপ মহামন্ত্রাদির জপ স্বাধ্যায় নামে কীর্তিত। যে কুটম্বিক ব্যক্তি স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। স্বাধ্যায় এমনই শুভকর কার্য যে, যোগ বিনা একমাত্র ইহারই সাহায্যে সমস্ত পাপ হইতে নিশ্চয় নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। স্বাধ্যায় দ্বারা স্তম্ভ হইলে দেবতাগণ সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন।

হে মুনীন্দ্রবর্গ! জপ ত্রিবিধ,—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে পূর্ব পূর্ব হইতে পর পরটি শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি হইতে তৃতীয়টি সকলের শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রের সম্যক ও পরিষ্কৃত উচ্চারণ বাচিক জপ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাতে সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। মন্ত্রেব প্রতি পদ বিচার পূর্বক উচ্চারণ করার নাম উপাংশু, ইহাতে বাচিকের দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রতি পদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন পূর্বক মনে মনে যে জপ উচ্চারণ করা হয়, তাহা মানস জপ নামে অভিহিত। মানস জপে মানব যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নিত্য জপ দ্বারা স্তম্ভ হইলে দেবতাগণ সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই জন্ত জাপক দ্বায় মনোরথের সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

যদৃচ্ছানক জন্মে যে তৃপ্তি ঘটে, তাহাষ্টে সম্ভব । যে ব্যক্তি কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, সে কখনই সুখরূপ অমৃতের আবাদন লাভ করিতে সমর্থ হয় না । অতীষ্ট জন্মের উপভোগে বাসনা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না, “যাহা পাইলাম, তাহার অধিক পাইব, আরও অধিক পাইব ।” এইরূপ অহৃৎ দুর্ভাগ্যবাসী ক্রমশঃ নরিত হইতে থাকে । অতএব দেহের উদ্বিগ্নকারণ এবং শরীরশেষক কান পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপন্থায় ব্যক্তি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা কখনই সুখ লাভ করিতে পারিবেন না ।

এই সংক্ষেপে কীর্তিত হইল। যাহাদের মন এষ্ট সকল প্রকৃষ্ট পবিত্রীকৃত, তাহারা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারে ;—বলিতে কি, মোক্ষ তাহাদিগের হস্তগত। এই সকল যম ও নিয়মাদি দ্বারা অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হইবে, তখন দ্বিতেন্দ্রিয় শাস্ত্রহৃদয় ব্যক্তি যোগের সাধনস্বরূপ আসনগুলি অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পদ্ম, স্বস্তিক, পীঠ, সৌবর্ণ, কুশ্মর, কোশ্ম, বজ্র, বাবাহ, ধৌল, ক্রৌঞ্চ, তালিক, সর্ষপভোজ, বার্ষভ, নাশ্রগ, বৈশাম, দণ্ড, তাক্ষ, শৈল, খড়গ, মুকুট, মাকর, ত্রৈলোক্য, স্বাগ্ন, কার্ষ, কণিক, ভৌম, বীরাসন, সিংহাসন ও কুশাসন—এই ত্রিশবিধ আসন কথিত আছে। এই সকলের মধ্যে কোন একটিতে বসি হইয়া বীতরাগ, বিমৎসর ও গুরুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা পঞ্চ প্রাপকে জয় করিবে।

যোগী প্রাক্, উদক, অথবা প্রত্যক্ষুধে বসিয়া প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবে। হে মুনোদ্ভবর্গ। প্রাণায়াম শব্দের ব্যুৎপত্তি এ স্থলে বর্ণিত হইল। শরীৰস্থ বায়ু প্রাণ নামে অভিহিত, সেই প্রাণের আঘাত অর্থাৎ নিগ্রহকে প্রাণায়াম বলা যায়। প্রাণায়ামে ত্রিবিধ ;—অগর্ভ ও সগর্ভ। জপ ও ধ্যান বিনা যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাহা অগর্ভ, —সগর্ভ ইহার বিপবীত, অর্থাৎ সগর্ভ প্রাণায়ামে জপ ও ধ্যান আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত প্রাণায়াম চতুর্বিধ উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে ; সেই চতুর্বিধ উপায়,—বেচক, পূরক, কুস্তক ও পৃথক্। হে বিজেশ্বরগণ। জীবগণের দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা এবং বাম নাড়ী ইডা নামে পরিকীর্তিত ; চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতা। ইহাদের উভয়েব মধ্যে যে নাড়ী, তাহা সুষুম্না নামে অভিহিত। সুষুম্না অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম। ইহা ব্রহ্মদেবতা নামে প্রসিদ্ধ। বামভাগস্থ নাড়ী দিয়া বায়ু-রেচন করিয়া দক্ষিণভাগস্থ নাড়ী দিয়া পূরণ করিবে। এই বেচন ও পূরণ হইতেই রেচক ও পূরক নামক দুইটি যোগসাধন অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে বায়ু সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে দেহमध्ये আবদ্ধ রাখিয়া কুস্তক অবস্থিত থাকিবে। ইহাষ্ট



কৃত্তক । আর যাহা অন্তর্বাযু পরিত্যাগ করিতেছে না এবং বাহ্য-  
বাযুও গ্রহণ করিতেছে না, তাহাই শূন্যক নামে প্রসিদ্ধ ।

হে মুনিগণ ! শনৈঃ শনৈঃ প্রাণায়ামসাধন করা কর্তব্য, নতুবা  
ভয়ঙ্কর মহারোগে আক্রান্ত হইতে হয় । এইরূপে প্রাণায়ামসাধন  
পূর্বক বিষয়প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে যে নিগ্রহ করা যায়, তাহাই  
প্রত্যাহার । যাহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন,  
হৃদয় যাহাদের পার্বতীকৃত হইয়াছে, তাঁহারা ধ্যানশূন্য হইলেও পরম  
গদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন,—আর তাঁহাদিগকে জনন-মরণ-ক্লেশ  
ভোগ করিতে হয় না । কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলকে জয় না করিয়া যে  
ব্যক্তি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকে, সে নিতান্ত মূঢ় । ধ্যান  
তাহাকে শূন্য করিতে পারে না, তাহার ধ্যান সিদ্ধ হয় না । যোগীর  
যাহা কিছু নয়নগোচর হইবে, তৎসমস্তকেই তিনি আত্মবৎ  
দৌখবেন ।

হে বিপ্রেস্বরগণ ! ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত হইলে যোগী ধারণা  
শোধন করিবে । সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ বিশ্বাত্মক বিষ্ণুকে  
ধ্যান করিবে । তৎকালে ভগবানের সেই ভক্তবৎসল মূর্তি,—সেই  
বিকট পদ্মপলাশলোচন, সেই কর্ণযুগলে চারু কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট  
বক্ষে ত্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত, পদতলে সুরাসুরগণ প্রণত,—যোগীর  
হৃদয়সরোজে শোভা পাইতে থাকিবে । এইরূপে পরাংপরতর বিষ্ণু  
পরমাখ্যাত যোগী ধ্যান করিবে । পণ্ডিতগণ প্রত্যয়ের একতা-  
নতাকে ধ্যান বলিয়া বর্ণি করিয়া থাকেন । এই ধ্যানে মুহূর্ত্তমাত্র  
নিমগ্ন হইলে মানব পরম নোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় । ধ্যান  
হইতে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়,—নোক্ষ লাভ করিতে পারে যায়,  
—নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন । ধ্যান সর্বার্থসাধন । ভগবান্  
মহাবিষ্ণুর যত প্রকার রূপ আছে, তৎসমস্তই যোগী ধ্যান করিবে ।  
তাহা হইলে তাহার ধ্যানে সমুপ্ত হইয়া নারায়ণ তাহাকে নোক্ষ দান  
করিবেন ।

হে মুনিসত্তমগণ ! যোগী স্বীয় মুনকে নিশ্চল করিয়া ধ্যেয় বস্তুকে ধ্যান করিবে । ক্রমে যখন তাহার জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন জ্ঞানার্হুতপানে সে একমাত্র সত্যস্বরূপ সনাতন পবত্রক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তখন যোগীব সমাধি হয় । যোগিগণ ধ্যানযোগে সর্বোপাধিমুক্ত, নিশ্চল, পরিপূর্ণ, সদানন্দৈক বিগ্রহকে দর্শনই সমাধি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । যোগী সমাধি অবস্থায় শুনিতে পান না, দেখিতে পান না, গন্ধ আত্মা অথবা স্পর্শ কবিত্তে পাবেন না ;—কোন কথাই উচ্চারণ কবেন না । তাহাদিগেব আত্মা তখন সর্বপ্রকার উপাধি হইতে নিমুক্ত হইয়া, শুদ্ধ, নির্মল ও অচ্ছলভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে বিমল জ্যোতি প্রদান করিতে থাকে ।

হে পণ্ডিতগণ ! পরমাত্মা নিগূর্ণ হইলেও অজ্ঞদিগের পক্ষে গুণবানুবৎ প্রকাশ পান ; কিন্তু মায়াবদ্ধ মানবগণের যখন সে মোহাঙ্ক-ভাব-বিদূরিত হইয়া যায়, যখন তাহারা মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাদিগেব আর সে ভাব থাকে না ; তখন তাহারা পরব্রহ্মের প্রকৃত মূর্তি দেখিতে পায়—দেখে, সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম জ্যোতির্ময় এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ আনন্দময় মূর্তিতে চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন । তিনি অগুরও অগীর্মান, মহত্তেরও মহত্তর । জানিশ্রেষ্ঠ পরম যোগিগণ তাহার ভক্ত-বৎসল মূর্তি নিরন্তর দেখিতে পান । যিনি অকার হইতে ককার, পর্য্যন্ত বর্ণভেদে ব্যবস্থিত, যিনি পুরাণ পুরুষ, অনাদি, শব্দব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া, ব্যাক্রেন, পুরুষসূতাক্রক মোহ অহংকরণমুক্ত হইয়া যিনি অপরাধী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়েন, যিনি পূর্ণ, যিনি নিত্য, যিনি বিশুদ্ধ, যিনি অজর, যিনি আকাশমধ্যগ, পরমানন্দস্বরূপ নির্মল, শান্ত পরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই অভিহিত হইয়া থাকেন । সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋক্ষক বিষ্ণু, অস্থক মহেশ্বর বাহ্যর অব্যত আংশেরও অংশ, তিনিই পরমব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।

হে হরিসত্তমগণ ! ধ্যানের অপর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ

করুন ;—ইহা সংসারভাপতপ্ত মানবগণেব পক্ষে সুধাবৃষ্টিতুল্য ।  
 মুমুক্শু ব্যক্তি প্রণবসংস্থিত পবনানন্দরূপ নারায়ণকে ধ্যান করিবে ।  
 হে মুনিগণ ! প্রণব অতি পবিত্র । ইহার অন্তর্গত অকার ব্রহ্মরূপ,  
 উকার বিষ্ণুরূপ এবং মকার কন্দেরূপ । ইহার মাত্রাত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
 মহেশ্বর বলিয়া খ্যাত । সেই তিনটি মাত্রার সমুচ্চয়ই পরব্রহ্ম ।  
 পরব্রহ্ম বাচ্য, বাচক প্রণব । প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাতকী  
 সর্বপাতক হইতে মুক্তিস্নাত্ত কবিয়া থাকে । যাহারা তাহাব  
 অভ্যাশ্রমে নিযুক্ত, তাহারা মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক প্রণব নিত্য স্মরণ কবিয়া যোগী আত্মায় নির্মল  
 কোটিনূর্য্য সমান ভেদ ধ্যান করিবে । শালগ্রামশিলা অথবা  
 প্রতিমা প্রভৃতি যাহা কিছু পাপহারক, সে দ্বন্দ্বযে তাহাও চিন্তা  
 করিতে পারে । তাহা হইলে পরম মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইবে ।  
 হে মুনীশ্বরগণ ! আপনাদিগেব নিকট এই যে পরম পবিত্র বৈষ্ণব-  
 জ্ঞানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম, যোগীন্দ্র ইহা লাভ করিয়া অমুস্তম  
 মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করে,  
 সে সকল পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া হরির সালোক্য লাভ করিতে  
 সমর্থ হয় ।



## ত্রিংশ অধ্যায় ।



### হরি-মাহাত্ম্য ।

মহাত্মা শ্রুতের মুখে ঐ অপূর্ব যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ  
বার-পর-নাঈ আনন্দিত হইলেন এবং সানন্দভাবে বলিলেন, “হে  
মহামুনে ! আপনি অশ্রুগ্রহ করিয়া সমস্ত যোগাঙ্গ আমাদিগের  
নিকট কীর্তন করিলেন । এক্ষণে, হে সর্বস্ব ! আর একটি বিষয়  
জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করুন ।  
আপনি বলিয়াছেন যে, ভক্তিমান্ ব্যক্তিদিগেরই যোগ সিদ্ধ হইয়া  
থাকে, এবং ভক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতি দেবদেব জনার্দীন সন্তুষ্ট হইবেন ।  
এ সকল বিষয়ের অর্থ কি ? করুণাময় ! তাহা আমাদিগের নিকট  
কীর্তন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।”

শ্রুত উত্তর করিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পুরাকালে মহাত্মা  
মনঃকুমার পরমতত্ত্বজ্ঞ নাদদকে ঐ পবিত্র শ্রবণ জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন । তিনি তহস্তবে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের নিকট  
তাহা বলিতেছি, এক্ষণে আপনাবা অবহিতমুনে সেই অপূর্ব  
কথামৃত পান করুন । হে ঋষিকুল ! যদি আপনারা মুক্তি লাভ  
করিতে বাসনা কবেন, তবে শ্রবণ করুন । বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির  
ত্রিসীমাম রিপুগণ উপস্থিত হইতে পারে না, গ্রহগণ তাহাদিগের  
শ্রুতের পথে বাধা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না, রাক্ষসগণ  
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না । দেবদেব জনার্দীনে  
যাহাদিগের ভক্তি দৃঢ়, তাহাদিগের সমস্ত বদন সাধিত হইয়া  
থাকে । অহা ! হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনই সার্থক,  
—সফল—পবিত্র । যে চরণযুগল বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করে, তাহা  
সকল, যে হস্ত দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি লইয়া নারায়ণের গুহা দ্বরা

২য়, তাহা ভাগ্যের নিলয় ; যে নয়নঘর জনাঙ্গিনের শ্রীপাদপদ্ম  
র্শন করে, তাহা সার্থক ; যে জিহ্বা সদা হরি-নাম-কোঁর্ডনে রত,  
তাহাই সফল জিহ্বা ।

হে মুনিগণ ! বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই ; বিষ্ণুর অপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ দেব নাই ; ইহা সত্য, হিত ও সার বচন ! এই অসার দত্ত  
সংসারে একমাত্র বিষ্ণুপূজাই সার । সংসারপাশ অতি দৃঢ়, তাহাতে  
আবদ্ধ হইয়া মানব মহামোহে পতিত হইয়া থাকে ; আপনারা  
হরিতত্ত্বকুঠার দ্বারা সেই সুদৃঢ় পাশ ছেদন করিয়া অনন্ত সুখ  
লাভ করেন । যে মন কেবল সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুতেই নিবিষ্ট,  
তাহাই প্রকৃত মন , যে বাণী কেবল তাঁহারই মাহাত্ম্যকোঁর্ডনে রত,  
তাহাই প্রকৃত বাণী এবং যে শ্রবণ তাঁহার কথামৃতে পবিপূরিত,  
তাহাই উপযুক্ত শ্রবণ ;—তাহাই লোকবন্দিত । হে ঋষিসত্তমগণ !

ওঙ্ক, অক্ষয়, সদানন্দ, ত্রিংশপুঞ্জিত, আকাশমধ্যগ দেবকে ভক্তিসহ-  
কারে পূজা করিবে । তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রীতি লাভ  
করিতে সমর্থ হইবে । যে নারী পতিপ্রাণা, যিনি নিরন্তর পতির পূজা  
করিয়া থাকেন, মুরারি মধুকৈটভারি জগন্নাথ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট  
হয়েন । ো ব্যক্তি নিরহঙ্কার, অনুযাহীন, দেবপূজার যিনি নিব-  
ন্তর ব্যাপৃত, কেশব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন । অতএব, হে ঋষি-  
পুত্রবগণ ! সতত হরির ধ্যান করিবে । মৃঢ় মানবগণ যে শ্রী,  
গৌরব ও ধনসম্পত্তিতে মুগ্ধ হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকে,  
তাহাও বিজ্ঞানতার গায় চঞ্চল, অনিত্য, তবে সেই ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের  
জ্ঞান অনর্থকর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কি হইবে ? এই শরীর মৃত্যুরই  
আয়ত্ত, জীবনও যার-পব-নাই চঞ্চল, সুবসম্পদও ক্ষণভঙ্গুর , তবে  
আর তোমাদিগের কি আছে ?—ধন ? তাহাও এই মুহূর্ত্তে রাজা  
কর্তৃক ঐচ্ছিক স্বপ্ন বা চোর কর্তৃক অগহত হইতে পারে ; তবে রে মৃঢ়  
মানব ! কেন বৃথা নিদ্রালশ্বে আয়ুঃশেষ করিতেছ ? হায়, তোমা-  
দিগের জ্ঞাননেত্র কবে উদ্বীলিত হইবে ? ভোজনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ  
আয়ুর কিয়দংশ ক্ষয় করিলে, বান্য ও বার্কক্যে কিছ নাশ করিলে.

কিন্তু কবে ধর্মকর্ম করিবে ? বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে বিষ্ণুপূজা ঘটয়া উঠে না, সুতরাং বয়সকালে অনহঙ্কৃতভাবে ধর্ম অর্জন করিবে ।

হে মানবগণ ! এই সংসাররূপ বিশাল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া বৃথা আত্মনাশ করিও না । এই বপু বিনাশেব নিলয়ধরুপ, ইহা আপদের পরমপদ, ইহা ব্যাধির মন্দির ও মলদূষিত । তবে এই অনিত্য পাপসঙ্কুল দেহকে নিত্য ভাবিয়া কেন বৃথা পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছ ? এই সংসার অসার, ইহা নানা দুঃখের আবাসনিলয় । নিশ্চয়ই ইহা একদিন ধ্বংস পাইবে, তবে ইহাতে বিশ্বাস করিবে না । হে ঋষিকুল ! আমি এই সার কথা বলিতেছি যে, শরীরধারণ করিলেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না । কিন্তু এ অনিত্য জীবন হইতে যে নিত্য ও অনন্ত জীবন লাভ করিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি বিমুখ হইতে চাহেন ? এই মানবজন্ম অতি দুর্লভ, দেবতাগণও ইহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন । এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অনিষ্টকর অত্যাভিমান ও কামক্রোধাদি রিপুগণ পরিত্যাগ পূর্বক সত্তত কৃষ্ণকে ধ্যান করিবে । সহস্রকোটি জন্ম স্বর্বারাদিতে উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মানবকূলে সন্মুত হইতে পারা যায় । পূর্বজন্মার্জিত তপের ফলানুসারে মানবগণ দেববুদ্ধি, জ্ঞানবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব, এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নানায়গেব ধ্যান না করে, তাহা হইতে মূর্খ ও অচেতন আর কে আছে ? ভক্তবৎসল ভগবান জগন্নাথকে ভক্তিসহকারে আবাধনা করিলে তিনি মনোমত ফল প্রদান করেন । তবে এই ভীষণ সংসারকাননের দাবানলে দগ্ধ হইয়া কে শান্তিলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে পূজা না করিবে ?

হে মুনিসত্তমগণ ! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও দ্বিজের অপেক্ষা পূজ্যতর এবং বিষ্ণুভক্তিহীন দ্বিজ স্বপচের অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় । আবার যে চণ্ডাল রাগদ্বৈষম্যবিহীন, সে দ্বিজের অপেক্ষা অধিকতর মাননীয় । অতএব কামাদি রিপুগণকে দমন

কারয়া অব্যয় নারায়ণেব পূজায় প্রবৃত্ত হও। আকাশ যেমন চরা-  
চর নিশ ও স্থাবরজঙ্গম ব্যাপ্ত অর্থাৎ আকাশ যেমন নিত্য ও অনন্ত  
মূর্তিতে সর্বস্থলে বহিয়াছে, বিখ্যাতক বিষ্ণুও সেইরূপ সর্বত্রই বিরাজ  
করিতেছেন। তিনি সর্বগত ও সর্ববোপী। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে  
'পারিলে' সমস্ত জগৎ তুষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়,  
মৃত্যু হইলেই আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্ম-মৃত্যু সকলেরই  
সন্নিহিত। একমাত্র হরিপূজা ব্যতীত আর কিছুতেই এই জন্মমৃত্যুকণ  
ঘোর আবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। ঈহাকে  
ধ্যান করিলে, পূজা করিলে, ঈহার চরণতলে ভক্তি সহকায়ে প্রণত  
হইলে সংসারপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাঁহাকে  
বে না আরাধনা করিবে? ঈহার নাম উচ্চারণ করিলে মগাপাতকীও  
সুৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ঈহাকে অর্চনা করিলে  
পরম মোক্ষ প্রাপ্ত যওয়া যায়, হয়। সুড় নোহাদ্ধ মানবগণ কেন  
তাঁহাকে পূজা না করে? অহো, কি বিচ্ছিন্ন! কি আশ্চর্য্য।  
সেই সর্বতাপহারক হরিনামরূপ অমৃত সংকলের অধিগত থাকাতেও  
কেন তাহারা জন্মমৃত্যুরেশ ভোগ করিতেছে? কেন তাহারা বার  
বার সংসারে আসিয়া অসৌখ্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছে?

হে বিজ্ঞেয়বর্গ। আমি বার বার বলিতেছি, সত্য বলিতেছি, যত-  
ক্ষণ না শরীর অপারণ হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয় সকল যতলগ্ন সবল থাকে,  
যমদূতগণ যতক্ষণ আক্রমণ না করে, ততক্ষণ হরিনাম কীর্তন কর—  
হরির অর্চনা কর। মাড়পর্ভ হইতে নির্ভত হইয়া যখন আবার  
ভীষণ মৃত্যুযুখে পতিত হইতে হয়, তখন সেই আত্মকি-রেশ হইতে

আপনাদিগকে যাহা বলিতেছি, তৎসমস্তই সত্য । আবার বলি, হরিনামই সত্য । অতএব, দস্তাচার, অহঙ্কার, আত্মাভিমান, অসূয়া এবং কামাক্রোধাদি রিপুগণকে পরিত্যাগ করিয়া একান্তমনে জগন্ময় বিষ্ণুকে পূজা করিবে ।

হে পণ্ডিতগণ ! আমি বার বার আপনাদিগকে বলিতেছি, একমাত্র জগন্ময় বিষ্ণু সর্বভূতের পূজনীয় এবং অসূয়া, অধৃতি ও কাম-ক্রোধাদি পরিত্যজ্য । ক্রোধই সকল অনর্থের মূল ; ক্রোধ হইতে মন-স্তাপ ও ধর্মক্ষয় হয় ; ক্রোধ জনন-মরণ-ক্লেশেব প্রধান নিদান ; অতএব এই মহানিষ্টকর ক্রোধকে পরিত্যাগ করা মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রে-রই কর্তব্য । হায় ! জন্মই কামমূল ; লোকে বাসনা ছাড়িতে না পারাতেই সংসারে আসিয়া থাকে । কামই পাপের কারণ ; ইহা হইতে হিতাহিতবিরেচনা বিলুপ্ত হয়, যশঃ নষ্ট হইয়া যায় ; অতএব কাম পরিত্যাগ করিবে । মাৎসর্য্য সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার কারণ । মাৎসর্য্য-যুক্ত ব্যক্তিগণ নরকে গমন করে ; অতএব মাৎসর্য্য ত্যাগ করা মুমুকু ব্যক্তিমাত্রেবই একান্ত কর্তব্য । হে মুনিগণ ! মান্বেব মনই তাহাদের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ও বন্ধন-মুক্তির প্রধানতম কারণ । বাহ্যর মন শুদ্ধ ও নির্মল, সে মুক্তিলাভ করিতে পারে । অতএব পরমাত্মা বিষ্ণুতে মন অর্পণ করিয়া সুখী হইবে । হায়, মূঢ় মানবগণ জগন্নাথ বিষ্ণুকে পূজা না করিলে কেমন করিয়া কোন্ ক্রমতঃ সাহায্যে এই ঘোব সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ? হে ঋষিবর্গ ! আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, বাহ্যের গোবিন্দ গদাধর বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিলে, ভয় পায় তাহার, নানাপ্রকার বোগে পতিত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে ; তাহাদিগের কিছুতেই সুখ নাই । যাহারা বাসুদেব, নারদন, জগন্নাথ, নারায়ণের নাম নিত্য উচ্চারণ করেন, তাহারাই বার্থ পুণ্যবান, তাহারা সকলের বন্দিত । আহা, বিষ্ণুভক্ত পুণ্যবান, ব্যক্তিগণের অসীম মাহাত্ম্য আজিও ব্রহ্মাদি দেবগণও বুঝিতে পাবেন নাই ।



হায়, এ কি সামান্য মৰ্খতা ! এ কি সামান্য ছুষের বিষয় । যিনি  
সংপাদ্যে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন, মোহাক্ষ মানবগণ একবারও  
তাহার বিষয় ভাবিয়া দেবে না, আঁধার তাহারা তাহাকে চিনিতে  
পারিব না । যাহারা হরিতক্তিপরায়ণ, নাবাযাকে পবন ভক্তিব সহিত  
যাহারা সর্বদা ধ্যান করেন, তাহারা ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে  
সমর্থ হইবেন ; সুতরাং তাহারা ধন, ধাতু, রত্ন, মাণিক ও বহুবাহুবাদি  
লইয়া কি করিবেন ? তাহারা জন্ম জন্ম ধনরত্ন ও মিত্র লাভ কবিতা  
করেন ; তাহাদিগের কিছুই অপ্রাপ্য নহে । এ দেহ অনিত্য, ইহা  
পাপ হইতে জন্মিত ; পাপকর্মে রত হইতে ইহা বড় ভালবাসে ।  
ইহা জানিয়া সকলেই মোক্ষদাতা জনার্দনকে পূজা করিবে ।  
তাহার শরণ লইলে আর জন্মমৃত্যু-রেশ ভোগ করিতে হয় না ।  
হরিপূজা যাহাদের একমাত্র পরম ব্রত, তাহারা নিশ্চয়ই পুণ্যমিত্র,  
কলত্র ও ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; তাহাদের কোন বিষয়েই  
অভাব থাকে না । অতএব যিনি ইহ ও পর উভয় লোকেই সুফল  
লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি সতত হরিকে পূজা করিবেন,  
হরিনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন । দেবদেব জনার্দনে যাহাদের ভক্তি  
নাই, যাহারা সংপাদ্যে দান করে না, তাহাদিগের জীবনে শত ধিক্ ।  
যে ব্যক্তি পশুপাশবিনোচক কর্ণভেদী বিষ্ণুকে প্রণাম না করে,  
তাহার শরীর পাপের আকর । যে ব্যক্তি সংপাদ্যে দান না করিয়া  
রাশি রাশি ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহার অর্থাধি সর্পরক্ষিত  
অব্যয় শায় অতি সঙ্কটাপন্ন ।

হে পণ্ডিতগণ ! এ জ্ঞান, ঐ শ্রদ্ধা সম্পত্তি সমস্তই বিহ্যাতেন  
শায় লোম । ইহা অশতদূর ; অশ্রাব্য অব্যনিচয়ে যাহারা উদ্বল হয়,  
তাহারাই বিশেষরূপে পূজা করে না । হে মুনিগণ ! দেবান্দ্র-  
ভেদে সৃষ্টি বিবিধ ;—যাহা হরিতক্তিযুক্ত, তাহাই দৈবী, তদ্বিপরীত  
আনন্দী । হরিতক্তি অতি দুর্লভ ; পূণ্যবান ব্যক্তি বিনা কেহ তাহা  
লাভ করিতে পারে না, সুতরাং হে বিশেষরূপে । হরিতক্তিপরায়ণ  
ব্যক্তি সকলের প্রেমা এবং সর্বত্র পূজ্য । যাহাদের জন্যে অমৃত

নাই, বিপ্ৰের ত্রাণার্থ যাহারা সৰ্ব্বদ্ব্য উৎসৰ্গ কারতে পারে, কাম-  
 ক্ৰোধাদি রিপুগণ যাহাদিগকে বশীভূত কৰিতে পারে না, জগৎপতি  
 কেশব তাহাদিগেব প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট। সম্মার্জ্জনাদি বার্থ্যের  
 দ্বারা যাহারা সতত হরির শুদ্ধা কৰিয়া থাকে, যাহাবা সংপাঁত্রে  
 দান কৰে, তাহারা পবন পদে স্থান লাভ কৰিতে সমর্থ হয়। সংসাব-  
 কাননেব দাবানলে যাহারা নিরন্তর বিদ্যুৎ হইতেছে, হরিনাম  
 একমাত্র তাহাদিগেব পক্ষে শান্তিবাবি, একমাত্র পবন গতি ।

---

## একত্রিশ অধ্যায় ।

### দেবমালীব উপাখ্যান ।

হে মুনিগণ ! দেবদেব চক্রপাণিব মাহাত্ম্য আমি পুনর্বার আপনাদিগেব নিকট কীর্তন করিতেছি, সেই বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে সত্ত্ব সমুত্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় । যাহারা শাস্ত্রচরিত, বিদ্যাকাজী, অনহঙ্কৃত, ইন্দ্রিয়সমুদায় বাহাদিগেব বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের সাহায্যে জ্ঞানরূপী অব্যয়কে পূজা কবেন এবং কর্মযোগিগণ তীর্থস্থান, ব্রতাহুষ্ঠান, দান ও যজ্ঞাদি কর্মযোগ দ্বারা সর্বধাতা অচ্যুতের আরাধনা করিয়া থাকেন । কিন্তু, যাহারা লুন্ড ও ব্যসনপ্রিয়, বাহাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারা জগৎপতির মহিমা জানে না, তাহারা ঘোর পান্ডী । সেই জন্ত সেই নরাধমগণ নরকে কীট হইয়া অজর ও অমরবৎ অনন্তকাল নানা কষ্ট ভোগ করে । বিদ্যুতের স্থায় চকল এই মানবজীবনকে নিত্য ভাবিয়া যাহারা মত্ত হয়, যাহারা অহঙ্কৃত, তাহারা সর্বমঙ্গলময় জগদ্রাধের যত্ননা করে না । তাহারা কি মৃত ? তাহারা জনম-মরণ-ক্লেশ হইতে নিহতি লাভ করিতে পারে না । কিন্তু যাহারা শাস্ত্রচরিত, যাহারা নিত্য হরিপূজা করেন, তাঁহারা আবৃতি ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ; কচিং তাঁহাদিগের মধ্যে ছুই এক জন ইহজগতে আবার অনগ্রহণ করেন । কর্ম, বাক্য ও মনের দ্বারা তিনি পরম ভক্তিসমুৎকারে হরির পূজা করেন, তিনি সর্বলোকের উত্তম স্থানে আসন লাভ করিয়া থাকেন । এ স্থলে একটি পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ অথবা পাঠ করিলে সনত্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । হে বিপ্র-কুল ! যজ্ঞনাশী ও সুবালীচ চরিত্র অতি পবিত্র । ইহা শ্রবণ করিলে অবশেষেফল লাভ করিতে পাৱা যায় । অতি পরাধামে বৈবস্বত

মহন্তরে দেবমালী নামে এক বেদবেদাদ্বয়িং ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি শাস্ত্রব্রতাব, ও হরিপূজাপরায়ণ ; সর্বভূতে তাহার সমান দয়া । তিনি স্বীয় পুত্রমিত্রকলত্রের জন্ত ধন উপার্জন করিতেন, অপণ্য 'ও রস বিক্রয় করিতেন ; যাহার তাহার কাছে, এমন কি, চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতিব নিকট দান গ্রহণ করিতেন ; তপজপাদি ব্রত বিক্রয় করিতেন এবং কলত্র ও অপর লোকের জন্ত তীর্থস্থলে ভ্রমণ করিতেন ।

হে বিপ্রকুল ! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবমালীব দুইটি পুত্র সঞ্জাত হইল । তাহাদিগের একজনের নাম যজ্ঞমালী, অপর পুত্র স্ত্রীমালী নামে আখ্যাত হইল । তাহারা উভয়েই সমান রূপবান্ । দেবমালী নবজাত কুমারযুগলকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ; সেই জন্ত তিনি বহুবিধ সাধনে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিলেন । দেবমালী এইরূপে বিস্তর ধন সংগ্রহ করিলে একদা তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি ত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি ; এক্ষণে একবার গণিয়া দেখি।' তিনি সমস্ত ধন গণনা করিয়া দেখিয়া স্বয়ং যুগপৎ হুট ও বিস্মিত হইলেন । তিনি দেখিলেন যে, সহস্র কোটি নিকপরিমাণের\* কোটি কোটি গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে । তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অসংপাত্রে দানগ্রহণ করিয়া, অপণ্য ও তপজপাদি বিক্রয় করিয়া এত বিপুল ধনসঞ্চয় করিলাম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অত্যাধি শাস্তি লাভ করিতে পারিলাম না । আমার দারুণ তৃষ্ণাও নিবারিত হইল না ; এত অর্থ উপার্জন করিয়াছি, তথাপি এখনও ইচ্ছা হইতেছে যে, আবও মেরুতুল্য ধনরাশি অর্জন করি । অহো ! লোভই যত অনর্থের মূল ; লোভে পতিত হইয়াই লোকে মান্য, কষ্ট ভোগ, করিয়া থাকে । যাহারা লোভী, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইলেও আবার আরও কামনা কবে । আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কার্য্য ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, জরা উপাগত হইয়া আমার সমস্ত বল হরণ করিতেছে ; কিন্তু তৃষ্ণা আর

হয় না ;—তাহা যেকপ তেজস্বিনী, সেইকপই রহিয়াছে । হায় !  
 এ সংসারে যে ব্যক্তি লোভের বশীভূত, সে বিদ্বান হইলেও মূর্থ, শাস্ত  
 হইলেও উদ্ধত, ধীমান হইলেও নৃঢ় হইয়া থাকে । আশা মানবের  
 একটি অঙ্গেয় অরাতি ; অতএব যদি প্রব সুবলাভ করিবার বাসনা  
 থাকে, তবে আশা পরিত্যাগ করিবে । আশা হইতেই ছুরাকাজ্জা,  
 ছুরাকাজ্জা হইতেই লোকের বল, ক্ষেত্র, যশ, বিজ্ঞা, মান, সুখ, এমন  
 কি, স্কুলে জন্মের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় । আশাভিভূত  
 মানবের চরিত্রের এটুকু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার  
 কিছুতেই সন্দেহ হয় না । অহো ! আশায়ুক্ত মানবগণ মহামোহে অন্ধ  
 হওয়াতে তাহাদিগের হিতাহিতজ্ঞান পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায় ;  
 তাহাদিগকে অবমান করিলে, লাঞ্ছনা করিলে, তিরস্কার করিলেও  
 তাহাদিগের কষ্ট বোধ হয় না । একমাত্র আশাই তাহাদিগের অন্তঃ-  
 করণের প্রবলা প্রবৃত্তি, তাহাদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তবে  
 আমি আর আশার বশীভূত হইব কেন ? কেন প্রবশাস্তি ত্যাগ  
 করিয়া অশাস্তিকে আলিঙ্গন করিব ? এত ক্লেশ ও পরিশ্রম করিয়া  
 যে বিপুল ধন অর্জন করিলাম, ইহা সৎকার্য্যে ছত্ত করা কর্তব্য ।  
 ঘরার আক্রমণে আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, শরীরের বল নষ্ট  
 হইয়া গিয়াছে ; অতএব অস্ত্র হইতে আমি পরলোকে অক্ষয়  
 সঙ্গীতি করিবার চক্রে অগ্রসর হইব ।”

সমস্তরে দেবমালী নামে এক বেদবেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি শাস্ত্রব্রতাব, ও হরিপূজাপরায়ণ ; সর্বভূতে তাহার সমান দয়া । তিনি স্বীয় পুত্রমিত্রকলত্রের জন্য ধন উপার্জন করিতেন, অপণ্য 'ও রস বিক্রয় করিতেন ; যাহার তাহার কাছে, এমন কি, চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতিব নিকট দান গ্রহণ করিতেন ; তপস্বিপাদি ব্রত বিক্রয় করিতেন এবং কলত্র ও অপর লোকেব জন্য তীর্থস্থলে ভ্রমণ করিতেন ।

হে বিপ্রকুল ! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবমালীও দুইটি পুত্র সম্ভাত হইল । তাহাদিগের একজনের নাম যজ্ঞমালী, অপর পুত্র স্ত্রুমালী নামে আখ্যাত হইল । তাহারা উভয়েই সমান রূপবান্ । দেবমালী নবজাত কুমারযুগলকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ; সেই জন্য তিনি বহুবিধ সাধনে তাহাদিগকে নিয়োজিত কবিলেন । দেবমালী এইরূপে বিস্তর ধন সংগ্রহ করিলে একদা তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি ত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি ; এক্ষণে একবার গগিয়া দেখি । তিনি সমস্ত ধন গণনা করিয়া দেখিয়া স্বয়ং যুগপৎ ছষ্ট ও বিংশতি হইলেন । তিনি দেখিলেন যে, সহস্র কোটি নিকপরিমাণের\* কোটি কোটি গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে । তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অসংপাত্রে দানগ্রহণ করিয়া, অপণ্য ও তপস্বিপাদি বিক্রয় করিয়া এত বিপুল ধনসঞ্চয় করিলাম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অতীবিশি শাস্তি লাভ করিতে পারিলাম না । আমার দারুণ তৃষ্ণাও নিবারিত হইল না ; এত অর্থ উপার্জন করিয়াছি, তথাপি এখনও ইচ্ছা হইতেছে যে, আরও মেরুতুল্য ধনরাশি অর্জন করি । অহোঁ ! লোভই যত অনর্থের মূল ; লোভে পতিত হইয়াই লোকে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা লোভী, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইলেও আবার আরও কামনা করে । আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কার্য্য ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, মরা উপাগত হইয়া আমার সমস্ত বল হরণ করিতেছে ; কিন্তু তৃষ্ণা আর

হায় হায় না ;—তাহা যে রূপ ভেজবিনী, সেইরূপই রহিয়াছে । হায় !  
 ঈশ্বারে যে ব্যক্তি লোভের বশীভূত, সে বিদ্বান্ হইলেও মূর্খ, শাস্ত  
 হইলেও উদ্ধত, ধোমান্ হইলেও মূঢ় হইয়া থাকে । আশা মানবের  
 একটি অজ্ঞেয় অরাতি ; অতএব যদি ঈশ্বর সুখলাভ করিবার বাসনা  
 থাকে, তবে আশা পরিত্যাগ করিবে । আশা হইতেই ছুরাকাঙ্ক্ষা,  
 ছুরাবাঙ্ক্ষা হইতেই লোকের বল, ভেজ, যশ, বিজ্ঞা, মান, সুখ, এমন  
 কি, সুকূলে জন্মের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় । আশাভিত্ত  
 মানবের চরিত্রের এটুকু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার  
 কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না । অহো ! আশামুগ্ধ মানবগণ মহামোহে অন্ধ  
 হওয়াতে তাহাদিগের হিতাহিতজ্ঞান পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায় ;  
 তাহাদিগকে অবমাম করিলে, লাঞ্ছনা করিলে, তিরস্কার করিলেও  
 তাহাদিগের কষ্ট বোধ হয় না । একমাত্র আশাই তাহাদিগের অন্তঃ-  
 করণের প্রবল প্রবৃত্তি, তাহাদিগের হৃদয়েব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তবে  
 আমি আর আশার বশীভূত হইব কেন ? কেন ঈশ্বাশক্তি ত্যাগ  
 করিয়া অশাস্তিকে আলিঙ্গন করিব ? এত ক্লেশ ও পরিশ্রম করিয়া  
 যে বিপুল ধন অর্জন করিলাম, ইহা সংকার্য্যে হস্ত কবা কর্তব্য ।  
 জরার আক্রমণে আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, শরীরের বল নষ্ট  
 হইয়া গিয়াছে, অতএব অল্প হইতে আমি পরলোকে অকস্ম  
 সুখলাভ করিবার জগৎ অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব ।”

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বিপ্রেস্ব দেবমালী ধর্ম্মমার্গে  
 ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সমস্ত স্বীয় সমস্ত ধন চারিভাগে  
 বিভক্ত করিলেন । তন্মধ্যে দুই ভাগ আপনি গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট  
 ভাগদ্বয় দুইটি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন । অতঃপর তিনি  
 আশ্রয়িত পাপরাশি নাশ করিবার উদ্দেশে তপস, আশ্রম, প্রণাম ও  
 দেবমন্দিরাদি বহুবিধ কীর্তি স্থাপন করিলেন এবং গম্ভাতীতে বাস  
 করিয়া পদ্মাদি দান করিতে লাগিলেন । হরিভক্ত দেবমালী এইরূপ

সদহুষ্ঠানে স্বীয় ধনরাশি ব্যয় করিয়া তপস্কার্থ এক গভীর শব্দ-  
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবনের মধ্যে একটি তপোবন  
তাঁহার নয়ন-গোচর হইল ; তপোবনটি অতি বমণীয় ; তাহা বিবিধ  
কুসুমতরু ও কলবৃক্ষে অলঙ্কৃত । বেদজ্ঞ ঋষিগণ তাহার স্থানে স্থানে  
উপবেশন করিয়া পবনব্রহ্মের মহিমাকীর্তন কবিতেছেন। দেবমালী  
সেই মনোহর তপোবনের নাম জানিত । তপোনিমি জানন্তি তা-  
কালে স্বীয় শিষ্যমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রানুচিনায় নিযুক্ত  
ছিলেন। সেই তাপসেন্দ্র শমাদিগুণে বিভূষিত, বাগাদি বিপুগ  
তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত ।।

অতঃপর মুনিবর জানন্তি অভ্যাগত অতিথির সংস্কার কবিবা-  
নিমিত্ত কন্দমূলফলাদি দান করিলেন। দেবমালী সাগ্রহে  
কৃতজ্ঞহৃদয়ে তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আতিথ্য  
সংস্কার যথাকালে সম্পন্ন হইল। তখন দেবমালী ঋষিবর জানন্তি  
সম্মুখে উপবেশন করিয়া কৃতান্তলিপুটে বিনয়নব্রবচনে বলিলেন  
“ভগবন্। অত্ৰ আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম ; আপনা-  
জীচরাদর্শনে আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল ; এক্ষণে  
মহাভাগ । জ্ঞানদান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ।” তাঁহার এই  
ভক্তিপূর্ণ বাক্য-শ্রবণে জানন্তি আনন্দে হান্ত কবিয়া বলিলেন, “হে  
বিপ্রশার্দূল ! কি উপায়ে সংসার যাতনা হইতে মুক্তিলাভ কবিত্তে  
পারা যায়, তাহা আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
হুৱাত্মা সংসার হইতে নিষ্কৃতিলাভ কবিত্তে পাবে না । তুমি পবন  
প্রভু নারায়ণের ভজনা কর, পরনিন্দা, পরগ্নানি, পৈশুণ্য প্রভৃতি  
তুচ্ছ কখন করিও না ; পবোপকারে সর্বদা নিরত থাক, মূর্থ ও  
পাপীর সহিত কদাপি আলাপ করিও না, কাম-ক্রোধাদি ত্রিগুণকে  
দমন করিয়া সদা সংকথার আলাপন কর, অশ্লীষা করিবে না,  
কদাপি পরের অনিষ্টবাসনা মনোমধ্যে স্থান দিবে না ; সর্বভূতে  
দয়াপর হইবে, সাধুলোকের শুশ্রূষা করিবে, সদা সত্যকথা কহিবে,  
অনাচারী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবে, ভক্তি সহকারে প্রতাহ,



অতিথিপূজা করিবে; ফল, পুষ্প, পত্র, দুর্বা ও পল্লবের দ্বারা ভগ্নাথ নারায়ণকে পূজা করিবে; দেব, ঋষি ও পিতৃকুলের যথাবিধি তর্পণ করিবে, দেবপূজাব নিমিত্ত মন্দির মার্জনা করিবে, লেপন করিবে, মার্গশোভা বৃদ্ধি ও দীপ দান করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কাব, স্তোত্র ও পুরাণ পাঠ, পুবাণশ্রবণ ও বেদান্ত পাঠ করিবে, তবে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞান হইতেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! ঐ সকল পুণ্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।”

তদুপোনিধি জ্ঞানস্তির নিকট সারগর্ভ শিক্ষা লাভ করিয়া মহামতি দেবমালী সেই দিন হঠাৎ নিত্য পরমা বিদ্যার শুভ্রায়া নিরত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া তিনি দিব্য জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার মনোমধ্যে গভীর প্রশ্ন উখিত হইল, তিনি ভাবিলেন, “আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমার কি কার্য? আমি কেন জন্মিলাম? কেমন রূপই বা পাইলাম? আমি কি একাকী, না বহু?” দেবমালী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সন্দেহে আকুল হইয়া তিনি সত্ত জ্ঞানস্তি মুনির নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণতলে প্রণত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—“গুরুদেব! আমার মনোমধ্যে এক বিধম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মন নিতান্তই চঞ্চল, মুহূর্ত্তের জন্তও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। হে ব্রহ্মবিদ্যাম্বর! আমি কে? ক্রিয়া কি? কেনই বা আমার জন্ম হইল?”

এই গভীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া জ্ঞানস্তিমুনি উত্তর করিলেন, “হে মহাভাগ! এরূপ সন্দেহে চিন্তা লাভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তুমি যথার্থই বলিয়াছ। দেখ, অবিদ্যার আবাসভূমি চিন্তে জ্ঞানের বিমল জ্যোতিলাভ কি প্রকারে স্থান পাইতে পারে? ‘আমার গৃহ’, ‘আমার ধন’, ‘আমার স্ত্রীপুত্র’ ইত্যাদি যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহা ত সম্পূর্ণ—ব্রাহ্মিময়; তালা সম্পূর্ণ অবিদ্যা হইতে অনিত। দেবমালে! অহঙ্কার মনের ধর্ম্ম, আত্মার

নহে। তবে যে ভূমি জিজ্ঞাসা করিতেছে ‘আমি কে?’ তাহার উত্তর আমি কি দিব? যাহার নাম নাই, জ্ঞান নাই, আমি কি প্রকারে তাঁহার নাম করিব? যাহা অরূপ, যাহার স্বভাবও নিগুণ সেই অপ্রমেয় পরমাত্মার রূপ কেমন করিয়া বর্ণন করিব? যাহা পবন জ্যোতিঃরূপ, ‘তাঁহার নাম আর কি বলিব? যাহার ভাব অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার ক্রিয়া কি বলিব? যাহা সপ্রকাশ, সেই অক্রিয়াধা নিত্য অনন্তদেব পরমাত্মার আবার জন্ম কি? জ্ঞানের বেগ, অজ্ঞর, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, সদানন্দ, সনাতন পরব্রহ্ম হইতেই এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের/সাধন। জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে আব ‘ভূমি আমি’, ‘তোমার আমার’—এই সকল ভেদভাব থাকিবে না, তখন সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া দেখিতে পাইবে।’

মুনিবর দেবমালী ঋষিপ্রধান জ্ঞানস্থির নিকট ঐ পরম শিক্ষা লাভ করিয়া যার-পর নাই আনন্দিত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান পরিস্ফুট হইল, তিনি আপনাতেই সপ্রকাশ পরিপূর্ণ জগদ্ব্যবসায় পরব্রহ্মকে দেখিতে পাইলেন এবং “আমিই সেই ব্রহ্ম” ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই দিব্যজ্ঞানের আলোচনা করিবার নিমিত্ত গুরুকে প্রণাম করিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে মহামতি দেবমালী বারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! নিবিশেষে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে স্বকৰ্মপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরম স্বৰ্গ লাভ করিতে সমর্থ হয়।